

নিত্যধামানুরাঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ ।

১৮৮৫ খ্রিঃ

— ১৮৮৫ —

সদ্বিচার জুহাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্বাদকরী নিত্যাধামানুরাঞ্জিকা ।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পাত কৌশেয় বস্ত্রং ।

লালেক্ষং বহুলং পদ্মশ্যামলং মোরবস্ত্রং ।

প্রচলতি রুদ্ধচিত্তং মন্দস্থলং পদেণৈব ।

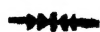
কমল নয়নং চিত্তং তু মনোমৈ ।

৩১ সংখ্যা পঃ ১৮৮৫ খ্রিঃ ১৮৮৫ খ্রিঃ ১৮৮৫ খ্রিঃ

অভিহিত্যয় বিদ্যাভাসঃ ১৮৮৫ খ্রিঃ
তৎপ্রসাদে নিকিয়ে (১৮৮৫) খ্রিঃ
অভিহিত্যয় করতঃ (১৮৮৫) খ্রিঃ
অভিহিত্যয় হইলাম, হে ভগবান্ । হে কালঃ ।
অভিহিত্যয় এই প্রাপ্তনা করিতেছি, হে এই বস্ত্রং

আমাদিগের চিত্ত যেন অস্থলিতপাদে ধৰ্ম্মপদবীতে অধা-
 কতা থাকে কোনমতে স্থলিতপাদ না হয় ! শ্রোত্র যেন ত
 গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া অবিরত আনন্দের আহৰ্ত্তা হয়, রস-
 যেন তব গুণানুকথনে অনারত রত থাকে ? করযুগল যে
 নিয়ত তৎসেবা পরিচর্যা কর্ত্তে নিযুক্ত হয় ? নয়ন যুগল যে
 নিয়ত নয়নানন্দ জনক তব মনোহর শ্রীমূৰ্ত্তি দর্শন করি
 পরানন্দ লাগরে নিমগ্ন হয় । পাদদ্বয় যেন সৰ্ব্বদা তবস্বা-
 দর্শন জন্য গমন কার্য্যে রত হয় ? হে জগদানন্দজনন ! হে
 জনন মরণ যন্ত্রণা নিবারণ করুণাবারিধে ! হে নিখিল কল্যা-
 যাক্ত শশাঙ্কমূৰ্ত্তে ! হে দুঃখকৈরব কুলেন্দুকপ ! হে মৃত্যুনাশক
 হে রিণ ! হে শ্রুতপালপরায়ন্ । তো ভবান্বিত নিস্তারক
 করুণাম ! আর এই সংসার-প ঘোরতর কলুবোর্ম্মিমালী
 ব্যাধিবিম্বোপাতিত অস্মদাদিকে পরিত্রাণ করহ । একদা
 কালের কবলে পাতিত হইয়া চিন্তা জর্জরিতাশয় প্রযুক্ত
 যন্ত্রণাভোগ করিতেছি । হে করুণানিধান ! এই সংসার
 নট নটীকপে কাল নিয়তি নাট্য বিস্তার তরতঃ
 শাস্তা প্রদান করিতেছে, সেই কালের কপ ও নিয়তির
 নপাত্তশ্রবণ করিয়া কণকালের নিমিত্তও চিত্ত
 করিতে পারিতেছেন । নিয়তিবরাজনা সঙ্গরক্ষী
 কীত কেনা হয় ? এই বৰ্ত্তমান কাল কখন
 পশু পক্ষীত্যাতির কঙ্কাল রাশিতে ধরণীকে
 নষ্ট করিতেছে, কখন বা অশ্বশন নটমান কপাল-
 মপে মগৎকে পিতৃবন করত উদ্ভট তাণ্ডবে মগ চট্টমা

রহিয়াছে, কখন বা ঘনঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলবৎ দেখিতে
কলুষকলাপে জগৎকে অন্ধীভূত করিয়া তুলিতেছে। কদাপি
মহা মোহপাশে পাশী হইয়া পশুবৎ রাশিরাশি রূপে জগন্নি-
বাসি জনসকলকে পাশিত করিয়া চৰ্ৰণ করিতেছে। কদাপি
মহানটী, ককুতপটী, মায়াঘটী, জনকঙ্কালমালা মণ্ডিতা নিয়-
তি, কালের সহচারিণী হইয়া জগৎঘাसे উদাত্তা হইতেছে।
তাহাদিগের এই দুঃস্থ নাট্য হইতে পরিজ্ঞান পাইবার
কোন উপায় নাই। অতএব আমরা অভ্যস্ত ভীত হইয়া
প্রার্থনা করিতেছি, হে নাথ ! হে অনাথনাথ দীনবন্ধো !
রূপাকলাপ বিকাশে সংসার ভীতিনাশে দাসে পরিজ্ঞান
করহ, যেন বর্তমান বর্ষে নিমগ্নাদ ক্ষুদ্র কর্মে অশ্মদাদির
চিত্ত প্রসজ্জিত না হয় ? আর অনানিষ্ট করণে তাহার সাহস
না জন্মে ? সর্বদা মরণভীতির উদয়ে তব চরণানুস্মরণরূপ
মঙ্গলাচরণে চিত্ত সুতঃপর হয় ?



পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

ব্রহ্মপুত্র স্বরন্তুবম্নু স্বয়ং কহিয়া গিয়াছেন, যে জগৎপতি
ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে লক্ষ লোকে অস্থিত চতুষ্পাদ বেদ-
প্রকাশ করতঃ স্বয়ং আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, আমি
তাহাই আপন বাক্যে সংক্ষেপোক্তি দ্বারা লংহিতা রচনা
করিয়া মরীচি প্রভৃতি ঋষি সকলকে অধ্যয়ন করাইয়াছি,

তন্মধ্যে ভৃগু আমার নিকটে সৰ্বদা থাকিতেন এবিধায় তিনি বিশেষরূপে বেদার্থ সম্যক্ অধ্যয়ন করিরাছেন । এই প্রযুক্ত মৎপ্রণীতা সংহিতাকে ভৃগুপ্রোক্তা বলিয়া উক্ত করিয়া থাকে ।

অনন্তর দেবাসুরাদির সৃষ্টি বিষয়ের বর্ণনানন্তর নরসৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়া কালাবয়ব সত্যাদিযুগের সংখ্যা বর্ণনা করিব । এ বিষয়ে আর কাহারই প্রতি কটাক্ষপাৎমাত্র থাকিবেক না, যুগে যুগে যে রূপ কার্য্য হইয়া আসিতেছে, যথা শাস্ত্র তাহারই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিব, তাহাতেও যদি কেহ কটাক্ষিত রূপে লক্ষ করেন, সে অস্মদাদির পক্ষে দোষাবহ হইতে পারিবে না । দেবাসুরাদিকে মর্ত্যবাসিনরূপে কোন কোন বিজ্ঞাতীয় পণ্ডিতেরা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, যে ইন্দ্র নামে কোন মনুষ্য দেবরাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাহার রাজধানী “শিথিয়া” দেশ ছিল । নতুবা “ইন্দ্র একজন মনুষ্য” সে যে সকলের ঐধান রাজা হইয়া চিরকাল জীবন ধারণ করিয়াছিল এমত না হইবেক, অর্থাৎ ঐ সিংহাসনে যে মনুষ্য যখন রাজা হইত সেই মনুষ্যকেই তখন ইন্দ্র, তাহার পত্নীকে শচী, তন্মন্ত্রীকে বৃহস্পতি, চিকিৎসককে ধন্বন্তরি বা অশ্বিনীকুমার, কোষাধ্যক্ষকে কুবের বলিয়া খ্যাত করিত অর্থাৎ ইত্যাদি উপাধি বিশিষ্ট মানবগণেরা নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিত, মধ্যে কোন সময়ে কোন কোন দেশীয় ছদ্মস্ত মনুষ্যেরা যখন তাহাদিগের প্রতিকূলে বেদধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়া

বলপূৰ্ণক সমুদায় ইন্দ্রের রাজ্য লইবার চেষ্টা করিত, তখন তাহাতে বেদধৰ্ম্মরক্ষক রাজাইন্দ্র, সৈন্য সমাবেশ, ও নানা প্রকার কৌশল দ্বারা অনুরগণকে বিনাশ করিতেন, কখন বা অনুরেরাও ইন্দ্রকে স্বস্থান ভ্রষ্ট করিয়া তাহার সমুদায় রাজ্য গ্রহণ করিত, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়, নচেৎ তত্ত্বিন্ন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যে দেবরূপ এতযুক্তি সঙ্গত হয় না, সেই ইন্দ্রের রাজ্য-বধিকেই লোকে সত্যকাল বা সত্যযুগ বলিয়া থাকে, ইন্দ্রের রাজধানী যে কোন স্থানে ছিল এক্ষণে তাহার নির্দেশ হয় না, অনুমান হয় হিমালয়ের নিকটে কোন এক স্থান হইবে? বহুকাল গত হওয়াতে সেস্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাহার আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, একথা বিজাতীয় পণ্ডিতরা কোন প্রমাণে বলেন, আমরদের কোন শাস্ত্রেই এইরূপ যুক্তির কার্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শিথিয়া প্রভৃতি দেশ সকল আধুনিক কল্পিত মুচ্ছ দেশের মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ মুচ্ছ শাস্ত্রোক্ত জলপ্লাবনের পর নোয়ার বংশ দ্বারা তদ্দেশ স্থাপিত হয়, দেবানুর বিষয়ক সংগ্রামাদির কথা বহু মন্বন্তর হইয়াছিল, সুতরাং বিজাতীয় পণ্ডিতদিগের একপ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিলে বিচক্ষণেরা অবশ্যই পরিহাস করিতে পারেন! পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর ন্যায় স্বর্গ একস্থান বিশেষ আছে, তাহাতেই একজন রাজাইন্দ্র তিনি চিরকাল জীবিত আছেন, অর্থাৎ চির শব্দে অনেককাল, অনেককাল পদে মন্বন্তর। ইহারা স্বর্গে থাকিয়া মর্ত্যলোকে কখনও বাস করিতেন,

সেই কালে রসাতলবাসি অমুরদিগের সহিত সংগ্রাম হইত অমুরেরা দৈববরে পরাক্রান্ত হইয়া কখন কখন দেবগণকে পরাভূত করতঃ স্বর্গস্থানকে অধিকার করিত, তাহাদিগের যুদ্ধ স্বর্গেই হইত, কখন বা যজ্ঞস্থান গ্রহণ জন্য মর্ত্যলোকেও দেবামুর যুদ্ধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, যুনিগণেরা ইহা নিশ্চয়্যাকরিয়া শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন । যথা “ স্বর্গান্নিরাকৃত্যঃ সর্বেভেন দেবগণা ভুবি । বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ ছুরাঅনা ইতি ” । মার্কণ্ডেয় পুরাণঃ । ছুরাআ মহিষামুর কর্তৃক সকল দেবগণেরা স্বর্গ হইতে নিরাকৃত হইয়া মনুবোর মত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । একথায় পৃথিবী হইতে উন্নত শূন্যস্থিত এক স্বর্গলোক আছে, ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে । বিশেষতঃ যেমন ইন্দ্র, তেমন চন্দ্র সূর্যাদিরাও দেবতা হন, যখন চন্দ্র ও সূর্যাদির নির্দিষ্ট স্থান ও তত্ত্বমণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইন্দ্র দেবতার মণ্ডল যে শূন্যে নাই, ইহাইবা তাহাদিগকে কে বলিয়াছে ? ফলিতার্থ স্বর্গ যেমন এক স্থান স্বতন্ত্র, সেই মত মনুবাৰূপ হইতে দেবরূপও স্বতন্ত্র হয়, অতএব নরামর একত্র মিশ্রিত করিয়া বিজী যুক্তির অবলম্বন করিলে কেবল মৌঢ্যই প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ দেবতারা স্বর্গ হইতে কালে মর্ত্যলোকে অন্নগ্রহণ করিয়াও মর্ত্যলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অমুরেরাও মনুবারূপে তাহাদিগের প্রতি বিরোধী হয়, সেবিষয়ে আর বিতর্ক করার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে যেক্ষণে মর্ত্যরাত্য ভোক্তা মহাআ রাজাগণে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণনা করিতে বাধি হইলাম ।

নরগর্জন প্রস্তাবকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি, ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রথম পুরুষ, তাহার পুত্র মাত্রেই দেবতা, কিন্তু সংকল্পানুসারে দেবতার। মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ হইয়া নরাদির সৃষ্টিকর্তা হইলেন। তাহার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া জানাইতেছি, ব্রহ্মপুত্র স্বয়ম্ভুব মনু, তাহার মহিষী শতরূপা, ইহার প্রথম সন্তো উৎপন্ন হইয়া প্রজাপতির আজ্ঞায় প্রজাপত্য ধর্মে লিপ্ত হইলেন। মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, ইহার ও ব্রহ্মার পুত্র, কিন্তু মনুষ্যাদি প্রজার সৃষ্টি কর্তা হইলেন। সুমেরু প্রভৃতি অষ্ট কুলাচল ইহার পর্কত হইয়াও জঙ্গম শরীররূপে প্রজা সর্জক হইয়াছেন। ক্রমে কেহ কন্যা, কেহবা পুত্র, কেহবা পুত্র কন্যা উভয়েরই উৎপাদক হইলেন।

ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির মানস পুত্র কশ্যপ। ঐ কশ্যপ ঋষি প্রধান একজন প্রজাপতি, ইহার আশ্রম ধরণী মধ্যে কাশ্মীর দেশ। ব্রহ্মপুত্র দক্ষ, ইনি অস্তাচল কন্যা বিরিণীতে প্রথম হর্গ্যাস্থাদি অনেকপুত্র উৎপাদন করেন, সে সকল পুত্র নারদোপদেশে উদ্ধরেতা হইয়া তপসার্থে পশ্চিম সমুদ্র জলে প্রবেশ করেন। দক্ষের আশ্রম কুরবীর পুর, এক্ষণে তাহাকে কনখল বলে। পঞ্চশিখের মানস পুত্র কর্দম ঋষি, ইহার আশ্রম বিন্দুসর এক্ষণে একান্ত কানন নামে দক্ষিণ দেশে খ্যাত আছে। পুলস্ত্য সুবেল গিরি কন্যা ভূদেবীকে বিবাহ করেন; তদন্ত্রে বিশ্ববা নামে এক পুত্র হয়, ইহার আশ্রম সূর্য্যারিক মুনিদেশ। পুলহ নাগবীধি নামে গন্ধমাদন কন্যাকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র গুহক মণিতত্ত্ব,

ইহার আশ্রম নেপাল গণ্ডকীতীরে শালগ্রাম তীর্থ । অঙ্গি-
রা মলয় গিরি কন্যা মলয়বতীকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র
বৃহস্পতি, পিতৃমানসী কন্যা তারাকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র
কচ ইহার আশ্রম গোদাবরী তীর্থ । ভৃগু অগ্নিকন্যা নালি-
নীকে বিবাহ করেন, তৎপুত্রদ্বয় শুক্র ও ঋচীক । তৎপুত্র তুর্ক,
তৎপুত্র চাবন, অমরদগ্নি ইহার আশ্রম হৈহয় দেশ, এক্ষণে
বোম্বে বলে । বশিষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র হইয়াও কুন্ত সন্তব হন অর্থাৎ
মিত্রাবরুণি নামে খ্যাত হইয়াছেন, তিনি ঋচীক কন্যা নর্মদা
ও মেধা তিথিকন্যা অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন, তাহাতে এক
শত পুত্র জন্মে, যাহারা বিশ্বামিত্র বিরোধে হত হয়, তদ্বংশে
শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র কৃষ্ণদৈপায়ন, তৎপুত্র শুক
ইত্যাদি বাশিষ্ঠবংশ । ইহার আশ্রমদ্বয় যথা চীনদেশ ও
কামরূপ । ইত্যাদি ঋষিদিগের বহুপুত্র পৌত্র হওয়াতে
ব্রাহ্মণ বংশ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে । সে সকল লিখিতে
হইলে অনেক বিস্তার হয়, একারণ পরিত্যাগ করিয়া রাজ
বংশ বিস্তার করিয়া কহিতেছি ।

স্বায়ম্ভব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই পুত্রদ্বয় জন্মে,
আর আকুতি, প্রমুতি ও দেবভৃতি নামে তিন কন্যা হয় । রুচি
মুনিকে আকুতি, কর্দম মুনিকে দেবভৃতি, দক্ষকে প্রমুতি,
প্রদান করেন । দক্ষ প্রজাপতি প্রমুতি ভার্য্যাতে (৬০)
কন্যার উৎপাদন করেন । তন্মধ্যে একাদশ রুদ্রকে ১১ কন্যা,
ধর্ম্মরাজকে ৮ কন্যা । চন্দ্রকে ২৭ কন্যা । কৃশ্যপকে ১৩ কন্যা
সহাদেবকে ১ কন্যা প্রদান করেন । তাহাতে অনেক প্রজা

বুদ্ধি হইল। অনন্তর প্রতিসর্গে পরস্পর অন্যান্য প্রজা পরস্পরা বহুশঃ পুত্র কন্যার উৎপত্তিতে প্রজায়ঃ পৃথিবী প্রায় পরিপূর্ণা হয়।

স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয়পুত্র প্রিয়ব্রতকে যখন রাজ্য সমর্পণ করতঃ উপোধৰ্ম্মে লিপ্ত হন, সেই সময় যুগসংখ্যার বিধিবদ্ধ হয়, যে দিবসে সংসার ত্যাগ করিয়া বনগামী হন, সেই দিবস বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া, তাহাতে সত্যের প্রথমাক্ষ পাত হয় অর্থাৎ সামান্য রাজারা যেমন শকাব্দার অক্ষপাত করিয়া থাকেন। ঐ দিবস হইতে একাদিক্রমে সত্যের দিবস ও বৎসরের গণনা হইয়া আসিতেছে। অতএব ৩১সংখ্যানুসারে সত্য সমাপ্তিতে ত্রেতাদি যুগারম্ভের কথা লিখিয়া জানাইতেছি।

রাজা প্রিয়ব্রত সুরেক্ষ কন্যা মেরুদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি, রাজধানী ব্রহ্মাবৰ্ত্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্ভ্রাতা উত্তানপাদ তৎকালে যুবরাজ, তিনি ধৰ্ম্মকন্যা সুনীতিকে বিবাহ করেন, এবং পারিপাত্র কন্যা সুরুচীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩১পুত্র উত্তম, সুনীতি পুত্র ধ্রুব, ইহার রাজধানী দণ্ডকারণ্যে ছিল। একথা পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। এক্ষণে দেবাসুরাদিরা যে মনুষ্যালোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া জাতি বিরোধচ্ছলে পরস্পর জিগীষাবশে সংগ্রামাদি করেন, ও পরস্পরের রাজ্যাদি পরস্পরে অপহরণ করিয়া লন, তৎপ্রকরণ সকল সংক্ষেপতঃ

পুৰোহিত দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপ প্রজাপতি বিবাহ করেন, তাহাদিগের নাম। অদিতি, দিতি, সিংহিকা, ক্রোধা, কলা, বরিষ্ঠা, কপিল, কজ্র, বিনতা, শ্বশা, অনন্ত, প্রধা এবং দনু, ও শুকী ইত্যাদি স্ত্রীতে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অমর, পক্ষগ, পতঙ্গ, গৃধ্র, সর্প, সরীসৃপ, গোধূমেষ, প্রভৃতি বহুশঃ প্রজার উৎপত্তি হয়, আপাতত ইহকালীয় লৌকিক যুক্তিতে এসকল অযুক্ত বোধ হয়, একারণ প্রাকৃত বুদ্ধি লোকের বিশ্বাস যোগ্য হয় না, কলিতার্থ, সৃষ্টির আরম্ভে ঐশীক্ষমতাবান ঋষিগণের দ্বারা অভাবনীয়রূপে প্রজা সর্জন প্রতি বিতর্ক করিলে সৃষ্টির মূলই বিচ্ছিন্ন হয়, সেকথার প্রতি প্রোত্তপাত না করিয়া অক্ষোভেই কহিতেছি, যে ইহাতে যে ক্ষোভিত হয় হউক তন্নিমিত্তে সত্যের সত্যতার ব্যাঘাত জন্মিবে না।

অদিতি গর্ভসমুত দেবকুল, দিতিগর্ভজাত অমর, দনু গর্ভে, দানব, বিনতা গর্ভে পক্ষী, কজ্রগর্ভে নাগ, ক্রোধাগর্ভে ক্রোধবশ সর্পাদি, কপিল গর্ভে গোজাতি, অনন্ত গর্ভে মহিষাস্থমেবাদি, বরিষ্ঠা গর্ভে সিংহাদি হিংস্রজাতি, ইত্যাদি প্রজা জন্মে। দেবানুরের বিরোধ উপলক্ষে অনেক প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আছে, কখন দেবতার জয়, কখন বা অমরের জয় হয়, কিন্তু এসমস্তই স্বর্গে হইরাছিল, কখনও মর্ত্যলোকেও হইরাছে। দনুপুত্র দানবগণ, যথা রুষপর্ক, বিপ্র দিও, পুলোমা, শঘর, ইত্যাদি। সিংহিকা পুত্র, রাহু ও কেতু

কবচ ইত্যাদি দেবচক্র । দিতির গন্ত্বে হিরণ্যাক হিরণ্যকশিপু
তৎপুত্র প্রহ্লাদ, তৎপুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি, তৎপুত্র
বাণ, প্রভৃতি দৈত্য । অনন্তর ইহাদিগের শাখা প্রশাখা তেদে
অনেক হইয়া নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা হয় । ধন্য মালী,
কমলাক্ষ, ত্রিপুর, এই তিন দৈত্য এককালিন বলিষ্ঠ হইয়া মহা
উৎপাত করে, কিন্তু ইহারা তারকাসুরের পুত্র, তারকের
নিপাত অন্য দেবরাজ শিবপুত্র কার্তিকেয়কে সেনাপতি
করেন, ষড়ানন কর্তৃক তারক হত হইলে, তৎসেনাপতি ক্রোধে
অতি দর্পের সহিত কার্তিকেয় যুদ্ধে প্রস্তুত হয়, ক্রোধে পরাভূত
হইয়া পলাইয়া পৰ্ব্বতগয় বনপ্রদেশে আশ্রয় করিয়াছিল,
অবশেষে কার্তিকেয় কর্তৃক কোশলে ধৃত এবং হত হয়, সেই
স্থানের নাম ক্রোধদেশ, ইতিপূর্বে সে স্থানের নির্ণয় ছিল
না, ইদানীং নির্দিষ্ট হইয়াছে, যে যাহাকে আধুনিকেরা জর-
মেন দেশ বলে, সেই দেশই ক্রোধদেশ । বরং উক্তর
উইলসন সাহেবও একথা স্বীকার করিয়া স্বকৃত পুস্তকে
লিখিয়া গিয়াছেন । এইরূপ বৃদ্ধ নামে এক অমুর ইন্দ্ররাজ্য
আক্রমণ করিয়াছিল, সে কোনমতেই রক্ষি হইতে দিতনা,
তাহাকে ইন্দ্র নষ্ট করাতে তাহার মাতা বিস্তর রোদন করে,
ইহা শ্রবণে ইন্দ্রমুগ্ধ হইয়া উক্ত হইয়াছে । যথা

অপাদহস্তোহপুতন্যাদিঙ্গমাস্য বজ্রনধিসানৌ জযান ।

বৃক্টোবধিঃ প্রতিমানং বুভুসনু পুরাত্নাব্রজো অশয়দ্যাস্তঃ ॥ ৮ ॥

নীচাবয়্য অভবৎ পুত্রেশ্রো অস্যা অববধ জ্ঞাতার ।

উত্তরা সূর ধরঃ পুত্র আসীদানুশয়ে সহবৎসানুপেতঃ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রদ্বারা হিমপাদ হিমহস্ত এবং বহু বিধশর

বিদ্ধগাত্র, সৈন্যরাহিত হইয়াও অমুর স্বভাব প্রযুক্ত বৃত্ত বুদ্ধে-
 ক্ষার বিরত হয় নাই, অনন্তর মুখবাদান করতঃ ইন্দ্রকে
 গ্রাস করিতে উদ্যত হয় এতাদৃশ শত্রু অভিযুগাত দৃষ্টে
 তাহার পর্ত্ত শত্রু সদৃশ উন্নত মস্তকে অমোঘাত্ত বজ্র প্রহার
 করিয়াছিলেন । বৃত্ত আহত হইয়াও বুদ্ধেচ্ছা ত্যাগ করে
 নাই, যেমন হীনমুগ্ধ পুরুষ রেতসিঞ্চনে অশক্ত হইলেও যুবতি
 দর্শনে সঙ্গমেচ্ছা করে, তদ্রূপ বৃত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ইন্দ্র কর্তৃক
 সর্কাক্ষে ভাঙিত ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করে । ৮ ।
 বৃত্ত মাতা দানু অর্থাৎ দনুকন্যা দানবী নীচাবয়্যা অর্থাৎ
 পুত্রশোকে মৃতপ্রায়া, পূর্বে সংগ্রাম কালে পুত্র রক্ষার্থ বৃত্তের
 উপরে পতিতা হইয়াছিল, তৎকালে ইন্দ্র বৃত্তমাতার নিম্নে
 বৃত্তোপরি তদ্বধার্থ আয়ুধ অর্থাৎ বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন,
 তখন বৃত্তমাতা তাহার উপরি ভাগে ছিল, দানবী বৃত্তপুত্র
 কোলে করিয়া মৃতবৎ শয়ন করিল, যেমন ধেনু সকল বৎস
 সহিত গোকুলে শয়ন করে, অর্থাৎ মৃতপুত্র ক্রোড়ে ভূশায়িনী
 হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

বৃত্তের সেনাপতি কালকেয়গণ পলাইয়া সমুদ্রের নিম্ন
 ভাগে লুক্কায়িত হয়, সেই পাতালতল শব্দে নিম্নভাগে সমুদ্র
 মধ্য বনময় উপদ্বীপকে আশ্রয় করে, ঐ উপদ্বীপকে কুমা-
 রিকা উপদ্বীপ বলে, এক্ষণে তাহাকেই এমরিকা বলিয়া প্রা-
 কৃত লোকে খ্যাত করিয়াছে । মধ্যেঃ আসিয়া গো ব্রাহ্মণ
 দেবতাদিগের হিংসা করিত, পুনর্বার রাজদ্রুত কর্তৃক ভাঙিত
 হইলে ঐ দ্বীপে গিয়া লুকাইয়া থাকিত, অগস্ত্যের সাহায্যে

সমুদ্র জল শোষণ হইলে তাহারা হত হয়, অবশিষ্ট বাহারা ছিল তাহারদিগকে দ্বাপর যুগে অজ্জুন বিনষ্ট করেন।



সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে মহাত্মন ! কালীপ্রভৃতি দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি প্রকরণ শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্বক বিস্তার করিয়া কহেন, যেহেতু এবিষয়ে অনেককেই অনেকপ্রকার কহিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল সন্দেহ মাত্র জন্মিয়া থাকে ? ।

পরমহংসের উত্তর । অরে জ্ঞানাভিমানিন্ ! এইদশমহাবিদ্যা বিদ্যামধ্যে প্রধানা, তদপেক্ষা অষ্টাদশমহাবিদ্যা, এবং শতকোটি মহাবিদ্যা ও উপবিদ্যা আছেন, তাহা সম্যক্ কহিতে কাহা রই সাধ্য নাই, ফলে ইহারা সকলেই ব্রহ্মস্বরূপা হইলেন । ইহাদিগের বেশভূষা ভূজপাদ আভরণাদি সকলই ব্রহ্মোপকরণ হয়, কেবল অজ্ঞতা দোষে লোকেরা বিতর্ক করিয়া থাকে? তবে এক এক দেবী রূপে লৌকিক কার্য্য অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাকেই অলৌকিক বলিয়া কেহকেহ যুক্তিসহ বোধ করেন না, কিন্তু বিচক্ষণ মুখীগণেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন । কেন না ঈশ্বরকার্য্য নিরন্তর হয়, তন্মধ্যে কোনকার্য্য লৌকিক যুক্তির অনুকূল, কোনকার্য্য সম্যক্ রূপে অলৌকিক হয়, তাহাতে লোকের বিশ্বাস হউক বা না হউক, পরমেশ্বর সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন, তিনি সর্বশক্তিমান্, সদসদাশক্, তাঁ-

হাতে যুক্ত অযুক্ত উভয়যুক্ত এপ্রযুক্ত, যুক্তপুরুষেরা যুক্তস্বভাব
ঈশ্বরে প্রকৃতি পুরুষযুক্ত একভাবে ভাব পদার্থে ভাবনাদ্বারা
উহ পূন্য হইয়া বিচার করিয়া থাকেন, কালীতারাদিরা
পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মতাব প্রদর্শন করাইয়া
গিয়াছেন । ফলে এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নহেন । যথা
নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে ।

দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা বা সতীলোকি বিক্রতা ।
কুপিষা দক্ষরাজমিৎ সত্যাত্যক্তা কলেবরং ॥
অনুগ্রহচ মেনায়াং জাতাত্যক্তা সাতদা ।
কালীনাম্নেতি বিখ্যাতা সৰ্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥

পূর্বে লোকবিক্রতা যে সতী মহারাজা দক্ষের গৃহেজন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন, সেই সতী দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে দক্ষের
প্রতি কুপিতা হইয়া দক্ষজ স্বকলেবর পরিত্যাগ করতঃ তদ-
নস্তর অনুগ্রহ প্রকাশে তুহিনাচল পত্নী মেনকাজঠরে আবি-
ভূতা হইলেন । সৰ্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই সতী তথায় কালী
নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন ॥ • ॥ সেই কালী কালে যে
এক রূপে অনেক রূপা হইলেন, এবং যে দিবসে যে দেশে যে
রূপে প্রথম আবিভূতা হন তাহা স্বতন্ত্র তন্ত্রে ব্যক্ত করিয়া-
ছেন । যথা ।

মহারাত্রিদিনেহবস্ত্যাং নগর্যাং জাতমেবতৎ ।
কালীরূপং মহেশানি সাক্ষাৎকৈবল্য দায়কং ॥

হে মহেশ্বর ! মহারাত্রি দিনে অবস্থানগরীতে কালীরূপ
প্রকাশ হয়, সেই কালীরূপ সাক্ষাৎ কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ-
প্রদায়ক জানিবে, এই মহারাত্রিপদে কাশ্মিন নামের রূপা

একাদশী তাহাতে আবির্ভাব যে মূৰ্ত্তির হয় তাহারও নাম
কালী কিঞ্চিন্নাত্র কপভেদ ।

কালীমাহাত্ম্য ।

নারদপঞ্চরাত্রে ।

বিশ্বামিত্রোমুনিশ্রেষ্ঠ আরাধ্য কমলাসনঃ ।

নাবাপ ব্রাহ্মণত্বং হি ততো বিষ্ণুং জগামসঃ ॥

তস্মাদপি নচাবাপব্রাহ্মণত্বং ক্ষত্রিয়োত্তমঃ ॥

সৰ্বজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহর্ষিবিশ্বামিত্র বিধিবৎ অনুষ্ঠান দ্বারা
ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত না হওয়াতে, পুনর্বার
বিষ্ণুর আরাধনা করেন, কিন্তু তাঁহা হইতেও ক্ষত্রিয়োত্তম
বিশ্বামিত্র ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন না ।

এবং সৰ্বসুরানুগত্যা আরাধ্যা মুহূৰ্দ্ধমুহুঃ ।

বৃহস্পতেরূপদেশী দারাদ্যা বৃষভধ্বজঃ ।

মহেশদর্শনং লক্ষাকৃত কৃত্যোহিভবত্তদা ॥

এইরূপ সকল দেবতার নিকট গিয়া এবং বারম্বার তত্ত্ব
পূর্বক তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াও স্বীয়াভিলষিত ব্রহ্ম
প্রাপ্ত হইলেন না, পরে সুরাচার্য্য বৃহস্পতির উপদেশে দেবা
ধিদেব মহাদেব বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া তদর্শন লাভে
কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন ॥ অর্থাৎ সাক্ষাতে মহাদেবকে স্তব
করেন । যথা ।

বিশ্বামিত্রউবাচ । দেবদেব মহাদেব ভগবৎস্তুংকৃপাময়ঃ ।

ব্রাহ্মণত্বং দেহিমহ্যং যদিদাতাসি মেবরং ॥

সদাশিব সাক্ষাৎ হওয়াতে বিশ্বামিত্র স্তুতিবাক্যে কহিতে-
ছেন । হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে ভগবন্ ! তুমি কৃপা-

ময় হও । অনুগ্রহ করিয়া যদি বরদাতা হন, তবে আমাকে
ব্রহ্মদ্ব প্রদান করুন ॥

ঈশ্বরউবাচ । একাক্ষরীমহাবিদ্যা কালিকায়ঃ সুচুল্লভা ।

অপংকুরু মহাবাহো ততঃপ্রাপ্সসি বিপ্রতাং ॥

বিশ্বামিত্রের প্রার্থনানুসারে মহাদেব कहিলেন । হে মহা-
বাহো ! মহাবিদ্যা কালিকার সুচুল্লভা একাক্ষরী বিদ্যা তুমি
অপ করহ, তাহাতে সুল্লভ বিপ্রদ্ব প্রাপ্ত হইবে ॥

এবমুক্তা মহাদেবো ইপ্যন্তুর্জ্ঞানং অগমসঃ ।

বিশ্বামিত্রোহপি বিধিনা আরাধাতাং অগময়ীং ॥

মন্ত্রসিদ্ধিং নচাবাপ ক্রোধেনচ শাপতাং ।

অনারাধ্যা ভবেতিত্বং আগমাতু ততঃ শিবঃ ॥

নিভৎসু বহুধাতন্তু ইদমাহ মহেশ্বরঃ ॥

এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্জ্ঞান করিলেন, বিশ্বামিত্রও
বিধিপূর্ব্বক সেই অগম্যরী কালিকার আরাধনা করিয়া মন্ত্র
সিদ্ধি প্রাপ্ত যখন না হইলেন, তখন ক্রোধেতে কালিকাকে
অভিশপ্তা করিলেন, যে অদ্যাবধি তুমি অনারাধ্যা হইবে,
এই শাপ প্রদান মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তৎসন্নিধানে সদাশিব
আগত হইয়া বহুবিধ প্রকারে ভৎসন করতঃ তাঁহাকে এই
কথা বলিলেন ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

কিমৰ্থং শপ্তবানবিদ্যাং শৃণুযত্নেনপার্থিব ।

রেকারুঢ় কঃকারেণ সিদ্ধি যাপ্সসিনানথা ॥

হে পার্থিব ! হে বিশ্বামিত্র ! তুমি কি নিমিত্ত কালীর
একাক্ষরী বিদ্যাকে অভিশপ্তা করিলে, তুমি বহু পূর্ব্বক অরণ

করহ, আমি শাপোদ্ধার করিয়া কহিতেছি, রেকোপরি
ককারসবিন্দুক ঐকার যুক্তা বিভা সৰ্বসিদ্ধি প্রদায়িনী হইবে
ইহার অন্যথা হইবেক না ॥ ০ ॥ অনন্তর ব্রহ্মা নারদকে
কহিতেছেন ॥ যথা পঞ্চরাত্রে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অস্তুর্জানং গতঃ শম্বু বিশ্বামিত্রোহপি নারদ ।

তথাবিধানং জপ্ত্বাত্ত্ব যজ্ঞক্ৰং শম্বুনা পুরা ।

সাক্ষাৎত্ব সাকালী সহরুদ্রেণ তৎক্ষণাৎ ॥

এই কথা কহিয়া মহাদেব অস্তুর্জান গত হইলে, বিশ্বামিত্রও
পূর্বে শিবোক্ত বিধান দ্বারা একাকরী বিদ্যাজপ করিতে
লাগিলেন । হে নারদ ! সেই মহামন্ত্র জপ প্রভাবে মহা
রুদ্রের সহিত তৎক্ষণাৎ কালী বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে সমা-
গতা হইলেন ।

দেব্যুবাচ ।

বরং বয়স রাজেজ্ঞ দদামিতে বরং শিবং ।

ষদিচ্ছসি প্রদাস্যামি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

অনন্তর কালী বিশ্বামিত্রকে কহিলেন । হে রাজেন্দ্র !
তুমি বর যাচিঞা করহ, আমি তোমার মঙ্গল কারণ বর প্র-
দান করিব । আর তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমি
প্রদান করিব সত্য কহিতেছি ইহাতে সংশয় নাই, ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

আরাধিতা ময়া সৰ্ব্বে ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ।

বিপ্রহং কেন মেদেবি নমস্তং স্বং প্রদাহিমে ॥

প্রত্যক্ষগতা কালিকা প্রতি বিশ্বামিত্র কহিতেছেন । হে

দেবি ! আমি ব্রহ্মাদি সকল দেবতাদিগের আরাধনা করি-
য়াছি, কিন্তু আরাধিত হইয়াও কেহ আমাকে বিপ্রত্ন প্রদান
করিতে পারেন নাই, এক্ষণে আপনি আমাকে বিপ্রত্ন প্র-
দান করুন ।

অহাবাকাং নৃণামাত্ত সাদেবী স্বামিনো মুখং ।

নিরীক্ষিত্ত ভাবেন সঙ্কেভেন উবাচতং ॥

বিশ্বামিত্রের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্বিত্তৈষিণী কালিকা
দেবী স্বামির মুখ নিরীক্ষণ করতঃ সঙ্কেত পূর্বক তাঁহাকে
কহিলেন ।

মহা দেবোহপি তজ্জাহ্ন্বা প্রীতি ভাবেন শঙ্করঃ ।

হস্তাভ্যামপি চালিত্ব্য বিপ্রত্নং প্রদদৌততঃ ॥

মহাদেবও মহাদেবীর সঙ্কেত বাক্যের ভাবগ্রহণ করতঃ
পার্বতী প্রতি প্রীতিভাব প্রকাশ দ্বারা, প্রসারিত হস্তদ্বয়ে
বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অনন্তর সুহৃৎ ভ বিপ্রত্ন প্রদান
করিলেন ।

তৎকণাদপি রাজাসৌ বিপ্রত্নং গতবান ধ্রুবং ।

সৰ্ব্ব শাস্ত্রৈক নিপুণঃ সৰ্ব্ব শাস্ত্রৈক পারগঃ ॥

রাজাবিশ্বামিত্র মহাদেব কর্তৃক আলিঙ্গিত হইবা মাতেই
তৎকণাৎ বিপ্রত্ন প্রাপ্ত হইলেন । আর সৰ্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্য
লাভ করিলেন, এবং সমস্ত শাস্ত্রের পারগামীও হইলেন ॥০॥
রে বৎস ! ব্রহ্মময়ী কালী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা, এইরূপ ধারণা
করিয়া বিশ্বের হিত সাধন জন্য উপদেশ করিয়াছেন. যে
কালীকূপের উপাসনায় নিরতিশয় ব্রহ্ম পদলাভ হইয়া থাকে,
অর্থাৎ সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়, ইত্যর্থে কালীব্রহ্ম প্রতি

সম্মত, যথা। “ব্রহ্মবিবিদ্ধু কৈব ভবতীতি,, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি
ব্রহ্মই হয়, ইতিভাবঃ ।

কালী মহাত্মা সমাপ্তঃ ।

গৃহস্থধৰ্ম্ম কথন ।

গৃহস্থদিগের পক্ষে শৌচাচার অতি মঙ্গল দায়ক, শৌচা-
চার বিশিষ্ট ব্যক্তির ইহ পরকাল সংশুদ্ধ হয়। শৌচ দ্বিবি-
ধ প্রকার, এক বাহ্য শুদ্ধিঃ, অপর অভ্যন্তর শুদ্ধিঃ। এই
দ্বিবিধ প্রকার শৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির ঐহিক পারত্রিক কার্য্য
সাধনোপযোগী প্রধান ধৰ্ম্ম হয়। আর যে ব্যক্তির এই সক-
ল শৌচাচারের লাঘব থাকে, তাহার পারত্রিকের কথা কি
কহিব? লৌকিক ব্যবহারেও অনেক প্রকার বৈষম্য ঘটে,
এবং অপবিত্রতা জন্য সাধুলোকেও তাহাকে ঘৃণা করেন, ও
সভ্যশ্রেণী মধ্যে সে অতি অনাদরণীয় হয়। ইহলোকে ভদ্র
আর অভদ্র কেবল আচার বৈষম্যেই বোধকরা যায়, অর্থাৎ
শৌচাচার জন্য পবিত্রা পবিত্রের তারতম্যেই ভদ্রাভদ্র নির্দি-
ষ্ট হইতেছে। নতুবা মনুষ্য জাতিমাত্রেই সমানাকার বিশি-
ষ্ট হয়, হস্ত, পদ, নাগিকা, কর্ণাদি কোন অবয়বের বৈলক্ষণ্য
নাই, সুতরাং তাহাতে ইতর বিশেষ কি আছে? শুদ্ধ লোক
শাস্ত্র নিম্নলিখিত আচারশীল ব্যক্তিকেই অপবিত্র বলিয়া
থাকে, তদিতর পবিত্রাচারবান্ ব্যক্তিকে জ্ঞানবান্ ভদ্র বলি-
য়া লোকে সমাদর করে,। আনো বিচারণীয় এই যে শৌচা-

চারবান্ ব্যক্তির মন সর্বদাই পবিত্র থাকে, এবং লোক সমাজে সেই ব্যক্তি অতিপ্রসন্নরূপে বিচরণ করে, ও আচার শুদ্ধি হেতু পরমেশ্বরের উপাসনা কার্য্যে তাহার সর্বদাই চিত্তের অভিভাবিত হয় । একারণ মন্বাদি সংহিতাকারেরা দশধর্ম্মের মধ্যে শৌচাচারকে পঞ্চম মহাধর্ম্ম বলিয়া ধৃত করিয়াছেন । শৌচাচারী না হইলে তাহার জ্ঞানকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ডোদিত কোন কর্ম্মই সফল হয় না । অর্থাৎ সকল কর্ম্মই সদাচারী ধীন হয় । শৌচ শব্দের প্রকৃতার্থ “শোধন”, লোকের কার্য্য দ্বারা কাম, মন, বাক্য এই তিন শুদ্ধ হইলেই সর্বতো ভাবে শৌচ ধর্ম্ম সম্পন্ন হয়, ইহার একতরাব্রতম্বন করিলে যে সম্যক্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে এমন নহে, পরস্পর তিনেরই তিনের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে । এই শৌচাচার বিশিষ্ট যে না হয়, তাহাকেই অশুচি বলা যায় । পশ্চাৎ এই ত্রিবিধ শৌচের অনুষ্ঠান ব্যক্ত করিয়া কহিব, সংপ্রতি মন্বাদি শাস্ত্র সিদ্ধ শৌচ ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, । যথামনুঃ ৫ অধ্যায়ঃ ।

জ্ঞানং তপোহগ্নিরাহারো মন্বনো বায়ুপাক্তনং ।

বায়ুঃ কর্ম্মাক কালৌচ শুদ্ধেঃ কর্ত্ত্বণি দোহনাং ॥ ১০৫ ॥

জ্ঞান ও তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, জল, উপা-
ক্তন, অর্থাৎ বাক্য, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল, ইহারাই মনু-
ষ্যদিগের কাম, মন ও বাক্যের শুদ্ধি কর্ত্ত্বাহন ॥ ১০৫ ॥

তদ্বাখ্যে “শৌচ সাহার শুদ্ধি রিতি”, বিজ্ঞানেশ্বর কহেন ।
অর্থাৎ আহার শুদ্ধির নাম শৌচ । যথা শাস্ত্রং মৃদ্ধারিণা
দেহশোধন মিতি । ” কুল্ল কভটঃ । অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি

শাস্ত্রোক্ত যুক্তিকা ও জল দ্বারা দেহ শোধনের নামও শৌচ । ইহার পর ত্ৰিবিধ শৌচ বিশেষ করিয়া কহিব, ইদানীং সদাচার মহিমা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি । অর্থাৎ সদাচার শব্দে সাধুর আচার, সদাচারি ব্যক্তিকে সাধু বলা যায় । অতএব সদাচারবান্ ব্যক্তি ইহ পরকালে সৌৰ্ভব যুক্ত হয় । ব্রাহ্মণ, কত্মিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদিবৰ্ণ চতুষ্টয়, আর বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলের পক্ষেই স্বস্ব বর্ণাশ্রমোক্ত সদাচার করা কর্তব্য । নচেৎ ধৰ্ম্ম এবং জ্ঞান লাভের সম্যক্ ব্যাঘাৎ জন্মে ।



প্রতিজ্ঞা ।

সমস্ত ধাৰ্ম্মিক বৈক্যব গণের প্রবোধার্থে, তুলসী সাহায্য শাস্ত্র সম্মত প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি, ইহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা আছে, কিন্তু একত্রে সংযত না থাকাতে সম্যক্ তাগ দৃষ্ট হয় না, এক এক শাস্ত্র মত এক এক জন এক এক প্রকার জানেন, অতএব বহু শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি, যদি জানেন ধাৰ্ম্মিকদিগের পরম হিত হইতে পারিবেক, বিনা তুলসীতে কাহারই কোন কার্য্য দর্শিতে পারে না, কেবল শবাকৃতা শক্তিদিগের বিশেষ অৰ্চনার কালে তুলসীর প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ শবসাধন কালে আশান ক্ষেত্রে তুলসীর আদর নাই, তন্নিম্ন অন্য সময়ে প্রয়োজন হয়, যে হেতু কোন দান বা কোন কৰ্ম্মাদৌ সংকল্পাদি করিবার সময়ে তুলসী বিনা হইতে পারে না । অতএব সৰ্ব্ব লোকের বি-

দতার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ। বরিত্তা তুলসীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণনে
প্রবৃত্ত হইলাম ।

অথ তুলসী মাহাত্ম্য ।

সর্বোভাঃ পত্রপুষ্পোভো বরিত্তা তুলসী প্রিয়ে ।

সর্বকাম প্রদা শুদ্ধা বৈকবী বিষ্ণুবল্লভা ॥ ইতি

মৎস্যসূক্তং ॥ ১৬ পং ॥

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিতেছেন, হে প্রিয়ে ! ত্রিলোকী-
তলে যত যত পুষ্প ও যত যত পত্র আছে, সে সমস্ত পত্র পুষ্প
হইতে তুলসী অতি বরিত্তাও অতি শুদ্ধা, বিষ্ণুবল্লভা বৈকবী
শক্তি তুলসী, সর্বাভিলাষ পুরিণী হন ॥

ভুক্তি মুক্তি প্রদাদেবী সর্বলোক হিতা পুরা ।

যামাশ্রিতা গতাঃ স্বর্গ মক্ষয়ং পরমেশ্বরী ॥

হে দেবি ! হে পরমেশ্বরী । সর্ব লোকের হিত স্বকপা,
ভোগ মোক্ষ প্রদায়িনী তুলসী, যাঁহাকে সমাশ্রয় করিলে
লোক সফল অক্ষয় স্বর্গে গমন করে । অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গ
পদে তদ্বিস্তুর পরম পদ, যেখানে গমন করিলে আর পুনরা-
বৃত্তি থাকেনা ।

হিতার্থং সর্বলোকানাং পৃথিব্যাং রোপিতা পুরা ।

যথা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী বঁধাত্ত্বং হর বল্লভা ।

তথেষৎ তুলসী দেবী চতুর্ধী নোপ পদায়েত ॥

সর্বলোকের হিতার্থে ভগবান্ কর্তৃক পূর্বে এই মর্ত্য
লোকে তুলসী রোপিতা হইয়াছিলেন, যেমন নারায়ণের
প্রিয়ালক্ষ্মী, হে পার্শ্বতী ! তুমি যেমন হরবল্লভা, সেইরূপ
তুলসীও ঈশ্বরের প্রিয়তমা প্রাণবল্লভা হইবেন, এমন প্রিয়া
আর চারিটি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

যথাগঙ্গা পবিত্রাহি সর্বলোক বিমোক্ষদা ।

তথেষৎ সর্বপাপানাং তুলসী পাপহারিণী ॥

যেমন গঙ্গা সৰ্বলোকে মোক্ষ দায়িনী ও পবিত্রা হয়েন।
সেইরূপ তুলসী ও পবিত্রা সমস্ত পাপিদিগের পাপহারিণী,
এবং মোক্ষদায়িনী হন।

সমঞ্জসী দলৈ যেন তুলস্যা বিষ্ণুরচ্চিতঃ।

তস্ত পুণ্য ফলং দেবি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥

হে দেবি। মঞ্জরী সহিত তুলসীদলে ভগবান বিষ্ণু সম-
র্চ্চিত হইলে যে ফল প্রদান করেন, সেই পুণ্যফলের গীমা যে
কি পর্য্যাপ্ত, তাহা আমি কহিতে সক্ষম নহি।

ত্রিলোকেষু বিখ্যাতা সৰ্ব পাপ প্রণাশিনী।

সৰ্ব কাম প্রদাদেবী সৰ্ব মঙ্গল কারিণী।

ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাতা তুলসী দেবী, সমস্ত পাপ বিনা-
শিনী, সমস্তকাম প্রদায়িনী, এবং সমস্ত মঙ্গল কারিণী
হয়েন।

সংসার সাগরে ঘোরে তুলসী নৌ দরুপিনী।

দেবানাং শিব দুর্গায়াঃ পরং তুষ্টি প্রদায়িনী ॥

ঘোর সংসার সমুদ্র তরণে নৌকা স্বরূপা তুলসী, যত দেব-
তা আছেন তাহা হইতে শিবদুর্গার পরম তুষ্টি প্রদায়িনী হ-
য়েন। অর্থাৎ তুলসীদলে পূজিত দেবতাদিগের মধ্যে দুর্গা
ও শিবের অত্যন্ত সন্তোষ জন্মে।

কল্লৌষ্যাতুরাণাঞ্চ সেয় মেকা মহৌষধিঃ।

তৈব্রবোদাহরন্তীম মিতিহাসং পুরাতনং।

মরীচিরাম সংবাদং তৎ শৃণুস বরাননে ॥

একা তুলসীই জীবের পাপরূপ সমূহ রোগের মহৌষধি
স্বরূপা হয়েন। হে বরাননে! এবিষয়ের উদারণ এক পুরা-
তন ইতিহাস কহিতেছি, যাহা পূর্বে মরীচি ঋষি ত্রীরাম-
স্বচকে কহিয়াছিলেন, তাহা তুমি অবগণ করহ।

বিজ্ঞাপন।

সর্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলি ধিতেছি, তদ্রূপে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮
শিবসংহিতা.....১২
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫২
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।।০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত.....১২
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৯ সাল পর্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তক
১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২২ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২২ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডার সম্বলিত একত্রে বাক্সাই মূল্য ৫২ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩২ টাকা।

শ্রীয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারিকরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইক্কীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষ্ণাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাঙ্কাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দস্থলুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ চৈত্রা ।

অমুরকুল বৃষ্ঠান্ত ।

কার্ত্তিকেয় কর্তৃক নিহত তারকাসুরের তিন পুত্র, ধন্য
মালী, কমলাক্ষ, ত্রিপুর, ধন্যমালীর পুত্র শুদ্ধ, উপশুদ্ধ, কম
লাক্ষের পুত্র শুভ, নিশুভ, ত্রিপুরের পুত্র গয়ামুর । ত্রিপুরামুর
শঙ্কর কর্তৃক নিহত হয়, তৎপুত্র গয়ামুর তাহাকে ভগ-
বান বিষ্ণু পাদাঘাতে আক্রান্ত করিয়া ভূমিতলে পোথিত

করেন, অস্ত্রাবধি কীকটদেশে তন্মন্ত্ৰকোপরি গম্মাক্ষেত্র দেদী-
প্যামান রহিয়াছে, সৰ্ব্ব লোকে তৎশিরোপরি পিতৃলোকের
লোকের উদ্ধার্থ পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে, যেহেতু ভগবান
বিষ্ণু তৎশিরোপরি পদান্ত সংস্থাপন করতঃ এই আজ্ঞা করি-
য়াছেন, যে এক ক্রোশ প্রমাণ গম্মাসুর মন্তক, ই হাতে পিতৃ
উদ্দেশে পিণ্ডদান যে করিবে নিঃসংশয় তাহার পিতৃগণ
উদ্ধার হইবে, ইহা বায়ুপুরাণে উক্ত আছে, অন্যাপরে কা
কথা সমাবধমন্ত্ৰ প্রেতাди যোনিপ্রাপ্ত জীব মাত্রেয় উদ্দেশে
যে কোন ব্যক্তি গম্মাসুর মন্তকে বিষ্ণু পাদাক্ষেত্রপরি পিণ্ড
দান করিলে মুক্ত হইবে, সংক্ষেপে এই মাত্র কাহলাম, এ
গ্রন্থে একপ অলৌকিক পারমার্থিকী কথার উল্লেখ করিবার
আবশ্যক নাই, যেহেতু নাস্তিককুলে স্থলে বিপুল হেতুবাদের
আতুর্ভা হয়।

ধন্যমালীর পুত্র শুক্ল, উপশুক্ল, ইহারদিগে দুই পুত্র মারীচ,
সুবাহু, উহার তাড়কা রাক্ষসীর গর্ত্রে জন্মে, বিশ্বামিত্রের
যজ্ঞে ঈরামহন্তে সুবাহু হত হয়, মারীচ আহত হইয়া দক্ষিণ
সমুদ্রের উপদ্বীপে আসিয়া বাস করে, সেই উপদ্বীপের নাম
তারকট এক্ষণে প্রাকৃত ভাষায় “নিউহালণ্ড,” বলিয়া খ্যাত
করিয়া থাকে, পরে রাবণ কার্য্যে মায়ামৃগরূপে ঐ মারীচ
ঈরাম হন্তে নিহত হয়। শুক্ল ও উপশুক্ল সহোদরদ্বয় তিলো-
ত্তমা নামে দেবনির্মিত মায়া কন্যা পরিগ্রহার্থ বিরোধ করিয়া
মলয়া পর্ব্বতোপরি পরস্পর বুদ্ধ করিয়া আপনাপনি
দুই জনেই বিনাশ দশা প্রাপ্ত হয়।

কমলাক্ষের পুত্র শুভ, নিশুভ । ত্রিলোকাধিকার করতঃ স্বৰ্গ হইতে দেবরাজ ইন্দ্রকে নিম্নারূত করিয়া স্বৰ্গে ইন্দ্র হইয়া রাজ্য করিয়াছিল, তাহাদিগের রাজ্যশাসন কালে আর কাহারই কর্তৃত্ব ছিলনা, এবং বিবিধ প্রকার অভাবনীয় কল কৌশল যন্ত্ৰের প্রচার ছিল, ইহারা চন্দ্র সূর্য্যাদির মণ্ডল হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া আপনারাই চন্দ্র সূর্য্যাদির কার্য্য করিয়াছিল, তাহারা এমত এক কৌশলকে সৃষ্ট করিয়াছিল, যে পৃথিবীতলে সৰ্ব্ব স্থানেই গমন করিতে পারিত, তাহাতে তাহাদিগের রথের গতিকে কেহইরোধ করিতে পারিত না, পৰ্ব্বত সকল তৎভাবে আপনি বিদীর্ণ হইয়া যাইত, বনবৃহৎ বৃক্ষাদি সকল স্বস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হইত, নদ নদী সমুদ্রাদির জলের ভিতর দিয়া এমন পথ নির্মাণ করিয়াছিল, যে তন্মধ্যে স্থলের ন্যায় সৰ্ব্বত্র তাহারদিগের রথ গমনাগমন করিত “পৰ্ব্বতাশ্চ দৰ্ভুমার্গঃ যত্র যত্রাস্মি ধাবতীতি”, প্রমাণ আছে । অতএব জল স্থল শূন্য ত্রিলোকেই গমনাগমন করিত, কখন কোন সময়ে তাহাদিগের সম্মুখে বুদ্ধ করিতে কেহই শক্তি হইত না, যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থে পৃথিবী তলে সৰ্ব্বদাই ভ্রমণ করিত, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্ররাজ ভগবানের আরাধনা করেন, সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতিক্রমে প্রাচুর্ভূত হইয়া সে সমস্ত অমুর দলকে বিনাশ করিলে পর অপর ক্ষুদ্র অমুরেরা পাতাল তলে গিয়া বাস করিল, অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্নভাগে জল সম্বল উপদ্বীপ সকলে বাস করিয়া থাকিল ।

আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু । ইহারা কশ্যপের পুত্র দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে প্রদোষকালে জন্মগ্রহণ করে, হিরণ্যাক্ষ জ্যৈষ্ঠ, সে অতি দুর্দান্ত স্বর্ণবর্ণ চক্ষু অর্থাৎ পীতাম্বুবিড়ালের চক্ষুরন্যায়, বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দায় প্রবর্ত্তমান থাকিয়া অত্যন্ত অলস জলে বিচরণ করিত, স্বর্গাদি সর্বলোককে ভয় করিয়া শেষে পৃথিবী তলে জলে জলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত ইন্দ্রাদি দেবগণে তাহার ভয়ে স্বর্গে কি মর্ত্যলোকেও স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইলেন না । ছুরায়া হিরণ্যাক্ষ দৈত্য চন্দ্র সূর্য্যাদিকে পরাজিত করিয়া আপনি স্বয়ং তত্তৎ মণ্ডলের শাসন করিত, অপরিমেয় বল বিশিষ্ট পাপ দৈত্য নিয়ত অধৰ্ম্ম কলাপে আৰূঢ় বুদ্ধি প্রযুক্ত আপনাকেই পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়াছিল, যখন সর্বলোকে ঈশ্বরের উপাসনার স্রোতাবরোধ করিয়া আপনার উপাসনার বিধিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইল, তখনই ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞ পুরুষ শূকর রূপ ধারণ করতঃ পাপ সমুদ্রেমগ্না ধরণী মণ্ডলের উদ্ধারক্ষেপে পশ্চিম সমুদ্র জলে তাহাকে বিনাশ করেন ।

হিরণ্যাক্ষের পুত্র নিকুন্ত, নিকুন্তের পুত্র কুজন্ত, কুজন্তের পুত্র হিরণ্যানাভ, হিরণ্যানাভের পুত্র জন্ত, জন্তাসুরের পুত্র মহিষাসুর, ঐ মহিষাসুর ইন্দ্রাদি দেবতার অধিকার মাত্রই হরণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গে রাজ্য হয়, সমস্ত দেবগণ ভিক্ষুর ন্যায় পৃথিবী তলে মনুষ্যের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, বহুকালের পরে দেবতারা পরমেশ্বরের উপাসনা করাতে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত দেব তেজকে আশ্রয় করিয়া এক অদ্ভুত নারী-

রূপে প্রকাশ হইলেন, তাঁহাকে কাত্যায়ন মূনির আশ্রম
অপগম স্থান, এক্ষণে যাহাকে কাবুল বলে, তথায় আবির্ভাব
হইতে দেখিয়া দেবর্ষিগণে কাত্যায়নী বলিয়া তাঁহার নাম
বিখ্যাত করিয়াছিলেন। সেই কাত্যায়নী দেবী মহিষাসুরকে
বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে রাজ্য প্রদান করেন ।

হিরণ্যাক্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু মহাবল পরাক্রান্ত,
ভ্রাতৃ মরণানন্তর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃহন্তা হরিতে
তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে, সেই বিদ্বেষ বশতঃ বহুকাল তপস্যা
করিয়া ভগবান যজ্ঞপুরুষ পরমাত্মা বিষ্ণুকে জয় করিতে
কামনা করিয়াছিল, সেই ছুরায়া কোন দেব দেবীকে মান্য
করিত না, বিশেষতঃ হরিনাম প্রতি এমন বিরক্তি জন্মিল, যে
যে ব্যক্তি হরিনাম করিবে তাহাকে সমূলে নিপাত করিব এই
রাজ ঘোষণা সর্বত্র ঘোষিত করে, তাহার রাজধানী বালি-
পুর ছিল, এক্ষণে যাহাকে “মুলতান্,” বলিয়া খ্যাত করে ।
এবং আপনাতে ঈশ্বর মানী হইয়া দস্ত করিয়া কহিতে লাগি-
ল, যে আমি ত্রিলোক মধ্যে পরমেশ্বর, সকলে আমার অর্চন
বন্দনা দি না করিলে *দণ্ড পাইবে। যেহেতু পৃথিবীতে যে
রাজা সেই ঈশ্বর তাহার আধুনিক একদৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,
যেমন মৌলুদদেশান্তঃপাতি “বাবিলন দেশে,” “নিমরাড ও
সামিরামিস্,” আপনাদিগকে দেবতা বলিয়া সেদেশে আপন
আপন পূজার প্রচার করিয়াছিল, হিরণ্যকশিপুও সেইরূপ,
তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি সমস্ত ঋষিগণ বিরক্ত হইয়া ভগবান

পরমাত্মা নারায়ণকে নিরন্তর উপাসনা করিয়া তদ্ব্যর্থার্থে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

হিরণ্যকশিপুৰ চারি পুত্র, প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্রাদ, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ অতি ধার্মিক, বিচক্ষণ ঈশ্বরমাত্তমী ছিল, সে পিতার বাক্যের বিরোধী হইয়া এই কথা কহিয়াছিল, যে হে পিতঃ ! আপনি এদোরায়া পরিত্যাগ পূর্বক সৰ্ব যজ্ঞময়, অজিত অপরিমিত অচ্যুত, অবায়, অজ, এক সত্য অদ্বিতীয় পরমাত্মা নারায়ণের অর্চনা করুন এবং সৰ্ব দেশময় তাঁহার পূজার প্রচার করুন আপনি আপনাতে ঈশ্বরাত্তমীমান করিবেন না,যাহার জন্ম মৃত্যু আছে,তাহাকে ঈশ্বর বলা বুদ্ধিসিদ্ধ নহে । এই অগতের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন যে ভগবান হইতে হয়,তিনিই উপাস্য হয়েন । স্বপুত্র প্রহ্লাদের এই উক্তি শ্রবণ মাত্রতঃ ক্রোধাক্রোভূত হইয়া হিরণ্যকশিপু কহিল, যে এমন দুর্বিনীত পিতৃদেবী মৃত পুত্রের অপেক্ষা নিষ্পুত্র হওয়া প্রেত কল্প, অতএব আমার এমন পুত্রে প্রয়োজন নাই, ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিয়া তদ্বিনাশে উদ্যত হইয়া স্বতট প্রতি আদেশ করেন, যে এই দুরাত্মাকে শীঘ্র উপায় দ্বারা বিনাশ করহ । আজগু হইয়া রাজ ভৃত্যেরা প্রহ্লাদকে চোরবৎ বন্ধন করতঃ লইয়া গিয়া নানা উপায় দ্বারা তদ্বধের বিধান করিতে লাগিল, অস্ত্র শস্ত্র বিষাগ্নি হস্তীত্যাদি দ্বারা যখন প্রহ্লাদকে নষ্ট করিতে না পারিল,তখন বিষাদিত চিত্তে দূতেরা পুনর্বার রাজপুরতঃ আনিয়া উপস্থিত করে, প্রহ্লাদও তৎকালে চক্ষু মুজ্জিত করতঃ কংপুগুরীক মধ্যে সেই বিজ্ঞানঘন উদ্ভীষ্ট দীপ

বৎ প্রকাশ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ যিনি দৈবকীনন্দন
মধুমুদন নামে বেদে এক বেদাপুরুষ নারায়ণ তাঁহাকে চিন্তা
করিতে লাগিলেন, হিরণ্যকশিপু সেই পরম পদ ধ্যানে মগ্ন
স্থপুত্র প্রহ্লাদকে সন্নিধানে আশ্রয় করতঃ কোষযুক্ত অসি
হস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রে দুর্বিনীত । রে ফুলকণ্ঠ কুপুত্র!
এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুই যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া
মান্য করিতেছিস, সে এখন কোথায় অবস্থিতি করে, প্রহ্লাদ
তাহাকেই উত্তরে কহিল তিনি সর্বময় সর্বত্রই বিরাজমান
আছেন, হিরণ্যকশিপু কহিল এ অতি উত্তম, যদি সর্বত্রই
তোর ঈশ্বর ব্যাপ্তময় আছে, তবে মৎপুত্রতঃ এই স্ফটিক
স্তম্ভেও তোর ঈশ্বর অবস্থিতি করিতে পারে? প্রহ্লাদ
কহিল, হাঁ? তাহাতে অসম্ভাবনা কি? তিনি স্তম্ভেও বিরাজ
মান আছেন। এতৎ অবগে দৈত্যরাজ প্রহ্মলিঙ্গ দীপ শিখার
ন্যায় মহাকোপে উদ্বীণ হইয়া স্তম্ভোপরি খজ্জাঘাত করিয়া
স্তম্ভকে ছুইখণ্ড করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণমাত্রে হিম স্তম্ভভাস্কর
হইতে বিস্মাপনীর এক নৃসিংহ মূর্তি বাহির হইল, সেইরূপ
অতি ভয়ঙ্কর অভ্যুচ্চগগন স্পর্শী জটা বিক্রেপে মেঘ সকল
হিম ভিন্ন হইতে লাগিল। সেই নৃসিংহ রূপী ভগবান হিরণ্য-
কশিপুকে ধৃত করিয়া অবলীলা ক্রমে বিনাশ করিলেন।
একথা নাস্তিক দলে বিশ্বাস করেনা, না করুক ঈশ্বরের বিষয়
সকল অলৌকিক নাস্তিকের কথায় তাহার হানি হইতে
পারেনা।

হিরণ্যকশিপুর লোকান্তর হইলে, তৎপুত্র প্রহ্লাদ রাজ

সিংহাসনাক্রম হন, তিনি যদিও অনুরবংশ, তথাপি অতি ধার্মিক বলিয়া দেবতারা তাঁহার দ্বেষ করিতেন না, সুতরাং তৎকালে দেবানুরেরদিগের সন্ধি বন্ধন ছিল। তৎপুত্র বিরোচনও পিতার ন্যায় বহুকাল রাজ্য করেন। বিরোচনের পুত্র বলি, তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন, নর্মদা নদী তীরে ইন্দ্রদ্বাভিলাষে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সেই অহংকারে ইন্দ্রকে ভুচ্ছ করিয়া সত্ৰাট হইয়াছিলেন। এজন্য বলিরাজার প্রতি দেবতারা বিদ্বেষ করিয়া কৌশল দ্বারা তাঁহাকে বন্ধ করেন। বলিরাজা কেবল দাতা ছিলেন এমতও নহে, তপোবলে চিরজীবী এবং অতিশয় চূর্নরূপে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে খর্ব্ব করা দেবতাদিগের অসাধ্য বিধায় ভগবান কশ্যপ গৃহে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া হলনা দ্বারা অনুরবাস পাতালে প্রেরণ করেন। এ সকল ঐতিহাস কথা পুরাণাদিতে প্রকাশ আছে, সে সকল অতি গুহ্য কথা এ প্রসঙ্গে তাহা প্রকাশের যোগ্য নহে। এ নিমিত্ত এই পর্য্যন্তই লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। বলি রাজার একশত পুত্র তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাণ রাজা হইয়া পিতৃ পিতামহের রাজধানী মুলতানকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দেশে শোণিত পুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অধুনা সেই দেশকে “ দিনাজপুর ,, বলিয়া বিখ্যাত করে।

অপরিসমিতায় অনুর জাতি এবিধায় বাণরাজা বহুকাল জীবিত থাকিয়া দেবারাধনা করিয়াছিলেন। তিনি মহাশৈব শিবব্রত ধারণ করতঃ চৈত্রমাসে শিব সন্ধ্যাস প্রকাশ করেন।

উষানামে তাহার কন্যাকে ছাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণ করাতে বাণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সঠৈন্যে দিনাজ পুরে আসিয়া অনিরুদ্ধের বন্ধন মোচন অন্য বাণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে বাণ আঘাতী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ জয়ী হন। কিন্তু তদ্রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, পরিণামে সন্ধি স্থাপন করতঃ উষার সহিত অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকাতে গমন করেন।

বাণ রাজার তিন পুত্র। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাহারা পৈতৃক দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বনামে তিন দেশ স্থাপনা করিয়া তথায় আধিপত্য করিয়াছিলেন। বঙ্গ পিতার ন্যায় শিব ভক্ত ছিলেন একারণ পৈতৃক ভ্রত শিব সন্মাস বঙ্গদেশে প্রচার করিয়া রাখিলেন।

কিছুকাল পরে মৎস্য দেশীয় বিরাট রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন, পরে বঙ্গদেশ সমুদায় মৎস্য দেশীয় সম্রাটে সংলগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু সমুদায় অঙ্গ বঙ্গাদি দেশ হস্তিনার অধীন, কেবল ইহাও নহে এই ভারতবর্ষ প্রভৃতি নববর্ষই হস্তিনার সিংহাসন তলে অবস্থিত ছিল। পরে কলিতে যখন হস্তিনার সাম্রাজ্য খর্ব্বতা হয়, তখন সমস্ত দেশই প্রায় মগধ রাজ্যের অধীন হইয়াছিল, মগধ দেশের সাম্রাজ্য ধ্বংস কালের কিছু পূর্বে নাস্তিক গোতম বংশীয়ের শিষ্যপাল নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা হয়, তৎকর্তৃক সমস্ত রাজ্য প্রায় বৌদ্ধমতের প্রচার হইয়াছিল,

চীন হৈহয় ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলাদি অনেকানেক উপদ্বীপেও
তদ্বংশীয়েরা জৈনধর্ম্মের প্রচার বাহুল্য করিয়াছিল, তদ্বংশে
গন্ধর্ব্বসেন রাজার পুত্র ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য রাজা হন,
তাহারা প্রথম জৈন্য মতাবলম্বী ছিলেন, পরে পঞ্চায়তনী
দীক্ষায় দীক্ষিত হন, কিন্তু ইহার পূর্বে আর একজন পাল
বংশীয় পাল নামক রাজাও জৈনমত ত্যাগ করিয়া শিব মন্ত্রে
দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি বৈষ্ণবদিগের সহিত যুদ্ধে আ-
ক্রান্ত হইয়া মিশ্রদেশে কিছুদিন বাস করেন, যাহাকে মিসর
বাইজিপ্ট দেশ বলে। পরে বিক্রমাদিত্যের পর পর যে যে
রাজা হইয়া ছিল, তাহা যুগবর্ণন প্রসঙ্গে পরে প্রকাশ ক-
রিয়া লিখিব।

মহর্ষি অগ্নিরার দুইপুত্র রহস্পতি ও সম্বর্ত্ত। পুলস্ত্যের পুত্র
বিশ্বাবা। বিশ্ববারপুত্র কুবের জিনি লঙ্কানামে উপদ্বীপে বাস
করেন। ঐ বিশ্ববার বীর্য্যে রাক্ষসী নিকষা গর্ত্তে আরও তিন
পুত্র হয়, অর্থাৎ রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ও বিভীষণ। ঐ নিকষার
পিতা মাল্যবান রাক্ষস, তাহার পুর্বাধিকৃত বাসস্থান সূর্যা-
রিক দেশের অন্তঃপাশ্চি কানিবল খণ্ড, যাহাকে ইদানীং
এফ্রিকার মধ্যে কেনিবল খণ্ড বলিয়া খ্যাত করে, কিছুকাল
পরে রাবণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিল,
তাহাতে কুবের পরাজিত হইয়া উত্তর কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া
অলোকা নাম পুরী নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন, রাবণ
লঙ্কার অধিপতি হয়। এসকল কথা দেবসর্গের মধ্যে ধত

আছে, ইহা সংকল্পিত এ পুস্তকের প্রয়োজনীয় নহে, তথাপি
প্রসঙ্গতঃ কহিলাম ।

প্রসঙ্গাধীন ব্রাহ্মণ বংশীয় আরও-এক রাজাশাহান কহি-
তেছি । ব্রাহ্মারপুত্র (মহর্ষি ভৃগু) ভৃগুবংশে (চ্যবন) চ্যবনের
পুত্র (প্রমতি) প্রমতির পুত্র (ব্রহ্ম) ইহঁরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু
এক এক দেশের রাজাছিলেন । ঐ বংশে ত্রেতাযুগে (ঋচীক)
ঋচীকের পুত্র (জমদগ্নি) যিনি কার্ভাবীৰ্য্য নামে ক্ষত্রিয়
রাজা কর্তৃক কামধেনু জন্য হত হন, ঐ জমদগ্নি চন্দ্রবংশীয়
ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন, রেণুকা
গত্রে তৎপুত্র (পরশুরাম) আরও (৯৯) জন আছেন ।
পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক বিংশতিবার নিঃ-
ক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন । তাঁহার আশ্রম মহেন্দ্রগিরি সন্নিকটে
মহাস্থান । তিনি মহাবল পরাক্রান্ত, অদ্ভুত ক্ষমতাবান ঈশ্বর
বাবতার রূপে পরিচিত ছিলেন । নিঃক্ষত্রিয় পদে এককা-
লিন সমস্ত ক্ষত্রিয় নাশ নহে, বাল রুদ্ধ জরাতুর পরিত্যাগে
কিশোর ক্ষত্রিয় নাশ করেন, পরে কাশাস্তুরে বাল ক্ষত্রিয়
কিশোরাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার আসিয়া তাহাদিগকেও
নাশ করিতেন, এক্ষেপে ক্ষত্রিয় নাশ এক বিংশতিবার করিয়া
ছিলেন, তৎপরে আর করেন নাই ।

ক্ষত্রিয় বিনাশানন্তর তত্তৎস্থানে ধরা শাসনার্থে ব্রাহ্মণ ভূ-
পতি সংস্থাপন করিয়া আপনি সর্বোপরি প্রাধান্য রূপে ক-
র্তৃত্ব করিয়াছিলেন । অর্থাৎ সমস্ত ধরামণ্ডলে একচ্ছত্রী রাজ-
চক্রবর্তী ছিলেন, অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ তদধীনে রাজ্য শাসন

করিয়াছিল । এবং পরশুরাম কৃত মহামারী সময়ে অনেকা-
নেক কত্রিয়স্ত্রী ব্রাহ্মণ গৃহে বিপ্রকন্যা বলিয়া লুকায়িতা হই-
য়াছিল, ঐ সকল কন্যা গত্র্য ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রমশঃ বভ্রসংখ্যক
ক্ষেত্রজ পুত্র হয়, পরে তাহারাও কত্রিয় হইয়া কত্রিয়কুল
বিস্তার করিয়াছিল । কিছুকাল পরে পরশুরাম নিজ সাম্রাজ্য
ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তপো ধর্ম
সংলগ্ন হন । তৎকালে তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তদ্রাজ
ধানী দিনাজপুরে বাগামুর অধিকার করিয়া লয়, অপরাপর
কত্রিয় সকল অপরাপর দেশ সকল অধিকার করিয়াছিল ।
এসকল কথা এক প্রকার অমুর বংশ কথন প্রস্তাবে বর্ণিত হই
য়াছে, অবশিষ্ট যাহা তাহা যুগাবস্থা বর্ণনে সুব্যক্ত হইবে ।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ

তার। মহাত্মা ।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জ্রীমৎ কাশীশ্বর স্বামী ভাস্ক-
তত্ত্বজ্ঞানীকে কহিতেছেন । অরে বৎস ! এক্ষণে এই প্র-
স্তাবে প্রকৃত সাধক দিগের তুর্ধ্যার্থে উপাস্য। দেবী গণের ম-
হিমা কহিতেছি, তাহাতে তোমার মনের ভাবশুদ্ধ যত হউক
বা না হউক, পরে বিস্তার করিয়া কহিব, এই তার। মূর্তিকেই
নীল সরস্বতী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, ইনি কালরাত্রি
দিনে সাধকের উগ্রাপৎ তারণার্থ আবির্ভাব হন, একারণ

ইহাকে উগ্রতারা বলিয়া সকলে অচ্চনা করেন, এই তারা
সাক্ষাৎ তার ব্রহ্মরূপপ্রণব স্বরূপা হয়েন, এজন্য নাম তারা ।
এঁর দেহ সামান্য দেহ নহে, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপকরণ
ঘনীভূত, ইহঁর ক্ষয়োদয় নাই । গগন সদৃশ অতি স্বচ্ছ
নির্মলহ্রাদ আকাশবৎ নীলবর্ণ, ধৰ্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ইতি চতু-
ভূজ বিশিষ্ট, ব্রহ্মাণ্ডবৎ লম্বমান উদর অর্থাৎ ব্রহ্মোদেহের
সকলের স্থিতি একারণ লম্বোদরী হইয়াছেন । মহা কালের
অপর্য্য মুক্তি অক্ষোভ্য, তিনিই ইহঁর তৈরব, সকলেই কো-
ভিত হয়, অর্থাৎ নাশ হয়, কোভশূন্য শুদ্ধ কালেরই নাশ
নাই, কাল নিত্যই দণ্ডায়মান আছেন । পঞ্চেন্দ্র ভূবাণীতারা
তাহার অর্থ পূর্বে হইয়াছে তারারূপ ব্রহ্ম ইহঁর উপাসনাই
ব্রহ্মোপাসনা, তন্নিম্ন অন্য আর এক জন স্বতন্ত্র ব্রহ্ম আছেন,
ইহা ভ্রান্ত লোকে বলিয়া থাকে । আবার স্বরূপ প্রদর্শনার্থ
পরব্রহ্ম কালে কালে একএক রূপ ধারণ করেন, নতুবা তাঁহার
অস্তিত্ব প্রতি জীবের বিশ্বাস থাকে না, কেবল এক জন আ-
ছেন একথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে কালে নাস্তিক হয় । এই
মহাবিদ্যা তারা, ইনিই কালী রূপা, ইহঁরদিগের আবির্ভাব
দিবসকেই কালরাত্রি বলিয়া উক্ত করেন । যথা স্বতন্ত্রতন্ম্বে ।

কাল রাত্রি দিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যাহ্নাগকে ।

উগ্রাপং তারণার্থন্ত উগ্রতারা স্বয়ং কলা ।

যেরোঃ পশ্চিম কূলেভু চোলনাথ্য ক্ষদে মহান্ ।

ভক্তজন্মে স্বয়ং দেবি যাতানীল সরস্বতী ॥

কার্ত্তিক মাসের অমস্যার দিনে মধ্যরাত্রিকালে স্বয়ং দেবী

তার। সাধকদিগের উগ্রাপৎ তারণের নিমিত্ত, সুরমের প-
শ্চিম চোলনাথ্য মহান ক্রদের কূলে মাতা নীলসরস্বতী
আবির্ভূতা হন ।

উগ্রাপত্তারণ নিমিত্ত অর্থাৎ শুভ নিশ্চিন্তকর্তৃক দেবতাদিগের
মহান ভয় ও তদাপৎ যে অতিশয় উগ্র, সেই আপৎ উদ্ধর
ণার্থে স্বয়ং ব্রহ্ম সরস্বতী রূপে চোলনাথ্য ক্রদকূলে দেবগণ
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রকাশিত হইলেন । অর্থাৎ ঐ আপদে
আপন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবী পার্শ্ব কার্ত্তিক রূক্ষাচতুর্দিশীতে
গজাবতরণ দেশে হিমালয়ে কালীর পূজা করিবার উদ্যোগ
করাতে, শুভ নিশ্চিন্তের দূত চণ্ড মুণ্ড তাহা দেখিয়া তরুণকরণ
সকল নষ্ট করে, এবং প্রতিমাকেও ভগ্ন করিয়া ফেলে, পরে
রাজাকে সংবাদ দিয়া তথায় অনুসন্ধানকর্তৃ সেনা সংস্থা-
পিতা করিয়া রাখে, এবং দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, আর
কোন মতে স্বস্ত্যয়নাদি করিতে দেয় না । এসংবাদ প্রাপ্ত
হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা, ও মহেশ্বর বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ ক-
রিয়া পরদিন দেবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি গোপন
ভাবে অমাবস্যায় নিশীথকালে সুরমের পশ্চিম চোলন
হুদেব তীরে রাত্রেই কালী প্রতিমা করিয়া রাত্রে পূজা করতঃ
রাত্রেই বিসর্জন করিলেন, প্রভাতে তাঁহার চিহ্ন মাত্রও
থাকিল না, এবং অনুর দলেও ইহার ক্ষুদ্রাংসে কোন অনু-
সন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি কার্ত্তিকের অমাবস্যার
নাম কালরাত্রি তাহাকে কালিকা পূজার দিবা বলিয়া উক্ত
করিয়াছেন । সেই স্থানে মাতা কালিকা, গৌরী দেহ ধারণ

করিয়া দেবতাদিগের উগ্র আপৎ নিস্তারিণী অন্য সরস্বতী
রূপে প্রকাশ হন, ইহা সপ্তশতীতেও প্রমাণ আছে । তথা
হইতে জাহ্নবী তীরে স্নানার্থ গমন করেন, অর্থাৎ যেখানে
পূর্বে দেবতারা পূজার্থ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন । যথা
“পুনশ্চ গৌরী দেহা সা সমুদ্ভূতা যথা পুরা । বধাম ছুর্চ
দৈত্যানাং তথা শুভ নিশ্চয়ো রিতি ॥” । মহিষাসুর বধানন্তর
পুনর্বার তিনি গৌরী রূপা হইয়া ছুর্চ দৈত্যদিগের বিশা-
নার্থ এবং শুভ নিশ্চয়ের বধের নিমিত্ত সমুদ্ভূতা হইয়া
ছিলেন, যে কথা কথিত আছে, সে এই প্রস্তাব । কিন্তু
উৎপন্নকালে হিম কুন্দেন্দু ধবলা, পরে তৎকলাতে শিবের
উজ্জ্বল বদন গলিত তেজঃ প্রভাবে নীলবর্ণা হন । যথা

তরুণজ্যাস্ত প্রজপৎ ত্রিযুগং সমর্জিতঃ ।

মমোর্জি বক্তৃন্নিঃ সূতা তেজোরশি বিনির্গতঃ ।

ক্রদেচোলে নিপতত্য নীলবর্ণা ভবন্তদা ॥

হে পার্কতি? আমি সেই স্থানে ত্রিযুগ পর্য্যন্ত তপস্যা
করি, সেই তপোবিরামে আমার উজ্জ্বল বদন হইতে তেজো
রাশি বিনির্গত হইয়া ঐ চোলক্রদে নিপতিত হয়, তাহাতে
উজ্জ্বল ক্রদ নীলবর্ণ হইল, মাতা সরস্বতীও তাহাতে নীলবর্ণা
হয়েন । চতীতে ইহাঁকেই কোশিকী বলিয়াছেন, তন্মুদ্রে নীল
সরস্বতী বলিয়া উক্ত করেন । ঐ চোলাখ্য ক্রদ তদবধি নীল
সাগর নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে ।

ক্রদস্য চোস্তরে ভাগে ঋষিরেকো মহোত্তমঃ ।

মদং শোহকোভা নামাসৌ তদারাদন তৎপরঃ ।

কৃষ্ণবীজ বরুপাসা প্রত্যাগীত পদা ভবৎ ॥

ঐ ক্রদের উত্তর ভীরে অক্ষোভ্য নামে এক মহত্তম ঋষি
তাহার আরাধনা করেন, হে পার্শ্বতি ! সেই ঋষি আমার
অংশ, অর্থাৎ আমি মহাকাল রূপ, আমার অপরা মুর্তি
বিশেষ । তারাও তাহাতে প্রত্যাশীত পদা হইয়া তাহাতে
সংযুক্তা আছেন ।

ইতিতে কথিতং কিঞ্চিৎ দেবী মহাত্মা মুত্তমং ।

রহস্যং তারিণী দেব্যা নসমর্থোহস্মি বিস্তরাৎ ॥ ইতি ।

এই কিঞ্চিৎ দেবীর উত্তম মহাত্মা কথিত হইল, তারা দেবীর
এই রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় তত্ত্ব বিস্তার রূপে বর্ণনা করিতে
আমি সমর্থ নহি ॥ ইতি ।

অরে বৎস ! জ্ঞানান্তি মানিন্ ! এই তারা ও কালী ইহা
রদিগের রূপ মাত্র ভেদ স্বরূপের ভেদ নাই, কালে এই কা-
লীই সুন্দরীত্ব প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, তাহার কারণ নারদ পঞ্চ
রাত্রে ধৃত করিয়াছেন । যথা নারদ প্রতি ব্রহ্মবাক্য ।

ভূমশ্চু মুনিশ্রেষ্ঠ রহস্যং পরমাদ্বিতং ।

ধেন কালী মহাবিদ্যা সুন্দরীত্বমুপাগতা ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ! তুমি পরম অন্তত রহস্য আরো পুন
র্যার প্রবণ করহ, যাহাতে আদ্যা মহাবিদ্যা সুন্দরীত্ব প্রাপ্তা
হইয়াছেন ।

কৈলাসশিখরে রম্যে বসামানেচ শঙ্করে ।

ইচ্ছন্ত প্রেময়ামাস সর্বাচ্চাপ্সরসোন্মুদা ।

আগতাস্তা মহাদেবং তুষ্টিবুস্তং মহেশ্বরং ॥ ইতি ।

মনোহর রম্য কৈলাসশিখরে এদাসনে মহাদেব উপবিষ্ট
আছেন । এমত কালে ইচ্ছা শিনেব সন্তোষার্থে সমস্ত অঙ্গর

গণকে প্রেরণ করিলেন । অঙ্গরোগণেরা শিবাঙ্গিকে আগতা হইয়া যথা বিহিত রূপে মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন ।

ব্রহ্মোবাচ । ইতোবৎ বচনং শ্রুত্বা তাসাং সৰ্বমভধ্বজঃ ।

আত্মায়া স্তম্ভয়া বচ কৰুণামৃতয়া ততঃ ॥

ব্রহ্মা নারদকে কহিতেছেন । হে নারদ ! রুষভধ্বজ শঙ্কর সেই সকল অঙ্গরোগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করতঃ, অনন্তর মহাদেব প্রেমভাবে সুমধুর মনোহর কৰুণামৃত পুরিত বাক্যে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন ।

পুরুষস্তাতিগির্জৈয়ঃ পুরুষোন্মান্ন সংশয়ঃ ।

জীণাং স্ত্রীচাতিথির্জৈয়া তস্মাদগচ্ছত কালিকাং ॥

ইত্যাকুর্বা তৎপুৰং রম্যাং বিবেশ পরমেশ্বরঃ ॥

পুরুষের আতিথ্য করা পুরুষের জানিহ, স্ত্রীর আতিথ্য স্ত্রীই করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে তাহাতে সংশয় নাই । অতএব তোমারা কালিকার নিকট গমন করহ, তিনিই আতিথ্য করিবেন, এই কথা ইঙ্গিত করিয়া পরমেশ্বর শঙ্কর সেই রম্যাপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

উবাচ কালীং ভগবানীশ্বরঃ পরমেশ্বরীং ।

তা অপাবাপু পরমাং প্রীতিং পরমদল্লভাং ॥

অনন্তর ভগবান ঈশ্বর মহাদেব, পরমেশ্বরী কালীকে সংবাদ করিলেন, তাহারাও পূর্বপ্রবিষ্ট হইয়া কালিকাকৃত সংকারে পরমা প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন ।

মহাদেব পরম প্রিয় পতি পুনঃ পুনঃ কালী, কালী বলিয়া

‘অনন্তরদিগের অগ্রে সম্বোধন করাতে কালিকা কিঞ্চিৎ অভি-
মানিনী হইলেন ।

ততোদেবী মহাকালী চিন্তয়িত্বা মুহূৰ্ম্মুহুঃ ।

এতক্ষণমপোহায় শুদ্ধগৌরী ভবাম্যহং ॥

যস্মাৎ কালীভিকালীতি মহাদেব সমাহরয়ৎ ॥

অনন্তর মহাদেবী কালী বারম্বার চিন্তা করিয়া নিশ্চয়
করিলেন, যে আমি এই কালীকূপ এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া
শুদ্ধগৌরীকণা হইব, যেহেতু মহাদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ
কালী, কালী বলিয়া আশ্বাস করেন । এই মানসে চিন্তা
করিয়া মহাদেবী তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন ।

মহাদেবোপি কালেন গতোহস্তঃপুরং শিবঃ ।

নাশাচ্চ তদাকালীং তদ্ব্যোভস্মিন্ পুরেহরঃ ॥

মহাদেবও কিছুকাল পরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন, কিন্তু
অন্তঃপুরে কালীকে না দেখিয়া তখন তথায় দণ্ডায়মান
হইয়া রহিলেন ।

অথকালে কদাচিত্তু আগত স্তূত্র নারদঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং ॥

কৃতাজ্জলি পুটস্তহৌ ততোদেবাযতো মুনিঃ ॥

অনন্তর কিছুকালান্তরে শিবদর্শনার্থে মহামুনি নারদ কৈ-
লাসে সমাগত হইয়া ভূমিগত মন্তকে দেব দেব মহেশ্বর মহা-
দেবকে প্রণাম করতঃ পুটাজ্জলি বন্ধপাণি হইয়া তাঁহার
অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিলেন ।

মহাদেবোহপি বামেদ্যে পাণিনা মুনিসন্ততঃ ।

উপস্পৃশ্য সমাশ্বাস্ত চক্রে পুণ্যবতীং কথাং ॥

মহাদেবও বামহস্তে যুনিগন্তম নারদকে স্পর্শ করিয়া এবং
কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদি দ্বারা আশ্বাস করতঃ অনন্তর পুণ্যজ-
নিকা নানা কথা কহিতে লাগিলেন ।



অথ গৃহস্থধৰ্ম্ম কথন ।

আচারাল্লভতে হ্যায়ু রাচারাদিপ্লিতাঃ প্রজাঃ ।

আচারাক্ষন মক্ষ্যা মাচারো হস্ত্যলক্ষণং ॥ ১৫৬ ॥

ঔতি স্মৃভ্যক্ত সদাচার যুক্ত ব্যক্তির সংপূর্ণ পরমায়ু লাভ
হয় । আচারবান ব্যক্তির মনোভিলষিত পুত্র কন্যাদি
জন্মে । * সদাচার শীলের অক্ষয় ধন সম্পত্তি লাভ হয় ।
সদাচারিব্যক্তির সম্যক্ জলক্ষণ বিনষ্ট হয় । অতএব সদা-
চারের পর ধৰ্ম্ম নাই ॥ ১৫৬ ॥

অনন্তর বশিষ্ঠ সংহিতায় আচার প্রশংসা করিয়া কহিয়া-
ছেন । অর্থাৎ আচারবান ব্যক্তির কোন ক্রমে অকল্যাণ
নাই । যথা ।

আচারঃ পরমোধৰ্ম্মঃ সৰ্ব্বেষা মিতি নিশ্চয়ঃ ।

হীনাচার পরীভাক্সা প্রেতাচেহ বিনশ্যতি ॥ ০

সদাচারই পরমধৰ্ম্ম রূপ, ইহা সৰ্ব্বলোকের পক্ষে নিশ্চয়

* সদাচারির অক্ষয় ধনপুত্রাদি লাভ হয় বলেন, .কিন্তু অনেক অনা-
চারিকেও প্রভূত ধন পুত্রাদি সমন্বিত দেবাবাস, তদর্থে ব্যাখ্যাত হই
য়াছে, যে পূর্ব কৰ্ম্মবশে ইহজন্মে ধনপুত্রাদি লাভ কিঞ্চিৎদিনেরনিমিত্ত
হয়, সদাচারির অক্ষয় সম্পত্তিলাভ, অর্থাৎ অপরিত্যক্ত হয়, এই
বিবেচ্যঃ ।

করিয়াছেন । আচারহীন ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল, এট
উভয় কালই নষ্ট হয় ॥ ০ ॥ তথাচমন্তঃ ৪ অধ্যায়ঃ ।

ছুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ ।

ছুঃখভাগী চ সততং ব্যাদিতোহপ্পায়ু রেবচ ॥ ১৫৭ ॥

ছুরাচারিব্যক্তি ইহলোকে সর্বতোভাবে নিন্দিত পুরুষরূপে
পরিচিত হয়, এবং সতত ছুঃখভাগী হয়, আর আধিব্যাধিযুক্ত
থাকে, ও অল্পকালের মধ্যেই বিনাশ পায় ॥ ১৫৭ ॥

সর্ব লক্ষণ হীনোহপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ ।

শ্রদ্ধাশীলোহনুযুক্ত শতং বর্ষাণি জীবতি ॥ ১৫৮ ॥

যে ব্যক্তি সদাচারবান্ শ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ গুরুশাস্ত্রে বিশ্বাস
যুক্ত হয়, এবং অনুযায় অর্থাৎ পরদোষ কখনে বিমুখ হয় ।
সে ব্যক্তির অন্যন্তুত সুচক আর কোন লক্ষণ না থাকিলেও
পূর্ণ শত সম্ভ্রম জীবিত থাকে, অর্থাৎ বহুকাল জীবিত
থাকে, এইশত শব্দ ক্রম সংখ্যা গণন বিতরক নহে অসংখ্য
বাচক হয়, ॥ ১৫৮ ॥

যদি কেহ এমত আপত্তি করেন, যে যে ব্যক্তি পবিত্রধারণ
বেদ পাঠ নিত্য করে তাহার আর সদাচার করিবার আবশ্য
কি ! এবং না করাতেই বা ক্ষতি কি ! তদর্থৈ বশিষ্ঠ সংহি
তায় উত্তর করিয়াছেন । যথা ।

আচারহীনঃ নপুনশ্চি বেদা বদ্যপাশীতা সহযজ্ঞভিরনৈঃ ।

জ্ঞানং শ্রুতং যজ্ঞকালে তাজ্ঞি নীড়ং শকুন্তা ইবজাতপক্ষাঃ ।

যদি সমযজ্ঞ চতুর্বেদও মনুষ্য কর্তৃক অধীত হন, তথাপি
আচার হীন ব্যক্তিকে বেদ পবিত্র করিতে পারেন না । যেমন
জাতপক্ষ পক্ষী শাবক সকল বাসাকে ত্যাগ করিয়া যায়, তা-

হার ন্যায় আচারহীন ব্যক্তিকে বেদ সকল মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন ॥ ০ ॥ অন্যদপি মনুষ্যংহিতায় ৫ অধ্যায়ে কহিয়াছেন । যথা ।

অনভ্যাসেন বেদানাং দাচাংস্তু চ বর্জ্যনাং ।

আলস্যাদয়ঃ দোষীকৃ মৃত্যুং বিপ্রান্ জিঘ্রাসতি ॥ ৩ ॥

বিশ্বদিগের বেদের অনভ্যাসে, এবং সদাচার ত্যাগে, অর্থাৎ স্ববর্ণোক্ত বা স্বাশ্রমোক্ত আচার রহিত হইলে, ও আলস্য যুক্ত হইয়া অবশ্য কর্তব্য কর্ম্মের অকরণে এবং অন্নদোষে অর্থাৎ অনিহিত অন্ন ভক্ষণে ব্রাহ্মাদিবর্ণত্রয় নষ্ট হয়, অর্থাৎ বৈধর্ম্মিপদের বাচ্য হয় । অথবা “মৃত্যুং বিপ্রান্ জিঘ্রাসতি,” ইতিপাঠে অবৈধর্ম্মী ও ঐ অবৈধর্ম্মীকে যম অঙ্গকা-লেই গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

স্বধর্ম্মানুচরণে স্বাশ্রমেবেদানুকরণং ।

স্বধর্ম্মএব সর্ব্বং ধত্তে ।

অনেনোদ্ধিতাং ভবত্যান্যথাধঃ পততোষঃ । ইতি ।

মৈত্রেয়োপনিষৎ ।

স্ব স্ব ধর্ম্মানুচরণ ও স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করণ মনুষ্যদিগের কর্তব্য হয়, অর্থাৎ ঐতিহ্যমৃত্যুক্ত যে বর্ণের বা যে আশ্রমের যে আচার তাহাতে নিযুক্ত থাকিবেক, স্বধর্ম্মই সকলকে ধারণ করেন । স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষাতেই সকলের উদ্ধাগতি হয়, অর্থাৎ তদ্বিক্রম পরম পদ লাভ হয়, ইহার অন্যথাচরণে অধোগতি অর্থাৎ নরকে পতিত হইতে হয় ।

সাবিত্রীমাত্রসারোপি বরং বিপ্র স্ববস্ত্রিতঃ ।

নাবস্ত্রিতঃ স্ত্রিবেদোপি সান্দ্রাশী সান্দ্রবিক্রম্যতি ॥

মৃত্যুঃ ২৩৫ ।

কেবল সাবিড়ী মাত্র বেড়া ব্রাহ্মণ যদি সুযুক্তিত অর্থাৎ
 যথোপায়েনোক্ত শোচাচার বিশিষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাকে সা-
 ক্ষাৎ ব্রাহ্মণ্যদেবরূপে মান্য করেন, সুযুক্তিত শব্দে বিধিনিষেধ
 নির্ভঙ্ক, আর সাম যজু ঋক আদি বেদত্রয় বেড়া হইয়াও যদি
 সদাচার ভূত না হয়, অর্থাৎ সর্কালী ও সর্ক বিক্রয়ী হয়, সে
 ব্রাহ্মণ সর্কভঃ প্রকারে হেয়ত্বে পরিগৃহীত জানিবেন। সর্কালী
 পদে নিষিদ্ধ ভোজনশীল, সর্কবিক্রয়ী পদে নিষিদ্ধ দ্রব্য
 বিক্রয়ী অর্থাৎ যে দ্রব্য ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিতে নাই তদ্বি-
 ক্রয়কারি ব্যক্তিকে কোনমতেই ধার্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া
 মান্য করা যায় না, অতএব আহারাদির শুদ্ধিতেই জীবের
 স্বস্থ শুদ্ধি হয়, তন্নিম্ন যথেষ্টাহারি ব্যক্তিকে অশুচি বলে।
 যথা “আহারাত্ স্বস্থ শুদ্ধিশ্চজায়তে”, ইতি। “শোচমাহার
 শুদ্ধি রিতি কুল্লুক ভট্টঃ। যথা।

লগুনং গৃঞ্জনৈকৈব পলাশং কবকানি চ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং মেধ্যপ্রভবানি চ ॥ ইতি।

মমুঃ ৫অং।

রশুন, পেয়াজ, গাজর এবং অমেধ্যপ্রভবকবক অর্থাৎ
 লোকে যাহাকে হাতা বলে, ইত্যাদি দ্রব্য দ্বিজাতিদিগের
 অভক্ষ্য, ইহার ভক্ষণে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়।

অতএব জ্ঞানী সদৃশস্বের পক্ষে আহারাদির অবশ্য বিচার
 করা কর্তব্য, নতুবা সর্কধর্মে বহিষ্কৃত হইতে হয়। যথা।

বুদ্ধাবৈতস্ত তত্তস্ত যথেষ্টাচরণং বদি।

শূন্যং তত্তদ্রশ্যৈকৈব কোভেনোশুচি ভক্ষণে ॥ ইতি।

বৈভবিবেকং।

অবৈধত তত্ত্ব বোধ করিয়াও যদি যথেষ্টাচারী হয়, তবে অশুচি বস্ত্র ভক্ষণ নিষিদ্ধ কুকুরের প্রতি আর ঘৃণা কি? অর্থাৎ কুকুরে আর যথেষ্টাহারি মনুষ্যোতে কি ভেদ থাকে? অতএব শাস্ত্রোক্ত অবৈধ বস্ত্রের গ্রহণকে শৌচ বলে না, যদিও কোন অবৈধ দ্রব্য মনোহর দৃশ্য ও সুস্বাদু, সুগন্ধি হয়, তথাপি তাহাকে অশুচি ও অপবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সকল দ্রব্য অহিতকারী, পরে তাহাতে মনুষ্যের অহিত জন্মে । যথা ।

আসনং বসনং শয্যা আয়াপত্য কমণ্ডলুঃ ।

অস্থানঃ স্তচিরেতানি নপরেযাং কদাচন ইতি ॥

আসন, বসন, শয্যা, স্ত্রী, ও পুত্র ইত্যাদি আপন বস্ত্র, আপনার স্পর্শযোগ্য পবিত্র হয়, পর স্পৃষ্ট হইলে অশুদ্ধ হয়, এবং পর সঘঙ্কীর হইলেও সে অশুচি জানিবে ।

অবিহিত বস্ত্র চাক্ষুষ পবিত্র জ্ঞান হইলেও পবিত্র নহে, আদৌ দেহ শুদ্ধ না হইলে পরিচ্ছন্নতা অন্য নানা প্রকার দেহবৈকল্য হয়, একারণ বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ বিধানের অনুশাসন করিয়াছেন, অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তর শৌচ হইলেও হিত জন্মে না, এককালীন উত্তম সংশুদ্ধির আবশ্যক আছে । যথা ।

শৌচস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা ।

যুক্তলাভাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবগুদ্ধিং তথাস্তরং ॥ ইতি ।

ব্যাঞ্জাদঃ ।

বাস্ত্রপাদ ঋষি শৌচাচারকে দ্বিবিধ প্রকার কহেন, এক যুক্তিকা জলদ্বারা দেহ সংশোধন, অপর ভাবগুদ্ধি, অর্থাৎ অন্তর শুদ্ধিঃ ।

বিজ্ঞাপন।

সর্বজননের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যবস্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলি খিতেছি, তদ্রূপে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥

ক্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮৮

শিবসংহিতা.....১৮

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৮

সংস্কৃত বাগ্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৥০

সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ১৮

নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬০ সাল

যান্ত্রপ ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৩ছয়তস্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৮ টাকা । ১৮৬০ দশবিধি নামক

৪৫ আইন মূল্য ২৮ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০

সালের দশবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত

অর্ডার সম্বলিত একত্রে বাক্সাই মূল্য ৫৮ টাকা ।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৮ টাকা ।

শ্রীযা নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা ।

কৃতাজ্ঞানহিতার্থায় নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার

শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বটন হয় ।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইকীটে ১২ সংখ্যক ভবনে

নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা বস্তু ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন্দ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ ।

২ কপ্প ১৮ খণ্ড



সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাঙ্কাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কোশেয় বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণত্রক শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্বনুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিত্রয় ত্বং মনোমে ।

৬৫ সংখ্যা শকাব্দ। ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩২ আষাঢ়

পুরাবৃত্তানুসন্ধান

প্রথম উৎপন্ন মনুষ্য জাতি চারি বর্ণ বিশিষ্ট হয়। প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়, তৃতীয় বৈশ্য, চতুর্থ শূদ্র জাতি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতি সংজ্ঞা ছিল না, পরে আদি সৃষ্টিতে মনু বংশ্য বেণুরাজা কর্তৃক বর্ণ সঙ্কর নানা জাতি উৎপন্ন হয়। তাহার ক্রম রাজবৃত্তান্তে ব্যক্ত হইবে।

প্রকার শরীর বিশেষ হইতে যে চারিভাতি উৎপন্ন হয়, সে ক্রম স্বতন্ত্র, কলতঃ একগে একত বিবেচনা করিতে হইবে, যে মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে যে ভাতিসৃষ্টি হয়, তাহার এই অভিপ্রায়, অর্থাৎ উত্তমাক্র মুখ তাহাতে উৎপন্নবিধায় প্রাক্কণ ভাতি সকল ভাতির উত্তম হইয়াছেন । এবং কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি ভাতির অগ্রে প্রাক্কণ জন্মেন, একারণ সকলের জ্যেষ্ঠত্ব পুরস্কারের অর্থ দ্বাপে মান্য । তাঁহাদিগের এই বৃত্তিনির্দিষ্ট হইয়াছে যজ্ঞ, বাজ্য, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা । বেদার্থ ধারণ ও বাধ্যমানদ্বারা বিশেষরূপে বেদকে ধারণ করেন । এবং সংস্কারাধিক্য প্রযুক্ত ধর্মের অনুশাসক হয়েন । ইহাদিগের উপভাবিকা, পুজা ও যজ্ঞাদি কর্মের দক্ষিণা গ্রহণ ও ভিক্ষা, দান গ্রহণ এবং ব্যবস্থাদিপ্রদানে তৈলবট গ্রহণ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় কত্রিয়ভাতি, ভাতির উর্দ্ধভাগ অতিশুদ্ধ বাহু দেশ হইতে জন্মে সুতরাং তাঁহাদিগের কর্ম যুদ্ধ, ও অস্ত্রধারী হইয়া প্রজা রক্ষাকরণ, আর দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন অর্থাৎ কত্রিয় ভাতি দান দিবে লবে না, যজমান হইবে যজাইবে না, অধ্যয়ন করিবে করাইবে না । ইহাদিগের উপভাবিকা, প্রজা রক্ষার্থ পরিশ্রমের প্রত্যাশকার স্বরূপ প্রজার নিকট হইতে বিহিত কর গ্রহণ করিবেন । এবং সেই ধনদ্বারা যাগ যজ্ঞ দানাদি কর্ম সম্পাদিত হইবে, অন্যায় পুরুষ প্রজাপীড়ন করিয়া অধিকদম লইবেন না, হুতিকালে নিজধনদ্বারা প্রজা প্রতি পালন করিবেন । ধর্মতঃ বিচারে প্রজা রক্ষা ও দম্বা

ভক্ষরাদি হইতে দেশরক্ষা করিবেন, অশাস্য শাসন করিবেন, অদণ্ডো দণ্ড দিবেন না, ও স্বধৰ্ম্মে প্রজাসংস্থাপন করিবেন । ২।

তৃতীয় জাতি বৈশ্য । উক্ত দেশ হইতে জন্মে তাহার এই ধৰ্ম্ম, । বৈশ্যের ধৰ্ম্ম পূজা, যজ্ঞাদি, ও জ্ঞানাত্যাস, দান এবং অধ্যয়ন । উপজীবিকা পশুপালন, বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত ঋণ দেওন, আর কৃষিকৰ্ম্ম করণ ॥ ৩ ॥

• চতুর্থজাতি শূদ্র । চরণ হইতে উৎপন্ন তাহার তাৎপর্য্য । শূদ্রের ধৰ্ম্ম ব্রাহ্মণাদির সেবাকরণ, তাহাদিগের গুণে দোষা রোপ না করণ উহাদিগের উপজীবিকা, দাসত্বকরণ দ্বারা যে বেতন প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে দেহবক্ষা, এবং ধৰ্ম্মকৰ্ম্মাদি করিবেন ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণ যদি স্বীয় ব্যবসায় দ্বারা আরে সংসার ভরণাদি করিতে না পারেন, তবে পোষার্থ অনেক শূদ্রেরও যাজ্য ক্রিয়া করিতে পারেন, এবং বেদ বিদ্যাাদি যদি না জন্মে বা তাহাতে না চলে, তবে ক্ষত্রিয় বৃত্তি অন্ত্রধারণাদি ক্রিয়া আর করিবেন, তৎকৰ্ম্মেও যদি সাহসিক না হন, অর্থাৎ দুর্বল বা সাহসাদি গুণ যুক্ত যুদ্ধ বিদ্যায় অপারগ হইলে অঘন্য বৈশ্য বৃত্তিকে সমাপ্ত করিবেন । অর্থাৎ গোমহিষাদির প্রতি পালন, অথবা বাণিজ্যাদি করিবেন কিন্তু ব্রাহ্মণসম্বন্ধে বাণিজ্যে অনেক দ্রব্যাক্রম বিক্রয়াদি করিতে নিবেধ আছে, তৎপ্রযুক্ত সংসার নির্বাহের ব্যাঘাত জন্মিলে অবশেষে কৃষিকৰ্ম্ম করিবেন, কিন্তু হলবাহন লোকদ্বারা করাইবেন আপনি স্বয়ং করিবেন না, যেহেতু শূদ্রবৃত্তিগ্রহণ করা কোন কালেই ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে ॥ ১ ॥

কত্ৰিঙ্গ যদি স্বীয় ব্যবসারে অশক্ত হন তবে বৈশ্য ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শূদ্র বৃত্তি করিতে পারেন না ॥ ২ ॥

বৈশ্য আপন কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য হইলে সহজেই তাহাকে শূদ্র বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ দাস্য কর্ম্মের দ্বারা বেতন লইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন ॥ ৩ ॥

শূদ্র যদি স্ব ব্যবসারে সংসারভরণে অক্ষম হয়, তবে শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ সূচীকার্য্য ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্মাদি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবেক । এই প্রকার সত্যযুগে চারিজাতির জীবিকা কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যুগানুক্রমে ধর্ম্মের হ্রাসতা প্রযুক্ত ত্রেতাযুগে অন্য প্রকার, দ্বাপর যুগে অপর প্রকার ধর্ম্ম যাজন হয় । কলিযুগে তদনুক্রমে কিঞ্চিৎ মাত্র ধর্ম্মব্যবস্থা, আরং সকলই প্রায় ভীষপ-রীত, একারণ কলিকে পাপময় কষায়কাল বলিয়া যুগা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সত্যযুগে প্রায়ই সকলে দীর্ঘজীবী ও সত্যবাদী, এবং তপস্যা, জ্ঞান চর্চা, যাগ, যজ্ঞ, দান ধর্ম্মাদির পরিপূর্ণতা ছিল । অধর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জন কেহই করিতেন না, পরবিত্তাপহরণে কেহই রত ছিল না, সকলেই ধার্ম্মিক দয়াবান অরোগী ছিল, লঙ্কের মধ্যে অনেক পাপাত্মা ও রোগী হইত, কিন্তু স্বকৃত পাপের ঝড়িতি প্রতিফলও পাইত ॥ ১ ॥

ত্রেতাযুগেরও এইরূপ স্বভাব, কেবল কিঞ্চিৎ ধর্ম্মের বৈল-ক্ষ্য হইয়াছিল, ধর্ম্মপাদানুসারে দশদশঅংশ জ্ঞানে পরমায়ু নির্ণীতছিল, সত্যযুগে লঙ্কের মধ্যে একজন অধার্ম্মিক ত্রেতাতে

দশ সহস্রের মধ্যে অনেক অধাৰ্মিক হইত। ছাপর যুগে ধৰ্মাধৰ্ম অর্ধেক, যত পুণ্যবান তত পাপী সমান ভাগ, পরমায়ু ত্রেতার দশাংশের একাংশ ছিল। কলিযুগে কিঞ্চিৎ মাত্র ধৰ্ম, সত্যবাক্যের ব্যবহার কদাচিত্, মিথ্যাই সম্পূর্ণ, তক্রপ তপস্যা, দয়া, দান, যাগ, যজ্ঞ ত্র্যোপবাস পূজাদিও প্রায় বিলুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত, “লঙ্কেষু পুণ্যবানেকো ভবিষ্যতি ততঃ পরং”, লঙ্কের মধ্যে অনেক পুণ্যবান্। পরমায়ু ছাপরের দশাংশ, ক্রমে তাহাতে ও নানা বিষয়, রোগশূন্য ব্যক্তি মাত্র নাই, প্রতারণা শঠতাদি কদর্য্যকার্য্য সম্পাদক প্রায়ই সকল মনুষ্য। এবং সত্যাদি যুগক্রমে এই এই ধৰ্ম্মকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। সত্যে সত্য ও তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞ, ছাপর যুগে যজ্ঞ ও পরিচর্যা, কলিযুগে ক্রিয়ের কীৰ্ত্তন ও দান মাত্র প্রধান ধৰ্ম্ম, এতদ্ভিন্ন অধিক যত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে ততই কল্যাণ দায়ক হয়।

এই মাত্র পুরাবৃত্তানুক্ৰম পুস্তকে সমষ্টিরূপে যুগধৰ্ম্ম ও ত্রুৎপত্তিকাদি রাজধৰ্ম্ম কহিলাম, অতঃপর সত্যাদিযুগে যে যে রাজা হইয়া ষেকপ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাহাই ক্রমে বর্ণনা করিতেছি, “চন্দ্রাদিত্য মনুনাঞ্চ প্রবরাঃ কত্রিয়াঃ স্মৃতা ইতি”, চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ আর মনুবংশ এই তিন জাতীয় কত্রিয়,। সত্যে মনুবংশেরা রাজ্য করেন, ত্রেতার সূর্য্যবংশ্য ছাপরে চন্দ্রবংশ্য কত্রিয়েরা ধরণীর শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কলিতে ব্রাত্য কত্রিয় ও রাজপুত্র কতিপয় দিবস রাজ্যরক্ষা করিয়া বিনষ্ট হইলে মেচ্ছাদিরা রাজধৰ্ম্ম গ্রহণ করে।

জ্যেষ্ঠপুত্র ষায়ন্তুব মনু ব্রহ্মাববর্তদেশে রাজ্য স্থাপন করতঃ
অশীতি সহস্রোত্তর লক্ষবর্ষ পরিমাণে রাজ্য শাসন করিয়া
জ্যেষ্ঠপুত্র ষায়ন্তুতকে রাজ্যভার দিয়া কনকাচলকন্দরে
প্রবেশ করিয়া তপোধৰ্ম্মে সংলগ্ন হইলেন । কনিষ্ঠ পুত্র উত্তান
পাদ যুবরাজ হইয়া দক্ষিণ দেশে রাজ্য শাসন করিতে
লাগিলেন, তৎকালে যুগাবস্থার নিৰ্ণয় ছিলনা । ষায়বু-
তের অবসান দিবা অবধি বৃক্ষ সংখ্যা প্রথার বিধিবদ্ধ হই-
য়াছিল, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে, পূৰ্ব্বোক্ত মেরুদেবী ষায়
বৃত্ত মহিষী, সুনীতি ও সুরচী উত্তান পাণ্ডের পত্নীভবন হয় ।
তঁাহাদিগের বংশোৎপত্তি ও প্রকরণাদি ভেদ পশ্চাৎ ব্যক্ত
করিয়া লিখিব ।

সম্ভেদ নিরসন ।

২ অংশ ।

সুন্দরী মাহাত্ম্য ।

যক্ষাং ত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতীশিবৈ ।
ভক্ষাং স্বর্গেচ মর্তেচ পাতালেহনাত্ত পার্শ্বতি ।
সুন্দরী পঞ্চমীশ্রীচ খ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী ।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ভভঃ ।
ষাং ছায়াং ক্রময়ে মেহদ্য দৃষ্টাভীতা সুরেশ্বরী ।
ভক্ষাং সাত্ত্রিষ্ লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুর ভৈরবী ॥

দেবাধিদেব মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিতেছেন । হে শিব !
যেহেতু এতত্রিভুবন মধ্যে তুমি আমার রূপকে অতিশ্রেষ্ঠ

করিলে। একারণ স্বৰ্গলোকে ও মর্ত্যলোকে এবং পাতা-
লাদি অন্যান্য লোকে, তুমি সুন্দরী, ও পঞ্চমী ঐবিদ্যা এবং
ত্রিপুর সুন্দরী নামে খ্যাতা হইবে। হে পার্শ্বতি! তুমি স-
র্বদা ষোড়শ বর্ষীয়া থাকিবে, এজন্য তোমাকে সকলে ষো-
ড়শী বলিয়াও বিখ্যাতা করিবে। হে সুরেশ্বর! তুমি অন্য আ-
নাতে তোমার যে আপন ছায়া দেখিয়া ভীতা হইলে, একা-
রণ ত্রিলোক মধ্যে তুমি ত্রিপুরতৈরবী নামে বিখ্যাতা
হইবে।

বাবস্থা ভগবত্যান্ত সুস্থচিন্তা কৃপ্রাময়ী।

ততস্তাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিহুঃ ॥

ভগবতীর যে অবস্থা অতি সুস্থচিন্তা, এবং সর্ব জীবে রূপা
প্রদান করেন, তাহাকেই ভুবনেশ্বরী বলা যায়, ঐ ভুবনেশ্বরী
মূর্ত্তি ভেদই রাজ রাজেশ্বরী নামে বিখ্যাতা।

বাচোগ্রতারিণী প্রোক্তা যাচদিক্শ বাসিনী।

বৈষাললিত কান্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গল চণ্ডিকা।

কৌলিকী দেব দ্বুতীচ যান্তান্যা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

যিনি উগ্রতারী নামে উক্তা হইরাছেন, যাঁহাকে দিক্শ
বাসিনী বলা যায়, যিনি ললিতকান্তাখ্যা, যিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে
বিখ্যাতা, যাঁহাকে কৌলিকী ও দেবদ্বুতী বলা যায়, এবং আর
আর এইরূপ মূর্ত্তি সকলকে তারী রূপ বিভূতি জানিবে।

যাখ্যাতা ভুবনেশানী তস্যান্তেদাহনেকথা।

ত্রিপুটাজয়চূর্ণাচ বনচূর্ণা ত্রিকটকী ॥

কাত্যায়নী মহিষমূর্খী চূর্ণাচ বনদেবতা।

ঐগ্রামদেবতা বজ্রপ্রস্তারিণীচ শূলিনী ॥

গৃহদেবী গৃহারূঢ়া মেধারাধাচ কালিকা ।

কথিতাশ্চসমাসেন ভাসাংস্তেদাশ্চ নারদ ॥

যাঁহাকে ভুবনেশ্বরী বলিয়া খ্যাত করা যায়, তাঁহার বিভূ-
তিরূপ অনেক প্রকার হয় । ত্রিপুরা দুর্গা অর্থাৎ বীজএর
বিশিষ্টা, অন্নদুর্গা, বনদুর্গা, ত্রিকটকী, মহিষঘাতিনীদুর্গা,
যাঁহাকে কান্ত্যায়নী বলেন, আর বনদেবতা, ত্রীরামদেবতা,
বজ্রপ্রস্তারিণীদুর্গা, শূলধারিণীদুর্গা, গৃহদেবী, গৃহাকর্তা,
অর্থাৎ গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি, যিনি মেধা, যাঁহাকে রাধা বলা
যায়, যিনি কালিকা অর্থাৎ রুদ্রচণ্ডী প্রভৃতি নবকালী মূর্তি,
সংক্ষেপতঃ তোমাকে ভুবনেশ্বরীর এই সকল মূর্তিতেদ কহি-
লাম কলিতার্থ একা কালীই সকল রূপ হইরাছেন, রে বৎস !
পূর্বে তোমাকে কালী মাহাত্ম্য কহাতেই এ সকলের ব্রহ্মতা
নির্দিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে প্রত্যেকরূপে মহাদেবী যে যে ক্ষমতা
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই উপাসক দিগের বোধার্থে
তোমার প্রশ্ন ক্ষুণ্ণে কহিতেছি ।

সাকালীজগতাং মাতাপতিঃ শ্রীঃ সনাতনো ।

আজ্ঞাপয় মহাদেব রূপমন্যজ্ঞরামাহং ॥

সেই আদ্যা ব্রহ্মশক্তি সনাতনো কালী নিজ পতি সদাশি-
বকে কহিতেছেন, হে মহাদেব ! আমাকে আজ্ঞা করুন আমি
অন্যৎ প্রকার আরো রূপধারণ করি ।

ঈশ্বর উবাচ । অধুনৈবজগদ্ধাত্রি যদ্রূপং কর্তুমিচ্ছসি ।

করিষ্যামিচ্ছতৎসর্বং বজ্রশ্রীভিস্তুবাচলা ॥

পার্বতীর প্রশ্ন অবগে মহাদেব কহিতেছেন, হে কালি !

হে অগন্ধারি ! অর্থাৎ অগ্গতির উৎপত্তিকারিণি ব্রহ্মশক্তি দেবি । ইদানীং তুমি যেকূপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমিও সেইমত রূপ বিস্তার করিব, যাহাতে তোমার অচলা প্রীতির উদ্বাবন হয় ।

অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানে ভেদ নাই, কালরূপ পরমাত্মা, কালী পরমাত্মা শক্তি, এই নানারূপ বিশ্ব কালে কালীকর্তৃক সৃষ্ট হয়, সেই ভাব এখানে উক্ত হইল । মহাদেব কহিলেন, হে কালি ! তুমি যত রূপ করিতে ইচ্ছা কর আমিও ততরূপে প্রকাশিত হই, যেহেতু আত্মা নিরঞ্জন, কেবল প্রকৃতিতে ভাসমান হন, সেই দৃষ্টান্ত এই দশ মহাবিদ্যা, অর্থাৎ দশবিধা শক্তি, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাও দশবিধরূপে ভাসমান, মৎস্তাদি দশঅবতारे তাহা সঙ্গত আছে, আত্মা ও আত্মশক্তি অভিন্ন, তাহাই জানাইয়াছেন । যথা “কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাদিত্যাदि” কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কালিকা, বরাহ তারিণী, হিমমস্তা নৃসিংহ, বামন মহালক্ষ্মী, রাম ত্রিপুত্রেস্বরী, বলদেব ভৈরবী, মীন ধুমাবতী, কুর্ম্ব বগলা, বুদ্ধ কল্কী, জ্যোতী মাতঙ্গী, জামদগ্ন্য ভুবনেশ্বরীতি । কালী সর্বকর্ত্রী কাল সাক্ষীস্বরূপ হয়েন । কিন্তু আত্মার সত্তাতে শক্তি সর্বকর্ত্রী, তদর্থং এই বচন উক্ত হইয়াছে ।

দেবুবাচ । সর্বকর্ত্রাসি দেবেশ তবশক্ত্যা জগৎপতে ।

কিন্তুবাক্যং তববিভো জগতঃ পরমেশ্বর ।।

মহাদেবী মহাদেবকে কহিতেছেন । হে বিভো ! হে পরমেশ্বর ! তুমিই তোমার শক্তিদ্বারা সকল কর্ত্তা হও । হে

দেবেশ ! হে জগৎপতে । কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ তোমার কথা
কহি তাহা শ্রবণ করুন ।

মর্যাদাং স্থাপয়িত্বামি তপঃ কৃৎস্না স্ফুটয়ং ।

তুং প্রীত্যে মহাভাগ প্রীতিস্ত কুরু তম্ময়ি ॥

হে মহাদেব । আমি কঠিনতর তপস্যা করিয়া তোমার
প্রীতির নিমিত্তে এই মর্যাদা স্থাপনা করিব, হে মহাভাগ !
অতএব আপনি আমাতে প্রীতি করুন । অর্থাৎ তুমি অতি
দুর্জ্জতা, দুষ্কর তপস্যা তিস্ত তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না,
জগতে তোমার এই মহিমা স্থাপনা করিব ।

গৌরবা রক্তগৌরবা শ্যামং শুক্ল মখাপিবা ।

যদনাচা স্বরূপং যে তৎকুরুস্ব জগৎ পতে ॥

হে জগৎপতে শিব ! গৌরবর্ণ, বা রক্তগৌর, কিম্বা শ্যাম-
বর্ণ, অথবা শুক্লবর্ণ কি অন্য কোনবর্ণ, আপনার স্বরূপ প্রী-
তির নিমিত্তে যাহা চর, আমাকে সেইরূপ বর্ণ বিশিষ্টা করুন ।

বামেণ পাণিনা সাক্ষী মুখোপা পরমেস্বরঃ ।

মার্জ্জয়িত্বা ত্রিয়া দেহং নির্মলং কৃতবান হরঃ ॥

মহাদেব পার্শ্বভী বাক্য শ্রবণ করিয়া, বামহস্তে ধরিয়া
তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন । এবং স্বপ্রিয়া পার্শ্বভীর
শরীরকে মার্জ্জন করিয়া নির্মল করিলেন ।

মন্দাকিন্যা জলেরম্যো নাপয়ামাস পার্শ্বভীং ।

বিদ্যাক্রপ ভবেদৌরী রিচ্ছাদৌরীতি বিস্কতা ॥

মন্দাকিনীর নির্মল মনোহর জলে পার্শ্বভীকে স্নান করাই-
লেন, নরকপা পার্শ্বভী তৎকালে তৎকণাৎ বিদ্যাতের ন্যায়

গৌরবর্ণা হইলেন, তদবধি সুন্দরী শক্তি বিছাৎ গৌরীনাথে
বিশ্রুতা হন।

স্বাহা গৌরীতি শ্যামাচ শুক্লাচ রক্তগৌরিকা।

অনন্তরূপিণী মূর্তিঃ কোটি কোটি স্বরূপিণী।

শাকম্বর্যামলা সুন্দা ষট্ পদী ভ্রামরী ভবা।

অনেক বর্ণা গন্তব্য। অন্তরূপা সনাতনী ॥

অনন্তর বিছাৎ গৌরীকপা হইয়া সুন্দরী স্বাহাগৌরী
নাথে শ্যাম বর্ণা হইলেন, এবং শুক্লবর্ণা ও রক্তগৌরী, শাক-
ম্বরী, অমলা সুন্দকপা, আর ভ্রামরী কপা হইয়া প্রকাশ
পাইলেন, কোটি কোটিশ রূপধারিণী অনন্তরূপা অনেক
বর্ণা ও অনেক মূর্তি হইলেন, তিনি সনাতনোৎসব রহিত।
নিত্যা প্রকৃতি হইলেন। কেবল সাধক শ্রীতির নিমিত্তে নানা-
রূপবতী হন।



গৃহস্থধৰ্ম্ম কথন।

দৃষ্টিপুতং নাগেৎ পানং বস্ত্রপুতং পিবেজ্জলং।

সত্য পুতং বৃন্দেদাকাং মনঃ পুতং সমাচরেৎ ॥ ইতিমদ্যুঃ ॥

দৃষ্টিপুত পান প্রক্ষেপ করিবে, বস্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া জল
পান করিবে, মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক রসনাকে সত্য বিষয়ে
পবিত্র করিয়া বাক্য করিবে। আর মনঃ পবিত্র যাহাতে হয়
এমত কর্মের আচরণ করিবে। “যদিচ মতিবিরুদ্ধং সৰ্ব্ব
মেতদ্বিরুদ্ধমিতি”, যদিও বাহ্যশোচে পবিত্র হয়, তথাপি মনঃ

শুদ্ধি না হইলে পবিত্র হইতে পারে না এবং যদি বল কেবল মন পবিত্র হইলেই হয়, তবে বাহ্য শৌচের প্রয়োজন নাই। এমন তাৎপর্য্য নহে, ইহাতে উপরি উক্ত শ্লোকের এই অভি-
 প্রায় যে বাহ্যভাস্কর উভয় শৌচেরই আবশ্যকতা, কারণ বাহ্য শৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি মনঃ শুদ্ধি না থাকে, তবে তাহার সমস্ত শৌচই ভ্রষ্ট হয়, এবং মনঃ শুদ্ধি বলিয়া যদি বাহ্য শৌচাচার না করে, তবে তাহাকেও শৌচ ভ্রষ্ট কহা যায়।
 একগুণের অসত্য জ্ঞানের শাস্ত্রসিদ্ধ অনাচার বিশিষ্ট হইয়া লোক সমাজে বিচারে জিত হইবার অভিপ্রায়ে মোখিক বলিয়া থাকে যে আমাদের মনঃ পবিত্রতা নিমিত্ত সৰ্বদা শুচি আছি, আর বাহ্য শৌচের প্রয়োজন কি? তদ্বর্থে বক্তব্য এই যে যদ্যপি যথেষ্টাচার পরামর্শ হইয়া মনঃ পবিত্র আছে বলিলেই শৌচাচার সিদ্ধ হয়, তবে কোন শাস্ত্রেই বাহ্য শৌচের উল্লেখ থাকিষ্ঠ না, এবং নাস্তিক প্রভৃতি ইতর মনুষ্য যাহারা কৃতাকৃত শাস্ত্র মাত্র জানে না অবিরত অনিষ্ট চিন্তা, অনিষ্ট কর্ম্ম করণে প্রবৃত্ত, ও তাহাতেই তাঁহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন থাকে, সুতরাং স্বভাবশুদ্ধি প্রযুক্ত তাঁহাদিগকেও পবিত্র এবং তাঁহাদিগেরও শৌচ শুদ্ধি বলা সম্ভব হয়, ফলিতার্থ ভ্রষ্টাচারি ব্যক্তি ব্যতীত ধার্মিক জনে কখন একগুণ জঘন্য বাচালতা করিতে সাহস পায়না। বিনামুষ্ঠানে কেবল বাক্যে সাধু হইতে না পারে? এমন লোক জগতে দেখি না, অর্থাৎ ক্রিয়াবান ব্যক্তিই সাধু হয়, অক্রিয়ব্যক্তির সাধুতা কি? কখনে কেহই সাধু হইতে পারেনা। তাহা হইলে সকল জ-

নিষ্ঠ কৰ্মমাত্রেরই প্রতিবেধ থাকে না, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সুরাপান, যবনাস্ত্র গ্রহণ, এবং পরস্বাপহরণাদি করিয়াও একবার মুখে কহিলে হইবে যে আমার বাহ্য শুদ্ধি কি? চিত্ত শুদ্ধি প্রযুক্ত মনঃ সৰ্বদা প্রসন্ন আছে, এবাক্য বলাতে কেবল মৃঢ়তামাত্রই প্রকাশ পায়।

জ্ঞানং দানং তপস্ত্যাগে। মন্ত্রকৰ্ম বিধিক্রিয়াঃ।

মন্ত্রলাচার নিয়মাঃ শৌচশ্রুত্যা নিষ্কলাঃ ॥ ইতি ॥

হারীতঃ।

জ্ঞান, দান, তপস্যা, সন্ন্যাস, মন্ত্রকৰ্ম, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, কৰ্মকাণ্ড, যাগ, যজ্ঞ, এবং মন্ত্রলাচার নিয়মাদি সকল শৌচ শ্রুত ব্যক্তির নিষ্কল হয়।

শুচিং দেবাহি রক্ষন্তি পিতরঃ শুচিমস্মিযুঃ।

শুচিবিভ্যন্তি রক্ষাংসি যেচান্যে দুষ্কটচারণঃ ॥

শুচি ব্যক্তিকে দেবতারা রক্ষা করেন, শুচি ব্যক্তির প্রতি পিতৃগণেরা প্রীতি বৃদ্ধ থাকেন, এবং রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রভৃতি যে সকল দুষ্কটচাৰিব্যক্তি তাহারা শুচি ব্যক্তির নিকটে ভীত হয়।

অতএব শৌচাচার পরায়ণ হওয়া কর্তব্য, হে স্বদেশজাত বন্ধুগণেরা সাবধান হও বেদশাস্ত্র নিম্নক যবন মুচ্ছ এবং আধুনিক ভাঙ্ক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের যথেষ্টাচার ও ব্যবহার দৃষ্টে স্বজাতীয় সনাতন ধর্মের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিহ না, যদিহ্যাৎ মোক্ষ কল্যাণ প্রাপ্তিছা থাকে, তবে শ্রুতি স্মৃতিসম্মত সনাতন ভূত হইয়া অবিরত অশ্লীলিত রূপে কৰ্মকাণ্ড বিধির অনু-

সারে অনুদিন বিমলাঙ্করণে ভগবদনুস্মরণার্থে স্বীয় চিত্তকে নিযুক্ত করিয়া রাখহ ।

বেদোহাধিলে ধর্মমূলঃ স্মৃতি শীলৈচ তদ্বিদাঃ ।

আচারশ্চৈব সাধুনা যাজ্ঞান স্তুপ্তিরেবচ ॥ ইতি

মন্তুঃ ৷ ১২ অং

সমস্ত ধর্মের মূল বেদ, বেদপদে ঋকযজুঃ সাম, অথর্ব ভাহার প্রমাণ দর্শনী স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থাৎ বেদবিৎ মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা স্মৃতি শীল হইলেন, তাঁহারা বেদ দৃষ্টে স্মৃতি শাস্ত্রকে প্রমাণ করেন, এবং প্রয়োগ কালে অনুষ্ঠের কার্যাদির আরম্ভ প্রযুক্ত বেদমন্ত্রকেই ধর্মের প্রমাণ করিয়াছেন, সুতরাং ঋতিউক্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যে সকল সাধুর আচার, তাহাকেই সনাতন কহে, যাহাতে আচার তুষ্টি হয় ।

(ব্রহ্মণ্যতাদিকপং শীলমিতি)

কুল্লুকভট্টঃ ।

ব্রহ্মণ্যতা, পিতৃমাতৃ ভক্তি, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা অন-
নয়তা, মূহুতা অপারুহাং মৈত্রতা, প্রিয়বাদিৎ কৃতজ্ঞতা, শর-
ণ্যতা কারুণ্য প্রশান্তচেতি ত্রয়োদশ শীলং ॥ ইতি

হাতীভঃ ।

ব্রহ্মণ্যতা সদনুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান, ও দেব পিতৃ ভক্তি করণ, সৌম্যতা, সর্বত্র সমদর্শিত্ব, অপরো-
পতাপিতা, পরোপতাপাদি কার্য্যাকরণ, অননয়তা, অনুস-
হিত্য, অর্থাৎ পরপুণ্যাদিতে দোষারোপণ নাকরণ, মূহুতা

নত্বস্বভাব, অপারুঘা, রুক্ষস্বভাবহীনতা, অর্থাৎ বাক্য
পারুঘা ও দণ্ডপারুঘাদি ভাগ, বাকপারুঘা পদে কটু বাক্য
দণ্ডপারুঘা পদে মারপিটকরণ, এই উভয় ভাগেব নাম
অপারুঘা, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা কৃতোপকারের
স্মরণ করা, শরণ্যতা, আশ্রিত প্রাতিপালন করা, কাকুগা,
সর্বজীবে দয়া প্রকাশ করণ, প্রশান্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, এই
ত্রয়োদশ প্রকার শীল হয়, অর্থাৎ স্বভাব হারীত ঋষি
ব্যাখ্যা করেন ॥ ০ ॥

ইহে গৃহস্থদিগের পক্ষে এই ত্রয়োদশ স্বভাব, ঐহিক
পারত্রিক উভয় কালিক সুখ সাধক হয়, ইহাতে অক্রিয়বান
গৃহস্থকে চুঃশীল কহা যায়, এতৎ স্বভাবের অতিক্রান্ত পুরু-
ষকে জাতীগণে কদাপি সভ্য জ্ঞেয়ীতে গণ্য করেন না, অতি
স্বৃদ্ধান্ত আচারের নাম সদাচার ধর্ম, ইহা যৎকর্তৃক রক্ষিত
হয়, সেই ধার্মিক, তত্ত্বিন্ন অধার্মিক । যথা

অতিস্বৃদ্ধান্তং ধর্মমুত্তীর্ণমু হিমানবঃ ।

ইহকৌর্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যানুত্তমং সুখং ॥ ইতি

মহু । ২ অং

যে মমুষ্য অতি উক্ত এবং স্বৃদ্ধান্ত সদাচার ধর্মের নিত্য
অনুষ্ঠান করেন, তাহার ইহলোকে পরমাকৌর্তি, ও পর-
লোকে পরমোত্তম সুখ লাভ হয় ।

অতিস্ববেদবিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রস্ত বৈস্মৃতিঃ ।

তে সর্কার্থেহীমীমাংসো ভাত্যাহি ধর্মোহি নির্কর্তো ॥ ১০ ॥ ইতি

মহুঃ । ২ অং

ঋতি শব্দে বেদ, স্মৃতি শব্দে ধর্ম্ম শাস্ত্র এতৎ শাস্ত্রদ্বয়ের
অপ্রতিকূল মীমাংসায় সদাচারাদির অনুর্ত্তান করিলে ধর্ম্ম
প্রকাশিত হয়েন, অর্থাৎ ইহার একের পরিত্যাগে ধর্ম্ম রক্ষা
হয় না অর্থাৎ উত্তরানুর্ত্তান করিতে হয় ॥ ১০ ॥

যোবমনোভ তেযুলে হেতু শাস্ত্রদ্বয়ান্বিতাঃ ।

স সাধুভি বহিষ্কার্যে ॥ নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ ১১ ॥

ইতি মনুঃ । ২ অং

মনু অত্রি বিষ্ণুহারীতাদি প্রণীতা স্মৃতি, এবং ঋতি এই
উভয় শাস্ত্র হেতুবাদ দ্বারা এতৎ শাস্ত্রদ্বয়কে যে ব্যক্তি
অবজ্ঞা করে, তাহাকে বেদ নিন্দক বলিবে। সাধুগণেরা ত্র্যম্বক-
গানুর্ভেষ অধ্যয়নাদি ও যাগযজ্ঞ দেবর্চনাদি কার্য্য হইতে
বহিষ্কৃত করেন, অর্থাৎ ঋতি নিষা বা স্মৃতি নিষা, এই
উভয়ই বেদ নিন্দক হয়, যেহেতু স্মৃতিও বেদমূলক হয় ।

পূর্ব্ব শ্লোকে “সামান্যোনা মীমাংসো ইতি,, পাঠে
মীমাংসা নিষেধানুকূল মীমাংসাপি ন প্রবর্ত্তনীয়েতি কুল্লুক
ভট্ট,, অমীমাংসা পদে নিষেধানুকূল যে মীমাংসা তাহাতে
প্রবর্ত্ত হইবেক না, যথা বিহিত আচারবান্ হইবে, যাহাতে
ঋতি বাক্যে ও স্মৃতি বাক্যে ভ্রম না হয়। হেতুবাদদ্বারা
কুট শাস্ত্রাবলম্বনে বিশ্লষিতক বাক্যবৎ বেদাদি বাক্যকে
অপ্রমাণ করতঃ ধর্ম্মের প্রতিকূলে অবস্থান যে করে সেই
ব্যক্তি চার্কাকাদি নাস্তিকের তুল্য নাস্তিক বেদ নিন্দক
তাহাকে বলি, যে বেদান্তর আবৃতি করে, কিন্তু তদ্বদিত

কৰ্মকাণ্ড আচাৰাদিতে প্রবৃত্ত না হইয়া ছেদ করে, সেই ব্যক্তি বেদ নিন্দক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি জীবন মধ্যেও মৃত, অতি স্মৃত্যুক্ত সদাচারাদির নাম ধৰ্ম্ম । যথা

বেদস্মৃতি সদাচারঃ স্বস্যাচ প্রিয়মাস্থনঃ ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাহঃ সাক্ষাৎকৰ্মণ্য লক্ষণঃ । ইতি ।

মনুঃ । ১২ । ২ অং ।

প্রতিতে এবং স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে সদাচার, তাহার নাম ধৰ্ম্ম, যাহাতে আত্মার তুষ্টি হয়, তাহাকেই সনাতন ধৰ্ম্ম লক্ষণ কহেন । যথেষ্টাচাৰাদিতেও আত্মার তুষ্টি হয় বলিলে ধৰ্ম্ম হয়না, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত নিষিদ্ধ বজ্জন পুরঃ সর প্রদি দ্ধানুষ্ঠানকে সদাচার বলে, সেই সদাচার দ্বারা আত্মার তুষ্টির নাম ধৰ্ম্ম লক্ষণ হয় ॥ ১২ ॥

নিষেকাদি শ্মশানান্তো মজ্জৈর্বসোদিতো বিধিঃ ।

তস্য শাস্ত্রেহধিকারোহস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যাচিৎ ॥

মনুঃ । ২ অং ।

গভ্রাধানাদি অন্তেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে বর্ণের বেদ মন্ত্রদ্বারা সংস্কারের অনুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে, সেই বর্ণেরই প্রতীতিস্মৃতি উদিত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান এবং বেদ অবগাধ্যায়নাদির অধিকার হয় ।

সুতরাং চাতুবর্ণের যথাধিকার, তথানুষ্ঠান কর্তব্য, । কিন্তু বেদাধ্যয়ন, বেদ শ্রবণ, এবং বেদার্থধারণ, অর্থাৎ তদনুষ্ঠান করণ, স্ত্রী, শূদ্র, ও পতিত ব্রাহ্মণাদির সৰ্ব্বথা নিষেধ, ইহা স্মৃতি প্রমাণে বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনে সূত্রিত করিয়াছেন । যথা ।

“ অবগাধ্যয়নার্থ প্রতিবেশাৎ স্মৃতেচ্চ ” । ইতি

বেদান্তঃ ।

বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, এবং বেদার্থ ধারণ শ্রী শূদ্রের প্রতি নিবেদ্য। “ন শ্রীশূদ্রো বেদ মধীয়াতে,, ইতিস্মৃতিঃ। শ্রী শূদ্রে বেদাধ্যয়ন করিবে না।

যদি কেহ বল পূৰ্ব্বক অনধিকার চৰ্চা করে, তবে তাহাতে তাহার ক্ষেয়ঃ নাই, পরে অনিষ্টোৎপত্তি হয়, সুতরাং গৃহস্থ শূদ্রাদির একপ বেদ পাঠের ফল কি? শুদ্ধ আত্মকল্যাণ সাধনার্থ বেদ পাঠকরা বিহিত, অহিতার্থে পাঠ করা কৰ্ত্তব্য নহে, বাহার প্রতি যেকপ ধনুর্স্মাৰ্ত্তান করিতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, তাহাতেই তাহার কল্যাণ হয়। বেদ প্রণীতধৰ্ম্মই সনাতন ধৰ্ম্ম, যথা “ বেদ প্রণিহিতো ধৰ্ম্ম স্তধৰ্ম্ম স্তদ্বিপৰ্যায় ইতি,, বেদোক্ত ধৰ্ম্মই ধৰ্ম্ম, তদ্বিপৰ্যীত অধৰ্ম্ম,।

বেদোদিতং স্বকং কৰ্ম্ম নিত্যং কুর্যা ন্তত্ক্ষিতং ।

তদ্বিকূৰ্ম্মনৃ বগাশক্তিঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥

মন্ত্ৰঃ । ৪ অং ।

চতুৰ্ধৰ্ম্মের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন, যে বেদোদিত ও শূদ্রাদিত স্বাশ্রমোক্ত কৰ্ম্ম অতত্ক্ষিত যাবজ্জীবন যথা শক্তি অনুষ্ঠান করিলে অস্তে পরমা গতি লাভ হয়। যথা শক্তি পদে সাধ্যপক্ষে যতদূর পারে ততদূর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিবে তাহাতে কপটতা বা আলস্য করিবেনা, তাহা হইলে অসংপূর্ণতাতে ও সংপূর্ণ ফল লাভ হয়। যথা কুল্লুক ভট্ট লিখিতং।

“ নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানং পাপক্ৰয়ে সতি নিম্পাপান্তঃ করণেন ব্রহ্ম সাংক্যং কারামোক্যাবাঞ্চে রিতি ॥,,

নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপকর হইলে আত্মান্তঃ করণে ব্রহ্ম কাংকার জ্ঞান অস্তে, তদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। হহা রিতে মোক্ষ ধৰ্ম্মেও কহিয়াছেন। যথা।

জ্ঞানমুৎ পদ্যভে পুংসাং কৰ্ম্মাং পাপস্য কৰ্ম্মণঃ ।

তজ্জাদৰ্শতল প্রথো পশ্যত্যজ্ঞান মাস্মনি ॥

মনুষ্যেরদিগের পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই পরমাত্মজ্ঞান উদয় হয়, তখন নির্মল মুকুর ন্যায় আপনার চিত্তে আপ-
নিই আত্মাকে দর্শন করে। অর্থাৎ নির্মল দর্পণে যেমন
আপনার রূপ প্রতি বিম্বিত হয়, তদ্রূপ তাহার নির্মল বুদ্ধিতে
আত্মা প্রতি বিম্বিত হন।

অতএব ধর্ম্মই বলবান্ ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয়
না। একারণ মনুষ্যাজ্ঞে গৃহস্থ প্রতি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যে-
রূপ অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছেন, তাহা না করিয়া কেবল
তত্ত্বজ্ঞান লাভের যত্ন করিলে ভ্রষ্টধর্ম্মী পদের বাচ্য হয়, জ্ঞান
লাভ হওয়া দূরে থাকুক তাহাকে নিয়ত নরক যন্ত্রণাই ভোগ
করিতে হয়।

তুলসীমাহাত্ম্য ।

পুরাণস্ব কুলাঙ্গীশো বেদ বেদান্ত পারগং ।

পূজয়িত্বা যথান্যায়ং মনশ্চক্রে মহামতিঃ ॥

এবং প্রতিদিনং তস্য যথাকালং সমাচরেৎ ।

অচিরণৈব কালেন তুষ্টৌ ভূম্বুনি সহস্রং ॥

পূর্বকালে রঘুকুলের অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র, বেদ বেদান্ত
পারগ মহামুনি মরীচকে যথা বিধি পূজা করিয়া পরে নিত্য
ঐরূপ পূজা করিতে মহামতি রামচন্দ্র মনযোগ করিলেন,
অনন্তরপ্রতি দিন পূজা সমাচরণ করাতে মুনিগুণম অত্যন্ত
পরিভূষিত হন ॥

সদদৌচ স্রজং দিব্যাং শ্রীরামায় পরাং পরাং ।

তুলসী বনজাতাঞ্চ মঞ্জরী পুষ্প ধারিণীং ॥

মহামুনি সেই মরীচি তুলসী বনজাতা দিব্যা পুষ্পমঞ্জরী
বিশিষ্টা পরাং পরা তুলসী মালা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান
করিলেন ॥

চতুর্কোদ ময়ীং দিব্যাং সদৌ রামস্ত মুর্দ্ধনি ।

তামাদায় ততস্তূর্ণং মঞ্জরী পত্র শালিনীং ।

দৃষ্টা চক্রোধ ভগবান্নবাচ মুনি পুঙ্গবং ॥

চতুর্কোদ ময়ী মঞ্জরীও পত্রবিশিষ্টা দিব্যা তুলসীমালা শীঘ্র
গ্রহণকরতঃ মুনিবর শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে পরি প্রদান করি-
লেন । তীহা দেখিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মুনি পুঙ্গবের প্রতি
ক্রোধিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥

অহো কিমললেপোয়ং ব্রাহ্মণস্ত মহামুনঃ ।

বনস্পতেঃ পত্রজাতং কথং দত্তং মমোপরি ॥

অহো ! কি আশ্চর্য্য । মহাত্মা ব্রাহ্মণের একি বিবেচনা ?
ইনি বনজাত বৃক্ষের পত্রজাত মালা কি প্রকারে আমার
মস্তকে পরি প্রদান করিলেন ।

আশীর্বাদো দ্বিজ্যতীনাম্ গ্রাহো যতি মতা মিত্তি ।

অতোহহং মুনিশার্দূল অবলপং বহামিতে ॥

হে মুনিশার্দূল ! মতিমান্বাস্তিদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ
দিগের আশীর্বাদ সর্ব্বদাই গ্রাহ্য, একারণ আপনার অবি-
বেচনা সিদ্ধ প্রদত্ত এই মালা আমি বহন করিলাম ॥

এতৎসম্বাদু বচনং রামস্তাণ্ডরযাম্বিতং ।

শলাপ তুলসীদেবী রাজানং রঘুনন্দনং ॥

রোষ যুক্ত ঈরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাজারামকে তুলসী দেবী অভিশপ্ত করিলেন।

বস্মা অম্বাপলেপেন শিরসোমাং বিমুক্তবান্।

তন্মাদ্রাজেনৈব বৈদেহ্যা বিয়োগ স্তেভবিষ্যতি ॥

হে রাজেন্দ্র ! হে রঘুবীর ! যেমন তুমি অবজ্ঞা করিয়া মৎপত্র নির্মিতা মালাকে মন্তক হইতে পরিত্যাগ করিলে, সেই কারণ কোন কালে সীতার সহিত তোমার ও বিচ্ছেদ হইবে ॥

শপথ্যেতাং ততোদৃষ্ট্ৱ। সীতা হৃদয় বল্লভং।

সক্রোধনয়নং চৈব মিদ মাং মহামতিঃ ॥

তুলসী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সক্রোধ লোচন রাম অনন্তর তুলসীকে অভিশপ্তা করিতে উদ্যত হইলেন, এবস্তৃত সীতা-বল্লভ দীপ্যমান ঈরামকে দেখিয়া মহামনা মরীচি এই কথা বলিলেন ॥

মরীচিকবাচ। সুপ্রসীদ মহারাজ ব্রজামিশ্রণং ভব।

কথয়ামি পুরাবৃত্তং বিচিত্রং মুনিস্মৃতিতং ॥

মরীচি ঈরামচন্দ্রকে কহিতেছেন। হে রাজেন্দ্র ! সুপ্র-সন্ন হও, ক্রোধ সম্ভরণ করহ, আমি তোমার শরণাপন্ন হই-লাম, এবিষয়ের এক পুরাতন আশ্চর্য্য ইতিহাস তোমাকে কহিতেছি, যাহা পূর্বে মুনীগণ কর্তৃক ভাষিত আছে ॥

এবাহি তুলসীমালা ময়াদস্তা নরেশ্বর।

অস্তা বিচিত্রা মহাশ্রীঃ সন্তঃ সর্ব্বংনিশাময়ঃ ॥

হে নরেশ্বর ঈরাম ! এই তুলসী মালা, যাহা আনাকর্তৃক তোমাতে প্রদত্তা হইয়াছে, ইহার যে আশ্চর্য্য মহিমা, তাহা আমার নিকট তুমি শ্রবণ করহ ॥

ইয়ংহি বৃক্ষরূপেণ মহালক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ।

ব্রাহ্মীয়েণ পরমাশক্তি ব্রহ্মণো রোম সম্ভবা ॥

যিনি বিষ্ণুশক্তি মহালক্ষ্মী দেবী তিনই তুলসী বৃক্ষরূপে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন । এই তুলসী ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী ব্রহ্মার রোমে সম্ভূতা হইলেন ॥

ঋক্ বজ্রুঃ সাম বেদাদাঃ শাখাচরণ সম্ভিতাঃ ।

যথাগন্ধা যথাগীতা গায়ত্রীচ যথা মতা ।

পদ্মযোনেঃ সমুদ্ভূতা তথৈয়ং লোক পাবনী ॥

ঋক্ বজ্রুঃ সামাদি বেদচতুষ্টয় শাখা ও পদ্ম সমন্বিত পবিত্র কারণ, যেমন গন্ধা ও গীতা এবং গায়ত্রী লোকপাবনী, সেই রূপ পদ্মযোনি ব্রহ্মা হইতে সম্ভূতা এই তুলসী ও লোক পাবনী হইলেন ।

যজ্ঞেযা তিষ্ঠতে সমাক্ তুলসীঃ প্রতিষ্ঠিতা ।

ইমাং বিনা তথালক্ষ্মী র্নিনাশায়োপজায়তে ॥

এই তুলসী যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিতা হন । এই তুলসী বিনা লক্ষ্মীর বিনাশ হয়, অর্থাৎ তুলসী বিনা কোন স্থানেই লক্ষ্মীর বাস হয় না ॥

এনাগারাদ্য দেবেশো মহাদেবো জগৎপতিঃ ।

অমুরং ঘোরনামান মজয়ন্তণ সংকুলে ॥

এই তুলসীর আরাধনা করিয়া দেব দেব মহাদেব জগৎপতি রণ সংকুলে ঘোর নাম অমুরকে জয় করিয়াছিলেন ॥

এব মেবা মহাদেবী তুলসী বিশ্বরূপিণী ।

ত্বমপ্যারাধ্যস্বেনাং বিজয়ং প্রাপ্সিসিঋবং ॥

হে রাম ! একপ মহিমাম্বিতা বিশ্বরূপা মহাদেবী তুলসী, তুমি ইহার আরাধনা করহ, তৎপ্রসাদে নিশ্চিত সর্বত্র বিজয় প্রাপ্ত হইবে ॥

এতৎশ্রদ্ধাতু বচনং মহর্ষে মধুসূদনঃ ।

জয়ায় শিরসামালাং প্রণিপত্য চ সাদরং ।

জয়াহ বিটপন্তয়াঃ সৰ্বকাম ফলপ্রদং ॥

মহর্ষি মরীচির এই কথা শ্রবণ করতঃ বিজয় প্রাপ্তার্থে মধু-
সূদন কীরামচন্দ্র, সমাদরে প্রণতি পূর্বক সৰ্ব কামপ্রদ তুলসী
পত্রমালা এবং সপত্র মঞ্জরী মন্তকোপরি ধারণ করিলেন ॥

ততস্তং ধৰ্ম্মমাস্থায় জগাম স্বগৃহং প্রতি ।

রোপয়িত্বা যথা ন্যায়ং পূজয়া মাস রাঘবঃ ॥

তদনন্তর রাঘব, তদ্ধৰ্ম্মকে সমাশ্রয় করতঃ স্বীয় গৃহ প্রতি
গমন করিলেন । এবং গৃহেগিয়া যথা বিধি তুলসী বৃক্ষকে
রোপণ করতঃ নিত্যপূজা করিতে লাগিলেন ॥

যে চাচ্চি রুন্তি মনুজা রোপয়ন্তি যথা বিধি ।

কীর্ত্তয়ন্তি চ যে লোকা স্তেষাং সিদ্ধির্ভ বিধতি ॥

যে সকল ব্যক্তি যথা বিধি তুলসী পূজা ও তুলসী বৃক্ষ
রোপণ করিবেন, এবং যে সকল লোক তুলসী নাম সংকীৰ্ত্তন
করিবেন, তাহাদিগের সমস্ত কামনা সিদ্ধি হইবে ॥

তুলসী রোপণ তথা পূজন বিধি ।

সজলং তুলসী পত্রং শিরসা ধারয়ন্তি যে ।

অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্ত ত্য মুক্তিস্তেষাং করেস্থিতা ॥

যে সকল ব্যক্তি সজল তুলসী পত্র স্বমস্তকে ধারণা করে,
এবং যথা বিধি তুলসী বৃক্ষোপরি, নিত্য অর্ঘ্য প্রদান করে,
মুক্তি তাহাদিগের করতল স্থিত হয় ॥

নদীতীরে শ্মশানে চ উষরে মুচ্ছ সমিধৌ ।

এবৈরোপণং কৃৎবা বাতি কৰ্ত্তা বশালয়ং ॥

নদীর তীরে, বা ঞ্চশান ভূমিতে, অথবা উষর ভূমির মৃত্তি-
কোপরি, কিম্বা যবন মেচ্ছাদি নীচ জাতির পুরীর সম্মিধি,
এই সকল স্থানে ভুলসী রোপণ করিলে রোপণ কর্ত্তা যম
লোকে গমন করে, অর্থাৎ নরকে পতিত হয় ॥

মুহূর্ত্তোশান্য পুরতঃ খনিষা তাল মাত্রকং ।

পঞ্চগব্যং ময়ূরাণ্ডং ক্ষিপ্ত্বা তত্রদিনাগমে ।

রোপয়িষ্য নিশাভাগে, সূত্রেণাবেষ্ট্যাসপ্তধা ।

তন্মূলে পিণ্ডিকাং কৃষ্ট্বা হস্তমাত্রং সুবর্ত্তুনাং ॥

ঐগৃহের ঞ্চশান ভাগে, অথবা সম্মুখ ভাগে এক তন্তু মাত্র
গর্ত্ত করিবে, প্রাতঃকালে তন্মধ্যে পঞ্চগব্য ও ময়ূরের অণ্ড
নিঃক্ষেপ করতঃ রাত্রিকালে মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া
তদুপরি নিশাভাগে ভুলসী বৃক্ষ রোপণ করিবে । এবং চারি
দিকে কাণ্ড চতুর্দশ স্থাপনা করিয়া সপ্তধা সূত্রে বেষ্ঠন করতঃ
তন্মূলে শোভন বর্ত্তুলাকৃতি মৃৎ পিণ্ডিকা স্তূভীকৃত করিবেক,
অপর চতুষ্কোণ বেদিকা করিবে ॥

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা ।

কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

ঈনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
ক্রীকৃত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয় ।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা বস্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ ।

২ কল্প ১৮ বর্ষ

সদ্বিচার জুষ্ণাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

ত্রিকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কোশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্বভূতং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল ময়নং চিহ্নয় ত্বং মনোমে ।

৬৬ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ আষাঢ়

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

মনুবংশীয় ক্ষত্রিয় দুই শাখায় বিভক্ত, এক উত্তানপাদি-
বংশ, অপর প্রিয়ব্রতবংশ; তন্মধ্যে আদৌ উত্তানপাদি
বংশের কথা কহিতেছি, এ বংশও প্রিয়ব্রত সম্বন্ধেরদিগের
সম কালবর্তী হয়।

উত্তানপাদরাজ্য হস্তকদেশে রাজ্য করেন, তাহার পত্নী-
 বর, প্রথমামুদীতি, দ্বিতীয়া সুকুটী, —রাজ্য সুকুটীর বশবর্তী
 হইয়া জ্যোষ্ঠা সুমীতিকৈ বনবাসে প্রেরণ করেন, সুমীতি
 নগরোপশান্তে বনমধ্যে তাপগাশ্রমে এক পত্রকুটীরে বাস
 করিতে লাগিলেন, রাজ্য একদা যুগ্মসার্থে বন গমন
 করেন, দৈব ছুর্যোগ বশতঃ তাহার সৈন্য সামন্ত সকল হিন্ন
 ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গমন করিল, রাজ্য একাকী অশ্বা-
 কট হইয়া বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে
 ভগবান মরীচিমালী অস্ত্রাচল চূড়াবলম্বী হস্তাতে ঘোরা
 যামিনী সমাগতবতী এবং ঐ সময়ে ঘন ঘটাচ্ছাদিত নভো-
 মণ্ডল হইতে মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, তাহাতে
 দশদিক নিবিড় অন্ধকারারূপ হইল বিদ্যাক্রান্ত নিঃশব্দে কণ
 কুহর বধীরূপ হইয়া উঠিল, কেবল বিদ্যাদীপ্তিতেই দিক্
 পরিধির কিঞ্চিৎ অবলোকন মাত্র হয়, মহারাজ্য উত্তানপাদ
 কোন্ দিকে যে গমন করিতেছেন তাহার কিছুই তিনি
 নিকপণ করিতে পারিতেছেন না, কিমদূর একপে গমন
 করিতে করিতে বিদ্যাদালোকে পুরোভাগে এক পত্রকুটীর
 দৃষ্টি গোচর হইল, তদর্শ্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া প্রাণ পরী-
 ক্ষায় ঐ কুটীরাভিমুখে ক্ষতপদে গমন করিতে লাগিলেন ।
 বধন কুটীরাভ্যাসে সমাগত হইলেন, তখন বাহু প্রদেশে
 একটা বিটপীমূলে অশ্ববরকে বন্ধন করতঃ পদব্রজে গমন পূর
 হইয়া আজীবন পরিধারীরূপে কুটীরাভ্যন্তরে আবর্তিত হন,
 দেখেন তপস্বিনীবেশধারিণী, সুমলিন চেলখণ্ড পরিধারিণী

নিজ সিমন্তিনী সুনীতি তদ্বন্দ্যে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, অতিশয়
 দীনা কীণা মলিনা ভূশ কাতরা জীর্ণ কলেবরা সুনীতি স্বকু-
 টীরে রাজাভিগত দৃষ্টে পরম কষ্টান্বিতকরণে গাজোপধান
 করতঃ পুটাঞ্জলি বদ্ধ পাণিনী হইয়া সজলনয়নে হর্ষ গদ
 গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হা ? নাথ ! অদ্য একি আ-
 শ্চর্য্য বেশ দেখিতেছি, আমার চিত্তবাক্খিতামুকুলিতা আশা
 লতিকা কোন্ পুণ্যোদয়ে অদ্য প্রফুল্লকুসুমবতী হইল ! একি
 অভাবনীয় ঘটনা, চিরদুঃখিনী কি অদ্য তোমার স্মৃতি-
 পথাবলম্বিনী হইয়াছে ! ইহা অনুমান সিদ্ধ হয় না, যে হেতু
 বলবতী শুভগানুরূচী, বশবর্ত্তিজনের মনকে কি দুর্ভাগ্যজনের
 প্রতি গমন করিতে দিবে ? কদাচই নহে। কেবল সম-
 ভাগ্যোদয়ে কোন্ পুণ্যে দেবতা সানুকূল হইয়াছেন তন্নি-
 মিত্তই দৈবদুর্যোগ ঘটন কারণ অজ্ঞানতঃ ভ্রমেই আগমন
 হইয়াছে, হা ? বিধাতঃ ! যেন আমার এমনি দিবা সর্বদা
 সুপ্রভাতা হয়। হা মহারাজ ! আমি অনাথা, তুমি রাজাধি-
 রাজ, যদিও মমপ্রাণেশ্বর বটে তথাপি অদ্য অতিথি, আমাকে
 তচ্ছচিত সৎকার করিতে হয়, কিন্তু আমি কি করিব, কোথায়
 যাইব, আহা মরি মরি আত্মবস্ত্র পরিধানই বা কত কষ্ট
 পাইতেছি, আমার এমন বস্ত্র নাই যে মহারাজাকে পরি-
 ধান করিতে দিই, আমার এমনি দশা করিয়াছি, যে তোমার
 মূন বদন দেখিয়াও কিছু ভোজন করাইবার সাধ্য নাই,
 হা বিধাতা, এমন হতভাগ্যকে অবনীতলে আর কি মুখে
 রাখিতেছি, এ প্রাণেইবা আমার কাষ কি ? ইহপরলোকোপ-

কারণ প্রাণপ্রিয়কে অদ্য পরিচর্যা দ্বারা পরিতোষিত করিতে আমার ক্ষমতা হইল না, এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করতঃ সুনীতি অশ্রুজলে স্বীয় সমস্ত কলেবরকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । পতিব্রতা স্ত্রীর কিবা আশ্চর্য্য ধৰ্ম্ম, পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা ও বিবিধ যন্ত্রণাজালে পরিতৃতা হইয়াও পতিপ্রতি ভক্তির অন্যথা হয় নাই, রাজা অতি অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরবৎ কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু সুনীতি তাহা একবারও মনে চিন্তা করেন না, ঘোরতর পতিবিচ্ছেদ সম্বন্ধে উত্তপ্তা হইয়াও রাজার প্রতি মনস্তাপ বিশিষ্ট হন না, পাছে মম্মনস্তাপে প্রাণনাথের কিছু অকল্যাণ ঘটনা হয়, রাজা সুনীতিরখেদোক্তি বিলাপ শ্রবণে এবং পতিব্রতা ধৰ্ম্মযাজনে ও ভক্তি দ্রাচ্য দেখিয়া অতি মূলজ্জিত হইয়া সুনীতির কর গ্রহণ করতঃ কুটীর মধ্যে পত্রাসনেই আভ্রবস্ত্রে উপবেশন করিলেন, সুনীতি তখন তাহাতেও সুখী না হইয়া, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি যে তোমাকে এমন অবস্থায় দেখিয়া দুঃখ সহ করিতে পারি না, এই কথা কহিয়া সত্তরে তপোবন মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া মুনিপত্নীদিগের নিকট হইতে এক গানি বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া আনিলেন এবং মুনিপত্নীদিগের নিকট ও মুনিগণ সান্নিধ্যানে এই সংবাদ করিলেন যে অদ্য আমার কুটীর মধ্যে মহারাজার শুভাগমন হইয়াছে, এতৎপ্রবণে সকলেই পরম সন্তোষিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হউক্ না হউক্ হউক্, রাজার মন তোমার প্রতিই হউক, রাজা যে তো-

মাকে মনে করিয়া তবু লইতে আসিয়াছেন, ইহার পর আর মন্তল কি আছে ? ইহা কহিয়া মূনিপত্নীগণে আসন বসন অশ্বন দ্রব্যাদি রাজোপযোগ্য আহরণ করতঃ সুনীতিকে প্রদান করিলেন, এবং সকলে তৎসঙ্গে তদাশ্রমে গিয়া রাজাকে দেখিয়াও আইলেন, পরে সুনীতি যথা সাধ্য পতিসেবা করতঃ নিশীথ সময়ে রাজ শয্যোপবিষ্টা হইয়া পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, দৈবযোগে সুনীতির ঐ দিবস ঋতুর পঞ্চমদিবস, পতিশয়নে শুভক্ৰমে শুভ মৃত্যু ধারণ করেন, পরে প্রভাত সময়ে রাজা গাত্রোথান করতঃ স্বগৃহে পুনরাগমন করিলেন, কালে সুনীতি এক সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন, মূনিগণেরা তাহার লক্ষণ দেখিয়া ধ্রুব নাম রাখিলেন, অপর সুরুচীরও উত্তম নামে এক পুত্র হয়, ধ্রুব একদা রাজসভায় গিয়া রাজসিংহাসনাকট হইবার বাসনা করাতে সুরুচী তাহাতেতিরস্কার করেন, তাহাতে অভিমানী হইয়া ধ্রুব হরির আরাধনা করিবার নিমিত্ত পঞ্চবর্ষ বয়স কালে নারদকর্তৃক উপদ্রষ্ট হইয়া হরিপ্রিয় মধুবনে এক বৎসর হরির তপস্যা করেন, ভগবান ধ্রুবপ্রতি পরিভ্রুষ্ট হইয়া ইহলোকে পিতৃবাজ্যের শাস্তা, পরলোকে সর্বোপরি উত্তম ধ্রুব-মণ্ডলের বর্জ্যপদে অতিষিক্ত করেন । যক্ষবৃদ্ধে সুরুচীপুত্র উত্তম নিহত হইলে রাজা পুত্রশোকে পরলোকগামী হন, সুরুচী, অলক্ষিতারোহণ করেন ।

অনন্তর ধ্রুব পিতৃ সিংহাসনপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসন করেন, ধ্রুবের শাসন কাল (৩৬০০০) বৎসর সম্পূর্ণ, এই সভ্য যুগের প্রথম সংখ্যাক পাত হয় । যথা ভাগবতং ।

যাই ত্রিংশদ্বর্ষ সাহস্রং শশাস ক্রিতি মণ্ডলং ।

ভোগৈঃ পুণ্যকরং কুর্ম্মম্ ভোগৈঃ বশুভ করং ॥

উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুব ষট্ ত্রিংশৎ সহস্র বৎস পরিমাণে
এই ধরামণ্ডলের শাসন করেন। ভোগ দ্বারা কৃত তপস্যার
ফলকে ক্ষয় করিলেন, অর্থাৎ বিনাভোগে শুভাশুভ কর্ম্মের
ফল ক্ষয় হইতে পারে না।

ধ্রুবের পত্নী সুদেবী, তৎপুত্র উৎকল, তাহার পত্নী সুবীথি
তৎপুত্র বৎসর। উৎকলের শাসন কাল। যথা পুরাণ
সারং ।

পঞ্চাশতস্বরং বর্ষশতং রাজা মকারয়ৎ ।

ত্রিবর্ণোপরিকং নীত্বা পুত্রান্যাদাম্ শাসনং ॥

উৎকল (১৫০) পঞ্চাশৎ বর্ষরাজ্য শাসন করতঃ ধর্ম্মার্ণ
কাম এই ত্রিবর্ণ লাভে বৈরাগ্যোদয় হওয়ার্তে পুত্রকে রাজ্য-
ভার দিয়া অল্প বয়সেই তপস্যার্থে বনগমন করেন, ঐ উৎ-
কল পিতৃবৎ ধর্ম্মতঃ রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছেন, ১৫০।৮।১০
দশুকা রণ্যমধ্যে তৎপ্রতিষ্ঠিত নগরের নাম উৎকল দেশ
খ্যাত হইরাছে।

বৎসরের ভার্য্যা নাগবীথি, তাহার ছয় পুত্র। পুষ্পার্ণ,
ভিষ্মকেতু, ইষ, উর্জ, বনু, জয়। তন্মধ্যে অন্যান্য ভ্রাতারা
তপস্বী হইরাছিলেন, পুষ্পার্ণকে রাজা রাজ্যভিষিক্ত করেন।
তৎশাসন কাল। ৮৫ ৪ ৪৯। ৩। ২০।

এবং বহুসবৎ কালং সমহাস্তা জিতেজিরঃ ।

পিতামহ সমরাজ্যং শশাস বিগতম্ভূহঃ ॥

উপর উক্ত বছ বৎসরकाल ईक्ष्वाकू जय करतः वत्सर पिता महेश दुला धर्मतः राजा शासन করেন, অনন্তর অন্যথা লোভাদি রহিত হইয়া বৈরাগ্যপ্রাপ্তে পুত্রকে রাজ্য দিয়া বন গমন করেন ।

তৎপুত্র পুষ্পান তস্যাপত্নী হর, প্রভা, প্রদোষা । প্রভা পুত্রজয় প্রসব করেন । প্রাতঃ । মধ্য । সায়ং) প্রদোষাপুত্র । প্রদোষ, নিশীথ, ব্যাট এই ছয় পুত্র, তন্মধ্যে পাঁচ-পুত্র কালাবয়বভূত হন, এক পুত্র ব্যাট প্রজাপতি হইয়া রাজা করেন । ব্যাট ভার্যা পুষ্করিণী । তাহাতে চক্ষুষ নামে পুত্র হয় ।

ব্যাটের রাজ্যশাসন কাল । যথা (৪১৮৮ । ৮ । ১০) ব্যাট পুত্র চক্ষুষ, তৎপত্নী আকুতি, তাহার পুত্র (চাক্ষুষ) । চক্ষুষের শাসনকাল (৬৫৩৮ । ৭ । ৮) চাক্ষুষের ভার্যা (নডুলা) তাহার পুত্র একাদশ । যথা পুরুকুৎস, মৃত, ছান্ন, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিকৌম, অতীরাজ, প্রহ্মা, শিবি, উল্লুক । দশপুত্র খণ্ডাধিকারী, উল্লুক পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন, চাক্ষুষের শাসন কাল, (৫১৭৬৩ । ৪ । ২১) উল্লুকের পত্নী (ভৃঙ্করী) তাহার ছয় পুত্র । যথা অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অজিরা, গর, পাচপুত্র সামান্য খণ্ডাধিকারী, অঙ্গ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন । উল্লুকের রাজ্য শাসন কাল (৪৪৩৬৩ । ৭ । ৮) অঙ্গের ভার্যা (সুনীথা) তাহার পুত্র (বেণ) অঙ্গের শাসন কাল (৫৩৫৫৭ । ৪ । ২২) পরে অঙ্গরাজ্য বন গমন করেন, তৎপুত্র বেণ রাজ সিংহা-

সন প্রাপ্ত হন । বেণের পত্নী সুকন্যা, তাঁহার পুত্র নাই ।
এ বিষয়ে সংক্ষেপত বেণ চরিত্র বর্ণন করিতেছি ।

বেণরাজ্যশাসন ।

অধর্মাংশ সংভূত বেণ রাজা অধর্ম্ম প্রভাবে দুর্দৃশীল
হইল, বেদধর্ম্মের বিপরীত আচারবান হইয়া দেবতা ব্রাহ্মণ,
নিম্মা, এবং ঈশ্বর সেতু ভেত্তা হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্মূ-
লনের চেষ্টা করিতে লাগিল, সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতরূপে প্রতি-
ষ্ঠিত হইয়া কষায় কলিকালোচিত ধর্ম্মের প্রাবর্ত্তক হইল,
ঈশ্বরের বিদ্বেষী হইয়া নিরীশ্বর বাদে জগৎকে ভস্মাকুলিত
করিল, অত্যাশ্রু, উগ্রশাসন মদবলোপপন্ন উদ্ধত কার্য্য
সম্পাদনের মূল হইয়া উঠিল, কিন্তু বেণের রাজ্য শাসন
কালে দম্ভাত্ম্যমাত্র ছিল না, বেণের নাম অবশ্যে দম্ভাত্ম্যে
এককালে লুপ্তায়িত হইল । যথা ।

অধর্ম্মাশ্রয়শাসনং নতং বেণ মত্যাশ্রয়শাসনং ।

নিলিলা দর্শবঃ সদ্যঃ সর্পগ্রস্তা ইবাধবঃ ॥

যখন অতি উগ্রশাসন বেণ নৃশাসন প্রাপ্ত হইল একথ
সকলে অরণ করিল, তখন দম্ভ্য তক্ষরাদি অর্থাৎ চোর
ডাকাইতি গণে এককালে বিলীন অর্থাৎ অতিভয়ে কে
কোথা পলায়ন করিল, যেমন সর্পের ভয়ে ইন্দুরগণ ভ্রাসিত
হয় । কিন্তু বেণ নাস্তিক হওয়াতেই সকলে কুণ্ঠিত হইয়া
ধাকিল, যত অনিষ্ট কার্য্য আছে, তাহা সকলই বেণের
সম্পাদনীয় হইল । পর ভাগ আগামী প্রকাশিত হইবে ।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—ভো বন্ধন! দশমহাবিদ্যার অন্য প্রাণ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার উত্তর পশ্চাৎ শুনিব, সংপ্রতি এই এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়া চিন্তকেবাস্থ করিতেছে, তদুত্তর প্রদানে চিন্তা স্থ-
স্থির করিতে আজ্ঞা হয়, বিগত আষাঢ় মাসে অনেকেই প্রায় রথযাত্রার উপলক্ষে ত্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তথায় দারুণরীতিতে দর্শন করিয়া ইহারা কৃতার্থতা লাভ স্বীকার করেন. এবং পুরাণেও লেখেন যে “জগন্নাথ মুখংদৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যাতে ইতি ।” ইহাতে আমার এই সংশয়, যে কাষ্ঠাদি নির্মিত কুৎসিতাকারী প্রতিমা দর্শনে যে অপুনর্ভব বিদেহ মুক্তি লাভ হইবে ইহা সম্ভবপর বোধ হয়না, এক জনের কম্পিতা কৃত্রিম মূর্তি, তাহাতে একরূপ ক্ষমতা হইবার সম্ভাবনা কি? শুদ্ধ ভ্রান্তি বশতঃ অজ্ঞলোকেরা পরিশ্রম করিয়া থাকে, আমি সিদ্ধান্তপক্ষে এইমাত্র স্থির কারয়াছি, আপনি ইহার কি উত্তর করেন?

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস জ্ঞানার্তিগামিন্!—ভ্রান্ত লোকে এইরূপ কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু ত্রীত্রীজগন্নাথ মূর্তির স্বরূপ লক্ষণ জানিবার নিমিত্ত যত্ন করিলে আর একরূপ ভ্রান্তি থাকিতে পারেনা, মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রচান্দ্র নামা ভূপতি অতি ধার্মিক, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, ছিলেন তিনি বশিষ্ঠোপদেশে সর্বজনহিতার্থে তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণে লক্ষিত দারুনির্মিত ব্রহ্ম মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, একরূপ দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না, অর্থাৎ চিন্তে স্বরূপ লক্ষণ আত্ম তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা তাঁহা কে অবলোকন যে করে, অসংশয় তাহার মোক্ষলাভ হয়।

পূর্বে মহারাজা ইন্দ্রচান্দ্র, যিনি সূর্য্যবংশীয় কৃত্রিম, তাহার

বাগ অবস্থা নগরে ছিল, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানো-
পদেশ করাতে অতিশয় রূপে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন,
সেই জ্ঞান প্রভাবে সংসার মুক্ত জনগণ প্রতি তাঁহার কারুণ্য
উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানভাবে অহরহ ভ্রাম্যমাণ
জীবগণ সংসারে মহাসংসৃতি যজ্ঞণা ভোগ করিয়া থাকে
তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি জন্য সমুদ্রকূলে এই সুখন্য দারুণময় ব্রহ্ম
মূর্ত্তির সংস্থাপনা করেন, অতএব ত্রীত্ৰীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগ-
ন্নাথ দর্শনে সকলেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন, ঐ পুরুষোত্তম
মূর্ত্তি স্থাপনায় মহারাজা ইন্দ্রচ্যাম শুদ্ধ অধ্যাত্তত্ত্বজ্ঞানের
স্বরূপোপদেশ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণভাবে
অনিপুণ অদান্ত ভ্রান্ত পুরুষেরা সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে,
এই পৃথিবীস্থ সমস্ত বৈদিকধর্ম্মিলোকে চিরকালই জগ-
দ্বন্ধুর দর্শনলালসায় ত্রীক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, জাতি বিচার-
চারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, সর্বজীবে সমনর্শি হইয়া
সকলেই সকলের সহিত একত্রে মিলিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন
করিয়া থাকেন, ইহাতে বোধ করিতে হইবে, যে পূর্বজাত
মহর্ষিগণেরা যখন একপ উপদেশ করিয়াছেন, তখন ইহাতে
অন্যথা জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন
জনগণ হইতে তাঁহারা অতিশয় উচ্চতর জ্ঞানী ছিলেন, মহর্ষি
বেদবাস হইতে কেহই তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, যিনি বেদ বেদান্ত
ও ভারতাদি ইতিহাস এবং পুরাণ সংহিতাদি প্রকাশ করেন,
যে সকল উপনিষৎপ্রণেতা ঋষি, তাঁহারা সকলেই ঐ ব্যাসের
শিষ্য, অতএব সেই বেদবাস যখন ঋকপুরাণে উৎকলখণ্ডে,

ও ব্রহ্মপুরাণে জগন্নাথ দেবের মহিমা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তখন ঐ মূর্তি যে পরমাআর স্বরূপতত্ত্বোপদেশক তাহাতে কোন সংশয় নাই ।

মহারাজা ইন্দ্রচান্দ্র মুৰ্ত্তি প্রকাশের পূর্বে তথায় একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তাহাতেই উপদেশ করা হইয়াছে যে বিনা যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান অন্নিতে পারেনা যথা “কষায়ৈক মতিপক্ষে ততো জ্ঞান মতিস্মৃতিঃ,” কষায় কৰ্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বুদ্ধির পরিপাক অগ্নে, সেই পরিপক বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় । কিন্তু অপক বুদ্ধিতে ঐশ্বর্য রূপী জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিলেও জীব পরিমুক্ত হইবে, “সংসার বিষয়ে ঘোরে পুনর্ষদিননিপাতে ইতি,” ঘোর সংসার বিষয়ে জীব যদি পুনর্বার লিপ্ত না হয়, অর্থাৎ জগন্নাথ মূর্তি দর্শনানন্তর যদি আর সংসারে লিপ্ত না হয়, তবে দর্শন মাত্রেই মোক্ষ হইতে পারে ?

শ্রীমজ্জগন্নাথ দেব সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য মূর্তি, যিনি ঐশ্বর্য, তিনিই পরব্রহ্ম হইলেন । যথা ব্রহ্মপুচ্ছ চতুর্ভুজ চতুরবস্ত্রাভে অবস্থিত, ঐশ্বরেরও পুচ্ছাবস্থা চতুর্ভুজ, জগন্নাথেরও অবস্থা চতুর্ভুজ, অর্থাৎ তুরীয়াবস্থায় আত্মা জগন্নাথ চতুর্থ পাদঃ । সুষুম্নাবস্থায় জীব সঙ্কর্ষণাখ্য বলরাম তৃতীয় পাদঃ । স্বপ্নাবস্থায় সুদর্শনাখ্য মনো দ্বিতীয় পাদঃ । জাগরিতাবস্থায় অহংকারাখ্য ভদ্রাদেবী অনিরুদ্ধ মূর্তিঃ প্রথম পাদঃ । যথা আত্মা, জীব, মনঃ, অহংকার, এই চতুর্ভুজ ব্রহ্মপুচ্ছ, তথা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ । এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুদর্শন,

সুতরাং, ইতিচতুর্কর প্রণবমাত্রা, অকার, উকার, মকারও নাদ । ইহাতে কোন অনৈক্য নাই, সুতরাং প্রণবস্বরূপ পরব্রহ্মের মূর্তি অগম্যথকে সমুদ্রতীরে মহারাজা ইন্দ্রহ্যম প্রতিষ্ঠা করি-
রাহিলেন, অদ্যাবধি প্রণবরূপী মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া
অগম্যোক কৃতার্থ হইতেছে, অর্থাৎ প্রণবাবলম্বন করাই
তব সমুদ্র পারের উপায়, প্রণবই শেষমূর্তি, সকল ব্রহ্মাণ্ডস্থ
বস্তুই পরিণামে প্রণবেশন পায়, কিন্তু প্রণব পর্য্যন্তই বিজ্ঞান
বিষয় হয় । যথা ব্রহ্মক শ্রুতিঃ ।

তত্রাপরা অথেন্দো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽইধর্ব্ববেদঃ

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি ।

অথপরা বরা তদঙ্গর মধিগমাতে ॥ ৫ ॥

সমুদ্রচতুর্বেদ, এসমস্তই অপরা বিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা
প্রভব, ইত্যার্থে শ্রুতি শিরঃ প্রণব পর্য্যন্ত ব্রহ্মমূর্তি কল্পিতা হয়,
পরা বিদ্যা অনির্দেশ্যা, যদ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া
যায়, সুতরাং প্রণবাবলম্বনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থে শেষউপাসনা,
সেই প্রণবই সগুণব্রহ্ম, তদুপাসনার চীর্ণব্রত ব্যক্তি নিগুণতা
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয় । যথা মাণ্ডু ক্যাক্রুতিঃ ।

আগরিভাবহা বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মাত্রা ।

সর্বান্ কামানাদিত্ত ভবতি য এবং বেদ ।

আগরিভাবহ্যার বৈশ্বানরাখ্য অনিরুদ্ধ অহংকার স্বরূপ
অকার প্রণবের প্রথম মাত্রা, যদ্বারা সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় ।
যিনি সর্বাভিলাষ পূরণের আদি, যদবলম্বনে সকলকর্ম্মে জীব
হয়, যিনি একপ জানেন তিনিই বেদব্রিৎ ।

আগৱিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোন বিংশতি মুখঃ ।

স্থূলভূক্‌বৈশ্বানৱঃ প্রথমঃপাদঃ ॥ ১ ॥

আগৱিত স্থান বহিঃপ্রজ্ঞঃ অর্থাৎ স্বীয় আত্মা ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ে বুদ্ধির অভিনিবেশ, যাহাতে অবিদ্যাকৃত বিষয়ে বুদ্ধির আপ্রভাস, সুতরাং তাহাকে বৈশ্বানৱ শব্দে উক্ত করা যায়, যেহেতু চক্ষুরিম্ময়ের বহির্দৃষ্টি পৃথক্‌পৃথক্‌ পথে পতিত হয়। প্রণবের প্রথম পাদ সেই অকার, আত্মবাহু প্রথম মাত্ৰা, অগ্নি সপ্তজিহ্বা। আহবনীয় গার্হপত্য দক্ষিণাদি সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট বৈশ্বানৱ, একারণ অকারকে সপ্তাঙ্গ কহেন, এবং একোন বিংশতি মুখ, যথা পঞ্চ কৰ্ম্মেম্মিয়, পঞ্চজ্ঞানেম্মিয়, পঞ্চপ্রাণ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই উনবিংশতি মুখ, ইহাতে স্থূল দেহস্থ শব্দাদি বিষয় পরিগ্রহ হয়, সুতরাং অকার প্রথমঃ পাদঃ ।

ইহাতে ভদ্রাদেবোই অকার স্বরূপা, স্থূল দেহাদির বিষয়ে-
ম্মিয় বোধ স্বরূপা, ইহার সপ্তাঙ্গ যথা হস্ত পাদাদি শূন্য কেবল, মুখ, নাসিকাদ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, কণদ্বয়, এই সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট, সংপ্রতি মুখ স্বরূপ ইম্মিয় বৃত্তির নিয়ন্ত্রী, তন্নিমিত্ত সুভদ্রার সহযোগে আগৱিতাবস্থায় অগম্নাথ মূর্ত্তি লোকের দর্শন যোগ্যা হইয়াছেন ।

অগ্নাবস্থায়ামন স্তৈজস উকার দ্বিতীয়ামাত্ৰা জ্ঞানসমুত্তিঃ
সমানন্ত ভবতি ।

অগ্নাবস্থায় মন উকার বর্ণ তৈজঃস্বরূপ দ্বিতীয় মাত্ৰা, জ্ঞান সংকুলাতিশয় সংকীর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট স্থূল দৃষ্টির অভাব হেতু অন্তর্দৃষ্টি বিশিষ্টঃ ।

প্ৰহানতৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্ৰোৎকৰ্ষাহুভয়

দ্ব্যষোৎকৰ্ষতিচৰৈ জ্ঞান সম্ভতিং সমানচ্চ ভবতি

নাস্যা ব্রহ্মবিৎকূলে ভবতি য এবম্বেদ ॥

স্বপ্ণাবস্থায় মনতৈজস অর্থাৎ তৈজঃস্বরূপ উকার মূর্তি দ্বিতীয়ামাত্রা, অন্তর্দৃষ্টি, তাহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কোন কার্য নাই, সুতরাং বাহ্য বিষয় অগ্নিহোত্ৰাদি সমস্ত কর্ম্মই অন্তরে সম্পাদিত হয়, আহবনীয় অগ্নির অধিষ্ঠান হেতু খাস প্রস্থাদির পরিগ্রহণ আছে, গার্হপত্য অগ্নির লয়ক রহিত, কিন্তু অকারে তাহা আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি সকল অন্তরে কার্য করে, বাহ্যে প্রকাশ নাই, অগ্নি সপ্তাঙ্গ ও ঊনবিংশতি মুখ বাহিরে নাই অন্তরে উপলব্ধি স্বরূপে অবস্থিত, বাহ্যে ভোগ বিলাসাদির অভাব অন্তরে বাগনা মাত্র, এই প্রবিভক্ত বাহ্য ভোগবস্তুর রস বোধক অন্য ভোক্তা বলা যায়, বিষয় বোধ শূন্য কেবল প্রকাশ স্বরূপ অর্থাৎ মন আছে এই মাত্র উপলব্ধি অন্য বিষয়ীত্বে কল্পিত হন।

ইহাতে উকাররূপী সুদর্শন ত্রিকৈত্রে অধিষ্ঠান করেন, ইনি তৈজস, যেহেতু সূর্য্যরূপে সুদর্শনের বর্ণনা নানা শাস্ত্রে আছে, সুদর্শন যে মনোকপ, তাহা ভাগবতে ও বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণুরূপ বর্ণনে কহিয়াছেন, “চলঃস্বরূপ মতাস্তংমনশ্চক্রং সুদর্শনমিতি”, অত্যন্ত বেগবান মনোকপ সুদর্শন চক্র হয়। অতএব ত্রিপুরবোত্তন কৈত্রে সুদর্শন মূর্তি দারুভূত আছেন এইমাত্র তাঁহার মূর্তি অপ্রকাশ শুদ্ধলগুড়বৎ সংশ্লিষ্ট, মনঃ সংযোগ তিন্ন ত্রিমূর্তির দর্শন হয় না, একারণ উকারাধা

তৈজস মনোদ্বারা শোভন মূর্তির দর্শন হয়, অর্থাৎ বদ্বারা
সুখেন্দর্শন হয়, তাহার নাম সুদর্শন।

যত্র সুপ্তান কণ্ঠনকামং কামরূতে ন কণ্ঠন স্বপ্নম্প্রাভি

তৎসুপ্তং। সুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞোমকার স্তৃতীয়া মাত্রা।

সুপ্তাবস্থা তাহাকে বলি যাহাতে কোন অভিলাষের
অবস্থান নাই, এবং কোন স্বপ্নাদিও দর্শন হয় না, সুপ্ত
স্থান অতি সুখদ, কেবল বুদ্ধির স্থিরতা মাত্র মকার রূপ
তৃতীয়া মাত্রা হয়।

সুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানধন এবানন্দময়োহা

নন্দভুক্তচেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীরঃপাদঃ ॥

সুপ্তস্থান মকার তৃতীয়া মাত্রা, যেহেতু প্রণবের সমাপ্তি
মাত্রা, তাহাতে সন্ধিযোগে আত্মাতে সমস্ত একীভূত হয়, অ-
র্থাৎ অকার, উকার, মকার, এতদ্বর্ণত্রয় সন্ধিযোগে লয়প্রাপ্ত হ-
ইয়া একবর্ণ মাত্র দৃষ্ট তাহাতে ভাব্যভাবনার অভাবে আনন্দ
মাত্রোদয় হয়, তন্নিম্ন অন্য কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না, কেবল
সুখ স্বরূপ চিত্তমাত্র মুখ তাহাতে আনন্দ মাত্রই ভোগ করা
হয়, সুতরাং জীবাত্মাও পরমাত্মার একীভূত অবস্থার নাম
প্রণব, অর্থাৎ (ওঁ) তাহার উচ্চারণে যে পরমাত্মাতে
একীভূত হওয়া যায়, তাহাকেই সুপ্তাবস্থা বলে, তদবস্থায়
নিরন্ত মনোরমণ করিতে থাকে, এজন্য তাহার নাম রামঃ।

এবিষয়ে বলরামকেই মকার রূপী সুপ্তাবস্থার সঞ্চর্ষণার্থ
জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেবল আনন্দময় মূর্তি, শুদ্ধ আ-
নন্দ মাত্র ভোক্তা, তদদর্শনে আনন্দা মুতচিন্তে প্রথমে মনুষ্য

মাত্র আত্মবিশ্মৃত হয়, যাঁহারা অগম্মাধক্ষেত্রে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বর্ষি দর্শন মাত্রেই বিশ্বয়মাগরে নিমগ্নচেতা হন, অর্থাৎ তৎকালে আরু আত্মাগার ধন জনাদি কিছুমাত্রকে যে স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারেন না, সে কেবল সেই মকারঅক জীবলরাগের মহিমা ।

অমাত্রচতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রগণ্ডোপশমঃ শিবোদৈত্ত ।

এবমোকার আত্মের সংবিশত্যান্না আনত্ব বএবৎ বেদ ॥

তুরীয়াবস্থা অমাত্রা অব্যবহার্য্য, যাঁহাতে সমস্ত মার্য্য কার্য্যের উপশম, সেই মঙ্গলস্বরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাআ ধর্ম্মাঅক্ প্রণবস্বরূপ আত্মা, আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন, যে একপ আত্মে সেই বেদবিৎ ।

এই অমাত্র তুরীয়াবস্থার আত্মা অগম্মাধ, তাঁহাতে কোন মার্য্য কার্য্য নাই, তিনি অজিত, অমৃত, পরমমঙ্গল রূপ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থায়বৎ রহিয়াছেন, এই জন্য প্রণবাকারে অগম্মাধের স্বরূপ রূপ দারুভূত প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্বরূপ তত্ত্ব আত্মাতে আত্মাতে অনুদর্শন করিলে জীবের অমরণ ধর্ম্মলাভ হয়, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি থাকে না । সুতরাং এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট জীব সর্ব্বদা পবিত্র হয় । শাস্ত্রে অনুশান করিতেছেন ।

পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞাতে সর্ব্বো পবিত্রা ভবন্তীতি ।

তত্ত্ব ন ব্রাহ্মণ্যকত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সঙ্কর চাণালান্ত্যাদি

বিচারণা কার্য্য ।

পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞাত হইলে জীব সর্ব্বদা পবিত্র হয়. সেখানে

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর চাণ্ডাল
অন্ত্যজাদি জাতির কিছু মাত্র বিচার নাই ।

এই সমস্ত ভক্তের পরিজ্ঞানার্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রসাদ
ভোজনে কোন জাতির বিচার করেন না, অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্ব-
জ্ঞান অগ্নিলে কেহই অপবিত্র থাকে না, শুদ্ধ আত্মাই পরম
পবিত্রের কারণ এই মাত্র শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন । যথা
মৈত্রেয় উপনিষৎ ।

অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়োভবতি । অনুপনীত উপনীতো ভবতি ।
গোহ্মি পুত্রো ভবতি । সর্বাণু পুত্রো ভবতি । স সূর্য্য পুত্রো
ভবতি । স সোম পুত্রো ভবতি । স সত্য পুত্রো ভবতি ।
স সর্কৈ সর্কৈদৈ রত্নশ্যাতো ভবতি । স সর্কৈষু তীর্থেষু স্নাতো
ভবতি । তেন সর্কৈঃ ক্রতুভি রিষ্টং ভবতি । গায়ত্রী বষ্টিসহ
স্রাণি জপ্তানি ভবন্তি । ইত্যাহ ভগবান হিরণ্য গব্ত্বো জাপো
নামৃতং গচ্ছতীতি ॥

প্রণবাবলম্বজন অশ্রোত্রিয় হইলেও শ্রোত্রিয়, অনুপনীত
হইলেও উপনীত হয়, সে সর্বদা পবিত্র, অগ্নিপুত্র, বায়ু-
পুত্র, সূর্য্য পুত্র, এবং সত্য পুত্র হয়, তাহাকে সকল দেবতাই
জানেন, অথবা সে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয় রুত্তি জ্ঞাত হয় । সে
সমস্ত বেদাধ্যায়নের কল প্রাপ্ত হয়, সর্বতীর্থ স্নান, ও সর্ব
যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় । যক্তি সহস্র গায়ত্রী জপের কল পায়,
ইতিহাস পুরাণ, ও ব্রহ্মীয় গীতা সহস্র পাঠের কল সিদ্ধি
হয় । ইহা ভগবান বেদাচার্য্য হিরণ্যগব্ত্ব কহেন, এতৎ
শ্রুতিপাঠে অমৃতং প্রাপ্তি হয় ॥

প্রণবাবলম্বনের যে কল তদনুরূপ ত্রিকৈত্র গমনের ও

জগন্নাথ দর্শনেরও কল দৃষ্টি গোচর হইতেছে । তথায় কোন জাতির বিচার নাই, কোন নিয়মের অনুষ্ঠান, বা একাদশ্যাदि কোন ব্রতের আবশ্যক নাই, সম্যক্ প্রকারে সকলেই পবিত্ররূপে তথায় বিচরণ করেন, সকলেই দেববৎ আচারী, বিধিমন্বিত ক্রিয়াদির অননুষ্ঠানেও পবিত্র রূপে সকলের গ্রাহ্য, সুতরাং প্রণবাবলম্বন জন্য যে কল, ত্রীকূলের পুরুষোত্তম কৈত্রেয়ও সেটরূপ ফল, অতএব জগন্নাথদেব যে প্রণবরূপী পরমাআত্মাহাতে সন্দেহ নাই ।

জীবের এই দেহকে পুরী শব্দে শাস্ত্রে উক্ত করেন, তাহাতে অধিষ্ঠান জন্য জীবাআকে পুরুষ, আর পরমাআকে পুরুষোত্তম বলা যায় । যথা (পুরীমুণ্ডিতে যঃ সঃপুরুষ ইতি) ॥ পুরীতে যিনি শয়ন করেন তাঁহার নাম পুরুষ, । এবং বৃহদারণ্যক ঋতিতেও আআকে পুরুষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন । অর্থাৎ সর্বজীবের শরীরে অধিষ্ঠান জন্য পুরুষ পরমাআ, শরীর মধ্যস্থ সমস্ত স্থান ব্যাপী আআ যদিও প্রণবাকার, তথাপি শরীরোপাস্তে ভ্রমধ্যে দ্বিসল পঙ্কজ উপরিভাগে নাদবিন্দু রূপ প্রণবাকারে তাঁহার বিশেষ স্থিতি হয় । অন্তরূপ অপারগীর সমুদ্র পারে ক্ষুণ্ণাধরুগণে সমস্ত উপাসনার শেষ প্রণবাবলম্বন করেন, কেন না জীব নিস্তার জন্য তার, প্রণবরূপ আআ অল্প জলধিকূলেই নিরত অধিষ্ঠিত আছেন, প্রণবাকড় ব্যক্তির, ভব সাগর তরঙ্গ সর্বদাই দৃষ্টি গোচর হয় ।

পুরুষদিগের এই পরমতত্ত্ব পরিজানার্থ জলধিকূলে পুরু-

ষোড়শম ক্ষেত্রে প্রণবাকার মহাপ্রভু জগন্নাথদেব অবস্থিতি করিতেছেন। সেইহেতু ক্ষেত্রেরও নাম পুরী, তদধিষ্ঠান জন্য জগন্নাথদেবকেও পুরুষোত্তম বলেন। সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্বের সহিত পুরী ও পুরুষোত্তমের ভেদ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ত্রিলোকমণ্ডিতব্রহ্মাণ্ডকে পুরী বলে, তন্মধ্যে সর্ব কারণ পরামায়া প্রমুখবৎ থাকেন, এ কারণ তাঁহার নাম পুরুষ, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ প্রযুক্ত জীবের অন্তরায়া পুরুষ রূপে ব্যাখ্যাত হন, এ বিধায় সেই উপদেশ স্বরূপ রূপ বাহ্যেও সমুদ্র কূলে পুরী ও পুরুষোত্তম জগন্নাথ মূর্তির অবস্থান হইরাছে। সুতরাং একপ স্বরূপ জানে জগৎকু দর্শন জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রপুরী প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রণবাবলম্বনের ফল প্রাপ্তি হয়, এই তত্ত্ব পুরাণে উক্ত হইরাছে, যথা “জগন্নাথ মুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে। ইতি,, জগন্নাথ দেবের ত্রিমুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যেমন প্রণবাবলম্বীর পুনর্জন্ম নাই, কিন্তু পুনর্জন্মের দেহ ধর্ম্ম যদি লিপ্ত না হয়? সেইরূপ পুরুষোত্তম দর্শনেও সাক্ষী-স্মৃতি কিন্তু “সংসার বিষয়ে ঘোরে পুনর্বদি নলিপাতে। ইতি,, যদি সংসার ধর্ম্মে পুনর্লিপ্ত না হয়, তবেই জগন্নাথ দর্শনে পরিব্রজ্য হইতে পারে।

যেমন প্রণবাবলম্বন জন্য ষোণাত্যাসের প্রয়োজন বিধায় প্রাণায়াম দ্বারা মূলস্থিত কুলকুণ্ডলিনীকে আগাইতে হয়, অর্থাৎ অগ্রেই কুণ্ডলী শক্তির উপাসনাদি করিতে হয় যেহেতু তিনি প্রসন্ন হইয়া আগ্রহতা হইলে, তবে প্রণবাবধারে জীবের

আজ্ঞা পুরে গতি হইতে পারে, নচেৎ হয় না, পুরীমধ্যে
 কুণ্ডলীকপা বিমলাদেবীও সেইরূপ, বিরাজমানা, তৎপ্রস-
 ন্নতা ব্যতীত পুরুষোত্তম দর্শন না, একারণ জগন্নাথ মূর্তি
 দর্শনার্থে ত্রীক্ষেত্রে যাত্রা কালীন যাত্রী সমুজ্জগণেরা অগ্রেই
 বিমলা দেবীর পূজোপকরণ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া
 যায়। সমুদ্র কল্লোলধ্বনি শ্রবণ নিবারণ কারণ পুরী
 মধ্যে যে শ্রুতি উচ্চ করিয়া পবনাশ্রয় অবস্থিতি করিতেছেন,
 তাহাতেই প্রাণায়ান যোগের বল প্রদর্শিত হইয়াছে।
 অর্থাৎ শ্রুতি শিরোভাগ প্রণবাত্মা প্রাপ্তগচ্ছ্য বৈদ শ্রুতি
 প্রমাণ দ্বারা প্রাণবায়ুকে সংযম করিলে আর মহোষ্মি মালি
 সংসার সাগরের তরঙ্গ কল্লোলধ্বনি সাধনের শ্রুতি কুহরে
 প্রবিষ্ট হইতে পারে না, এইমাত্র উপদেশ, নতুবা পুরীমধ্যে
 সমুদ্র ধ্বনি প্রবিষ্ট হউক্ বা না হউক্ তদ্বিচারের প্রয়োজন
 করে না। সর্বত্রই লক্ষ্মীনারায়ণে একত্রাবস্থান করেন কিন্তু
 পুরুষোত্তমক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবীর সহিত জগন্নাথ দেবের ত্রীম-
 ন্দিত্রে অবস্থান নাই, তাহারও এই অভিপ্রায় যে প্রণবাব-
 লম্বি সাধকের ঐশ্বর্য্য প্রতি দৃষ্টি থাকে না, যেহেতু পরমাত্মা
 ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মে কদাপি লিপ্ত নহেন। এবং ত্রীক্ষেত্রে যে অক্ষয়
 বট বৃক্ষের অবস্থিতি, তদর্থো ইহাই জানাইয়াছেন, যে বট
 রূপী এই ব্রহ্মাণ্ড ইহার নিত্যস্থ সিদ্ধি আছে, অর্থাৎ এই
 ব্রহ্মাণ্ড কখন প্রকট, কখন বা অপ্রকট, ঐ ব্রহ্মাণ্ডাখ্য বট
 শাখাবলম্বিতাত্মা নিরন্তর কারণ স্বরূপ সংসার জলে প্রমুগ্ধ
 থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত আকালিক প্রলয়োপলক্ষে প্রলয়

সলিলে ভাসমান মার্কণ্ডেয় কর্তৃক জ্ঞান্নাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ মান্নামোহিত মহর্ষি ভগবান্ মার্কণ্ডেয় প্রলয়ে একাৰ্ণবে ভাসমান হইয়া বটদলে পরমাআকে শয়িত দেখিয়া তন্নিকটে অভিগমন করেন, বহিব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে স্থিতিজন্য জ্ঞান না পাইয়া তৎশরীরে প্রবিষ্ট ঋষিকর্তৃক তদভাস্তরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকিত হয়, পুনর্বারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহর্ষি সমস্ত বিশ্বকে জলময় দেখেন, ভূয় প্রবেশে তস্যোদরে বিভাসমান বিশ্বের অবলোকন করেন, এবিধায় বিশ্বের ও বিশ্বকর্তার নিত্যস্থ সিদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মাই সকল ও আত্মাতেই সকল, শুদ্ধ মান্না বিলসিত বিশ্বরাজ্য পৃথক্ রূপে প্রতিভাত মাত্র।

তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কণ্ডেয় সরোবর, এবং শ্বেতগঙ্গাদি যে ষট্‌তীর্থ পুরী সন্নিহিত আছে, তাহাতে নানা প্রকার বৈদিককৰ্ম্ম করিতে হয়, তাহারও এই তাৎপর্য্য যে প্রণবাবলম্বন হেতুক ঋত্বাক্ত ষড়ঙ্গযোগে সিদ্ধ হইতে না পারিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, সেই দৃষ্টান্তে এই ছয় তীর্থে বিধি বোধিত কৰ্ম্মকাণ্ড সম্পাদনার্থ উপদেশ করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অষ্টাদশ প্রকার বিঘ্ন আছে অর্থাৎ সাধকের দারাপত্যাদির মেহই মহাবিঘ্ন, তাহাহইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে পরতত্ত্বানুদর্শন হয় না, সেই উপদেশ দিবার নিমিত্তে এই স্থলে আটারনাল পাঠ হইবার বিধি, অর্থাৎ ঐ আটার নাল পুরুষোত্তম দর্শনপথে প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আত্মতত্ত্বের মহাবিঘ্ন বোধে পুজা-

দিকে ঐ অর্কটাদেশ স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে পোষিত করেন, অতএব
যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছা হইবেন, তাহারা অশংশয় দ্বারা
পত্যান্নির মোহকে পারিত্যাগ করিবেন, নতুবা তত্ত্বপথে অব-
স্থিতি করিবার যোগ্য হইবেন না।

তুলসীমাহাত্ম্য।

বারিধারাক্ষ নিঃক্ৰিপা পুঞ্জয়েন্নতিমান্ বরঃ।

গন্ধপুষ্পে স্তবধাপুষ্পৈঃ প্রদীপৈশ্চ যতপ্লুতৈঃ।

পায়সৈর্মধি ভট্টৈশ্চ পুজয়িত্বা যথা বিধি॥

তুলসী ব্রহ্মোপরি বারিধারা নিঃক্রেপ করতঃ বুদ্ধিমান
মানব গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, যতপ্লুত প্রদীপ, এবং পায়স, দধি, অন্ন
ও নৈবেদ্য প্রদান পূর্বক যথা বিধি পূজা করিবেন। অর্থাৎ
পূজা করিয়া পরে অর্ঘ্য দান করিবেন।

যথা।

তুলসৌ নম ইত্যুক্ত্বা। দদ্যাদর্ঘ্যং বিভূতয়ে।

শংখস্থিতং তোয় পূর্ণং দূর্জীকৃত সচন্দনং।

কুশাগ্রঞ্চ সম্পুষ্পঞ্চ এতদর্ঘ্যং যুজীরিতং॥

জলপূর্ণ শঙ্খ পাত্রস্থ দূর্জী, তণ্ডুল, চন্দন, কুশাগ্র, উক্তপুষ্প
অর্থাৎ কম্বোর, যবা, অপরাভিতাদি পুষ্প, এই অর্ঘ্য সামগ্রী
আপনার বিভূতি লাভ কামনায় “তুলসৌনমঃ”, এই মাত্র
মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

তুলসী ধ্যান।

যায়েষেবীং নবশশিমুখীং পকবিধাধরৌজীং

বিদ্যোভস্বীং কুচবৃণভরা নমু কম্পাক্ষা বষ্টিং।

ঐবকাস্য ললিত বহনাং চন্দ্রসুখ্যাসি নেত্রাং

খেতাজীং তা মতন্ন বরদাং খেতং

মহাদেবী ভুলসী নবোদিত চন্দ্র নার বদন কমল বিশিষ্টা,
সুপক বিশ্বকলারূতি ওষ্ঠাধরে শোভিতা, অতি দীপ্তিমতী,
পরোধর তারাজ্যান্ত আনমিত কলেবরা, ঈষৎ হাস্যমুখী, চন্দ্র
সূর্য্যায়ি রূপ নরনরজয় ভূষিতা, শ্বেতবর্ণা, দ্বিভুজা, বরাভয় ধা-
রিণী, ও শ্বেত পদ্মাসনে উপবিষ্টা এইরূপ তাঁহাকে ধ্যান
করিবে ॥

ভুলসীস্তোত্র।

ঈশ্বরউবাচ। ইচ্ছাদৈঃ সতলৈ দেবৈরর্চিতাং সুরমুন্দরীং।

ভক্তানাং বরদাং বন্দে ভুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ১ ॥ ইতি।

মৎস্যসূক্তে।

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিতেছেন, হে দেবি! ইচ্ছাদি সমস্ত
দেবগণ কর্তৃক পূজনীয়া, দেবমুন্দরী, ভক্তদিগের মনোভিমত
বরপ্রদা, শাস্তকপিণী ভুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

নাদবিন্দুকলাতীতাং যুগ্মমালাং তপস্বিনীং।

বান্দেবরতাং বন্দে ভুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ২ ॥

নাদ বিন্দুকলার অতীত মূর্তি, যুগ্মমালাবিভূষণা, মহা
তপস্বিনী, শাস্তকপিণী ভুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

নাদবিন্দু কলাপদে আজাপুরচক্রাভীতা অনুষ্ঠার্যা মাত্রা
স্বরূপা, যুগ্মমালা বিভূষণাপদে, কালস্বরূপা প্রলয়ে প্রলয়ে
নরসকল তাঁহাতে মালাগ্রন্থিত বৎ বিলীনভাবে থাকে অর্থাৎ
ভুলসীর নাম কালী, সেই কালীর যুগ্মমালা ভূষণবৎ ইহাঁ-
রও যুগ্মমালা। ভুলসীর নাম কালী একথা বলাতে যদি
ভাগবতগণেরা মনে মনে বিরক্ত হন, অতএব তাঁহাদিগের
প্রতিবোধন জন্য লিখিতেছি, যে নিত্য প্রকৃতিকে কালরূপে

বলিয়া সকল শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন, অতএব কালস্বৰূপকে কালী, কালস্বৰূপ পুরুষকে কাল বলি স্বকৃত । যথা ভাগবতে দশমে । “ স্বকালশক্তিঃ কপয়ঃ শচরেদুবি ইত্যাদিঃ, কালশক্তি দ্বারা ভগবান্ ভুবিভারহরণ করিয়া থাকেন, ইত্যার্থে কালশক্তিকে কালী বলিয়াছেন, ইহাতে কালশক্তি স্বৰূপা তুলসীর নাম কালী বলায় হানি নাই ॥ ২ ॥

সৰ্বদেবময়ীং দেবীং দেবগত্ৰীং মনোহরীং ।

যোগগম্যা মহৎ বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ৩ ॥

সৰ্বদেবময়ী, দেবগত্ৰী, গায়ত্ৰীস্বৰূপা, মনোহারিকপ বিশিষ্টা, অথচ যোগীদিগের যোগগম্যা, শাস্ত্ররূপিণী তুলসী দেবীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

সুরানুরবিশেষজ্ঞং সৰ্বকালকারভূষিতাং ।

ত্রিজগজ্জননীং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ৪ ॥

দেবগণ এবং দৈত্যগণ এতদুভয়ের বিশেষরূপ কারণজ্ঞা, সম্যক্ জলস্বারে ভূষিত গাত্ৰা, এতৎজগজ্জয়ের উৎপাদন কর্তৃ শাস্ত্ররূপা, তুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন শীমতা ।

কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার প্রস্তুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বন্টন হয় ।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইক্ৰীটে ১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা বস্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ ।

২ কল্প ১৮ পঙ্ক



সদ্বিচার জুষ্ণাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কোশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্থলুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৭ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ ভাদ্র ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

বেণরাজ্যশাসন ।

অধর্ম কন্যা। সুনীধা অঙ্গরাজ্যার বীর্যে গত্র ধারণ করতঃ
যথাকাল গত হইলে পুত্র প্রসব করেন। পিতা তাহার জাত
কর্মাদি সমাপন করিয়া অনন্তর (বেণ নাম রাখেন। ঐ

বেণমাতামহ দোষে মহা পাণাত্মা, বাল্যকালবিধিই ছরত,
অধর্ম্ম অংশে উৎপন্ন বিধার অভ্যস্ত অধার্ম্মিক হইল, এই বেণ
প্রথম কালে মৃগয়া কালে ধনুর্জারী হইয়া বন প্রদেশে পর্য্য-
টন করতঃ বৈধা বৈধ সকল পশুকেই হনন করিতে লাগিল,
সময়ে২ নর প্রাণ ঘাতনেও দয়াহীন হইল ॥ যথা ।

আক্রীড়ে ক্রীড়িতো বালান্ বয়স্য নতি দারুণঃ ।

প্রমহানিরমু ক্রৌশপশুমার মমারয়ৎ ॥ ইতি ।

ভাগবতঃ ।

ছুরাআ বেণ এমন নির্দয় হইল যে কাহারও প্রতি তাহার
করুণা নাই । সমবয়স্য বালক সকল, বাহাদিগের সহিত
নিরস্ত বালক্রীড়া করে, তাহাদিগকেও ক্রীড়ান্তানে অতি
নিদারুণ হইয়া পশুর ন্যায় হনন করিয়া থাকে ।

এইরূপ সম্যক্ প্রকারে অনিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিতে অ-
পেক্ষা করে না, গোহিংসা, ব্রহ্মহিংসা, দেবহিংসায় রত
হইয়া, সকল লোকেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিল । নির্দয় বল
স্বভাবাপন্ন হইয়া যত অসৎকর্ম্ম আছে তাহার সকলই পরি-
গ্রহ করিল । প্রাপ্ত বয়সে বেণ অতিশয় দুর্দান্ত হইয়া
পৃথিবীকে ভয়াকুলিতা করতঃ বিচরণ করিতে লাগিল, বেণ
যখন রথাক্রম হইয়া ভ্রমণার্থে গমন করে, তখন সকলদিকেই
প্রজারা অভ্যস্ত ভয়ে ব্যাকুলিত চিত্ত হয়, পরমধার্ম্মিক চূড়া-
মণি মহারাজা অত্র ঐ অসৎপুত্রের শাসন করিতে বিশেষ
প্রয়াস পাইতে লাগিলেন । যথা ।

তংবিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈ বিবিধৈ নৃপঃ ।

যদা ন শাসিতুং কল্পে দৃশমাণীঃ সুহৃদমাণাঃ ॥

সেই খলপুত্র বেণকে ছুরাআ দেখিয়া অজরাজা বিবিধ
প্রকারে শাসন দ্বারা যখন আত্মবশে আনিতে না পারিলেন,
তখন অত্যন্ত দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥

অসং পুত্রাপেকা পুরুষের মনস্তাপের বিষয় আর কি
আছে? এবং কদমতা সদৃশ দুর্ভাগ্য চিরই বা কি আছে?
যেহেতু দুম্পুত্র হইতে মাতা পিতার নিয়ত যত্নগণ ভোগ
হয়। যথা।

যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তি রথশ্মশ্চ মহান্ নৃণাং ।

যতোবিরোধঃ সর্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ ॥

যেহেতু কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কুপ্রজাই পাপীয়সী কীর্ত্তি হয়,
যাহা হইতে মনুষ্যাদিগের নিয়ত মহান্ অধর্ম্ম জন্মে, যাহা
হইতে সকলের সহিত বিরোধ হয়, যাহা হইতে অশেষ
মনস্তাপে তাপিত হইতে হয় ॥ • ॥ আমি পুত্রবান, আ-
মার এই পুত্র কেবল এতদ্ব্যক্য মাত্র আপনার মোহবন্ধনের
কারণ, যাহা হইতে ক্রেশপ্রদ গৃহীর গৃহ হয়, অর্থাৎ অসং
পুত্র সহিত গৃহবাসে ছুঃখবৈ সুখ লেশ কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই,
ইহা সুপণ্ডিতেরা মান্য করিয়া গিয়াছেন, কুপুত্রই সম্যক্
শোকের আশ্রয়, সুতরাং অসং পুত্র হইতে ক্রেশিত যে গৃহ,
সেই ছুঃখাবহ গৃহ পরিত্যাগ করাই গৃহীর জ্যেষ্ঠ কৰ্ম্ম হয়।
এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করতঃ অজ রাজা আত্মমনে সীমাংসা
স্থির করিলেন, যে এক্ষণে আমার সপুত্র গৃহ পরিত্যাগ
পূর্ব্বক বন গমন করাই উচিত। এইরূপ অতিশয় বিষণ্ণচেতা
হইয়া অজরাজা যামিনী যোগে বরকামিনী বেণজননীর

সহিত শয়নাসনে নিবগ্ন হইলেন। অলঙ্ক নিদ্রা ভূপতি নিশীথ সময়ে গাত্ৰোত্থান করতঃ রাজ্যকে গাঢ় নিদ্রাপন্ন দেখিয়া নিজগৃহ হইতে বহির্নিষ্কৃত হইয়া সাম্রাজ্য সুখভোগের স্পৃহাকে পরিত্যাগ পূর্বক নির্মল্লজ নিবিড় কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তপো ধর্ম্মে লগ্ন হইলেন।

শরীরীশেষে মহারাণী গাত্ৰোত্থান করতঃ শয়নীরে মহা রাজাকে না দেখিয়া বাস্তব সমস্তা হইয়া পুরাতন্যস্তরে অশ্বেষণা করিতে লাগিলেন, কুত্রাপি রাজানুসন্ধান যখন প্রাপ্ত হইলেন না, তখন পতি বিরোগজনিত দারুণা যাতনা আসিয়া মহারাণীর মানস গৃহকে একালেই অধিকার করিল, তদ্বশে রাজাধিরাজমহিলা অতি ম্লান, বিবর্ণবদন, সজলনয়না পতি বিরহ দহনে দহমানা, বিমুক্ত কবর স্রজা ও বিগলিত চুকুলা হইয়া হা নাথ! হা নাথ! ইতি বাক্য মাত্র উচ্চৈঃস্বরে ব্যাক্তবতী হইয়া বসুমতী তলে নিপতিতা হইলেন। তদ্রূপে পুরবাসিনী পরিচারিকাগণে সমবেত হইয়া বাস্তব সমস্ত চিত্তে সকলে বাণীকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। ভ্রমারহস্তা, কোন দাসী সুবাসিত শীতলজলে মুখ ধৌত করাইলেন, কোন দাসী বাজনহস্তা চামর দ্বারা উপবীজিতা করিতে লাগিল। পরে জন ঈর্ষ্যদ্বারা প্রভাতকালে নগরবাসী সকলেই পরস্পর শ্রবণ করিল, যে মহারাজা গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক বনগামী হইয়াছেন, প্রজা পুরোহিত অমাত্য মন্ত্রী প্রভৃতি সুকংগণ সকলেই রাজপুরে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত জানিলেন, এবং মহারাজার মুখে শুনিলেন যে নির্বেদ প্রাপ্ত মহারাজা

কুপুত্র বেণের দৌরাণ্যে সমৃদ্ধিমৎ স্বীয়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিয়াছেন । অনন্তর সকলে রাণীকে প্রবোধ দিয়া সমস্ত পৃথিবীস্থ বন নগরাদিতে মহারাজার অন্বেষণ করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কুজাপি রাজার যখন অতুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না, মহারাজী শোক কাতরা হইয়া ভূখাদি ঋষিগণকে আহ্বান করতঃ কহিলেন ? এক্ষণে রাজারক্ষা বিষয়ে কি উপায় করা যাইতে পারে ? এতৎ শ্রবণে ঋষিগণেরা কহিলেন, হে রণজমহিষ ! গোপ্তা বিহীনা কোনমতে ধরণীর রক্ষা হইতে পারে না, কিন্তু তোমার পুত্র বেণ অতি নষ্ঠশীল, অতি ছুরাশ্রা, সে কোনমতে রাজ্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে, বেণ শুদ্ধ নরাকার এই মাত্র, কিন্তু ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে বিস্তর অন্তর নহে, অতি নিম্নস্বাদক, লোক পীড়ক, এবং নিহীক, তাহার হস্তে প্রজা পালকত্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত করা বিহিত বিবেচনা সিদ্ধ হয় না । এতচ্ছ্রবণে রাণী কহিলেন, যে আমার আর পুত্র নাই, সুতরাং বেণকেই পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করা বিধেয়, সে সৎ হউক বা অসৎই হউক কিন্তু রাজ পুত্র ব্যতীত অন্যে রাজ্য-ধিকারী হইতে পারে না । এইকণ বক্তৃতা করাতে রাজ রাণীর আভ্যন্তর আনিয়া অসম্মত হইয়াও ঋষিগণেরা বেণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন । অসৎ প্রকৃতিক বেণ রাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া বেদ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । যথা । ভাগবতে ।

ন বষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দিভ্যঃ কচিৎ ।

ইতি ন্যবাররক্ষ্মং ভেরী ঘোষণে সর্গতঃ ॥

অধর্ম পাল ভূপতি বেণ, প্রথম প্রাপ্ত রাজ্য হইয়া অত্রোই সর্বত্র পটহ ঘোষ দ্বারা প্রকাশ করিল, যে কেহ কোন ধর্ম বাজন করিতে পারিবে না, কেহ যজ্ঞ, বা দান কি হোমাদি অগ্নি হোত্র কর্ম করিতে পারিবে না, রাজাজ্ঞা হেলন পূর্বক এ সকল কর্ম যে করিবে সে রাজদণ্ডী হইবে ।

প্রথম এই নিয়ম প্রচার করিয়া পরে নিত্য এক এক প্রকার জুতনঃ নিয়ম বদ্ধ করিতে লাগিল, অর্থাৎ কেহ দেব পূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে পারিবে না, এবং ব্রতোপবাস তপস্যাাদি যে করিবে, সে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানের যে দণ্ড সেই দণ্ডী হইবে । ব্রাহ্মণাদিরা জাতকর্মাদি ঋণানাস্তাদি দশ সংস্কার যে করিবে সে রাজ বিজ্রোহের মধ্যে গণ্য হইবে ।

বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মতঃ বিধিমস্ত্রে বিবাহ সংস্কার শাস্ত্রমতে করিতে পারিবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণ জাতীর ভণ্ড ঋষিগণেরা চতুরতা করিয়া এই এক অযৌক্তিক মত চালাইরাছে, যাহাতে পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রায়ের খণ্ডন হইরাছে । নির্বোধ রাজাদিগকে ভুলাইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির বিচার কেবল বিটোল ব্রাহ্মণেরাই কল্পনা করিয়াছে । একের সম্মান চারিজন পৃথক্ জাতি হই, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির সম্ভবপর জ্ঞান করিতে পারে না, মনুষ্য মাত্রই একজাতি তাহার বিশেষ নাই, সকলেরই হস্ত পাদ নাসিকাদি অবয়ব সমান ভাবে পরিগঠিত, ইহাতে স্রোত কনিষ্ঠ কল্পনা করিবার বিষয় কি ? অতএব আমি অন্যান্যি জাতি মর্যাদার বিচ্ছেদ করিয়া সর্বজা-

তিকে এক ধর্ম্যে পরিভুক্ত করিলাম। যিনি অন্যাবধি মৎ কর্তৃক স্থাপিত মতের অন্যথাচরণ করিবেন, তিনি অবশ্য রাজদণ্ডী হইবেন।

এবং স্বল্পবর্ণ বিচারে বাধিত হইয়া বেদ বিহিত মন্ত্র মতে বিবাহ প্রথায় আবদ্ধ থাকা কোনমতে যুক্তি সিদ্ধ হয় না, সখবা, বা বিধবা, কি বয়োজ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাদির অলৌকিক বিচার করিবার আবশ্যক নাই, যে কোন রূপে প্রজা বৃদ্ধি হইলেই হয়, সকল বর্ণের সকল বর্ণেই স্ত্রী পরিগ্রহ করিতে পারিবে, বিবাহ বন্ধনের শৈথিল্য করিয়া স্ত্রী পুরুষ মাঝেই যাহার প্রতি যাহার ইচ্ছা হইবে, সে তাহাকেই গ্রহণ করিবে, অন্যাবধি এ নিয়মের বিপরীতাচারে পূর্ব নিয়মে যে ব্যক্তি প্রসঙ্গী হইবে, তাহাকে রাজ দণ্ডরূপে গ্রহণ করতঃ সমুচিত দণ্ড করা যাইবে।

মৃণাস্তনগতস্যাসা বেণস্যাতিদুরাশ্বনঃ।

আস্তর্য্য ধর্ম্মপদবীং ততাজুঃ সকলানরাঃ ॥ ইতি বামনঃ।

রাজ সিংহাসনারূঢ় অতিদুরাশ্বা বেণ রাজার স্রাজ্ঞাতে সকল প্রজাই ক্রমেঃ ধর্ম্ম পথকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর এই পৃথিবী দিন দিন সমাকুল হইতে লাগিলেন, অনেকেই বিবাহ বন্ধনের শৈথিল্য করিয়া চাতুর্য্যেই লম্পট হইয়া সর্ব বর্ণেই সকল বর্ণের স্ত্রীতে মৃতিকার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে বিপুলতর হল স্বলরূপে ধর্ম্ম বিষয়ে মহান্ গোলোযোগ উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণ কত্রিয়াতে, কত্রি ব্রাহ্মণীতে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যাতে, বৈশ্য ব্রাহ্মণীতে, এবং

বৈশ্যাতে কত্রিয়, কত্রিয়াতে বৈশ্য, বৈশ্য শূদ্রাতে বৈশ্যাতে
শূদ্র বহুস্বেদে রমণ করিতে লাগিল, এতদ্বিত্ত শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ
কত্রিয় বৈশ্য, ব্রাহ্মণী কত্রিয়া বৈশ্যাতে শূদ্র শূদ্রার পরা-
রণ হইল, একপ, ব্যবহার বহুকাল হওয়াতে অনেক সন্তোর্ণ
পুত্র কন্যা জন্মিতে লাগিল, অর্থাৎ একপে ষট্ ত্রিশং
একার সম্ভান জন্মিল, ক্রমে তাহারা মহা উদ্ধত বেশধারী,
ক্রুর, দান্তিক, নষ্টশীল, নবঘাতী, সর্বভক্ষক, এবং সমাক্
অসৎকর্ম সম্পাদনে রত হইল, তদৃষ্টে বেণে মাতা মহা
শক্তি হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে আমি
বেণেকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরিণামে সমাক্ ধর্ম্মকে
বিনষ্ট করিলাম, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম এককালেই অন্তর্ধান
করিলেন, তদুপায় করণার্থে অমাত্য মন্ত্রী পুরোহিতকে
আজ্ঞান করতঃ সুনীধা বেণের দৌরাভ্য সকল নিবেদন
করিলেন, এবং তদৃষ্টে মুনিগণেরাও জন বিপদ দর্শন
করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ যথা।

বেণেস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো চবৃত্তস্য বিচেষ্টিতং ।

বিম্বা লোকবাসনং কুপয়োচুঃ সসজ্জিণঃ ॥

চবৃত্ত বেণের লোক শাস্ত্রবিরুদ্ধ কুক্রিয়া সকল দেখিয়া
মুনিগণেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া লোক সকলের ইহ-
কাল ও পরকাল এতদ্ব্যতীত বিপদ দৃষ্টে কুপায়ুক্ত হইয়া এই
বাক্য কহিতে লাগিলেন । অর্থাৎ জন সকল অত্যন্ত আলাতন
হইতেছে যেমন একখানি কার্ত্তের অগ্রভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ
অগ্নিতে বলিতেছে, তদ্ব্যবস্থিত পিপীলিকাবলি বাহু মগ্ন

হয়, কোনদিকেই পলাইতে পারে না নিরন্তর দন্দহমান হইতে থাকে, তদ্রূপ ধার্মিক প্রজা সকলের ঘোরতর উত্তর সংকট উপস্থিত হইয়াছে, যদি ধর্মরক্ষা করে তবে রাজা বণ্ড করে, ধর্ম পরিত্যাগ করিলে পরকালে যমদণ্ডী হইতে হয়, সুতরাং তাহার। কোনমতেই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না, ইহা দেখিয়া মূনিগণের। কহিতে লাগিলেন । যথা

অরাজক ভয়াদেব কৃতো রাজ্যহতদর্শনঃ ।

ততো প্যাসীদ্যন্তঃ স্বদ্য কথং স্যাৎ স্বস্তি দেহিনাং ॥ ইতি
ভাগবতঃ ।

হা ? । অঙ্গরাজ্যার বন গমনে রাজ্য অরাজক হইল, এই হেতু রাজ্যানহ যদিও বেণ, তথাপি অরাজক ভয়ে তাহাকে রাজা করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অরাজকাপেক্ষাও ইহা হইতে উৎকট ভয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কি রূপে লোক সকলের মঙ্গল বিধান হইবে ? । “অহেরিব পয়ঃ পোষঃ পোষকন্যা প্যনর্থ ভুং ” যেমন দুগ্ধ দিয়া সর্প পুষিলে, পরে সেই সর্প পোষকেরই অনর্থ করে, সেইরূপ বেণকে রাজ্য দিয়া দেশের অনর্থ ঘটনা হইয়াছে ।

বেণ প্রকৃত্যেবধলঃ সুনীধা গন্তু সন্তবঃ ।

নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ সজিয়াং সতিবৈপ্রজাঃ ॥

সুনীধা গন্তু সন্তব বেণ স্বভাবতঃ খল, তাহাকে প্রজা পালনার্থ রাজা করা হয়, স্বীয় স্বভাবের গুণে সেই বেণ স্বয়ং প্রজা রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল । অনন্তর ভৃগু প্রভৃতি গৃঢ়-মজ্জা শ্বশিগণের। এই অধ্যবসায় দ্বারা বেণের সত্য উপস্থিত হইয়া শান্ত বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন ।

ভো ! নৃপবৰ্য্য ! আমরা তোমাকে যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা নিপুণ বুদ্ধি পূৰ্ব্বক উপলব্ধি করহ, অবোধের ন্যায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিহ না, তাহাতে তোমার আয়ু, শ্রী, কীর্ত্তির নশ্যক্ৰুদ্ধি হইবে। যথা।

ধৰ্ম্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঞ্ছনঃ কায় শুদ্ধিভিঃ।

লোকান্ বিশোকান্ বিতরতাপ্যানন্ত্য মসঙ্গিনাং ॥

বাণ্য, মন, এবং শরীর শুদ্ধি দ্বারা ধৰ্ম্ম আচরিত হইলে লোক সকল ইহলোকে বিশোক হয়, অর্থাৎ কল্যাণযুক্ত হয়, এবং তবিপরীত যদি নিজামে ধৰ্ম্মাচরণ করে, তবে নিরতিশয় মোক্ষপদ লাভ হয়। অতএব মহারাজ ! তুমি লোকের পরম কল্যাণ কারণ ধৰ্ম্মের বিনাশ করিহ না, প্রজার ধৰ্ম্ম বিনাশ-কারি রাজা আচিরাৎ রাত্নৈশ্বৰ্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। যথা।

যস্য রাজ্ঞে পুরেটৈব ভগবান্ যজ্ঞ পুরুষঃ।

ইজাতে যেন ধৰ্ম্মেণ জনৈ বর্ণাজ্ঞমাত্মকৈঃ।

তস্য রাজ্ঞো মহারাজ ভগবান্ ভূত ভাবনঃ।

পরিভূষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজ শাসনে।

ভক্ষিৎ স্তুঠৈ কিমপ্রাপাৎ জগদামীশ্বরেশ্বরে ॥

ভো রাজান্ । যে রাজার রাজ্যে বা নগরে যজ্ঞ পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ, বর্ণাজ্ঞমাত্মক জনগণ কর্তৃক স্বস্বধৰ্ম্ম দ্বারা পরিপূজিত হন। হে মহারাজ ! সেই রাজার প্রতি ভূত ভাবন ভগবান্ নিরন্তর পরিভূষ্ট থাকেন, সৰ্ব্ব বিশ্বাত্মার পরি-তোষে রাজা চিরকাল নিজ রাজ্য শাসনে অধিষ্ঠান করেন। জগদামীশ্বরের প্রসন্ন্যতে জগদ্বন্দ্যে কিছুই হুস্প্রাপ্য নহে। অবিদিতের এতবাক্য শ্রবণে বেণ অত্যন্ত ক্রোধী হইয়া

কহিতে লাগিল, রে মূৰ্খেরা ! তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাট, কিসে ধৰ্ম্ম, কিসে অধৰ্ম্ম হয় তাহার কিছুমাত্র সন্ধান জাননা, শুদ্ধ যাগযজ্ঞাদি অধৰ্ম্ম করি কলাপকেই ধৰ্ম্ম কর্ম বলিয়া মান্য করিয়া থাক, যাহা সৰ্ব্বসার সত্যধৰ্ম্ম তাহা শুন, স্বৈরিণী কুলটা কামিনীর ন্যায় তোমাদিগের ধৰ্ম্ম চৰ্চা হয়, অর্থাৎ পরিপালন কর্তা পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন কুলটার উপপতির সেবা করে, সেইরূপ প্রতি পালক বৃত্তি দ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া তোমরা অন্য দেবগণের উপাসনা করিয়া থাক, রাজা যে নৃপকণী পরমেশ্বর ইহা ক্ষণকালমাত্র চিন্তা কর না, রাজাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করাতে শুদ্ধ ইহ পরলোকে বঞ্চিত হইতে হয়। রাজা ভিন্ন যজ্ঞ পুরুষ আবার কে আছে ? অর্থাৎ রাজাই জগতে পরমেশ্বর, যাহাতে তোমাদিগের ঈদৃশী ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম কুবেরাদি সকলই রাজা, রাজা সৰ্ব্ব দেবময়, তন্নিহ্ন অন্য দেবোপাসনায় কেবল বঞ্চিত হইতে হয়, রে রে অবোধ বিপ্ৰেরা ! বিগত মৎসর হইয়া রাজা ভিন্ন অন্য দেবাভিমান পরিত্যাগ করতঃ আমি রাজা, এক্ষণে সৰ্ব্বকার্য্যে আমাকেই আরাধনা করহ। এতদ্বেন বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মগণে উত্তর করিলেন, অরে নিকোঁধ ! এক্ষণে অসহ্যাক্য পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মে রত হও, দেব দ্বিজ প্রতি স্পর্ধা যে করে সে অচির কালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়, এতৎ শ্রবণবাক্যে বেণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বতট প্রতি আদেশ করিল, অরে এই

কয়েক বেটা। অসত্য তত্ত্ব লোককে গ্রীষ্ম হস্তার্ণণ পূর্বক
সত্য হইতে দূরীকৃত করিয়া দে, ইহার। এসম্ভার যোগ্য নহে।
এইরূপ বেণের কুচেষ্টা দৃষ্টে ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণে মহাক্রো-
ধিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই অসদ্বৃত্তকে আর উপকা-
র নাহে, ইতি বিবিচ্য ভৃগুমুখ্য ঋষিগণে বেণ বধে উদ্যোগী
হইলেন। যথা।

ইথং ব্যবসিতা হস্তঃ সূর্যো গুঢ় মন্যবঃ।

নিজস্ব হৃৎকৈবে বৈশং যত মচ্যত নিন্দহা ॥

গুঢ়মুখ্য ঋষিগণেরা বেণ বধে নিশ্চয় করে, তবে - এবং পর-
মেশ্বরের নিন্দাজন্য ঋষিগণের হস্তারেই সূর্য্য বেণ নিহত
হইল।

অনন্তর ঋষিগণেরা স্বীয় স্বীয় আশ্রমে গমন করেন, বেণ
মাতা রোরুদ্যমানা হইয়া তৈল দ্রোণী মধ্যে বিস্মাস করতঃ
পুত্র কলেবর রক্ষা করিতে লাগিলেন। বেণ হত হইলে পর
সমস্ত জগৎ অরাজক হইল, অরাজকে নানা প্রকার প্রজাদি-
গের উৎপাত ঘটনা হয়, তদ্ব্যে ভৃগুদি ঋষিগণেরা মহা
উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে বিনা রাজ্যে
পৃথিবী রক্ষা হইতে পারেনা, বহু লুপ্তক দক্ষাদল বৃদ্ধি হইয়া
সমস্ত পৃথিবীকে ভয়াকুলিত করিল, অতএব রাজ্যে রাজা
স্থাপন করা কর্তব্য, ইতি বিবিচ্য বেণ মাতার নিকট আসিয়া
বেণের যতদেহ মছন করিয়া যোগবলে ছুই পুত্র উৎপাদন
করিলেন, অপর্যাংশে তিল জাতির উৎপাদক এক নিবান
রাজ্যে তাহাকে বিক্রপর্বতে স্থান দেন, অপর্যাংশে পৃথু রাজা

জন্মেন, সেই পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন । পৃথুরাজা সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া অরাজকে অরণ্য প্রায় ধরামণ্ডলের পরিশোধন করেন, অতএব পৃথু কর্তৃক সজ্জীভূতা ধরণীর পৃথিবী নাম হয় । ইত্যাদি বেণ দোষে যে সকল বর্ণসঙ্কর সম্ভাবন জন্মিল তাহার আখ্যান পশ্চাৎ লিখিব ।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

ভাস্কর ভট্টজ্ঞানীর প্রশ্নঃ । ভোহামিন্ ! ভবদীয় জীমূখ কমল বিগলিত মকরন্দ স্রাব সমন্বিত প্রশংসাকার জগন্মাখের স্বরূপ তত্ত্ব শ্রবণপুটে সন্ধারণ করতঃ অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু ইহারমধ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, তাহা নিবেদন করি, অনুগ্রহ পূর্বক তৎ সংশয় নিরাস করিতে আজ্ঞা হয় । যদিও জগন্মাখ সেবকে প্রশংসাকারে গ্রহণ যায় তাহাতে ও হানি নাই, কিন্তু আশাচ্যুত মাসে তাহার যে রথ যাত্রা হয়, ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারি না, পুরাণে বলেন, “ রথস্থং বামনং মুহূর্ণা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ,, একথাও বিষম, রথস্থ জগন্মাখ সেবকে দর্শন করিলে বে পুনর্জন্ম হয় না, ইহা অতি অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়, বিশেষতঃ পুরাণ বচনে বামন শব্দ উল্লেখ করেন ইহারই বা তাৎপর্য্য কি ? এবং রথস্থ জগন্মাখের দর্শনের সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের সম্বন্ধ কি ? ইহা উপলব্ধি করিতে পারি না বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া কহেন । ?

পরম হংসের উত্তর । অরে-বৎস জ্ঞানাত্তি মানিন্ ! তুমি যেকপ সংশয় করিতেছ, একপ সংশয় অনেকেই করিয়া থাকে ? যে হেতু মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনার অভাবে ভগবন্তের স্বরূপাবলোকন হয় না, ইহাওতো বিবেচনা করা

কর্তব্য, যে বিষয় অল্প বুদ্ধি জনের বুদ্ধিতে অলৌক বোধ হয়, তাহাও কি ? বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন জনের চিত্তে অবধারণা না হয় ? এমনত নহে । জগন্নাথ দেব দারুণর বিগ্রহ তাঁহাকে রথাকটু দেখিলে যে মোক্ষ হয় একথা সহজেই অলৌক বাদ বলিয়া বিবেচনা করা যায়, কিন্তু ঋষিগণেরা যখন রথন্ত মহাপ্রভুর দর্শনে মহা মোক্ষ হয় বলিয়াছেন, তখন তাহার বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে ? সেই স্বরূপ কারণ বোধ যে পর্যন্ত বুদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ না হইবে, সে পর্যন্ত ইহাতে সর্বদাটী সংশয় থাকিবেক । কেবল “রথন্তঃ বামনং দৃষ্ট্বা” এই কথাই কহেন নাই, বচনে আরও বিশেষ আছে । যথা

মোলায়াং মোল গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং ।

রথন্তঃ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যাতে । ইতি

মোলাতে গোবিন্দকে, মঞ্চোপরি মধুসূদনকে, আর রথোপরি বামনকে দর্শন করিলে, ইহ সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না । এই বচনের অর্থে অগচ্ছকু বলিয়া নামের উল্লেখ নাই, কেবল গোবিন্দ, মধুসূদন, বামন, এই নামত্রয়উক্ত হইয়াছে, যদি কেহ বলেন যে এক ঈকুকেরই নাম ত্রয়, সুতরাং তাহাতে দোষ কি ? । ইহা সত্য তাহার অসংখ্য নাম বটে, তৎসঙ্গে বিশেষ করিয়া এই তিন নামেরই উল্লেখ কেন করেন, অতএব অবশ্যই এতৎ বিবরণের গুঢ় রূপ কোন কারণ আছে, সেই কারণানুসন্ধারি হইয়া বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা যেপর্যন্ত অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই তোমাকে জানাইতেছি, ইহাতে ভগবানের রূপার প্রতিই বিস্তর নির্ভর,

কেননা তৎরূপাবলোকন ব্যতীত কোন বিষয়েই কেহ বিশেষ প্রতিপন্ন হইতে পারে না । গোবিন্দ, মধুমুদন, বামন এই তিন নামই ব্রহ্ম বিশেষণ, ইহার এক বিশেষ্য সেই পরমা-
আই হন । যথা তৈত্তিরীয়াশ্রুতিঃ ।

ওঁ ভৎ সৎ । ইতি মহাবাক্য বিবেকঃ ।

সত্যং জ্ঞানং মনন্তং ব্রহ্মেত্যাদি ।

আত্ম জীব মন এই তিনই ব্রহ্ম, সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত অপরিমিত ব্রহ্ম, । অর্থাৎ বামন বিশেষণে এক অনন্ত বিশেষ্য, মধুমুদন বিশেষণে এক সত্য বিশেষ্য, গোবিন্দ বিশেষণ এক জ্ঞান বিশেষ্য হয় ।

“গাং বিন্দতীতি গোবিন্দ ইতি,, এই ব্যুৎপত্তি লভ্য গোবিন্দ নাম, । গোশব্দ নানার্থ, স্বর্গ মর্ত্য পতালাদি ভুবন ত্রয়কে গোশব্দে ব্যাখ্যা করেন, সেই ত্রিলোকবাপী যিনি তিনি গোবিন্দ । ইত্যর্থ জ্ঞানই সর্ব ব্যাপক হন । কিন্তু সংশয় রক্ষুতে আবদ্ধবৎ জ্ঞান জীবরূপে আন্দোলান্বিত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণজ ব্যক্তি ঐ দোহুলামান্ সংসার নাটক রূপে তাঁহাকে অনুদর্শন করিয়া অপুনর্ভব যে অমরণ ধর্ম্ম, তাহাকে লাভ করেন ।

এই উপদেশার্থে “দোলান্নাং দোলগোবিন্দ মিতি,, বচন প্রদর্শন করাইয়াছেন । অর্থাৎ একপ জ্ঞানোদয় হওয়া, কঠিন, কিন্তু দোলান্ন গোবিন্দ দর্শন সুলভ, অর্থাৎ বোধ করা সকলের সাধ্য নহে ।

মধুমুদন বিশেষণে এক সত্যই তদ্বিশেষ্য হয় ।—অর্থাৎ

যিনি অক্ষর, সকলের আদি তাঁহাকেই প্রভি সত্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। “যঃসদাস্তীতি কেবল মতি,” প্রলয়ে সকল যায় কেবল এক মাত্র সত্য থাকেন, সেই সত্যই পরমাত্মা মধুসূদনের এক বিশেষ্য “মধুংসূদনতীতি মধুসূদন ইতি,” লোকিকে মধুনাংমে অনুরকে যিনি নষ্ট করিয়াছেন তিনি মধুসূদন। অথবা মধু নামে মধু বিদ্যা, অমূৰ্খালোক, অর্থাৎ গোপাধিক শান্তিল্য বিদ্যায় যিনি কার্য্য ব্রহ্ম, তিনিই মধুসূদন, যিনি জীৱরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, যৎপ্রভাবে সন্তুতির বিলয় হয়, সেই কার্য্য ব্রহ্মকে মধুসূদন বলিয়া উক্ত করা যায়। যথা বাজ সনেহঃ।

অক্ষতমঃ প্রবিশন্তি যে সন্তুতি মুপাসতে।

ততোভূয় ইব তে তমোষ উ সন্তুত্যাং রতাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি সন্তুতির উপাসনা করে তাহার অমূৰ্খরূপ অক্ষতমঃ প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ পরমালোক প্রাপ্ত হয়, না, পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণানুভব করে, এবং পুনঃ পুনঃ সন্তুতিতেই রত থাকে। অর্থাৎ অব্যাকৃত কায কর্ম্মাদির বীজাত্মিকা প্রকৃতির নাম সন্তুতি, সুতরাং প্রকৃতিবৃত্ত উপাসনাকে মধুর উপাসনা বলে, ইহাই মধুবিদ্যা, ইহার শান্তি যদর্শনে হয়, সেই সত্য, হৃদয় মধ্যে তাঁহার অবস্থান তিনি নিয়ত যোগাসুতে অভিবিক্ত হন, তাঁহাকেই মধুসূদন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, নেই হেতু এখানে মঞ্চোপরি পরমাত্মা অগম্যথকে মধুসূদন বলিয়া সুমিষ্ট সুগন্ধ চন্দনবারিতে জৈষ্ঠ পৌর্ণমাসীতে স্নান করিয়া সকলকে উপদেশ করিয়াছেন, যে এই

মানষাত্মা দেখিয়া কদম্বমঞ্চোপরি পরমাত্মা অগম্যধৰ্ম্মকে অনু-
দৰ্শন করিলে অপুনৰ্ভব যে মোক্ষ, তাহা লাভ হয় ।

যিনি বামন, তিনি অনন্ত বাচক অৰ্থাৎ বামন বিশেষণে
অনন্ত এক বিশেষ্য হয়েন । যিনি সৰ্ব্ব প্রবেশক, ত্রিলোক
ব্যাপী, পরমাত্মা, তাহাকেই বামন বলা যায়, যিনি কালকপী,
ত্রিপাদ বিক্রমগচ্ছলে ভূত ভাবিয়া বৰ্ত্তমান এই ত্রিবিধা কা-
লের গতি দেখাইয়াছেন, আর ভুভু বঃস্বঃ, অৰ্থাৎ স্বৰ্গ, অস্ত
রীক্ষ, ও পৃথিবী এতৎ লোকত্রয় কালপাদে আক্রান্ত । একারণ
কালকপী বামনকে আত্মা বলিয়াছেন, যথা ব্রহ্ম পুরাণঃ ।

এতচ্ছগত্ৱয়া জ্ঞাতং বামনেনেহ দৃশ্যতে ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বৈঃ স্মৃতৌ বিষ্ণু বিন্দ্যাতুঃ প্রবেশনে ॥

বিষ ধাতুর অর্থ প্রবেশন, যিনি সৰ্ব্বত্র প্রবেশ, এবং যিনি
স্থূল শূক্ষ্মাত্মক তাহার নাম বিষ্ণু, বিষ্ণু পদে পরমাত্মা, সেই
পরমাত্মা বামন, যেহেতু এই অগত্ৱয় বামন কর্তৃক আক্রান্ত
দেখা যায় । সুতরাং আত্মাই অগৎ ব্যাপ্ত বিষয়ে বামনই
শ্রুতি প্রসিদ্ধ অনন্ত বাচক হয়েন ।

এবং “ বামনো ভূদবামন ইতি ,, প্রমাণে স্থূল শূক্ষ্মাত্মক
বুঝায় । সেই বামনকে আত্মশরীরস্থ দৰ্শন যে করে,
তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না, এজন্য “ রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা
পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ইতি ,, বচন প্রয়োগ করিয়াছেন ।
অৰ্থাৎ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান গম্য বিধায় ভাবনা দ্বারা রথাত্ম
শরীরস্থ আত্মাকে দৰ্শন করিতে হয়, তাহা সামান্য জীবে
ঘটিতে পারে না, এইহেতু রথস্থ অগম্যধৰ্ম্মদৰ্শনের বিধি

দিয়াছেন, অর্থাৎ চন্দ্র নির্মিত চক্ষু দ্বারা আষাঢ় মাসে দ্বিতী-
 য়াতে রথাকড় জগবন্ধুকে দর্শন করিলে যোগিধোয় সেই
 পরমাত্মার অনুরূপ দর্শনের কল হইবে । ইত্যর্থঃ ॥

অথ রথযাত্রা ।

রথ অরূপ যে মানব শরীর তাহার প্রমাণার্থে কঠোপ
 নিষদের তৃতীয়া বঙ্গী তৃতীয়া স্তোত্রিত্ব করিলাম । যথা

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবহু ।

বুদ্ধিত্ত সারথিং বিদ্ধিমনঃ প্রমহ মেবচ ॥ ৩ ॥

ইচ্ছিয়াণি হয়ানাহু রিতাদি ।

মনুষ্যদিগের এই শরীর রথ, আত্মাই এরূপে রথী, বুদ্ধিই
 সারথি, মনই অশ্ব রজ্জু হয় । চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার
 অশ্ব, ইহার। শরীর রূপ রথাকর্ষণে কুশল, কপাদি ইন্দ্রিয়
 বিষয়রথের গতি, আত্মা ইন্দ্রিয় মনোবৃত্ত ভোক্তা পুরুষ
 জীব, ইহাকে দর্শন করিলে মনীষীগণের। অর্থাৎ বিচক্ষণের।
 মোক্ষ পথে অধি গমন করেন ॥

সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুরীতে অধ্যবসিত আত্মা জগন্নাথ
 দেবকে দর্শন করিলে পূমজ্জন্ম হয় না, ইহা পুরাণে উক্ত
 হইয়াছে, পূর্বে পুরী শব্দে শরীর ব্যাখ্যা করা গিয়াছে,
 এক্ষণে বিশেষরূপে সেই শরীরকে রথ রূপে কল্পনা করিয়া
 পুনরূপদেশ করিতেছেন । যদি কেহ এমন আপত্তি করেন,
 সে যদি শরীর রূপ রথ হয়, তবে সর্বদাই দর্শন করিবে,
 তাহাতে আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়াতে রথ কল্পনা করিবার
 তাৎপর্য কি ? তদর্থে উক্ত হইতেছে, আষাঢ় মাস মিথুন

রাশি, একারণ আঘাতকে মিথুন বলে । এ শরীর ও প্রকৃতি পুরুষাত্মক মিথুন দ্বারা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ শোণিত শুক্র একত্র বিধায় আঘাত মাসের উল্লেখ সঙ্কেত করিয়াছেন, দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখ আদৌ পুরুষোদরে জাত হইয়া, পুনর্ব্যবস্থাদরে উৎপন্ন হয়, একারণ সংকেত বাক্যে ইঙ্গিত করিয়া দ্বিতীয়া তিথিতে রথ যাত্রার বিধি হইয়াছে, যেকপে জগদ্ধকুর রথ চলিয়া যায়, সেইরূপ জীবেরও এই দেহ যাত্রা নির্বাহ হইতেছে ।—যদি বল রথস্থবামন দর্শনে পুনরারুতি নাই, তবে অগ্ন্যায়দেবের গুণ্ডিচামণ্ডপ হইতে অর্চ্যাহানন্তর পুনরারুতি কেন হয়, তাহার মীমাংসা কি ? ।

উত্তর । এই অর্চ্যাহ পদে অর্চ্যায়োগ, ক্রমে সাধক এক এক যোগকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষাভিলাষে গুণ্ডিচাধ্য অর্থাৎ পরমাণুভূত ব্রহ্মপথে অধিগমন করে, তাহাতেই অগ্ন্যায়ের রথ অর্চ্যাহে গুণ্ডিচা ভবনে যায়, এই অধ্যাত্ম বিষয়ের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত হয় । পুনরারুতির কথা অতি উপা-
দেশ, এই শরীরাত্মা রথে ইন্দ্রিয়গণঅশ্ব, মন রজ্জ্ব, বুদ্ধি সারথি, আত্মারথী, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা কল্পিত শরীর রথারোহণে মোক্ষ পথে গমন করিয়াও ভাবিব্যক্তির ক্রমে সংসার পথেও পুনরাগমন হয়, ইহাই জানাইয়াছেন, অধ্যাত্ম তত্ত্ব সংযোগে যে যোগভ্যাগ করে তাহার অষ্টসংখ্যা, যোগে নিকাত হইলে অপুনর্ভব মোক্ষ লাভ হয়, সকাম যোগে ভোগে আকৃষ্ট হেতা হইয়া সাধনা যদি করে, তবে ভোগার্থ স্বর্গ স্থানে গতি করতঃ অষ্ট বিহুতির অনুভব করিয়া

সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় । ইতি দৃষ্টান্ত মাত্র জগন্নাথদেবের
পুনরাবৃত্তিনীর উপদেশ জানিবে ।

ভাক্ত আনির প্রথ । হে প্রভো ! ভাল ইহাই না হয় সিদ্ধ হইল.
কিন্তু পশ্চিমধ্যে “খুদি মাসীর” ভবনে পৃথুকাম ভোজনের বিধি কেন ?
তাহাতেই বা অধ্যাত্ম তত্ত্ব কি আছে ?

পরমহংসের উত্তর ।—অরে বৎস ! এই সকল বিষয়েরই
এক এক মুখ্য কারণ আছে, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি
শ্রবণ করহ ।

অবিদ্যা প্রভব শরীরে জীব নানা উপভোগ করিয়া পরম
সুখে কালান্তিপাত করে, তখন মহামায়াকেই মাতা বলিয়া
জানে মোক্ষ দারিনী বিদ্যাকে তন্ত্রমূকপে বোধ হয়, অর্থাৎ
বিদ্যা অবিদ্যা স্বভাবতঃ সহোদরা হন, যখন মোক্ষ পথের
পান্থ হইয়া যোগ পদবীতে অভিসার করে, তখন সহজেই
আহারকে সঙ্কোচ করিতে হয়, আর পূর্ববৎ বিশেষ ভোগ
থাকে না, যখন যখন ক্রমে যোগোত্তীর্ণ হইবার সময় হয়,
তখন নাদ চক্রগত কালে পরা বিদ্যা, যিনি অবিদ্যা
ভগিনী, তিনি সাধকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্বক সহস্রার
গলিত রস মিশ্রিত সহস্রারামৃত কণ পায়স ভোজন ক-
রান, তাহাতে জীবের অমরণ ধর্মলাভ হয় । সেই দৃষ্টান্ত
মূল এই যে জগন্নাথদেব পথ পর্যটনে অস্টোহ মধ্যে খুদি
মাসীর ভবনে পৃথুকাম রস ভোজন করিয়া থাকেন ইত্য-
তিপ্রায়ঃ । অর্থাৎ ক্ষেত্রে সাহানারী বিমলা লক্ষ্মী পাটিকা,
তাহাতে ভোজন পারিপাট্যের সীমা নাই, কিন্তু রথারূঢ়
হইয়া পথ গমন কালে শুদ্ধ চিপীটক মাত্র ভোগ্য হইয়া

থাকে।—শুভিচালনের যে পরম সুখকর ভোগ তাহা নিবৃত্তি
মার্গগামীরাই পায় অর্থাৎ যাহারা তথায় থাকে, তাহারাই
পায়, যাহারা প্রবৃত্তি মার্গে সংসারাতি সুখে অভিগমন
করে, তাহার তাহা পায়না, ইত্যার্থে মোক্ষ সুখ ভোগ মুহু-
ক্ষুর হইয়া থাকে সংসার রাগীর সে সুখ বোধ হয় না, এই
তাৎপর্য্য তৎস্থানের বিষয় বোধ করিতে হইবে। পঞ্চ-
কোষ বিবেকে তৈত্তিরীয়া শ্রুতিতে যে সংবাদ আছে, তাহার
মৰ্ম্ম এখানে হোরাপঞ্চমীতেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,
অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ,
এই পঞ্চকোষ পর্য্যন্তই অবিদ্যার অধিকার, তাহার পর আর
অধিকার নাই, তখন জীবতে আর কোন ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ
থাকে না, ইহাই পঞ্চমী পর্বে বোধ করাইয়াছেন, পাঁচ দিন
পর্য্যন্ত জগন্নাথকে আনিবার নিমিত্ত লক্ষী পুরুষোত্তমে
যত্ন করিয়া বেড়ান, যখন তৎকালের উত্তরগামী দেখেন,
তখন কমলা দেবী বিমলা দ্বারে অঞ্চল পাতিয়া তিকা মা-
গিয়া থাকেন, অর্থাৎ আমার আর কিছুই নাই, যাঁহার
সত্ত্বায় এই ঐশ্বর্য্য ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন,
অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষির ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই ইহাই দেখা-
ইয়াছেন।—অরে বৎস! এই মাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের রথ
যাত্রাদির তাৎপর্য্য হয়। এতদ্ব্যতীত তোমার আর কি জি-
জ্ঞাস্য আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করহ। তাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পরম
হংসের প্রয়োত্তর অবগে পরম পরিভূক্ত হইয়া কাঁহলেন, তো

ভগবন্! আপনার বাঁকা অবগে বিশেষ বোধ জন্মিল, যে এই অতিপ্রায়েই এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, নতুবা পৃথিবীস্থ সমস্ত জ্ঞানী মাত্রেই একপ মানা কেন করিবেন, এক্ষণে এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই, পূর্ব প্রস্তুত মহাবিন্যা বিষয়ক সুন্দরী কল্পের কথা যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা বিস্তার করিয়া কহেন।



অথ গৃহস্থধর্ম্য সদাচার।

আশ্রমমাত্রেই সদাচার করণ মঙ্গল দায়ক হয়, বিনা সদাচারে কোন কর্মই সুসিদ্ধ হয় না, এই সদাচার বিধিস্মৃতি পুরাণে বিশেষ বিশেষ উক্ত হইয়াছে, সর্বলোকের পরিজ্ঞাত বিষয়স্থ প্রযুক্ত সম্যক শ্লোক না লিখিয়া তদর্থ দ্বারা উপদেশ করিতেছি। আদৌ ব্রাহ্মা মুহূর্ত্তে গাজ্রোথান করতঃ গুরুকে ধ্যান করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় দেবগণের স্মরণ করিবেক। যথা

প্রভাতে যঃস্মরেমিত্যং দুর্গা দুর্গা করদয়ং।

আপদন্ত্য নশান্তি তমঃ সুখোদয়ে যথা ॥

প্রভাত কালে যে ব্যক্তি দুর্গা এই অক্ষর ত্রয়কে নিত্য স্মরণ করে, তৎ সময়ে দুর্গা স্মৃতা হইয়া তাহার সমস্ত আপদকে নাশ করেন, যেমন প্রাতর্কাদিত সূর্য্য তমো প্রাণিকে নাশ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মামুরারি ত্রিপুরাসুকারি ভানুঃশশী ভূমিসুতো বৃহত্।

গুরুচক্ৰাচ্চ শনি রাহু কেতুঃ কুর্কন্ত সর্বেষমম সুপ্রভাতং ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এবং রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহ-

স্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু প্রভৃতি নবগ্রহ সকলে আমার এই দিবসকে স্তম্ভপ্রভাত করুন ॥

অনন্তর গণেশ, বাক্ষ, কার্ত্তবীৰ্য্য, জীৱাম, সীতা, লক্ষ্মণ, শক্রম, মহাবীৰ হনুমান, মৎস্য, কূৰ্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম, ক্লৃষ্ণ, বুদ্ধ কল্কীত্যাদি, কালী, ভাৱা, ত্ৰিপুরা, ভুবনেশ্বৰী, ঠৈৱৰী, চিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগল, কমলা, মাতঙ্গীত্যাদি, রাধাদি গোপী গোপেশ্বৰ, পৌৰ্ণমাসী যমুনা, গঙ্গা, গোদাবরী, সরস্বতী, কাবেরী, সিন্ধু, শোণ, নৰ্মদা, শতদ্রু, সরযু, গণ্ডকী, দৃশদ্বতী, করতোয়া কৌশিকী প্রভৃতি পুণ্যতীৰ্থ, । এবং অযোধ্যা, মথুৰা বৃন্দাবন, বাৰাণসী, কাশী, অবন্তী, হরিদ্বার, দ্বারকা এতৎ সপ্তপুরী, এবং কামাখ্যা, পুরুষোত্তম, গোকৰ্ণ, কোণাৰ্ক, ইত্যাদি মহা স্থান সকলকে স্মরণ করতঃ বেদোক্ত স্থলে নিষ্ঠা মূৰ্ত্তাদিত্যাগ করিবে । যথা ।

জলে বা জল সমীপে, কোন প্রাণ সন্নিধি, গৰ্ভে কি দেবালয় সমীপে, অশ্বখাদিকোন পুণ্য বৃক্ষমূলে, শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রে, হলোৎকর্ষস্থলে, গোষ্ঠে, গোচারগস্থানে, গোশালাতে, নদীগত্রে, মন্ত্ৰঘোর গৃহাঙ্গনে বা তৎ সমীপে, এবং গোবিশ্র অগ্নি প্রত্যক্ষ স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে । বাছল্য ভয়ে ইহার বর্জন লিখিলাম না কিন্তু এ সমস্তই সমূলক হয় ।

পূৰ্বী হইতে কিম্বৎ দূর স্থানে গিরা মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে পূৰ্বীৰ পরিবৰ্জন করিবে ।—দিবাভাগে উত্তরমুখে, রাত্রিকালে পশ্চিমাভি মুখে, সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ মুখে বাসিয়া মলত্যাগ করিবে, মৌনাব লম্বনে যজ্ঞোপবীত কৰ্ণে সংস্থাপন করতঃ বাম হস্তে শিল্পকে ধৃত করিবে, অনন্তর গাত্ৰোত্থান করতঃ মৃত্তিকা দ্বারা মলাচ্ছাদন করিয়া জলশৌচ ও মৃত্তিকা শৌচ করিবে । তাহার ক্রম, প্রথম প্রত্নাবানন্তর মৃত্তিকা শৌচ বিধি যথা পশ্চাৎ লিখিত হইবে ।

তুলসীমাহাস্ম্য ।

পদ্মবন্ধুঃ পদ্মমুখীং পদ্মহাং পদ্মলোচনাং ।

লক্ষ্মীরূপা মহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ৫ ॥

কমলাকটা, কমলবদনা, কমলকরা, কমলনয়না, কমলা
ব্রহ্মপা শান্তবিএহবতী তুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

সংক্রান্তান্তেব পক্ষান্তে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।

যঃ পঠেৎ সংযতোভূত্বা সৰ্বসিদ্ধি মবাশ্রুয়াৎ ॥ ৬ ॥

রবি সংক্রমণ দিবসে, ও পৌর্ণমাসী কি অমাবস্যাতে, এবং
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে যে ব্যক্তি ইচ্ছায়কে সংযত করতঃ এই
তুলসী স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সৰ্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

বিনামস্ত্রং বিনাঅপাং বিনাযজ্ঞং বিনাক্রিয়াং ।

বিনাধ্যানং বিনাতীর্থং সৰ্বসিদ্ধিকরং ভুৱেৎ ॥ ৭ ॥

এই তুলসীদেবীর শুদ্ধ স্তবপাঠেই সকল সিদ্ধি করতলভ্য
হয়, ইহাতে মন্ত্র, অপ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, ধ্যান, তীর্থপর্য্যটনের
কোন অপেক্ষা করে না ॥ ৭ ॥

ইদং গুরুকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি ।

মুক্তিঃ করতলে তস্তা মুক্তশ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি তুলসীস্তোত্র সমাপ্তং ।

গুরুকৃত তুলসীদেবীর এই মহাস্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করে,
বা যে ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করে, তাহার মুক্তি করতলস্থিত
হয়, সেই ব্যক্তি যে মুক্তপুরুষ তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৮ ॥

ইতি তুলসীস্তোত্র সংপূর্ণ ।

প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন বীষতা ।

কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা ॥

ঈনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাকুরিয়াঘাটের

ঈশ্বর বাবু শিবচরণ কারকরমার বাগী হইতে বকেন হয় ।

কলিকাতা পাকুরিয়াঘাটী মঙ্গলইকীটে ১২ সংখ্যক ভবনে

নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা বহু যত্নে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ ।

২ কণ্ঠ ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষ্ণং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কোশের বস্ত্রং ।
গোলকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নরনং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৭ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮১ সন ১২৭০ সাল ৩১ আশ্বিন ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

অপ্রতিহত প্রভাব পৃথু পৃথিবী পালন কালে অযশসা পিতা
বেণের অপৌরুষী কীৰ্ত্তি বর্ণ সাক্ষরী প্রজা দর্শনে অতি ক্ষুদ্র
মনা হটরা, এই সঙ্করজাতিকে বিনাশ করিবার উদ্যম করেন,

তদ্বদে কাস্ত করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! তুমি জাতি মহান,
 সুধার্ম্মিক, সাক্ষাৎ ভগবানের কলাংশাবতার, পাপীয়াণ বা
 পুণ্যবান্ সকল প্রজাই তোমার সমান কল্প হয়, এক পিতার
 সমসং উত্তর সম্ভান হইলে সৎপুত্র প্রতি দয়াদিক্য হইলেও
 অসৎপুত্রকে বিনাশ করিতে পারেন না, তদ্বৎ পুত্রন্যায়
 প্রজা প্রতিপালন করা তোমার বিহিত বিধান হয়। বিশে-
 ষতঃ পিতৃকীৰ্ত্তির প্রচার বাছিয়া জন্য অসৎ কীৰ্ত্তিকেও সজ্ঞপে
 প্রতিষ্ঠা করা সৎপুত্রের কার্য্য, এবং বহুবিধ জাতি সজ্ঞানে
 বিধাতারও সংকল্প ছিল, তৎসোপান স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত বেণ
 এই বর্ণসঙ্করী প্রজার উৎপাদক হইলেন। অতএব তুমি ঐ
 সকল প্রজার পিতৃ মাতৃকুল নির্দ্ধারণ করতঃ সমসং শূদ্রকণ্ঠে
 জাতি প্রথমে বিস্তারিতা করহ, অর্থাৎ বিলোমজাত জন সৰু-
 লকে অসৎ জাতি, অনুলোম জাত জনকে সৎজাতি রূপে
 প্রতিষ্ঠা করিয়া অপিতা বেণের কীৰ্ত্তিরক্ষা করিতে যত্নপর
 হও। এতৎ ভূগুবাক্য শ্রবণে পৃথুরাজা উৎপত্তিমান ঘট-
 ত্রিংশৎ ব্যক্তিকে শাখা ভেদে ঘটত্রিংশৎ জাতি করি-
 লেন। যথা।

ব্রাহ্মণ কত্রিয় বিশাঃ শূদ্রাবর্ণাশ্চ ভাগশঃ।

ভেবাং সঙ্করাজাস্তেন বভূবু বর্ণ সংকরাঃ।

ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য আশূদ্র এই চারি বর্ণ প্রধান, তাহাদি-
 গের অনুলোম জাত বর্ণ বর্ণ সংকর হয়। যথা

গোপ নাপিত ভালাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।

তাম্বুলি পর্ণকারৌচ করণা বণিকানয়ঃ॥

গোপ, নাপিত, ভাল, মোদক, কুবর, ভামুলি, বাকুই
করণ, বণিকদি, ইহারা সংশ্লিষ্ট, নব শাখাভেদ জাতি অর্থাৎ,
নবশাখ বলিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন ।

মালাকার কৰ্ম্মকার, শঙ্খকার কুবিদ্যকাঃ ।

কুম্ভকারঃ কংসকার এতে ষট্ শিল্পিনো বরাঃ ।

সূত্রধার চিত্রকরঃ স্বর্ণকারশ্চ শৌনক ।

গৌণ কল্পশ্চ বিস্তেয়ো নবশাখঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

মালাকার, কৰ্ম্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবাস, কুম্ভকার, কংস-
কার এই ছয় শিল্পী প্রধান, সূত্রধার, চিত্রকর, স্বর্ণকার এই
গৌণকল্পে নবশাখাজাতি শাস্ত্রে কহিয়াছেন । সূত্রধার,
স্বর্ণকার, চিত্রকর এই তিন জাতি ব্রাহ্মণ্যপে পতিত হয়, তন্নি-
মিত্ত তাহাদিগকে পৃথু অম্যজ মধ্যে গণ্য করেন । এবং এই
সকল জাতি হইতে অনেক জাতি আরও উৎপন্ন হয়, ও তাহা
হইতেও কত কত ইতর জাতি জন্মে, সেসকল ছত্রিশ জাতি
হইতে অন্তর, কিন্তু প্রধান কল্প ছত্রিশ জাতি মধ্যে বিংশতি
জাতি সংশ্লিষ্ট, তাহাদিগের পুরোহিত শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদবিৎ
ব্রাহ্মণ, তন্নিম্ন জাতির বা বেদ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইল না, যে কোন
শ্রোত্রিয় অর্থাৎ লোভে বা প্রেম সৌহার্দে তাহাদিগকে যজা-
ইলেন, তাহারাও বেদ বর্জিত রূপে তচ্ছাত্রীয় ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায়
গণ্য হইলেন । পৃথু কর্তৃক এই মর্যাদা তৎকালে সংস্থাপিত
হইল । এক্ষণে যেক্ষণে যেজাতি জন্মিয়াছিল তাহা সংক্ষেপত
মহাদি শাস্ত্রসিদ্ধ বচনার্থে ভাষা প্রবন্ধে লিখিতেছি, প্রত্যেক
লোক লিখিতে হইলে অপত্রিকায় স্থান হয় না ।

শূদ্রস্ত্রীতে বৈশ্যের ঔরসে উৎপন্ন শূত্রের করণ সংজ্ঞা ।
এবং তিলি, ও তামূলি উৎপন্ন হয় । বৈশ্য স্ত্রী ব্রাহ্মণের
ঔরস তাহাতে অম্বষ্ঠ, এবং গন্ধবণিক, কংকার ও শংখকার,
শূদ্রস্ত্রী কত্রিয় ঔরস তাহাতে টকরি, নাপিত, এবং মোদক
হয় । শূদ্র কত্রিয় স্ত্রী তাহাতে কুম্ভকার, তক্তবায়, কৰ্ম্মকার,
এবং দস্ত । কত্রিয়স্ত্রীতে বৈশ্যাবীর্য্যে উৎপন্ন মাগধ, আরগব,
কুপ । ব্রাহ্মণের ঔরস শূদ্রা গত্ত্বজাত বর্ণ বারুই । ব্রাহ্মণ
স্ত্রীতে কত্রিয় কর্তৃক উৎপন্ন, মৃত, ভট্ট, গগক্ এবং মালা-
কার ॥ ১ ॥

করণ ও বৈশ্যাতে উৎপন্ন, মূত্রধর, এবং রজক । অম্বষ্ঠ
বৈশ্যাতে স্বর্ণকার, কুপ ও বৈশ্যাতে তৈলকার, কুপ ও
শূদ্রাতে ধীবর, মালায়, ও শুণ্ডক । মালাকার ও শূদ্রাতে, নট
ও সবক । মাগধ ও শূদ্রাতে শীকর, শীষকর, ও জা-
লিক ॥ ২ ॥

স্বর্ণকার অবযজীতে মলকরণী, ও হট্টীপ, এবং ডোম ।
বণিক বৈশ্যাতে কুরবে । শূদ্র ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল । আভীর
কুপস্ত্রীতে বকড় । আভীর বৈশ্যাতে চৰ্ম্মকার, অর্থাৎ মুচি,
ও বায়তি । রজক বৈশ্যাতে পাটনি । কলু বৈশ্যাতে দুলে
ও বাণুদী, ধীবর শূদ্রাতে মালা ॥ ৩ ॥

দুলে বৈশ্যাতে গজ, শূদ্রাতে মূর্দাকরাস । মূর্দাকরাস গজ-
স্ত্রীতে পুলশ, পুরুশ, খস, যবন এবং মেচ্ছ । এতদ্ভিন্ন অনেক
কানেক জাতি পরে প্রকাস্তরে হয় । এই যে যবন মেচ্ছ সকল

পৃথু এই সকল জাতিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাজ্যে অধিবাস করাইলেন । পৃথুরাজ্য অতি বুদ্ধিমান্ পরাক্রমী, সজ্জিবেচক, ধার্মিক, সত্য ধৰ্ম পরায়ণ এহেতু রাজ্য শাসন কালে দেশে অবিচার হইতে দেন নাই । সকল প্রজার জীবিকা সংক্রান্ত কৰ্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রজারা সম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা কোষ বৃদ্ধি করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া ছিল । কদাচিত্ পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দরূপ প্রভূত শস্য নাহওয়াতে দেশের ভাবি অমঙ্গল সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দ্বিজগণকে আহ্বান করতঃ যজ্ঞাদি দ্বারা দেশকে সুপবিত্র করেন । এবং সংকর জাতি সকলকে জীবিকা সংক্রান্ত যে যে কৰ্মে নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইতেছি ।

করণ জাতিকায়স্থ তাহাকে রাজসভায় লেখক পদে নিযুক্ত করিলেন । এবং বৈদ্য জাতিকে চিকিৎসা কৰ্মে, গন্ধ বণিক কে ঔষধাদি নানা গন্ধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে, কাংসারিকে কাংস্যপিত্তলাদিপাত্র নির্মাণ কৰ্মে, শাংগারিকে শংখ ও শংখালঙ্করণাদি নির্মাণ কার্যে, টোকরিকে যুদ্ধকাৰ্য্য বিষয়ে, নাপিতকে ক্ষুরীকৰ্মে, মোদককে লড্ডুকাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে, কুন্তকারকে মৃণ্ময় দ্রব্য নির্মাণ কার্যে, মাগধকে বুদ্ধজ্ঞানার্থানে অর্থাৎ বুদ্ধজ্ঞানাদি সংবাদ প্রদানার্থে এবং রাজকীয় এবং দেশীয় সংবাদ সকল প্রচার করণার্থে, কূপকে অঙ্কবিদ্যা অর্থাৎ কিতাবৎ ব্যবসায় করিতে, বাল্লীকে ভাষ্য ল কৃষিকরিতে, সূতকে অশ্ব প্রতিপালন এবং

ঔষ্যাদান, ও মাংসভক্ষণ, করতঃ তদ্ব্যবসায় কৰ্ম্মে, তিলকে ওবা-
 কাদি গৃহস্থ কার্যোপযুক্ত দ্রব্য বিক্রমার্থে দোকান করিতে,
 তাম্বুলিকে কেবল তাম্বুল বিক্রমার্থে, সূত্রধারকে কাষ্ঠতঙ্ক-
 গাদি দ্বারা তন্তুদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে, রত্নককে
 বস্ত্রাদি ধোত ও সূচী কৰ্ম্ম করিতে, কোন কোন বণিককে,
 স্বর্ণ পরীক্ষণ কৰ্ম্মে, এবং মুদ্রাদি ক্রয় বিক্রয় কৰ্ম্ম করণে, স্বর্ণ-
 কারকে স্বর্ণাদি অলঙ্করণ প্রস্তুত করণার্থে, তৈলকারকে
 তৈল যন্ত্রে তিলাদি নিম্পীড়ন দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া
 বিক্রয় করিতে, ধীবরকে নৌকা বাহন কৰ্ম্মে, জালিককে মৎ-
 স্যাদি ধরিয়া বিক্রয় করিতে, নটকে নৰ্ত্তন কৰ্ম্ম এবং ঐশ্রাজ্যা-
 লিক ক্রীড়া করণার্থে, চণ্ডালকে কুকুরাদি প্রতিপালন কৰ্ম্মে,
 ডোমকে বংশকার্য্য এবং গৰ্দ্ধভাদি প্রতিপালনার্থে, গণককে
 গ্রহগণন বিষয় পঞ্জিকা পাঠ করণ কার্য্যে, হট্টীপকে মল মার্জ্জ-
 নাদি কৰ্ম্মে, মুর্দাকরাসকে শবদেহাদিকে নদীজলে নিঃক্ষে-
 পাদি পূৰ্ণক মৃতের বস্ত্রাদি ও তদ্ব্যতন দ্বারা জীবন ধারণ
 করিতে, এবং বিচারালয়ে নিযুক্ত রাজদণ্ডী ব্যক্তির মন্তকাদি
 ক্ষেদন কার্য্যে । চৰ্ম্মকারকে চৰ্ম্মময় পাছকাদি নির্মাণ কৰ্ম্মে,
 বায়তিকে গৃহস্থালয়ে শুভকৰ্ম্মারম্ভে, এবং গৈল্য মধ্যে চৰ্ম্মময়
 বুজোপযোগি ঢকাদি যন্ত্র বাজাইতে, পুষ্কণকে রাজসম্বন্ধি
 উদ্যানস্থ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি বন্য জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণাদি কৰ্ম্মে,
 গোপকে গোপালনাদি, ও দধি দুগ্ধাদি বিক্রমার্থে সন্দোপকে
 কৃষিকার্য্যাদি করিয়া জীবন নির্বাহ কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, ।
 ইত্যাদি বিশেষতঃ জাতিকে বিশেষতঃ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নি-

শিষ্ট হইলেন, তাহা সম্যক্ বৰ্ণন দ্বারা বিখ্যাত করিতে পারি-
লাম না । যবন স্বেচ্ছাদিরা পিশাচ ধম্মী, পিশাচবৎ স্বেচ্ছা-
চারী, অভোজ্য ভোজী দুৰ্য্যাস্তঃ করণ, শঠ, সৰ্ব্বধৰ্ম্ম বহিষ্কৃত্য,
তদৃষ্টে তাহাদিগকে পিশাচাখ্যাদিয়া লোকালয় হইতে বন-
প্রস্থে প্রেরণ করিলেন, এবং যাহাতে তাহারা ধৰ্ম্মক্ষেত্রে আর
আসিতে নাপারে ? এজন্যে স্থানে স্থানে প্রতিহার স্থাপনা
করিলেন, ।

অনন্তর ঐ সকল বৰ্ণ সঙ্করের মধ্যে যাহারা সংহইল,
তাহাদিগকে শূদ্রবৎ ধৰ্ম্ম কার্য্য করিতে আদেশ করতঃ ব্রাহ্মণা
দির প্রতি তাহাদিগের পৌরহিত্য করিতে আজ্ঞাদেন । এই
মাত্র জাতি বিচারের ব্যবস্থা, কিন্তু কল্পভেদে বর্ণনা বিভিন্নতা
আছে, কলের বিভিন্নতা নাই, ইহাই কল্পের প্রথম স্বায়ম্ভুব
মন্বন্তরে জাতিভেদ হয়, তাহা ক্রমশঃ সকল মন্বন্তরে চলিয়া
আসিতেছে, এক এক মন্বন্তর একান্তর দিব্যযুগ, অর্থাৎ সত্য
ত্রেতা ছাপর কলি, এমন চারিযুগ একান্তর বার অবসান
হইলে এক মন্বন্তর হয়, এতৎ পরিমাণে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ,
রৈবত, তামস, শুভ্রম, রোচ্য, এইছয় মন্বন্তর অবসান হইয়া
বর্ত্তমান সপ্তম বৈবস্বতমন্বন্তরের ও ২৭ সপ্তবিংশতি দিব্য যুগ
গত হইয়াছে, বর্ত্তমান ২৮ অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগের সত্য ত্রেতা
ছাপর অবসান হইয়া কলির ও কয়েক সহস্র বৎসর অতীত
হইয়াছে, এই সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত মনু, ইনি
স্বর্ধাপত্তী সংজ্ঞা গর্ত্ত সন্তৃত ইহার নাম জাহ্নবেদ, দ্রবিড়

পুত্র পৌত্রাদির বংশ পরম্পরা প্রথম দিব্যযুগাবধি ২৭ দিব্য যুগপর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া স্বর্গলোক গমন করিয়াছেন। বর্তমান এই দিব্য যুগের সত্যের সন্ধিপাদে এই বৈবস্বত মনুর ইচ্ছাকু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে, তাঁহারা দ্রবিড় দেশ পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মর্ষি দেশের মধ্যে সরযুতীরে অযোধ্যানাংমে নগর নির্মাণ করতঃ রাজধানী কল্পনা করেন, তিহিবরণ পশ্চাৎ বর্ণন করিয়া কহিব, বিগত স্বায়ম্ভুব মনুষ্মত্রে প্রিয়ব্রত রাজা প্রথম মনুষ্মত্রে যেকপ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা করেন, তাহাই বিস্তার করিয়া কহিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মনুরপুত্র প্রিয়ব্রত, প্রজাপতি বিশ্বকর্মার বহিঃস্বতী নামে কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই ভার্গ্যাতে তাঁহার আত্মসম দশপুত্র, একাকন্যা হয়, তাহাদিগের নাম। যথা। আদ্যধু, ইধ্যাজিহ্ন, যজ্ঞবাল্ক, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, যতপৃষ্ঠ সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র, কবি, আর ইহারদিগের কনিষ্ঠা উজ্জ্বলস্বতী নামে একা কন্যা হয়। অগ্নির নামে ইহারদিগের নাম করণ করেন, তন্মধ্যে কবি, মহাবীর, সবন এই তিন জন পরিত্রাজক হন, ইহার। সহজ উর্দ্ধরেতা দার কৰ্ম্মাদি করণে বিরত, প্রিয়ব্রতের অন্য ভার্গ্যাতে উত্তম, তামস, বৈবরত নামে আরো তিন পুত্র জন্মে, তাহারা তপো-ধৰ্ম্মে লগ্ন থাকিয়া কালান্তরে মনুষ্মতরাধিপতি হন।—প্রথম জাত গণ্ড পুত্রকে এই পৃথিবী বিভাগ করিয়া দেন, তাহাতে গণ্ডদ্বীপ হয়, অম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, জৈম্ব, শাক, পুষ্কর,

হিলেন, যথা কীরোদ, ইজুরসোদ, সুরোদ, যুতোদ, কীরোদ, দধিমণ্ডোদ, শুদ্ধ জলোদ ইতি নগ্ন। ইহাদিগের পরিমাণ ক্রলশঃ দ্বিগুণ। আঘীধুকে জম্বুদ্বীপ ইন্দ্রজিহ্বাকে প্লব্বদ্বীপ, যজ্ঞ বাহুকে শাল্মলিদ্বীপ, হিরণ্যারেতাকে কূশদ্বীপ, যুত পৃষ্ঠকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, মেধাতিথিকে শাকদ্বীপ, বীতিহোত্রকে পুষ্করদ্বীপ প্রদান করেন। ইহারা সাধ্যগণের মানসী নগ্ন কন্যা বিবাহ করেন। প্রিয়ব্রত রাজা উর্জ্জ্বতী নাম্নী কন্যা " শুক্রাচার্য্যাকে প্রদান করেন, যাহার কন্যা দেবযানী। আমাদিগের অগম্য অন্য ছয়দ্বীপ, তৎপ্রস্তাব লিখিবার প্রয়োজনাভাব, শুদ্ধ জম্বুদ্বীপ ও তৎপতি আঘীধুর বংশ বিস্তার লিখিতেছি, রাজা প্রিয়ব্রত সংসারে বিতৃক হইয়া একাশীতি সহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ নির্বেদ প্রাপ্তে পুজে ভাৰ্য্যা ও রাজ্য সমৰ্পণ করিয়া বনে গিয়া ভগবদারধণা করিতে লাগিলেন।

পিতৃআজ্ঞা মন্তকোপরি ধারণ করতঃ আঘীধু পিতৃদত্ত জম্বুদ্বীপবাসী প্রজানিকায়কে তুরস পুত্রন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কদাচিত্ বন ভ্রমণে গত রাজা আঘীধু হিমালয় পর্বত দ্রোণীতে ক্রীড়মান। " পূৰ্ব্বেচিহ্নিত, নামে বরাহ্পরাকে দেখিয়া মকররাজ শরভিম্ন রুদ্র হইয়া অনেক বিনয় বচনসহকারে তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া স্ববশে আনয়ন করতঃ গান্ধৰ্ব্ব বিধি দ্বারা তাহার পাণিগ্রহণ করেন, এবং কামপরিমোহিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তৎসমভিব্যাহারে বিহারাসক্ত হইয়া থাকিলেন। তদন্তে তাঁহার নয় পুত্র হয়,

নত্যাধিন্দ্ৰাশ্বুরঞ্জিকা ।

এ নরপুত্র মাতৃ প্রসাদে বজ্র শরীর বিশিষ্ট, কোটিমন্ত সিংহ-
সম বলোপম হস্ত, তাহাদিগের নাম । যথা নাতি, কিংপুরুষ
হরিবর্ষ, ইলারূত, রম্যক, হিরণ্যায়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাণ,
ইতি । ইহারদিগকে রাজা আশীধ এই অশ্বদ্বীপকে নবধণ্ডে
বিতক্ত করিয়া দেন, পরে ত্বিনবতি বর্ষ রাজ্য সম্পদ ভোগ
করতঃ ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া পুত্রে ভাৰ্য্যাকে সমর্পণ করিয়া
ভগবদারাধনা করিতে বন প্রবেশ করেন । - এগ্রস্থে আশী-
ধের অষ্ট পুত্রের বংশ বিস্তারে প্রয়োজনাতাবপ্রযুক্ত নাতি
রাজার বংশ বিস্তার করিতেছি, প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য খণ্ডেরও
কথার উল্লেখিত হইবে, নয় খণ্ডের নাম, যথা নাতিবর্ষ,
কিংপুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলারূতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্যায়বর্ষ,
কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমাণবর্ষ, এই নয় খণ্ড । আগামী
পত্রে নাতি রাজার উপাখ্যান কথিত হইবে ।



সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

সুন্দরী কল্প ।

পরম হংসোক্তি । অরেনৎস ! ষোড়শী বিদ্যাই সুন্দরী
ইহার নানাকপভেদ, যিনি বালা ত্রিপুরা, তিনি রাজরাজে-
শ্বরী মূর্তি । দেবী ত্রিপুরা পঞ্চ প্রেতাসনা, যথা “ ব্রহ্মা বিকুশ্চ
রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ মহেশ্বরঃ । এতে পঞ্চমহাপ্রেতা দেব্যাঃ প-
ৰ্বাক বাহিনঃ ” ইতি । ব্রহ্মা, বিকু, রুদ্র, ঈশ্বর, মহেশ্বর এই

পঞ্চ শ্ৰেষ্ঠৰূপে দেবীর সিংহাসন বহন করেন । এই বচন মূলক রাজরাজেশ্বরীর ধ্যান করিয়া থাকে, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, পরমেশ্বর বাহক, তত্ত্বম্ শিবরূপের উপরিভাগে দেবী মূৰ্ত্তি স্থাপনা করিয়া পূজা করে, তদ্ব্যৰ্থে বৈষ্ণবেরা ক্লৃষ্ণ হয়, শাক্তেরা বৈষ্ণবদিগকে স্পৰ্দ্ধা করে, এতদ্ভিন্ন নাস্তিক মতাবলম্বিগণে পরিহাসও করিয়া থাকে । কলিতার্থ এইসকল তাত্ত্বিক ও পৌরাণিক তত্ত্বের স্বরূপার্থ ও স্বরূপ মৰ্ম্ম গ্রহণা ভাবে অনিপুণ ব্যক্তিরা নানা প্রকার বিতৰ্ক করে, ইহার প্রকৃত যেতাব তাহাগ্রহণ হইলে আর কোন উৎপাত থাকেনা

সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা প্রকৃতি, যিনি পরা বিদ্যা, তিনি প্রণবাকারে পরিণতা, ইহা জানাইবার কারণ ভগবন ভূতভাবন শঙ্কর জীবের সম্বিধানার্থে কপকব্যাঞ্জে কহিয়াছেন, (ভূত-বস্বঃ) এই তিন লোককে ত্রিপুর বলে, এতৎ পুরত্ৰয় ব্যাণ্ড-ময়ী যিনি, তাহার নাম ত্রিপুরা জ্ঞানশক্তি, বিশ্বব্যাণ্ড জ্ঞানকে প্রণবাকারে ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ বিরাট রূপের মহিমা বর্ণন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা মূৰ্ত্তির উপাসনার বিধি উক্ত হইয়াছে, যাহারা তৎ স্বরূপের উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইবে, তাহারা ত্রিপুরা মূৰ্ত্তির আরাধনাতেই প্রণবাবলম্বন জনিত কল ভাগী হইবেন, এই মাত্র সুউপায় করিয়া দিয়াছেন ।

এতদ্ভিন্ন শুদ্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষকজনেরা অশ্বেষণা দ্বারা নিশ্চয় করেন, জীবের আপাদ মস্তক পর্যন্ত ব্যাণ্ড প্রণব, তৎক্ষমতাকে ত্রিপুরা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন । এই শ্ৰেষ্ঠ শব্দ হুত বাচক হয়, ভূত পদে জীব, ঘটচ্ছক ব্যাখ্যান

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চক্ষাধিষ্ঠান জন্য, মূল-
ধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপুর এই
ষট্চক্র, চক্ষু ও পঞ্চভূত । যথা । “মূলধারে স্থিতা ভূমিঃ
স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে । মণিপূরে তথা তেজে । কৃদি মারুত
মেব চ । বিশুদ্ধাখ্যে তথাকাশং আজ্ঞাখ্যে চক্ষু এব চ । ইতি ,,
মূলে (৯) বীজ, লিঙ্গে (৮) বীজ, নাভিতে (৮) বীজ,
কুদরে (৮) বীজ, কণ্ঠদেশে (৮) বীজ । ক্রমধ্যে (৪)
বীজ । এই সংক্ষেতানুসারে প্রণব মাহাত্ম্য উপবর্ণিত হই-
রাছে, অর্থাৎ উপর্যুপরি বীজাধারের সংস্থা ভেদে প্রণবের
অকপার্থ সম্পাদন করিয়াছেন । নাদ বিম্বুক্রবে, তাহাতে
নাদশক্তি প্রণব রূপ । বিম্বু শিবরূপ “বিম্বু রূপঃ শিব
সাক্ষাৎ নাদশক্তি সমন্বিত ইতি ,, একারণ শিবোপরি প্রকৃ-
তিকে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত করেন । এই তত্ত্ব তত্ত্বে
তারা পতি উক্ত করিয়া রাজরাজেশ্বরীর পূজা পদ্ধতি নির্দেশ
করেন । ফলে যিনি ত্রিপুরা, তিনিই প্রণব, ইহার অন্যথা
নাই । যথা “যথা কালী তথা তারা তথৈব ত্রিপুরেশ্বরীতি ,,
যে কালী সেই তারা সেই ত্রিপুরেশ্বরী, এজ্বর্থে কালী তারার
মাহাত্ম্য বর্ণন মত ত্রিপুরা মাহাত্ম্য বর্ণন হয়, বস্তুতঃ ত্র্যকো-
পকরণ বিনির্মিত এই সকল দেবীরূপ প্রকৃত চিদম্বনাকার
সামান্য রূপের পরিগ্রহ করা যায় না ।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন ।

সদাচার লক্ষণং ।

প্রস্রাবানন্তর ও মৈথুনানন্তর, আর মল বিসর্জনানন্তর
যেকণ মৃত্তিকা শৌচ করিবে এবং যতবার যে যে স্থানে মৃত্তিকা
দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, তাহা বিস্তার করিয়া লিখিতেছি । যথা

একাং লিঙ্গে মূত্রং দদ্যাৎ বামহস্তেতু মৃদ্ভুঃ ॥

উভয়োহঁস্তয়োঃ ধেতু মূত্রশৌচং প্রকীর্ত্তিতং ॥

প্রস্রাবানন্তর লিঙ্গে একবার মৃত্তিকা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে,
বামহস্তে দুইবার, উভয় হস্তে দুইবার মৃত্তিকা দিবে, ইহার
নাম মূত্রশৌচ শাস্ত্রে কহেন ।

অথ মৈথুনশৌচ ।

লিঙ্গে দুইবার, বামহস্তে চারিবার, উভয় হস্তে চারিবার
মৃত্তিকাদিয়া ঘর্ষণ করিয়া জলদ্বারা হস্ত পাদ লিঙ্গাদি অবয়ব
সকল ধৌত করিবে ।

মলত্যাগানন্তর মৃত্তিকাশৌচ ।

একাং লিঙ্গে শুদেতিষ স্তুথা বাম করে দশ ।

উভয়োহঁস্তয়োঃ সপ্ত তিষ স্তিষঃ পদে পদে ॥

একবার লিঙ্গে, বারত্রয় গুহে, বামকরে দশবার, উভয়
হস্তে সপ্তবার, প্রতিপদে তিন তিন বার মৃত্তিকা দ্বারা ঘর্ষণ
করিবে । অনন্তর শুদ্ধজলে হস্তপাদাদি স্বচ্ছন্দ রূপে ধৌত
করিয়া পবিত্র হইবে ।

কিন্তু যে স্থানের মৃত্তিকা অইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা
ব্যক্ত করিয়া লিখিতেছি, তদ্রূপে শৌচ বিধি করিতে হইবে ।

বালুকা, ইন্দুর দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকা, অন্যের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা, গৃহলেপ মৃত্তিকা, অলঙ্ঘ্য মৃত্তিকা, কুশ মূলোৎখিত মৃত্তিকা, দুর্কা, অশ্বখ মূলোৎখিত মৃত্তিকা, এবং চতুষ্পথ, গোচারগস্থান, শস্য ক্ষেত্র, পুষ্পোদ্যান, ইত্যাদি স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া মৃত্তিকা শৌচ করিবে না, যদি করে তবে আচার ভ্রষ্ট হয়, তাহার দৈব পৈতৃাদি কোন কর্ম সুসিদ্ধ হয়না । মৃত্তিকা শৌচ বিধি গৃহীদিগের এইমত, কিন্তু বিধবা স্ত্রী, ও বৈক্যব ব্রহ্মচারীর, পক্ষে ইহার দ্বিগুণ, এতদ্ভিন্ন দণ্ডীর পক্ষে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির শৌচাচার হইতে দ্বিগুণ । স্ত্রী, শূদ্র, বালক, ও বোণীর পক্ষে নিয়ম নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গন্ধক্ষয় না হইবে, ততক্ষণ ঘর্ষণ করিবে । কোন আপদ গ্রন্থ, বা পান্থব্যক্তির স্ত্রী শূদ্রাদিবৎ জানিবে ।

অথ দন্তধাবন কাঠভেদ ।

অপামার্গ, আগ্র, আম্রাতক, করবীর, খদির, শিরীশ, জাতি, পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জুন, ক্ষীর, অম্বু, বকুল, ওড়ু, পলাশ, বদরী, পারিতত্ত, ইত্যাদি প্রশস্ত, এতদ্ভিন্ন নিষিদ্ধ, আর "সর্বং কণ্টকিনং বিনা ইতি", ইহা ব্যতীত কোন কণ্টক বৃক্ষ শাখায় দন্তধাবন করিবে না, আত্মাদি কোন পৈতৃ কর্মে, এবং কাম্য কর্মে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিষিদ্ধ, প্রবাসী পান্থ, রোগী, ও আবশ্যকীয় বিবরণ ব্যস্তজন্য দন্তকাষ্ঠ ত্যাগ করিবে । শুদ্ধ মৃত্তিকা বা করৌষতন্ম, অথবা হরিত-কাদি চূর্ণ দ্বারা দন্তধাবন করিবেক, জিহ্বা সার্জন স্বর্ণ রৌপ্য শলাকা বা পিত্তল কংসাদির শলাকা দ্বারা করিবে, লৌহ

তাম্রাদিতে করিবে না। এতদভাবে সুপরিচ্ছন্ন বংশজাত শলাকা দ্বারা দ্বিচ্ছা শোধন করিবে।

আদৌ ষোড়শ গণ্ডুষে মুখ শুদ্ধি করয়েৎ।

পশ্চাৎ দ্বাদশ গণ্ডুষেঃ শেষে দশ প্রকীর্তিতঃ ॥

প্রথম ষোড়শ গণ্ডুষদ্বারা জলে কুলকুচা করিবে, পরে দ্বাদশ গণ্ডুষ, পরিণামে দশগণ্ডুষ দ্বারা মুখ প্রকালন করিবেক।

মুখ প্রকালনানন্তরঃ সোত্তরীর বস্ত্র পরিধান পূৰ্ব্বক পাণি পাদ প্রকালন করতঃ বিষ্ণু, গণেশ ও ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া দেব ব্রাহ্মণ গো গুরু দর্শন করিবেক। অনন্তর কুশা-সনোপবিষ্ট, অথবা কমলাদি কোন বিশিষ্টাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃ সঙ্ক্যা করিবেক। সঙ্ক্যা ও বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ত্রিবিধ হয়, আদৌ বৈদিকী, পরে তান্ত্রিকী, কিন্তু শূদ্রাদির পক্ষে কেবল তান্ত্রিকী সঙ্ক্যামাত্র উপাসনীয়। বৈদিকী সঙ্ক্যা ত্যাগে ব্রাহ্মণাদিরা শূদ্রবৎ হয়, তাহাদিগের কোন কৰ্ম্ম সিদ্ধ হয় না। পাদ প্রকালন উদ্ধৃজ ঘা করিয়া করিবে না, যদি করে তবে বিনা গঙ্গা দর্শনে পবিত্র হইতে পারে না। অনন্তর সাংসারিক যে যে কৰ্ম্ম, সেসকল কৰ্ম্মে আরত হইবে, “মধ্যাহ্ন কাল সংপ্রাপ্তে পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ। „ মাধ্যাহ্নিকীং তথা কুর্যাৎ সঙ্ক্যাং তর্পণং মেব চ। „ মধ্যাহ্ন সময়ে পুনঃ স্নান করতঃ সঙ্ক্যা তর্পণাদি করিয়া, ইষ্টদেবতার পূজাদি করিবেক। যদি কৰ্ম্ম বশতঃ প্রাতঃ স্নান সঙ্ক্যা বন্দনাদি করিতে না পারে তবে গায়ত্রীজপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মধ্যাহ্ন কালেই উত্তর

কালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেও তাহাতে প্রতাবানী হইবে না। যদি মধ্যাহ্ন কালে আবশ্যকীয় কর্মের অনুরোধ থাকে, তবে সাবকাশানুসারে সাবিত্রী জপ করতঃ প্রাতঃ কালেই অপকর্ষ ব্রাহ্মবৎ মধ্যাহ্নিক কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে? তাহাতেও সে ব্যক্তি কর্ম লোপী হইবে না, এতদুভয় কালে যদি কার্য করিতে না পারে তবে মধ্যাহ্নে আহার না করিয়া সাম্নঃ কালেই ত্রৈকালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আহারাদি করিবেক। তথাপি সে পাতকী হইবেক না। যদি কেহ অলসতা বা কার্য ব্যগ্রতা, বা অজ্ঞতা, কি আভ্যুতাদি প্রযুক্ত সঙ্কোচ-পাসনায় অক্ষম হয়, তবে তিনকালে শত শত গায়ত্রী জপ করিবেক, অধিক জপে অশক্ত হইলে দশদশ বার গায়ত্রী জপ করিলেও হইবে, তদনন্তে নিরুচ্চ পক্ষে এক এক বার ও ও যথা সময়ে জপ করিবে কদাচ অজপী হইবে না, অজপী হইয়া দিনক্ষেপ করিলে সর্ব পাপাশ্রয় হয়, আর তাহার কোন কালেই পরিজ্ঞান নাই। যদি কোন কার্যানুরোধে শৌচাচমনাদি করিতে না পারে, তথাপি গায়ত্রী আদি মন্ত্র জপ করিবে, অশুচি বলিয়া তজ্জপ পরিত্যাগ করিবে না। যথা।

অশুচির্বা শুচির্কপি গচ্ছনু তিষ্ঠনু স্বপন্নপি।

মমস্ত্র স্মরণে দোষ ইতি বেদবিশেষে জপঃ ॥

অশুচি, বা শুচি হউক্ গমন করুক্ বা শয়িত থাকুক্, কিম্বা দণ্ডায় মান থাকুক্ কিন্তু গায়ত্রীাদি মন্ত্র জপে দোষ নাই, ইহা বেদবিশেষ গণেরা কহিয়া থাকেন।

কিন্তু কোন ক্রমেই গায়ত্রী জপভ্যাগ করিবে না, মনু কহি-
 রাছেন, “ গায়ত্রী মাত্র সারোপি ইত্যাদি ”, যদি কোন কর্ম
 করিতে নাপারে তথাপি ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মাত্র জপেই সর্ব
 কর্ম্য হইয়। এত সুলভ সত্ত্বেও যাহারা স্বধর্ম ত্যাগী হয়,
 তাহারা পামর, পাষণ্ড, আত্মঘাতী, গৃধ্র, কুকুর, এবং শূদ্র
 যবনাদির মধ্যে গণ্য জানিবে। কালানুসারে মনুষ্যদিগের ধর্মে
 জনসভা অন্যমহর্ষিগণেরা সংক্ষেপ রূপে উপায় করিয়া গিয়া-
 ছেন, অর্থাৎ সত্যত্রেতা দ্বাপরাদিতে যে আচার তাহা ক্রমিত
 সম্পন্ন হইতে পারেনা, এবিধায় কলির ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্ষেপ
 হয়, কিন্তু সম্যক্ অঙ্গ হয়না বলিয়া ভ্যাগ করিতে হই-
 বেনা, ইহাই বেদেরমত, ইহা জানিয়াও স্বধর্ম ত্যাগের
 প্ররুতি করায় নরক হয়, বিশেষ রূপ না হউক সামান্যানুষ্ঠানেও
 স্বধর্ম রক্ষা হয়, যেব্যক্তি সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে পারে সে
 অবশ্যই করিবে, যাহারা তাহা না পারিবে, তাহারা সংক্ষেপেই
 ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক,। অপর আত্মকানন্তর যৎযৎকর্ম
 কর্তব্য তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।



অথ তুলসী মাহাত্ম্য।

সাল্যধারণ বিধি।

ভক্তঃ কৃষ্ণার্চিতা মাল্য ধারয়ে তুলসীপলৈঃ ।

পদ্মাত্মক তুলসী কাট্টৈঃ কটলধাত্মাশ্চ নির্মিতাঃ॥

ইতি ভগবদ্ভক্তি বিলাসঃ ।

তুলসী পত্র নির্মিতা মালা, অথবা পদ্মান্ধমালা, কিম্বা
তুলসী কাষ্ঠ নির্মিতা বা আমলকী কল নির্মিতা মালা কণ্ঠে
ধারণ করিবে ।

ধারয়ে তুলসী কাষ্ঠ ভূষণানিচ বৈকুণ্ঠঃ ।

মন্ত্ৰকে কর্ণয়ো কীৰ্ত্তনোঃ করয়োচ্চ যথারুচিঃ ॥

বৈকুণ্ঠ গৃহী অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্ৰোপাসকবাস্তি তুলসী কাষ্ঠ
নির্মিত ভূষণাদি মন্ত্ৰকে, বা কর্ণদ্বয়ে, কি হস্তদ্বয়ে, ও বাহু
মূলে যথা রুচি ধারণ করিবে ।

সংনিবেদ্যেব হরয়ে তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবাং ।

মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধন্তে সর্বভাগবতোক্তমঃ ॥ ইতি ॥

স্কন্দপুরাণং ॥

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতা মালা ঈকুণ্ঠকে নিবেদন করতঃ পশ্চাৎ
যে ব্যক্তি স্বয়ং ধারণ করে, সেই ব্যক্তিই ভাগবত শ্রোত্ব ।

কুণ্ঠে অনর্পিত মালা ধারণ নিষেধ ।

হরয়ে নার্পয়ে দ্বন্দ্ব তুলসীকাষ্ঠ সম্ভবাং ।

মালাং ধন্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ সযাতি নরকং ক্রুবং ।

স্কান্দে ।

ঈকুণ্ঠকে অর্পণ না করিয়া তুলসীকাষ্ঠ নির্মিতা মালা যে
মূঢ় স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ করে, সেই পাপাত্মা সে মালা ধারণ
করিয়াও নিশ্চিত নরকে গমন করে ।

অথ মালা শোধন ।

ক্যানিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমজ্জেন সস্তিতাং ।

গায়ত্র্যা চাক্ষুর্দ্ব্যভি সস্তিতো ধূপয়েচ্ছতাং ॥

বিধি৭ পরয়াভজ্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ॥

পঞ্চগব্য দ্বারা ক্যালন করতঃ মূলমন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ ক্লীং বীজদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে, এবং মালার উপর অষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপ দ্বারা পুনরভিমন্ত্রিত করিবে, অনন্তর তন্নিকটে ধূপ প্রজ্জ্বালিত করিবে এবং বিধি পূর্বক পরম ভক্তি দ্বারা সদ্যোজাত মন্ত্রে পূজা করিবে। সদ্যোজাত, পদে শিবমূর্ত্তি বিশেষের মন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ হৌবীজে পূজা করিবে!

মালা ধারণ মন্ত্র ।

তুলসী কাষ্ঠ সমুত্তে মালে কৃষ্ণজন প্রিয়ে ।

বিভর্নি দ্বামহং কণ্ঠে কুরুমাং কৃষ্ণবল্লভং ।

হে তুলসী কাষ্ঠ সমুত্ত মালে! হে কৃষ্ণভক্ত প্রিয়ে! আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত করহ ।

ষম্মাত্তং বল্লভা বিবেশ নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়া ।

তথামাং কুরুদেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ং ॥

হে তুলসী মালে! হে দেবেশি! যেমন তুমি শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা, এবং নিত্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রিয়তমা, সেইরূপ আমাকেও নিত্য বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তের প্রিয়তম করহ ।

মালাশব্দ ব্যাপত্তি ।

মালে মাধাতুরুদ্ভিকৌ লাদীনে হরি বল্লভে ।

ভক্তেভ্যশ্চ সমন্তেভ্য স্তেন মালা নিগদাতে ॥

হে মালে!—মা শব্দে উদ্ভিক্ত কল মূর্ত্তি, হে হরিবল্লভে! মা শব্দে দান, ইত্যার্থে সমস্ত ভক্তগণকে উদ্ভি শ্য মূর্ত্তিকল প্রদান

কর, এজন্য সকলে তোমাকে মালা শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকি।

এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবন্ধাসাং কৃষ্ণগলৈর্গিতাং।

ধারয়েদৈককষো যোটেব সগচ্ছেৎ পরমং পদং ॥

এই প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণগলে অর্পণ করতঃ যে বৈকুণ্ঠ তুলসী কাষ্ঠ সংভবা মালা স্বকণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি দেহাবসানে তদ্বিকুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবে।

ধারয়ন্তি ন বে মালাং হেতুনাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।

নরকাম নিবর্তন্তে দক্ষাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥ ইতি

গরুড়পুরাণং।

যে সকল হেতুবাদ কুশল পাপবুদ্ধি জোঁকেরা তুলসাদি বিহিতা মালা কণ্ঠে নিত্য ধারণ না করে। বিহিতা মালাপদে খাত্তী বিলুপ্ত তুলসাদি মালা কণ্ঠে ধারণ না করে, তাহারা নিরন্তর নরক হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারেনা এবং নিরন্তর হরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়।

ন অহাতুলসী মালাং যুক্তো যচ্চার্চয়ে করিং।

বদয়ং করোতি তৎসর্গ মনস্ত ফলদং ভবেৎ। ইতি।

শ্রীমদে।

যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতা মালা ত্যাগ না করিয়া, মালা-যুক্ত হইয়া হরির অর্চনা করে, এবং ভক্তিস্নেহে যে যে পুণ্যাদি কর্ম করে, তাহার তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হয়, অর্থাৎ অনন্ত যে আত্মাত্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত হয়।

যেকণ্ড সত্ত্ব তুলসী ললিনাক্ষ মালা যে বাই

দ্বন্দ্বপরিচিহ্নিতং যতঃ ॥ যে বা ললাট কাকু

সরলোদ্ধিপুত্র ! স্তে বৈকবা ভুবন মাণ্ডপরিভ্রমন্তি । ইতি

নারদীয়ং ।

যে সকল ব্যক্তি তুলসীকান্ঠ মালা এবং পদ্মবীজাদি নির্মিতা মালা কণ্ঠে ধারণ করেন, যে সকল ব্যক্তির বাহুমূল শংখ চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত হয়, যাহাদিগের ললাটদেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক শোভা পায়, সেই সকল পবিত্র চিহ্নধারি বৈষ্ণবগণেরা পাদম্পর্শন দ্বারা স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি লোকত্রয়কে আশু পবিত্র করেন ।

ভূজযুগমপি চিহ্নৈ রক্ষিতো যস্য বিষ্ণোঃ পরম

পুরুষনাম্নাং কীর্তনং বসাবাচি । ঋজুতম মপিপুণ্ড্রং

মহত্বে বস্য কণ্ঠে সরগিজ মণিমালাং বসাতস্যাম্মি দাসঃ ॥

যে কৃষ্ণভক্তের ভূজ যুগল বিষ্ণু চিহ্নে চিহ্নিত হয়, অর্থাৎ শংখ চক্র গদা পদ্মাদিতে চিহ্নিত কি তন্মামাক্ষিতই বা হউক, আর যে ব্যক্তি নিম্নতবাক্যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীৰ্ত্তন করেন, এবং সরলতম উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকে যার মস্তক পরিশোভিত হয়, অপর সরসিজ বীজাদি মালা মণ্ডিত যাহার কণ্ঠদেশে, আমি সেই কৃষ্ণভক্তের দাস, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তের দাস্যাভিলাস করি ।

তুলসী কান্ঠ মালাঞ্চ কণ্ঠস্থানং বহতেতু যঃ ।

অপ্যাশৌচোপান্যাতারো মানবাঃ শুচিরেধসঃ ॥ ইতি ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরং ।

তুলসীকান্ঠ সজ্জ্বতা মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে বহন করে, সেই মানব অন্তর্গত বা অনাচার হইলেও পরম শুচিত হয় ।

ধাত্রীকল কৃতামালা তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবা ।

দৃশ্যতে বসাদেহেতু সর্বৈভাগবতোত্তমঃ ॥ ইতি ।

স্বাক্ষে ।

ধাত্রী কল অর্থাৎ আমলকী কল নির্মিতা, বা তুলসীকাষ্ঠ সম্ভূতা মালা বাহার দেহে দৃশ্য হয়, সেই নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ।

‘তুলসী দলজাঃ মালাঃ কাষ্ঠজাম্বা বিশেষতঃ ।

বহস্তি কণ্ঠে যে বর্ণা স্তে নমস্যা দিবৌকসাঃ ॥

তুলসী দলজা বা কাষ্ঠজা মালা ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণ কণ্ঠে ধারণ করে, তাহারা দেবতাদিগেরও ব্রহ্মস্যা হয়েন ।

তুলসীকাষ্ঠ দলজামালা ধাত্রী কৃতাপিবা ।

দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্বিষ্ণুসেবিনাং ।

তুলসী কাষ্ঠ ও দলজা মালা, এবং আমলকীকল প্রথিতা মালা পাপিদিগেরও মুক্তি প্রদান করেন, তাহাতে বিষ্ণুসেবি বৈষ্ণবের কথা আর কি কহিব ? ।

যঃ পুন স্তুলসীমালাং কৃৎ কণ্ঠে জনার্দিনং ।

পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতিপ্রতি পুষ্পং গর্ভাবুতং ॥

যে ব্যক্তি তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণ করতঃ জনার্দিন ত্রীকূটের পূজা করেন, তৎসম্বন্ধে প্রতি পুষ্প দানে এক এক অযুত গোদানের কল প্রাপ্তি হয় ।

যাবল্লুচন্তি কঠহা ধাত্রী মালা নরসাহি ।

তাবন্তন্য শরীরেহু শ্রীভ্যালুচতি কেশবঃ ॥

যে কাল পর্যন্ত আমলকী প্রভৃতি পুরোক্ত মালা সকল যে মনুষ্যের শরীরে লুপ্তি হইল, তাৎকাল তৎ শরীরে শ্রীতি পূর্বক ত্রীকূট অতিলুপ্তি হইল ।

স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্ত্রীমালা করে নুণাং ।

তাবৎবর্ষ সহস্রাণি বসতে কেশবা লয়ে ।

করস্থ ধাত্ত্রী মালা বিশিষ্ট মনুষ্যাদিগকে যে ব্যক্তি স্পর্শ করে, সে ব্যক্তির গাত্রে যত লোম সংখ্যা ততকাল ত্রীকুণা লয়ে তাহার বাস হয় ।

যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্ত্রীমালাং কলৌনরবঃ ।

তাবদাংগ সহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতি ভবেৎ ॥

কলিযুগে মনুষ্য মাত্র যে সকল দিন ধাত্ত্রীমালা কণ্ঠে বহন করে, সেই দিন পারিরাণে প্রতিদিনে সহস্র যুগ সংখ্যায় তাহার বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুলোকে বাস হয় ।

মালা যুদ্ধাঞ্চ যো নিত্যং ধাত্ত্রী তুলসী সম্ভবৎ ।

বহতে কণ্ঠদেশে চ কংপ কোটি দিবং বশেৎ ॥

যে ব্যক্তি আমলকী ও তুলসী কার্ঠ সম্ভূতা এই মালাদ্বয় কণ্ঠে ধারণ করে, সেই ব্যক্তির কোটি কংপ পরিমাণে স্বর্গাখ্য বিষ্ণুলোকে বাস হয় ।

তুলসীদলজাং মালাং কৃষ্ণোত্তীর্ণাং বহেত্তুরঃ ।

পত্রে পত্রেহৈব মেধানাং দশানাং লভতে ফলং ॥ ইতি

গারুড়ঃ ।

তুলসীদল সম্ভূতা মালা, ত্রীকুণ গলদেশে হইতে উত্তীর্ণা হয়, সেই মালা যে ব্যক্তি স্বীয় কণ্ঠদেশে ধারণ করে, তাহার প্রতিপত্রে দশ দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।

তুলসী কার্ঠ সম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ ।

কল যচ্ছতিঃ দৈত্যারিং প্রত্যঃ দারকোস্তব ॥

তুলসী কাৰ্ঠ সন্তবা মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে বহন করে, তা-
হাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ দ্বারকা দর্শন স্পর্শনাদি অনিত কল
প্রদান করিয়া থাকেন ।

বহতে যো নরো ভক্তা তস্য বৈনাশ্তি পাতকং ।

সদা শ্রীত মনা স্তস্য কৃষ্ণোদেবকী নন্দনঃ ॥

তুলসী কাৰ্ঠ নিম্নিতা মালা যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্বক একান্ত
ধারণ করে, তাহাতে তাহার কোন পাতক থাকে না, তাহার
প্রতি সর্বদা দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীত মনা হন ।

তুলসী কাঃ সন্তুতাং যোমালাং বহতে নরঃ ।

প্রায়শ্চিত্তং মতস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে ॥

তুলসী কাৰ্ঠ সন্তবা মালা যে ব্যক্তি নিম্নত কণ্ঠে বহন করে,
সে ব্যক্তির আর কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না,
মৃত্যুকাদি কোন অশৌচ তাহার শরীরকে স্পর্শ করিতে
পারেনা ।

তুলসী কাঃ সন্তুতাং যোমালাং বহতে নরঃ ।

তুলসী কাৰ্ঠ সন্তুতাং শিরসো বাহু ভূষণং ।

বাহুবা করেচ মর্তাস্য দেহেতস্য সদাহরিঃ ॥

তুলসী কাৰ্ঠ সন্তবা মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে ধারণ করে, এবং
তুলসী কাৰ্ঠ সন্তুত বহুবিধ ভূষণ করে, আর বাহুশূল ও কর
যুগলে তুলসী কাৰ্ঠ মালা ধারণ করে, সেই মনুষ্যের শরীরে
শ্রীহরির সর্বদা অধিষ্ঠান হয় ।

প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন শীমতা ।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত। হইয়া পাকুরিয়াঘাটীর
শ্রীমত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বক্টন হয় ।

কলিকাতা চৈত্রপুর রোড, বটভাঙ্গা ২৪৬ নং ভবনে

বিহারদত্ত বস্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন্ন দ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড ।



সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকোশেয় বস্ত্রং ।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিত্তিকদিতং নন্দস্থলুংপরেণং ।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিত্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৭ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ কার্তিক

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

আগ্নীধু রাজার পুত্র নাভি, স্ববর্ষাধিপতি হইয়াও অন্যান্য
বর্ষাধিপতি ভ্রাতাদিগকে স্ববশে রাখিয়া তত্ত্বৎ বর্ষের উপর
আধিপত্য করিতে লাগিলেন। নাভি রাজার উদার্য্য গুণে
আপৌর সর্বজন সম্মিধানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ব্যাধ

হইল, নাভিহুল্য রাজা হয় নাই হইবেনা, এইরূপ ঘোষণা সকলেই করিতে লাগিলেন ।

কৌতুহলকর্ম রাজর্ষে নীতেরদচরং পুমান্ ।

অপত্যতা মগাং যস্য হরিঃ শুক্লেন কর্মণা ॥ ইতি

ভাগবতং ।

এই অগভীতলে এমন পুরুষ কে আছে, যে রাজর্ষি নাভির সদৃশ কর্ম আচরণ করিতে পারে? যাহার পরিশুদ্ধ কর্ম শুনে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং পূজতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

নাভিরাজা একাশীতিসহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করতঃ স্বপুত্র ঋষভ দেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বদরিকাশ্রম প্রবেশ পূর্বক তপোধর্ম্যে লগ্ন হইলেন, প্রাপ্ত রাজাঋষভ, পূর্বের উপ-নয়নানন্তর গুরুকূলে বাস করতঃ গুরু কর্তৃক লঙ্কবর হইয়া গৃহমেধীর ধর্ম্মানুষ্ঠানকরণার্থে ইক্ষ্বকন্যা জয়ন্তীর পাণি-গ্রহণ করেন, সেই ইক্ষ্বদন্তা জয়ন্তীতে তাঁহার একশত পুত্র হয় । সকলের জ্যেষ্ঠ মহাযোগী রাজর্ষি ভরত, যাহার নামে এই নাভিবর্ষ বিখ্যাত হয়, অর্থাৎ অদ্যাপি সকলে ইহাকে ভারত বর্ষ বলেন । অপর নবনবতি জন মধ্যে কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রবিড়, চমস, করতাজন, ইত্যাদি নয় পুত্র ভাগবত ধর্ম্মযাজন করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে নয়ভাগ করতঃ এক এক ভাগে আশ্রম করিয়া ভগবতুপাসনার নিবৃত্ত হইলেন, সেই নয় খণ্ডের নাম, গর্ভ, ত্রিগর্ভ, রক্ষ, তাপস, কৈরাত, ব্রজ, ব্রজাবর্ত, ব্রজর্ষি, আর্ষাবর্ত, এই ভারতবর্ষে পূর্বের বিবুক্রান্ত, রথক্রান্ত, অশ্বক্রান্ত, ইত্যাদি

তিনখণ্ড তন্মধ্যে রথক্রান্ত অর্থাৎ সূর্য্যারিক খণ্ডে রক্ষণতাপস, অশ্বক্রান্তে গর্ভ, ত্রৈগুণ্ড, বিষ্ণুক্রান্তে ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মর্ষি, আর্য্যা-বর্ত, কৈবাত এই নয় খণ্ড তিনখণ্ডে হয়, কিন্তু আর্য্যাবর্ত, ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মাবর্ত এই তিন খণ্ডের অপর নাম কুমারিকা, খণ্ড হয়, অর্থাৎ উত্তর হিমালয়, পূর্ব ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম গান্ধারদেশ, দক্ষিণ কুমা-রিকা অন্তরীপ । এক্ষণে ইহাকেই লোক হিন্দুস্থান বলে, ইতঃ-পূর্ব বলিষ্ঠ যবনেরা হিন্দুস্থানের পশ্চিম গান্ধারাদি অনেক দেশকে অধিকার করিয়া অপগণ, গান্ধারাদি দেশকে যবন রাজ্যে ভুক্ত করিয়া লয়, কেবল সিন্ধুনদীর পূর্বপার অব-ধিকে হিন্দুস্থান বলিয়া খ্যাত করে ইদানীং ইউরোপীয়ান পুরুষেরা শুদ্ধ হিন্দুস্থানমাত্রকেই ভারতবর্ষ বলিয়া, ইহার অতিশয় রূপে প্রচার বাহুল্য করিয়া তুলিয়াছেন, পুরাণভা-নুসন্ধারি প্রাচীন পণ্ডিতগণেরা উপরি উক্ত সমস্ত খণ্ডকেই ভারতবর্ষের মধ্যে ধৃত করিয়া গিয়াছেন ।

যথা কুর্মবামন পুরাণাদিষু ।

পূর্বেকিরাত্তা যাসামনু পশ্চিমে যবনাঃস্থিতাঃ ।

অক্সা দক্ষিণতোজ্জেরা স্তুরস্কাস্তপি চোত্তরে ॥

পূর্বভাগে কিরাতাদিজাতির বাস, পশ্চিম ভাগে যবন জাতিয়ের বাস, দক্ষিণে কচাদি অক্সজাতির বাস, উত্তরভাগে তুরস্কজাতিয়ের বাস, এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের দিকত্রয়ে আরও বহুবিধ উপদ্বীপ আছে, তন্মধ্যে প্রধান নয় উপদ্বীপ, যথা—উক্ত পুরাণে লিখিয়াছেন ।

ভারতখাস্ত বর্ষস্ত নবভেদান্নিশাময়ঃ ।

ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরমানু ভামুনর্গো গভাস্ত্রিমানু ।

নাগদ্বীপঃ কটাহন্ত সিংহলো বারুণ স্তথা ।

অয়ন্ত নবমন্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ ।

কুমারাখ্য ইতি গ্রাহ দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমঃ ।

ডমরুকৃত মধ্যাচ্চ দ্বীপোমাহেয় সংজ্ঞকঃ । ইতি ।

এই ভারতবর্ষের নব সংজ্ঞায় উপদ্বীপ ভেদ প্রবণ করহ । পশ্চিমে ইন্দুদ্বীপ, তাহাতে চন্দ্রবর্ণ শুক্লমানবের বাস, কশে-
রুমান দ্বীপ, তাম্রবর্ণ দ্বীপ, নাগদ্বীপ, লঙ্কাদ্বীপ, সিংহলদ্বীপ,
বারুণদ্বীপ, মরীচিদ্বীপ, অপর কুমারাখ্যদ্বীপ, ঐ কুমা-
রাখ্যদ্বীপ অতি বৃহৎ ডমরুন্যায় মধ্য মূলক দক্ষিণে উত্তরে
লোকের সমান বসতি, চারিদিকে সাগরসংবৃত, পূর্বে পশ্চি-
ত-গণেরা তাহাকে মাহেয় বলিয়া খ্যাত করেন, অর্থাৎ রাবণপুত্র
মহীর রাজধানী, । পশ্চাৎ ভূগোল বৃত্তান্তে এতদাখ্যান
স্পষ্টরূপে লিখিত হইবে ।

অপর ঋষভদেবের, আরও নয় পুত্র আপন২ নামে নব দেশ
নির্মাণ করেন, যথা কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু,
ভদ্রনেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ ও কৌকট, এই নবদেশ কুমারিকা
খণ্ডের মধ্যে বিখ্যাত হয়, এতদ্ভিন্ন অনেকানেক দেশও ক্রমে
বিনির্মিত হয়। অপর অবশিষ্ট একাশীতি পুত্র বিশুদ্ধ কর্ম্মশীল
ব্রহ্মধর্মী হইয়া পিতার আদেশানুসারে কুশস্থলীতে যজ্ঞ কর্ণে
বৃত্ত হইলেন, কালে তাঁহারা দেব প্রসাদে ব্রাহ্মণ হন। ঋষভদেব
অজগর বৃত্তি গ্রহণে নিরতিশয় পরমানন্দ সম্ভোহ পাথোদি
সলিলে নিমগ্ন হইয়া সর্ব বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইলেন। তাহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত এই রাজ্য রক্ষা করণে অভিষিক্ত হন ।

অনন্তর ভরত বিশ্বকপ কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন, সেই পঞ্চজনী গর্তে তাঁহার পঞ্চপুত্র হয়, তাহাদের নাম । সুমতি, রাষ্ট্রভূত, সুদর্শন, আবরণ, ধুমকেতু । ঋষতপুত্র পিতামহ নাভির এই বর্ষকে সম্যক ধর্ম্মে প্রতিপালন করেন, এবং ভগবদ্ভূতদেশে বহুবিধ যজ্ঞকর্ম্মও সম্পাদন করেন, অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ, সোম-যাগ প্রভৃতিতেই সকল সময় যাপন করিয়াছেন ।—সেই যজ্ঞকালে পরম ব্রহ্ম ভগবানে তাঁহার নৈষ্ঠিকী রতি জন্মে । সেই নির্ভাজন্য তাঁহার কুৎসুপুত্রীক মধ্যে পরব্রহ্ম ভগবান্ বামুদেব স্বরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, মহারাজা ভরত তদ্বর্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া বহু অযুতবর্ষ রাজ্য ভোগ করেন । যথা ভাগবতে ।

এবং বর্ষাযুত সহস্র পর্য্যস্তাবসিত কর্ম্ম নির্কীণাবসরোধি
ভুজ্যামানঃ স্বতনয়েভো । রিকথং পিতৃ পৈতামহং যথা-
দায়ং বিতল্য স্বয়ং সকল সম্পন্নিকেতাং পুণহাশ্রমং
প্রবরাজ ॥ ইতি ।

এইরূপে মহারাজা ভরত অযুত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রাজধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া নানা প্রকার যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, সহস্র পদে বহু, অযুত শব্দে দশ সহস্র অর্থাৎ বহু সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া কর্ম্ম নির্কীণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ পিতামহোপার্জিতধন পুত্রগণকে বিতক্ত করিয়া দিয়া এবং ষোষ্ঠ পুত্র সুমতিকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া, আপনি সর্ব সমৃদ্ধিবৃদ্ধ গৃহ হইতে নির্গত

হইয়া তপস্যার্থে পুলহাশ্রমে গমন করেন। মহারাজা ভরতের গণ্ডকীতীরে শালগ্রাম তীর্থেবাস, ও হরিণী শিশু প্রতিপালন, ও দেহাবসানে হরিণজন্ম, অনন্তর জড় রূপে ব্রাহ্মণ গৃহে আবির্ভাব এবং সিন্ধুশৌবারাধিপতি রত্নগগরাজাকে যোগ উপদেশকরণ বিষয়ের যে সকল পরমার্থকরী কথা আছে, সে সকল কথার এ স্থলে আবৃত্তি করিবার কোন প্রয়োজন হইল না, যে হেতু ইহাতে তৎ প্রসঙ্গের সংকল্প বিরহ।

একণে ভরতের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতির আখ্যান লিখিতেছি। পঞ্চজনীর গর্তজাত ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমতি, তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াও পাষণ্ড ধর্মকে আশ্রয় করিলেন, অর্থাৎ আন্তরিক নিষ্ঠা শূন্য হইয়া পিতামহ ঋষভদেবের পদবী গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া বেদধর্মের বহির্ভূত আচারে প্রবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপীয়সী প্রবৃত্তিই জৈন ধর্ম প্রতিপাদিকা হয়, সেই ধর্ম কলিতে প্রবর্ত্তমান হইবে ইহাই তাঁহার ১৭ সংকল্প। সেই সুমতি বুদ্ধসেনা নামে বরারোহা কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে দেবতার্কিৎ নামে এক পুত্র হয়, পিতার অবর্ত্তমানে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া দেব যজ্ঞাদির বিশেষ ব্যাঘাত করেন, আনুরী নামে তাঁহার সহধী, তদগর্তে দেবছায় নামে এক পুত্র জন্মে, তিনিও বহু সহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ খেদুমতী নামী পত্নীতে পরমেষ্ঠী নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। পরমেষ্ঠীর পত্নী সুবর্ত্তসা, তদগর্তে প্রজীহ নামে তাহার পুত্র হয়, আপনি পঞ্চাশৎ

সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করতঃ পরমেশ্বকে রাজ্য প্রদান-
পূর্বক পরলোক গামী হন, এতীহ অধ্যায় তত্ত্ব বিদ্যায় নিপুণ
হইরাছিলেন, তিনি সংশুদ্ধচিত্তে ভগবানের আরাধনা
করণ পূর্বক স্বধর্ম্মে সম্যক রাজ্য প্রতিপালন করেন।
এতীহের পত্নী সুবর্চলা, তদগর্ত্রে' এতীহের তিন পুত্র জন্মে,
তাহাদিগের নাম। তথা।—প্রতিহর্ভা, আজা, অকোবিদ,।
ত্রিংশৎবর্ষ সাহস্ররাজ্য করিয়া এতীহ জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতিহর্ভাকে
রাজ্যভিষিক্ত করতঃ তপস্কার্থ বন গমন করেন। প্রতি
হর্ভার পত্নী স্তুতি, তাহার গর্ত্রে' অজভুমা নামে তাহার
এক পুত্রোৎপন্ন হয়, প্রাপ্ত বয়সে প্রতিহর্ভা পুত্রে রাজ্য ও
দারা সমর্পণ করতঃ ভগবদারাধনা হেতু হিমালয় গিরি
গঙ্ঘরে প্রবেশ করেন। অজভুমার পত্নী ঋষিকুল্যা।
তাহাতে অজভুমার উদগীথ নামে এক সন্তান জন্মে, অজভুমা
ভুক্ত ভোগাবসানে উদগীথকে রাজ্য সমর্পণ করতঃ স্বর্গত
হন। উদগীথের পত্নী দেবকুল্যা, তদগর্ত্রে' প্রস্তাব নামে পুত্র
জন্মে, উদগীথ অনেক অব্যতবর্ষ রাজ্য করণান্তর প্রস্তাবকে
রাজ্যে ভিষিক্ত করিয়া কালধর্ম্মে অধি গমন করিয়া-
ছিলেন।



অথ গৃহস্থধর্ম্মান্তর্গত।

আশ্রম ধর্ম্মকথন।

সবৌক্তিক আশ্রম ধর্ম্ম পূর্বক কথিত হইরাছে, অধুনা পরি-
শিষ্ট ভাগে সেই কথা চর্কিত চর্কণায় পুনঃ বর্ণন করিতেছি,

ইহাতে যত্নাশ্রমাদির বিশেষ বর্ণন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্ম ও সদাচারাদি সুপ্রকটিত হইবে। যথা ভাগবত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা লিখিতেছি। মহারাজাযুধিষ্ঠির ভগবান নারদকে প্রশ্ন করেন। যথা।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতৃনিষ্ঠ্যামি নৃণাং ধর্ম্ম সনাতনং।

কর্মাশ্রমাচারযুক্তং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরং ॥

হে মুনে! হে ভগবন্! মনুষ্যদিগের যে ধর্ম্ম সনাতন, সেই বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি, যদনুষ্ঠানে পুরুষ পরমজ্ঞানকে লাভ করিতে পারে।

ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষা দাস্তজঃ পরমেষ্ঠিনঃ।

সুতানাং সম্মতা ব্রহ্মং স্তুপোবোগ সমাধিভিঃ।

হে ব্রহ্মন্! আপনি পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ উত্তম, তপস্যা এবং যোগ সমাধি দ্বারা অন্য পুত্রাদি হইতে আপনি তাঁহার সম্মত পুত্র হইবেন।

নারায়ণ পরা বিপ্রা ধর্ম্মগুহ্যং পরং বিদুঃ।

কল্পণাঃ সাধবঃশাস্তা স্তুধিধা ন তথাপরে ॥

নারায়ণ পরায়ণ বিপ্রসকল গোপনীয় পরমধর্ম্মকে জানেন, এবং শাস্ত্র সাধুলোক সকল কল্পণাবেদী হইবেন, কিন্তু ভবদ্বিধ সর্ব ধর্ম্মজ অপরে কেহই নহেন ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

নম্বা ভগবতে হ জায় লোকানাং ধর্ম্ম সেতবে।

বক্ষ্যে সনাতনং ধর্ম্মং নারায়ণ মুখাং প্রভং ॥

হে রাজন্ ! ভগবান অজ অব্যয় এবং সমস্ত ধৰ্ম্মের
সেতু স্বরূপ, সেই নারায়ণকে নমস্কার করতঃ আমি
সনাতন ধৰ্ম্ম কহি, যাহা পূৰ্বে নারায়ণের মুখে শ্রবণ
করিয়াছিলাম ।

যৌহবতীৰ্য্যাস্নোহংশেন দাক্ষায়ণ্যন্ত ধৰ্ম্মতঃ ।

লৌকিনাং স্বস্তয়ে ইত্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে ॥

যে নারায়ণ ঋষি দাক্ষায়ণীর গৰ্ভে ধৰ্ম্মের ত্তরসে পরমাত্মা
নারায়ণের অংশে অবতীর্ণ হইয়া লোকের কল্যাণের নিমিত্ত
একণেবদরিকাশ্রমে পাতোধৰ্ম্মে সংলগ্ন আছেন ॥

ধৰ্ম্মমূলংহি ভগবান্ সৰ্ব্ববেদময়ো হরিঃ ।

স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ বেন চাত্মা প্রসীদতি ॥

ভগবান নারায়ণ যিনি সৰ্ব্ববেদময় হইলেন, তিনিই সৰ্ব্ব
ধৰ্ম্মেরমূল জানিহ, এবং তদ্বিদ অর্থাৎ বেদধৰ্ম্মবিৎজনগণেরা
সেই হারিকেই ধৰ্ম্মমূল বলেন, যে ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে
আত্মার পরিভূষ্টি হয় । এবং যাজ্ঞবল্ক্যও কহেন । যথা ।

শ্রুতিঃস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যাচ শ্রিয়নাত্মনঃ ।

সম্যক্ সংকল্পজঃ কামো ধৰ্ম্মমূলমিদং স্মৃতং ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতি আর তদুক্ত সদাচার যাহাতে আপনার
প্রিয় হয়, এবং তদাচার বিশিষ্ট সম্যক্ সংকল্পজ কৰ্ম্ম, ইহাই
ধৰ্ম্মেরমূল জানিহ ॥ মনুও কহিয়াছেন । যথা

বেদোহবিদো ধৰ্ম্মমূলং স্মৃতিশীলোচ তদ্বিদাং ।

আচারটেষু সাধুনা মাত্মন স্তুষ্টিরেব চ ॥

বেদবিৎ স্মৃতিশীল ব্যক্তির কহিয়াছেন, যে সমস্তধৰ্ম্মের
মূলবেদ, তদুক্ত সদাচার দ্বারা আত্মার ভূষ্টি হয় ।

সত্যং দয়া তপঃশৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমোদমঃ ।

অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আৰ্জ্জবৎ ।

সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা গ্রামোহোপারমঃ শনৈঃ ॥

নৃণাং বিপর্য্যয়ে হেক্ষা মৌন মাস্ত্রবিমর্শনং ।

অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ বথাহিতঃ ।

তেয্যাস্থ দেবতা বুদ্ধিঃ স্মৃতরাং নৃষ্যপাণ্ডবঃ ॥ ইতি ।

এ তাবৎ নর মাত্রেয় সাধারণ ধৰ্ম্ম সুধিষ্ঠিরকে নারদ
কহিতেছেন । সত্যবাক্য কথন, সৰ্ব্বজীবে দয়া করণ, তপঃ
একাদশী প্রভৃতি উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোধন, শাস্ত্রোক্ত
সদাচরণ, তিতিক্ষা, শীতোষ্ণাদি সহন, ঈক্ষা, যুক্তাযুক্ত
বিবেচনা, শমঃ, মনেরসংযমঃ, দমঃ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন,
অহিংসা, বৈধ হিংসেত্তরহিংসা নিবারণ, ব্রহ্মচর্য্য, স্ত্রী অক্
তাস্মলাদির অপরিগ্রহ, অথবা স্বদারভিন্নস্ত্রী পরিত্যাগাদি,
ত্যাগ, যথোচিত পাত্রে শাস্ত্রসিদ্ধ ধনাদির প্রতিপাদন,
স্বাধ্যায়, যথোচিত বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্রাদি জপঃ । সন্তোষ,
দৈবলক্ক রুত্তিতেই অলংবুদ্ধি অর্থাৎ তুষ্টিলাভ করণ, সম-
দৃক্ সেবা, সৰ্ব্বজীবে সমদর্শী এমত সাধুর সেবা । গ্রামো
হোপারম, ইন্দ্রিয় প্রবর্তক কৰ্ম্মসকলের চেষ্টা নিরুত্তি ।
বিপর্য্যয়েক্ষা, নিষ্কল ক্রিয়ার অননুদর্শন, মৌন ব্রথা লাপের
নিরুত্তি, আত্মবিমর্শন, দেহাদিব্যাতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান ।
অন্নাদির সংবিভাগ, সম্যক্ পরিবারাদির আহার প্রদান,
এবং সৰ্ব্বজীবে অন্নদান, অর্থাৎ এ সকল দৈবজ্ঞানে আত্ম
বুদ্ধিতে সম্পন্ন করিবে, ইহারই নাম ধৰ্ম্ম । এতদ্ব্যতীত
ভগবদ্ধৰ্ম্ম আরও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন ।

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতীং গতেঃ ।

সেবেজ্যাবনতি দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং ॥

বৃণাময়ং পুরোধৰ্ম্মঃ সৰ্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ ।

ত্রিংশলক্ষণ বান্ৰাজনু সৰ্ব্বা আ যেন তুম্যতি ॥ ইতি ।

ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, তৎ স্মরণ, সেবা, পুজা, নতি, দাস্য, সখা, আর আত্ম নিবেদন । সমস্ত মানবেরই এই ধৰ্ম্ম পরম হয় । হে রাজন ! এতত্রিংশৎ লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভগবান পরিতুষ্ট হন ।

ব্রাহ্মণাদির ধৰ্ম্ম ।

সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ সৰ্ব্বিঞ্জোহজ্ঞজাদয়ঃ ।

গত্ৰাধানাদি দশ সংস্কার অর্থাৎ যাহার মস্ত্র বিহিত ক্রিয়া সকল অবচ্ছেদে সম্পন্ন হয়, তাহাকেই আদি পুরুষ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ বলিয়া কহিয়াছেন ! ইহাতে এমত সংশয় হয়, যে শূদ্রাদির এবভূত সংস্কার যদি করা যায় তবে তাহাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলান্ন ক্ষতি কি ? উত্তর, ব্রহ্মা যাহাকে যাহা করিয়াছেন, সে তাহাই হয়, শূদ্রের মস্ত্রাদি দ্বারা সংস্কার নাই, যে হেতু বেদে শূদ্রের উপনয়না ভাব কহিয়াছেন, এ জনা সংস্কার করিলেও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, বরং অবৈধ কর্ম্ম করণ জন্য, প্রত্যাবাসী হয় । যথা স্মৃতিঃ ।

বিবাহ মাত্রং সংস্কারং শূদ্রোপি লভতীং সদা ।

নকেনচিৎ সমসৃজৎ হৃদসা তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ইতি ।

বিধাতা বেদদৃষ্টে শূদ্র সৃষ্টি করিয়া কহিয়াছেন, যে কেবল বিবাহ মাত্র সমস্তক সংস্কার ক্রিয়াকে শূদ্রেরা লাভ করিবে, আর কোন সংস্কারই তাহাদিগের সমস্তক নহে । অর্থাৎ

শূদ্রকে কোন হৃদয়েই সৃষ্টি করেন নাই । যথা গায়ত্রীহৃদয়ে
ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, ত্রিষ্ঠুতহৃদয়ে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি, জগতীহৃদয়ে বৈশ্য
; কিন্তু কোন ক্ষুদ্র হৃদয়েই শূদ্রোৎপত্তি হয় নাই ।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

সুন্দরী কণ্ঠ ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন ।—ভোক্তগবন্! আপনার উক্তিমত বোড়শী
বিদ্যা ত্রিপুরা শক্তির কথা শ্রবণে বিবেচনা হইল, যে কালী, তারা,
ত্রিপুরা এক, একেই তিন, তত্ত্ব পক্ষে সকলেই এক ব্রহ্ম বিভূতি হয়েন,
ইহাদিগের মূর্ত্তি শুদ্ধ ব্রহ্মোপকরণেই বিনির্মিতা হইয়াছে, ইহা যুক্তি
যুক্তবাক্যে এক প্রকার উপলব্ধি হইতেছে, অর্থাৎ এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই
যে, তত্ত্বোক্ত বচনে পঞ্চপ্রেতা রূঢ়া ত্রিপুরা বোধ হইতেছে, তাহাতে
স্বার্থই কি ব্রহ্মাদি দেবপঞ্চকে তাহার পর্য্যাক্ষ বহন করিতেছেন, না
অধ্যাত্মকল্পে ইহার আর কোন বিশেষ কারণ আছে? তাহা বিস্তারিত
রূপে অনুদর্শন করতঃ আমার চিন্তস্থ সংশয় ক্ষেদন করিতে আস্তা হয় ।

পরমহংসের উত্তর । রে বৎস! শ্রবণ করহ, ইহার
সুক্ষ্মার্থ বিষয় বিশেষ রূপে কহিতেছি, যচ্ছ্রবণে তোমার
চিন্তস্থ সন্দেহ সকল অনাম্যাসেই নিরস্ত হইতে পারিবে?
কেবল অধ্যাত্ম তত্ত্ব বোধার্থে অজ্ঞদিগের পক্ষে উপদেশ
করিয়া ভুতেশ্বর ভুতস্থ তত্ত্ব সংঘাত বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন,
যাহারা বোধশক্তির অভাবে চিরকাল ভ্রাম্যমাণ, তাহাদি-
গকে ঘটস্থ অপ্রকট বিষয় প্রকট স্বরূপে অকণ তত্ত্বকে রূপক
ব্যাজে বলিয়াছেন, সুতরাং তত্ত্বানভিজ্ঞ জনে ত্রিপুরা কণের

উপাসনাতে অকপকপ ভগবানকে স্বৰূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক । যথা

ব্রহ্মাবিস্মৃচ্চ রুদ্রচ্চ ঈশ্বরচ্চ মহেশ্বরঃ ।

এতে পঞ্চ মহাপ্রোক্তা দেব্যা পর্য্যাক্ত বাহিনঃ । ইতি

আগমসারং ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, এবং মহেশ্বর, এই পঞ্চপ্রোক্ত-সংজ্ঞায় দেবীর সিংহাসন বাহক হইলেন ॥

এই প্রোক্তশব্দ ভূতবাচক, প্রকৃত পিশাচবৎ সামান্য জ্ঞান করিতে হইবে না । এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিরাও প্রকৃত রূপে পর্য্যাক্ত বহন করিতেছেন এমতও নহে । কলে ইহার স্বরূপার্থ যাহা তাহা পরিগ্রহ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়, অধ্যাত্ম রূপের কথা অনঙ্গ তম্পশায়িনী, সংকল্প রূপে যথার্থ রূপজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করাও অঙ্গ বুদ্ধির কার্য্য নহে ।

এই ব্রহ্মাবিস্মৃচ্চ রুদ্র ঈশ্বর মহেশ্বর পদে জীবের শরীর-ভাস্তরে যে ঘট্চক্রে আছে, পঞ্চ চক্রস্থ মহাত্ম পঞ্চ, তত্‌পরি বিন্দুচক্র ও নাদচক্র, সেই নাদ বিন্দুকে শিব শক্তিরূপে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ । “ বিন্দুরূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ নাদ শক্তি সমন্বিত ইতি,, বিন্দু সাক্ষাৎ শিবরূপে নাদ শক্তিতে অস্থিত আছেন ।—নাদ চক্রে সূর্য্য বিন্দুচক্রে চন্দ্র, এই চন্দ্রসূর্য্যাক্ষক জগৎকে ত্রিপুর বলেন, তদধিষ্ঠাতৃ দেবী-নাদরূপা শক্তিকে ত্রিপুরা বলিয়া বিখ্যাত করেন । সূর্য্য রক্তবর্ণ রক্তাক্ষক, সোম শুক্রাক্ষক স্বেতবর্ণ, এই হেতু পরম শিব শুক্লবর্ণ, পরমা প্রকৃতি বালা ত্রিপুরা রক্তবর্ণা হইলেন । শিব

শক্তি হইতেই এতৎ জগৎ প্রকাশ, যথা “ হরগৌরীয়াঅকং
জগৎ ইতি”, বিশ্বসারোক্ত প্রমাণে সুপ্রতীক্ষমান হইতেছে, যে
ত্রিপুরা জগৎ ব্যাপ্তা জগদীশ্বরী, এ কারণ তাঁহাকে ত্রিপুরে
শ্বরী বলেন,-স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি পুণ্ড্রলোক সকল
যাঁহাকে অরণ করিলে জনন মরণ ভয়ে পরিভ্রাণ পায়, এ-
জন্য ষোড়শী শক্তিকে ত্রিপুর তৈরবী বলিয়া সকলে উপাসনা
করেন । যথা—ত্রিশঙ্গে তিন গুণ, যাঁহাতে পরিপূর্ণ রূপে
অধিষ্ঠিত সেই ঐশী শক্তিকে ত্রিপুরা বলেন, অর্থাৎ তিনি
নিত্যা । যথা

ব্রহ্মাবিস্মৃ শিবানীনাং ভবো বস্যা নিজেচ্ছয়া ।

পুনঃ প্রলীয়তে বস্যাং নিত্যা সা পরিকীৰ্ত্তিতা । ইতি

যামলং ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি গুণত্রয় যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন, পুন-
র্বার যাঁহাতে পরিণামে লয় প্রাপ্তহন, তাঁহাকে নিত্যা বলিয়া
পরিকীৰ্ত্তন করেন । পুনরপি,

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ঃ প্রিয়ে ।

সাম্যাবস্থেতি যা তেবাং সাব্যক্তং ত্রিপুরেশ্বরীতি ॥

যামলং ।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় যে শক্তিতে সমতাবস্থা প্রাপ্ত
হন, তাঁহাকে অব্যক্ত শব্দে ত্রিপুরেশ্বরী বলিয়া উক্ত করেন ।

যথা তৈরবী শব্দের প্রকৃত অর্থ, তী শব্দে তন্ন, তন্নযুক্ত
যে তাহা কে ভীক, বলে ঐ শব্দে শক্তি, ইত্যর্থ মরণ হইতে
ভন্ন আর নাই, সেই জনন মরণ তন্নযুক্ত ব্যক্তি সকলকে
ভীরব বলে, তাহারদিগের পরিভ্রাণ কারক পরমাত্মাকে

ভৈরব বলা যায়, দীৰ্ঘজীকার তৎ শক্তিরূপ, অর্থাৎ পরমাআর
কমতাকে তৎশক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং বিধাষ ঐ
ঘোড়নী শক্তিকে ত্রিপুরভৈরবী বলাতে শক্তি শক্তিমন্তের
অভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে, যিনি ত্রিপুরেশ্বরী, তিনিই
পরমাআ, তত্ত্ব স্বরূপা তত্পাসনায় নিঃসংশয় সংসার ভীতির
অপহরণ হয় ।

তাক্রতত্ত্বজ্ঞানীর প্রথম । হে মহাত্মন! আপনার আজ্ঞামত
ত্রিপুরেশ্বরী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা, তত্পাসনাই যে ব্রহ্ম উপাসনা,
তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু পুরোক্ত ঘটক্রোধিদেবতার
সংস্হাভেদে ত্রিপুরার পর্য্যাক বাহীভূতপঞ্চকের বে ব্যাখ্যা করিলেন,
তাহার স্বরূপার্থ আমি এখনো ধারণা করিতে পারিনাই, অতএব
অনুগ্রহ প্রকাশে তদর্থ বিকাশ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয় ।

পরমহংসের উত্তর । হে জ্ঞানাভিমানিন্! ত্রিপুরা-
সুন্দরী ত্রিপুরেশ্বরী সদা ঘোড়শ বর্ষীয়া অর্থাৎ তাঁহার
অবস্থার অন্তর নাই, যথা “অপক্ষয় বিনাশাত্যাং পরিণামার্তি
আগ্রবৎ ইতি,, ব্রহ্মরূপা শক্তির অবস্থাদির অন্তর নাই তাঁহার
উৎপত্তি বিনাশও নাই, তিনি সর্বদাই জাগরুকা আছেন ।—
যেমন বাহিরে ভুভুবঃস্ব, এই লোকত্রয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড
জীব শরীরও তিন লোকময় হয় ।

যথা । ভুলোকঃ কল্পিতঃ পাদৌ ভুবলোকঃ নাভিতঃ ।

স্বলোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধা ইতি লোকময়ঃ পুমান্ । ইতি

তদ্বৎ ।

পাদাদৌ নাভির অধঃ পর্য্যন্ত ভুলোক, নাভির উর্দ্ধ বণ্ড
দেশ পর্য্যন্ত ভুবলোক, বণ্ডার উর্দ্ধ মস্তক পর্য্যন্ত স্বলোক,

এই লোকত্রয় ময় জীবের দেহ,। সেই সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত-
ময়ী ত্রিপুরা।—যেমন পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও সোম সূর্য্য
পরপর হয়, সেইরূপ জীবের মূলাধার চক্রাবধি আজ্ঞাপুর
পর্য্যন্ত চক্র সকল পরপর অবস্থিত রহিয়াছে। পঞ্চ চক্রের
উপরিভাগ পদ্মে পরম শিব রূপ বিম্বু, তত্পরি নাদ
শক্তি, তাঁহাকে ত্রিপুরা শক্তি বলিয়াছেন, পরম্পর চক্র
সকল পরম্পর চক্রের আধার রূপে পরম্পর কে পরম্পর
বহন করিতেছে।

যথা। মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে।

মণিপুরে তথা ভোজো হৃদি মারুত এবচ।

বিশুদ্ধাখ্যে তথাকাসং আজ্ঞাখ্যে চক্ষু মাস্মৃতঃ॥ ইতি

মূলাধারে পৃথিবী, লিঙ্গমূলে জল, নাভিমূলে অগ্নি, হৃদয়ে
বায়ু, কণ্ঠদেশে আকাশ, ক্রদলে চক্ষু, তত্পরি নাদ।

অর্থাৎ পৃথিবীজলকে, জল অগ্নিকে, অগ্নিবায়ুকে বায়ু আকা-
শকে, আকাশ চক্ষুকে, চক্ষুনাদকে বহন করেন। সঙ্কেতার্থ বীজ
লিখিয়া গিয়াছেন “ লং বং রং যং হং ঠং ইত্যাদি। লং ইন্দ্র-
বীজ, বং বরুণবীজ, রং অগ্নিবীজ, যং বায়ুবীজ, ঠং চক্ষুবীজ
ইত্যাদি বীজানুসারে দেবরূপকে প্রেতবৎ কল্পনা করেন,
সুতরাং মহাভূতের উল্লেখ দেবতাদিগকে একারণ প্রেতশব্দে
উল্লেখিত করা যায়। ইন্দ্র, বিষ্ণু ব্রহ্মা, শিব, মহেশ্বর, এবং পরম
শিব, তত্পরি শক্তি। এই অভিপ্রায়ে পর্য্যাক্তবাহী বলিয়া উক্ত
করিয়াছেন। যিনি পৃথিবী তিনি ইন্দ্র, যিনি জল তিনি নারায়-
ণবিষ্ণু, যিনি অগ্নি তিনি ব্রহ্মা, যিনি বায়ু তিনি মহেশ্বর, যিনি

আকাশ, তিনি পরম শিব, তত্পরবিম্বরূপ শিব যুক্তানাদ শক্তি ত্রিপুরা, সুতরাং উপৰ্য্যুপরি স্থিতি জন্য বাহ্যে মূর্তি-
কল্পনায় বাহ্য বাহক রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, কলিতার্থ ত্রিপুরা বিষয়ক তত্ত্ববাক্যের এই তাৎপর্য্য বোধ করিতে হইবে। একপ অধ্যাত্মজ্ঞানে উপাসনা যে করে তাহার নিঃসংশয় ব্রহ্ম নিরূতি প্রাপ্তি হয় ইতি ।



তাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে স্বামিন্! দশ মহাবিদ্যাস্তর্গতা রক্তচামুণ্ডা, অর্থাৎ হিম্মমস্তা, তাঁহার মূর্তি দর্শন করিলে বিকৃত ভাবের উদয় হয়, সুতরাং তাঁহার উপাসনায় যে ব্রহ্মতা প্রাপ্তি হইবে ইহা কোন মতেই সম্ভব বোধ করিতে পারি না, স্বভাবতঃ তিনি নগ্না, মুণ্ডমালা বিভূষণ, রক্তবর্ণা, তীক্ষ্ণকর বালধারিণী, স্বমুণ্ড ছেদন করতঃ করতলে সংন্যস্ত করিয়াছেন, স্বক হইতে উদ্ভিত জিতাগে রৌধরী ধারা, তাহার এক ধারা স্বমুখে পান করিতেছেন, বামদিগে যে ধারা উঠিতেছে তাহা তৎসঙ্গিনী ডাকিনী পান করেন, আর দক্ষিণদিগের বে ধারা তাহা তৎসঙ্গিনী বর্ণিনী পান করিতেছেন, এবং ত্রিকোণাকার বেদীর উপর বিপরীত রতাসক্তকাম রত্নির উপর আরুঢ়া আছেন। এরূপ ভয়ঙ্কররূপ কিন্তু পরিহাস জনক বটে, তদ্বশাচ্চ মহাদেব ইহার সুল বিবরণ কি লিখিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস তত্ত্বজ্ঞানাভিমানিন্! হিম্মমস্তা দেবীর স্বরূপ জানিতে চাইলে স্বীয় বুদ্ধিকে বিশেষ শ্রমযুক্তা করিতে হয়, স্বপ্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহসা বোধগম্য হইতে পারে না, এতদ্বিষয়ে যে ভূতনাথের ভক্তী, সে ভক্তী

বুঝা অতিশয় নৈপুণ্যের কার্য্য, ইহাতে স্থল সৃক্ষা সুক্ষ্ম ভেদে তিন প্রকার উপদেশ, যাহার যেমন প্রজ্ঞা সে সেই প্রজ্ঞানুসারে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে, কলে যে কোনরূপে হউক তত্তাবনা যুক্ত পুরুষ বিমুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় কি? শুদ্ধ অনপ্প দাসনা তপ্পশায়ি ব্যক্তিই বিকল্প কল্পে ভ্রাম্যমাণ হয়, প্রথমতঃ বিদ্যোৎপত্তি সম্ভাবিতের স্থল তাৎপর্য্য লিখিতৈছি। যথা

ছিন্নোৎপত্তিং অবক্ষাদি তারাসৈবচ কালিকা।

মহাদেব পার্কীতীকে কহিতেছেন, হে শিবে! সংপ্রতি তোমাকে মহাবিদ্যা হিন্নমস্তাদেনীর উৎপত্তি বিবরণ বলি শ্রবণ করহ। বস্তুতঃ যে তারা, সেই কালী, কালীই ছিন্নমস্তা রূপে আবিভূতা, রক্তবর্ণা হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে উগ্ররূপা রক্তচামুণ্ডা বলিয়া খ্যাতা করা যায়।

পুরাকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পার্কীতোত্তমে।

মহামায়া ময়াসাক্ষিঃ মহারত পরায়ণা ॥ ইতি

স্বতন্ত্র তন্ত্রং।

পূর্ব্বে সভাযুগে অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পের প্রথম সত্যে পার্কীতোত্তম কৈলাস শিখরে মহামায়া আমার সহিত মহারতি ক্রীড়াতে পরায়ণা হইয়াছিলেন।

শুক্লোৎসারণ কালেচ চণ্ডমূর্ত্তি রভুভদা।

তদা স্বদেহ সমুত্তে দেশত্রী সমভূবতুঃ ॥

সেই রতিতে মম বীর্য্য পর্তন সময়ে ঐ মহামায়া চণ্ডমূর্ত্তি বিশিষ্টা হন, তন্নিমিত্ত সেই সময়ে তাঁহার স্বশরীর হইতে ছই শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর।

ডাকিনী বর্গিনী নাম্নাসিঞ্চীভাভ্যাং মহাশ্বিকা ।

পুষ্পভদ্রা নদীকুলং জগামচণ্ডনারিকা ॥

একের নাম ডাকিনী, অপার নাম বর্গিনী, এই উভয়
সখীর সহিত ঐ চণ্ডমূর্ত্তি জগৎপ্রসূ চণ্ডনারিকা পুষ্পভদ্রা
নদীতীরে স্বচ্ছ জলে স্নান এবং বিহরণার্থে গমন করেন ।

মধ্যাহ্নেচ ক্ষুধার্ভেচ চণ্ডিকাং পুঙ্খত স্তুতঃ ।

ভক্ষণংদেহি তৎপ্রদ্বা বিহস্য চণ্ডিকা স্তুতা ।

চিচ্ছেদ নিজমূর্দানং নিরীক্ষ্য সকলাং দিশং ॥

অনন্তর মধ্যাহ্ন কালোপস্থিতে মহা ক্ষুধাতুরা হইয়া ঐ
ছুই সখী চণ্ডিকাকে ক্ষুধাবারণার্থে অন্নাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া
কহিলেন, হে মাতঃ ! আমাদিগকে ক্ষুধার অত্যন্ত বাধিতা
করিতেছে, আপনি কিঞ্চিৎ আহার প্রদান করহ । এতৎ
সখী বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডিকা ঈষৎ হাস্য করতঃ দশদিককে
অবলোকন করিয়া * বাম হস্তের নখাশ্র দ্বারা নিজ মস্তক
ছেদন করিলেন ।

* বাম হস্তের নখাশ্রে যে স্বশির কর্তন করিয়াছিলেন । তাহার
পঞ্চরাত্র প্রমাণ । দেহি ভক্ষ্যং জগন্মাত বর্ষাভূপো কৃপাময়ি ।
তথাকুর জগন্মাত বরদে দেবি বাঞ্ছিতং । ইতিশব্দা বচঃস্বাক্ষরং কৃপাময়ী
সুচিন্মিতা । নখাশ্রেণচ চিচ্ছেদে বামেন স্বশিরস্তদা ' সখীদ্বয়ে
আহারার্থ দেবীর নিকট প্রার্থনা করেন, হে জগন্মাতঃ হে কৃপাময়ি !
আমাদিগকে এমনত ভক্ষ্য প্রদান কর যাহাতে আমরা পরিতৃপ্ত হই ।
হে বরদে ! হে দেবি ! আমাদিগকে বাঞ্ছিত আহার প্রদান কর,
এই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করাতে কৃপাময়ী চণ্ডিকা তাহাদিগের ক্ষুধাত্ত
বাক্য শ্রবণ করিয়া বাম হস্তের নখাশ্রে আপনার মস্তক ছেদন করেন ।

হিমমাত্রস্ত তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাতচ ।

কণ্ঠাংবিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন । ইতি
পঞ্চরাত্রঃ ।

হে যুনে! হে তপোধন! ছেদন করিবামাত্র ঐ ত্রি-
মস্তক দেবীর বামহস্তে পতিত হয়, এবং কণ্ঠস্থান হইতে
তিনধারে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ।

বাম দক্ষিণভেদন বেধারে চ বিনির্গতে ।

সখীমুখেতু সংবোজ্য মধ্যধারা স্বকাননে ॥

ঐ কণ্ঠা হইতে বিনির্গত বামদিগে যে রক্ত ধারা তাহা
ভাকিনী মুখে, আর দক্ষিণদিগে যে ধারা তাহা বর্গিনী মুখে
নিয়োজন করিয়া মধ্য দেশোপ্তিতা শোণিত ধারা স্বীয় বদনে
নিঃক্ষেপ করিলেন ।

এবং কৃষাভু ভাস্ত্রজগতাঃ সর্কা যথাগতং ।

হিমং তস্যামতোমুগুং হিমমস্তাততঃস্মৃতা ॥

এইরূপে দেবীর স্বদেহোপ্তিত শোণিত পানে ক্ষুধা নিবৃত্তি
করিয়া সকলে যথা হইতে আসিয়াছিলেন তথায় গমন
করিলেন, মহাদেবীর হিম মুগু ধারণ প্রযুক্ত তাঁহাকে
হিমমস্তা বলিয়া সকলে জানিয়া ছিলেন । বস্তুতঃ কালী
ভিমানাক্রপা নহেন, শুদ্ধ শিব সন্তোকে চণ্ডমূর্ত্তি হইয়া-
ছিলেন, এ নিমিত্ত চণ্ডনারিকা নাম খ্যাত হইয়াছে । ত-
দৃষ্টে মহাদেবের অত্যন্ত ক্রোধাগত হওয়াতে এক তৈর-
বের উৎপত্তি হয়, সেই তৈরবের নাম ক্রোধ তৈরব, ঐ ক্রোধ
তৈরবই চণ্ডনারিকার রক্ষক হইলেন ।—তদ্বাক্তরে দক্ষিণ

বাম নাসিকাতে ও কণ্ঠ দেশ হইতে তিন ধাৱা ৰক্ত নিৰ্গত হয়, তাহাৰ প্ৰমাণ ।

বামনাসাগলজ্বৈৰ্ভাকিনীং পৰ্য্যতোষয়েৎ ।

দক্ষিণা বৰ্ণিনীংদেবী মপায়য়ত শোণিতং ॥

ঐবায়ুলাক্ষণদৈক্য মন্তুকং পৰিতোষয়েৎ ॥ ইতি

ব্ৰহ্মতত্ত্বং ।

বাম নাসিকা হইতে গলিত ৰক্ত ধাৱাতে ডাকিনীকে পৰিতোষ কৰিলা, দক্ষিণ নাসিকাতে গলিত ৰক্ত ধাৱা বৰ্ণিনীকে পান কৰাইলেন। এবং গলদেশ হইতে নিৰ্গত ৰক্তে আত্ম মন্তুকে পৰিতোষ কৰিলেন।

এই বৰ্ণনাৰ ভেদ নাই কেবল নাগা কণ্ঠেৰ ভেদ মাত্ৰ, ইহাতে ইড়া পিঙ্গলা স্কুম্ভা নাড়ী জয়েৰ সংজ্ঞা ভেদে ইড়া ডাকিনী শক্তি, পিঙ্গলা বৰ্ণিনী শক্তি স্বয়ং যেস্কুম্ভা নাড়ীকপা তাহাই জানাইয়াছেন। ইডাৰ প্ৰবৃত্তি মাৰ্গ, পিঙ্গলাৰ নিবৃত্তি মাৰ্গ, স্কুম্ভাৰ মোক্ষ মাৰ্গ হয়, অৰ্থাৎ জীবেৰ বীজভূত ৰক্ত যদি ইডামাৰ্গে শোষিত হয়, তবে পুনৰ্জাৰ ৰক্তোদ্ভব হইবাৰ সম্ভাবনা, পিঙ্গলামাৰ্গে পৰিশোষিত হইলে ক্ৰমে মৃত্তি পথে গমন হয়, আৰু স্কুম্ভা মাৰ্গে পৰিশোষিত হইলে শিরঃস্থিত সহস্ৰাৱাখ্যে জীবেৰ গতি হয়, তাহাৰ আৰু পুনৰা-বৃত্তি হয় না, ইহাই ৰক্ত পান হলে দেখাইয়া গিয়াছেন। উপৰি উক্ত বৰ্ণন সকল ভাস্কৰ্য হয়।



অথ তুলসী মাহাত্ম্য ।

তুলসী কার্ঠ মালাভি ভূষিতঃ পুণ্য মাচরেৎ ।

পিতৃগাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটি গুণং কলৌ ॥

কলিযুগে তুলসী কার্ঠ নির্মিতা মালা জাল মণ্ডিত ব্যক্তি
যদি পুণ্যকর্ম্মের আচরণ করে, কিম্বা পিতৃশ্রাদ্ধাদি দানও
দেবতানির্গের পূজাদি করে, তবে তাহার এক গুণ পুণ্যে
কোটিগুণ ফললাভ হয় ।

তুলসী কার্ঠ মালাস্ত্র প্রেতরাজস্য দূতকাঃ ।

দৃষ্ট্বানেষ্যতি দূরেণ বাতোক্লুতং যথাদলং ॥

তুলসী কার্ঠ মালাধারি ব্যক্তিকে দেখিয়া যমরাজের দূত
সকল দূরে পলায়ন করে, যেমন বায়ুতে উদ্ধৃত শুষ্কপত্র
দূরে উড়িয়া যায় ।

তুলসী কার্ঠ মালাভি ভূষিতো ভ্রমতে যদি ।

চুঃস্বপ্নং চূর্ণিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শত্রুজং কচিৎ ॥

তুলসী কার্ঠসম্বা মালা ভূষিত কলেবর ব্যক্তি যদি
ভ্রমণ করে, তবে তাহার চুঃস্বপ্ন দর্শন জন্য এবং চূর্ণিমিত্ত
জনিত উৎপাত ও অস্ত্র শত্রুদিজাত ভয় কদাচিৎ হয় না ।

যদি কেহ এমত আশঙ্কা করেন যে অনেকানেক ব্যক্তি
তুলসীকার্ঠ মালা হইয়া বিচরণ করে, কিন্তু এ সকল ভয়েও
আহত থাকে, এবিধায় এ বচনের সার্থকতা কি? উত্তর,
যথা বিহিত মালাধারী ব্যক্তির পক্ষে এবচন অনুকূল,

অবিহিত মালাবানের পক্ষে উক্ত উৎপাতাদি জনিত ভয়
হইবার অসম্ভাবনা নাই । ইতি

তুলস্যাদিকার্ত্ত মালা ধারণ বিধিঃ সমাপ্তঃ ।



অথ বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ।

নারদ পঞ্চ রাত্রস্য প্রথম রাত্রে নবমাধ্যানে ।

অহো অনন্ত দাসানাং মাহাত্ম্যং পরমাত্মভুতং ।

কুর্ক্সাহৈতুকীং ভক্তিং বে চ শঙ্করেঃ পুদে ॥

অনন্ত অপরিসীম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁহারা হরি-
পদে নিয়ত অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরিগের
আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ॥

পদ্মনাভ পাদপদ্মং পদ্মে পাদ্মেশ্বরার্চিত্তে ।

দিবানিশং যে ধ্যায়ন্তে শেবাং শ্রুতবন্দিতৈঃ ॥

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম, যাঁহা পদ্ম দ্বারা ব্রহ্মা ও
শিবের অর্চিত, অনন্তাদি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত, সেই পাদ-
পদ্মকে দিবানিশি যাঁহারা ধ্যান করিয়া থাকেন ।

আলাপং গাত্রসংস্পর্শং পাদাবাস্ত মতীক্লশঃ ।

বাঞ্ছন্ত্যে বহি ভীর্থানি বসুধাচায়াশুঙ্কয়ে ॥

ভগবন্তের সহিত আলাপ, এবং তাঁহাদেরিগের গাত্র
সংস্পর্শ, ও পদাভিবন্দন, ভীর্থ সকল আশুঙ্কির নিমিত্তে
সর্বকণ বাঞ্ছা করেন, আর আশু আশু পবিত্রতা নিমিত্ত
পৃথিবীও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ।

কুৰ্ম্মস্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভং ।

পূনাতি সর্বভীর্থানি বসুধাসপি পার্শ্বতি ॥

হে পৰ্বত রাজপুত্রি ! ত্রিকুব্ধ মন্ত্ৰ উপাসকদিগের পরিপূজ্য
শুভপাদোদক সমস্তা পৃথিবীকে এবং সমস্ত ভীৰ্ঘাদিকে
পবিত্র করেন ।

কুব্ধমন্ত্ৰং বিজমুখাং যন্ত কর্ণে প্রাবতিচ ।

তংবৈকবৎ জগৎপুতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥

ব্রাহ্মণ মুখ হইতে ত্রিকুব্ধ মন্ত্ৰ যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়,
পুরাবিদ পণ্ডিতগণেরা তাহাকেই জগৎ পবিত্রকারক বৈকব
বলিয়া থাকেন ।

মন্ত্ৰ গ্রহণ মাত্রেণ নরোনারায়ণায়কঃ ।

পুনর্নতি নীলামাত্রেণ পুরুষাণাং শতং শতং ॥

ত্রিকুব্ধ মন্ত্ৰ গ্রহণ মাত্রেই নর নারায়ণায়ক হয়, সেই
ব্যক্তি অবলীলা ক্রমে আপনার শত শত পুরুষকে পবিত্র
করেন, অর্থাৎ ভগবল্লোকেনীত করেন ॥

ভক্তস্য মাত্রাংপুতঞ্চ তৎপিতৃণাং শতং শতং ।

প্রবতিসদ্যো গোলোকং কর্মবোগাং প্রমুচ্যতে ॥

বিষ্ণুমন্ত্ৰ গ্রাহী হইবে এমনত ব্যক্তির জন্ম মাত্রেই তাহার
শত শত পিতৃগণ পবিত্র হয়, আর তৎক্ষণ মাত্রে অর্থাৎ
ভক্ত্যন্ত্ৰ গ্রহণ মাত্রে তাহার কৰ্মপাশে পরিমুক্ত হইয়া পরম
ধাম গোলোকে ভগবৎ সমীপে গমন করেন ।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন শ্রীমতা ।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার

শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বন্টন হয় ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড্‌ বটভলী ২৪৬ নং ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুৰাঞ্জিকা

একোবিষুদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপ

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যা হ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুৰাঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।

গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দস্বনুংপরেণং ।

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিত্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৮ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ২৯ অষাঢ়ায়ণ ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

মহারাজা প্রস্তাব, বিরুৎসানাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন,
সেই বিরুৎসা গর্ত্রে তাঁহার বিধু নামে এক পুত্র জন্মে।
কুজ ভোগাবসানে সার্ক বক্তিবর্ষ সহস্রান্তে বিধুকে রাজ্য
সমর্পণ করতঃ তপসার্থে বন গমন করেন ।

“ বিষ্ণুর পত্নী রতি, তদন্ত্রে পৃথুষণ নামে এক পুত্র হয়।
বিষ্ণু বহু সাবন রাজ্য করতঃ স্বরাজ্যে পৃথুষণকে অভিষিক্ত
করিয়া আপনি কালধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। পৃথুষণের ভাৰ্য্যা
আকুতি, তদন্ত্রে নক্ত নামে এক পুত্র জন্মে, পিতার উপরমে
নক্ত রাজ্য পালন করেন, তদ্বাহিনী দেবসেনা তাহাতে ঋতি
নামে এক পুত্র হয়, ঋতিকে রাজ্যার্পণ করতঃ তিনি স্বর্গগত হন
সুদেবী নামী পত্নীতে ঋতি গম্ভ নামে এক পুত্রোৎপাদন
করিয়া স্বর্গ লোকে গমন করেন।

গম্ভ রাজর্ষিপ্রবর, উদারপ্রভা, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর
কলাংশাবতার, মহা পুরুষ লক্ষণে লক্ষিত, পরমাত্ম তত্ত্ববিৎ
হিলেন, বিশ্ব রক্ষার্থ ভগবান গম্ভরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,
ইহাই সৰ্ব্ব লোকে গান করিত। মহারাজা গম্ভ স্বধৰ্ম্মে প্রজা
পালন, পোষণ, প্রীণন, উপলালন এবং অনুশাসন লক্ষণদ্বারা সৰ্ব্ব
রঞ্জক হন, এবং যজ্ঞ যাগ পূজা কৰ্ম্মাদি দ্বারা স্বচিত্ত পরি-
শোধন করতঃ ভগবান সৰ্ব্বাত্মা মহাপুরুষ পরাবর পরব্রহ্মে
আত্ম নিবেদনে এবং পরমার্থ লক্ষণানুশীলন ও ভক্তি পরায়ণ
ব্রহ্মবিৎ জনগণের চরণানু সেবন দ্বারা একান্ত ভগবানে ভক্তি
যোগ করতঃ নিরন্তর তাঁহাকে পরিচিন্তা করিতেন। তাঁহার পরি-
ভাবিত বিশুদ্ধা মতি উৎপন্ন বিধায় সৰ্ব্বজীবে পরমাত্মাকে
অবলোকন করিতেন, নিরতিমানী হইয়া কেবলানন্দানুভাবক
রূপে স্বয়ং পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানকে উপলভ্য করিয়া রাজ্য
রক্ষা করিয়াছিলেন। এই গম্ভরাজার যশোগীতি আছে।
ইহা পূৰ্ব পণ্ডিতেরা গান করিয়াছিলেন।

গর রাজার সন্তান পুরুষ কে আছে যে এতদ্রূপ নিষ্পৃহ, বিগত রাগ-নিরতিমানী হইয়া রাজ্য পালন করিতে পারে ! আর এমন সাধু সেবক ধর্ম্যবিশ্ব কে আছে যে এতদংশ ভার বহন করিতে শক্ত হয় ? যাহার যজ্ঞে মুর্ত্তিমান-হইয়া সর্ব যজ্ঞভুক জমাদিন আছতি গ্রহণ করেন ।

গান্ধী নামে গর রাজার পত্নী, তাহাতে তাঁহার তিন পুত্র অশ্ব, তাঁহাদিগের নাম, চিত্ররথ, সুমতি, বিরোধন । উনসপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য পালন করতঃ গর জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্ররথকে রাজ্যভার দিয়া আপনি মহা প্রস্থানে গমন করেন । চিত্ররথও পিতার ন্যায় রাজ্য রক্ষা করতঃ উর্গা নামী পত্নীতে সন্তাট ও অনিষ্ট এই দুই পুত্রোৎপাদন করেন, পরে প্রাপ্তবয়সে যখন তিনি স্বর্গগত হন । তখন সন্তাট রাজা হইয়া সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তাঁহার পত্নী উৎকলা । তাহাতে মরীচি নামে এক পুত্র অশ্ব, মরীচিকে রাজ্যভার দিয়া পঞ্চোদযষ্টি সহস্র বর্ষ রাজ্য করতঃ সন্তাট স্বর্গগত হন । মরীচির পত্নী বিন্দুমতী, সেই বিন্দুমতীতে বিন্দুমান নামে তাঁহার এক পুত্র অশ্ব, সেই পুত্রকে রাজ্য দিয়া মরীচি মালাবাম পার্বত্য গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া ভগবদারাদনা করিতে লাগিলেন ।

বিন্দুমান সরঘা নামে কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে মধু নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন । অনন্তর বহু সহস্র বর্ষ রাজ্য পালন করিয়া, মধু নামক পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন । মধু স্ত্রী সুমনসী ঐ সুমনসীতে

তৎপুত্র বীরব্রত জন্মেন, বীরব্রতকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ এক
পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসরান্তে মধু বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন।
বীরব্রত ভাৰ্য্যা ভোজা, ভোজা গর্ত্রে বীরব্রতের দুই পুত্র
জন্মে, তাহাদিগের নাম। মধু, প্রমধু। জ্যেষ্ঠমধু তাহাকে
রাজ্য দিয়া বীরব্রত স্বর্গগত হন। মধুর পত্নী সত্যা, সেই
সত্যাতে তাহার ভৌবন নামে পুত্র হয়, মধুর উপরমে
ভৌবন রাজা হইয়া এক সপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য করেন, অনন্তর
জুবণানামী তৎপত্নী গর্ত্রে স্বর্গা ও অনিষ্ট এই দুই পুত্র
হয়,। তন্মধ্যে স্বর্গাকে রাজ্য দিয়া ভৌবন স্বর্গে গমন
করেন।

বিরোচনা নামে স্বর্গার মহিষী, তদাকর্তে বিরজ নামে এক
পুত্র জন্মে। তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ স্বর্গা সুরলোক
গামী হন। বিরজঃ কীৰ্ত্তি নামে পত্নীতে সত্যা জিৎ প্রভৃতি
এক শত পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবুচীনারী একা কন্যা
জন্মে, ঐ শত পুত্র পরমজ্ঞানী তত্ত্ববিৎ হইলেন, সুতরাং
তাহারা বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া আর রাজ্য রক্ষার্থ মনোযোগী
হইলেন না, তৎকন্যা বিবুচীর পুত্রেরা খুল্ল স্বখানন্তি
প্রযুক্ত ঐ আদি মনুষ্যেরের শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন,
তাহাতে ক্রমে গণনা করায় ৭১ সপ্ততি দিব্য যুগ অবসান
হয়, পরিণামে কলি প্রাপ্তে বৈধর্ম্মি প্রজা মুচ্ছাদি দ্বিকাশে
ভগবান অবতার হইন, সম্যক্ ভায় ভয়ে আকাম্বা ধরার
নিম্ভূতি জন্য প্রলয় মেঘচাত বারিধারাতে তাহাকে পরিধৌত
করেন, এই পর্য্যন্ত সংক্ষেপতঃ আরম্ভক মনুষ্যভাগ্যগত স্মরণ

রাজর্ষি বংশের পরি সমাপ্তি হয় । এইকণ আয়োজিত
প্রভৃতি হয় মনুষ্যগণ হইয়া গলুয বৈবস্বত মনুর সময়ের
২৭ সন্তাবিশতি দিব্য যুগগত হইয়াছে, তদ্বর্ণনা করিতে
হইলে বহু কালকোপ হইয়া যায়, এবং সে সকল কথাতেই
বা এইকণেবিশ্বাস কে করে ? নিরর্থক লিপি প্রয়োগ দ্বারা
পরিগ্রহ গ্রহণ করাই সার হইবে, এই বিবেচনার সে সকল
কথাকে পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান অষ্টাবিশতি দিব্য যুগের
কথা লিখিতেছি, অর্থাৎ এই বিদ্যমান কলির পূর্ব জাপর,
ত্রৈতা, মতাদির রাজার রাজ্যভোগের ধর্ম এবং যত কাল
মংখা, তাহাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম । যথা

একোহ বৈপুরুষো নারায়ণ আসীদ্বিতী প্রতিঃ ।

প্রথম এই মাত্র পুরুষ নারায়ণ ছিলেন, আর কিছু মাত্র
হিলা না, তাঁহার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলেই তন্মাত্রি মণ্ডল
হইতে এক পদ উৎপন্ন হয় । যথা

ভস্যনাভেঃ সমভবৎ পদ্যকোষো হিরণ্যমঃ ।

তন্মিনুজজে মহারাজ ব্রহ্মচর্যচরাননঃ ॥

সেই নারায়ণের নাভি হইতে হিরণ্যম একপদ্য কোষোৎ-
পন্ন হয়, সেই পদ্যকোষে চতুর্মুখ বিশিষ্ট এক পুরুষ অন্বেষন
সম্মুখাঙ্গে দ্বাহাকে ব্রহ্মচর্য বলায় থাকে ।

মরীচির্মসন্তস্ত জজে ভস্যানি কন্যাগঃ ।

দাক্ষায়ণ্যঃ ভতোহনিত্যং বিবহান ভবৎসুহৃদঃ ॥

সেই ব্রহ্মার মন হইতে মরীচির জন্ম হয়, মরীচি হইতে
প্রসঙ্গিক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, সেই কন্যা ব্রহ্মকন্যা আদি-

ত্বিকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বিবাহান নামে পুজোৎপাদন করেন, অর্থাৎ কস্তপ পুজা সূর্য্য হন । ছায়া সংজ্ঞা নামে সূর্য্যের পত্নীছন্ন, তন্মধ্যে সংজ্ঞা গর্ত্তে সূর্য্যের গুরসে আন্ধদেব নামে এক পুজা অন্নে, আন্ধদেবকেই বৈবস্বত বলিয়া উক্ত করেন ।

বৈবস্বত মনুর পত্নীঅন্ধা, পুজোক্তি যাগ ছায়া অন্ধা গর্ত্তে তাহার দশ পুজা অন্নে, তাহারদিগের নাম । ইক্ষাকু, নৃগ, শর্য্যভি, দিষ্ঠ, ধৃষ্ঠ, কক্কা, নরিন্যাস্ত, পৃথু, নাভাগ ও কবি । এই বংশই সত্যজ্যেতা তাপস কলির শেষ পর্য্যন্ত থাকিবেক । সূর্য্যবংশ আদি, পরে চন্দ্রবংশ, ইহারাও ঐ মনুর বংশ হয় । তাহার কারণ, যখন মনুর সন্তান হয় নাই তখন তিনি পুজোক্তি যাগ করাইতে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধাপত্নীর সহিত পুজোৎপতির নিমিত্তে, সংকল্প করা হয় । তন্মধ্যে অন্ধা ব্যস্ত করিয়া না বলিয়া কেবল মনে মনে একাকন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কন্যা প্রাপ্তার্থে আর্হতি প্রদান করা হয় নাই, সেই কারণ এই বংশে কোন পুরুষ জীষ্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই চন্দ্রবংশ সমুৎপন্ন হয়, ইহা ইলোপাখ্যানে পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ।

একণে ইক্ষাকু প্রভৃতির পুজের কালাবধি সত্য যুগের কাল গণনা করা যায়, ইক্ষাকুর বংশ পশ্চাৎ ব্যাখ্যা করিব, সংপ্রতি অন্যান্য পুজদিগের বংশ, এবং পৃথুর পুজদিগের জাত্যন্তরতা প্রাপ্তি বিষয় কহিতেছি, জ্যেষ্ঠ পুজ ইক্ষাকু সর্কোপরি রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ স্বধর্মে প্রজা প্রতিপালন করিতে

লাগিলেন, আর আর ভাতারা তদাজানুসারে এক এক কর্মে
ভারগ্রস্থ হইয়া তত্ত্বকর্ম করিতে প্রস্তুত হইলেন, প্রিয় ভাতা
পৃথ্বকে রাজ্য মধ্যে গো রক্ষণার্থে ভার প্রদান করেন,
তিনি প্রভুত বল বাহন যুক্ত হইয়া সর্বত্র পর্য্যটন করতঃ
গো রক্ষা করিতে লাগিলেন, একদা যামিনী যোগে কুলগুরু
বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বস্ত্রবেশ্য মধ্যে অবস্থিতি করি-
তেছেন, এমন সময় দৈবাৎ এক ব্যাঘ্র কর্তৃক বশিষ্ঠের গাভীধৃত্য
হইল, অতিবেগে ঐ ব্যাঘ্র গাভীকে পৃষ্ঠোপরি উত্তোলন করতঃ
পলায়ন করিতেছে দেখিয়া ঋষিরূপেরা হাহাকার শব্দে রোরুদ্র
মান হইয়া উঠিলেন, তৎক্ষণি অবগে নিষ্কোষিত শাণিত খড়্গ
পাণি রাজা পৃথ্ব ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া
যখন ব্যাঘ্রের নিকটোবর্ত্তি হইয়া সর্ব প্রাণের সহিত ঐ ভীক্ষুগি
ব্যাঘ্রের উপর আঘাত করেন, তখন তদাঘাতে ব্যাঘ্রের সহিত
গাভীও নিহত হইল, কিন্তু রাজা নিশ্চয় অবধারণা করিলেন,
যে ব্যাঘ্র হত হইয়াছে, পরে রাত্রি প্রভাতে দেখিলেন, যে
ব্যাঘ্রের সহিত বশিষ্ঠের গাভীও বিনষ্ট হইয়াছে, তখন মহা-
ছুঃখিত হইয়া মুনি সম্মিধানে আসিয়া নিবেদন করিলেন।

হায়? আমি কি কুকর্ম করিলাম, অনর্থ গোহত্যা
পাপে ঠেকিলাম। এইরূপ পৃথ্ব আত্ম দৃষ্টান্তের অনুস্মরণ
করতঃ মান বদনে বশিষ্ঠাশ্রমে সমাগত হইয়া সব্যাকৃৎস্নাত
কুল গুরু বশিষ্ঠকে আবেদন করিলেন, তৎপ্রবণে বশিষ্ঠ
তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন। যথা

তৎশাস্তি ক্রমার্চঃ কৃত্যগম মকারতঃ ।

নন্দ্রবন্ধু হৃদয়ঃ কৰ্মণ্য তবিজাহমুন। ইতি

ভাগবতং ॥

অনিষ্টাশুরক কৃত্যপরাধী হইয়াও পুষ্প রাজাকে কুলঙ্ক
বশিষ্ঠ অভিষাপ প্রদান করেন, অরে পাপিষ্ঠ! তুমি ক্ষত্রিয়
যোগ্য পুরুষ নহ, তোমার এই অনার্য্য কর্ম্ম করণ জন্য, তুমি
শূদ্র হইবে, অর্থাৎ নীচ শূদ্র যবনহু প্রাপ্ত হইবে।

পূর্বে যবন শব্দের উচ্চারণ ছিলনা পূর্ব কল্পানুস্মরণে
বিধাতার সংকল্প সিদ্ধার্থে বশিষ্ঠের মুখে যবন শব্দ উচ্চারিত
হইয়াছিল। যদি বল বিজ্ঞ হইয়া অজ্ঞাত দোষে পুষ-
্পকে যবনহু প্রদান করা অনুচিত বিবেচনা হয়? উত্তর
ইহা অনুচিত হয় নাই, যথার্থই হইয়াছে। কেন না পুষ্প
রাজাকে বশিষ্ঠ কহিলেন তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান নহ, অতি হীন শূদ্র
জাতির ন্যায় তোমার ভীকৃত্য প্রকাশ হইয়াছে, ক্ষত্রিয় জা-
তির শূর হয়, তুমিমু পুজ হইয়া বিবেচনা শূনা, অন্ধ-
কারাবৃত বন প্রদেশে গোব্যাঘ্র সংযত একস্থানে কোন্ বিবে-
চনার প্রাণ বিঘাতার্থ নিস্ত্রিংশ নিক্ষেপ করিলে, ইহাও কি
তোমার চিন্তে উদয় হইল না? যে এ আঘাতে গো প্রাণে-
রও বিঘাতোৎপত্তি হইতে পারে? কলতঃ তাহাই ঘটিল,
সুতরাং তুমি কাপুরুষ, অতিভীক, নীচ বুদ্ধি, কৃতাকৃত,
হিতাহিত, বিবেচনা হীন, তুমি ক্ষত্রিয় বন্ধু হইয়া এমত স্থলে
স্বীয় বলে কেন ব্যাত্রকে ধৃত না করিলে, অতএব তোমার
অজ্ঞান কৃত কর্ম্মকেও আমি জ্ঞানকৃত রূপে গ্রহণ করতঃ

আমি তোমাকে যবনত্ব প্রদান করিলাম, এ বিধায় বশিষ্ঠ
কার্য্যকে অনার্য্যকার্য্য বলা সম্ভব হয় না ।

অভিশপ্ত হইয়া রাজা পৃষধু বশিষ্ঠের অগ্রে কুতাজলি পুটে
নিবেদন করিলেন । হে গুরো ! আমি আপনার অথও
শাপকে শিরস্তুাপরি গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে ধৰ্ম্মে বঞ্চিত
হইয়া কিকূপে জীবন যাপন করিব, এবং কোন্ কৰ্ম্ম দ্বারাই
বা পরকাল জিত হইয়া পরম পদকে লাভ করিতে পারিব ?
তাহা উপদেশ করুন । বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস ! তোমাতে
সাক্ষাৎ যবনত্ব প্রবিষ্ট না হইয়া, তোমার পুত্রাদিতে যবনত্ব
প্রবেশ করিবে । তাহারা অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত যবন সংজ্ঞা
প্রাপ্ত হইয়া এই ধরাতলে কৰ্ম্মক্ষেত্রে বাস করিবে, কিন্তু
কজ্জিয় কুলোচিত বেদোদিত কার্য্যসকল ব্রাহ্মণ দ্বারা
সম্পন্ন করাইবেক, কালে বহু পুরুষান্তে ত্রেতাযুগে এই সূর্য্য
বংশে সগর নামে এক পুরুষ জন্মিবে, সেই তাহাদিগকে
বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত করিয়া এই কৰ্ম্ম ভূমি যজ্ঞিয় দেশ হইতে
দূরীকৃত করতঃ দ্বীপ দ্বীপান্তরে এবং গিরিকূট বন প্রদেশে
সংস্থাপন করিবে, সেই পর্য্যন্ত তৎপুত্রেরা বৈদিক জাতির
তিরস্কৃতরূপে ভিন্ন জাতি সংজ্ঞায় হীন হইয়া বাস করিবে,
পশুবৎ শিল্পোদয় পরায়ণ, সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম ও সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম বর্জ্জিত
হইবে, কোন ক্রমে যজ্ঞিয় দেশে আর অবস্থিতি করিতে
পারিবেক না ।

এক্ষণে তোমাতে যবনত্বের অপ্রবেশ প্রযুক্ত তুমি যতিধৰ্ম্ম
ধারণ পূর্ব্বক সংসার হইতে বহির্গত হইয়া কৃত সন্মানে

জগদদারাদমা করিয়া পরমা শান্তিকে উপলভ করহ, কুল-
গুরুর এই আজ্ঞার পূবধু রাজা তাহাই করিলেন । যথা

আজ্ঞান্যাজ্ঞান মাধায়জ্ঞানতৃপ্তঃ সমাহিতঃ ।

বিচচার মহীমেতাং জড়াক্ত বধিরাকৃতিঃ ॥

ওরূপদেশে রাজা পূবধু সংসার ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক
আজ্ঞাতে আজ্ঞাকে ধারণা করতঃ জ্ঞানতৃপ্ত এবং সমাহিতমনা
অর্থাৎ আত্ম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জড়ের ন্যায় ও অজ্ঞের
ন্যায় এবং বধিরাকৃতি রূপে এই সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন
করিতে লাগিলেন ।

এবং বৃত্তোবনং গড়া দৃষ্টদাবাগ্নি মুখিতং ।

তেনোপযুক্ত করণে ব্রহ্মপ্রাপ পরং মুনিঃ ॥

এইরূপ শীলসম্পন্ন মহারাজা পূবধু, একদা বন মধ্যে
সমুপস্থিত দাবাগ্নি দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যে আমার
দেহন্যাসের প্রতি ইহাই প্রধান উপকরণ হইল, ইহা বলিয়া
দাবাগ্নি প্রবেশ পূর্বক স্বকলেবর ত্যাগ করিয়া মোন যোগ
বৃত্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন ।

পৃথ্বীর পুজ, বৃক, বৃকের পুজ ব্রহ্মসেন, তৎপুজ কালজর,
তৎপুজ নার্মদ, তৎপুজ বীরকেতু, বীরকেতুর পুজ আরুঙ্কর,
আরুঙ্করের পুজ, তুরুঙ্ক, ঐ তুরুঙ্ক শবরী কন্যার পাণি গ্রহণ
করতঃ উত্তর রেখায় গিয়া বাস করেন, সেই তুরুঙ্ক কতক গুলি
যবনকে একত্র করতঃ আপনি রাজা হইয়া তত্রস্থ বন ক্ষেদন
করিয়া এক পুরী নির্মাণ করেন, এবং আপন নামে তাহার
নাম রাখেন, আর তথায় যথাযোগ্য স্থানে যবনাদিকে বাস

করাইয়া আশ্রয় লইয়া রাখিলেন, ধরা বিখ্যাত তন্নগরের নাম তুরুঙ্ক হইল, এবং তন্নগরবাসী জন মাত্রকেই সকলে তুরুঙ্ক জাতি বলিয়া খ্যাত করিল । তৎকালে তদ্দেশে তুরুঙ্ক ভিন্ন অন্য জাতির বাস ছিল না ।—পরে ঐ তুরুঙ্ক বংশীয় ঋষীক নামে এক পুরুষ জন্মে, সে তুরুঙ্ক দেশ পরিত্যাগ পূর্বক কতক গুলি যবনকে আশ্রয় করতঃ তাহার উত্তরে গিরিকূট মধ্যে সাগর সম্বিহিত বন প্রদেশে বাস করে, সেই স্থান হিমকেন্দ্র, হিমালয়ের শৃঙ্গাভ্যন্তর অন্য তাহাকে হিমবদুর্গ বলিয়া সকলে খ্যাত করেন, ঐ ঋষীক কর্তৃক এক নগর নির্মিত হয়, তাহার নাম ঋষীক দেশ, এক্ষণে তাহাকেই রুষ দেশ বলিয়া থাকে । তুরুঙ্কের অপরাপর পুত্রেরাও এইরূপ এক এক নগর নির্মাণ করিয়া আপন আপন নামে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া লিখিব ।

অপর মহুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি, তিনি কৈশোর বয়সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া ভগবন্তজনार्থ অরণ্যানী প্রবেশ করেন ।

অপর পুত্র “কাক্ষ,” তিনি স্বনামে নগর স্থাপনা করিয়া তথায় বাস করেন, তদ্দেশের নাম কাক্ষ, তৎ পুত্রেরা কাক্ষাখ্য ক্ষত্রিয়জাতি হইল, তদ্ভংশেই দন্তবক্র জন্মিয়াছিল । সেই কাক্ষ রাজবংশেরা উত্তর গণ্ডের পথ রক্ষক হইলেন, তন্নির্মিত ঋষীকাদি যবনেরা যজ্ঞের দেশে আনিতে পারে না, সেই স্থান এখন “ঋষ বরপাশ,” নামে খ্যাত ।

অপর ধর্মের পুত্র ধর্ম জাতি ক্ষত্রিয়, পৃথিবীতে বিখ্যাত

হয়, তাহার। দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করে, গোদাবরী তীরে
তাহার রাজ্য হয়, কিন্তু সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশের বশবর্তী ছিল ।

নৃগ রাজার পুত্র সুমতি, তৎপুত্র ভূতজ্যোতি, তাহার
পুত্র বনু, বনুর পুত্র প্রতীক, তাহার পুত্র ওঘবান, ও কন্যা
ওঘবতী, ওঘবানের বংশ পরে শূদ্র হইয়া প্রাপ্ত হয়, ওঘবতীকে
সুদর্শন নামে কোন পুরুষ বিবাহ করেন, ইহার বংশও
কৃত্রিম রহিল না, পূৰ্ব্ব নৃগরাজা অনেক গো দান করতঃ
বিপ্র বিরোধেদত্তাপহারি হইয়া দোষে কুকলাসত্ত্ব প্রাপ্ত হন,
পরে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে মুক্ত হইয়া স্বর্গ গমন করেন ।



সন্দেহ নিরসন ।

ছিন্নমস্তার উপাখ্যান ।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন ! হে প্রভো ! মহাদেবী ছিন্নমস্তার এই মাত্র
স্কুলরূপ বৃত্তান্ত শ্রুত হইলাম, এতদ্ব্যতীত ইহার আর সুক্ষ্ম অর্থ
কি আছে ? বাহাতে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ জ্ঞানোদয়
হইতে পারে ?

পরমহংসের উত্তর । রে বৎস ! মহামায়ার ছিন্নমস্তাকপে
এই উপদেশ মাত্র লভ্য হইতেছে, যে পরমাআই ভিন্নত
শক্তি কপে সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সেই সকল
কপই উপাস্ত পূৰ্বে উক্ত হইয়াছিল, এই জগতে যত স্ত্রী
কপ আছে, সে সকলই মহামায়ার কপ ইহাতে সকল
স্ত্রীকেই তজ্জপ জ্ঞানে অৰ্চনা করিলে মুক্তিলাভ হয় ।
ইহা পুরাণেও কহিয়াছেন । যথা

নিত্যং স্ত্রীপূজয়েদ্যন্ত বজ্রালঙ্কার চন্দনৈঃ ।

প্রকৃত্যন্তস্য তুষ্টাশ্চ যথাকৃষ্ণে বিজার্চনে ॥ ইতি

ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিখণ্ডঃ ।

যে ব্যক্তি বজ্রালঙ্কার চন্দনাদি উপকরণ দ্বারা নিত্য স্ত্রীলোকের অর্চনা করে, তাহার প্রতি এই দশ মহাবিদ্যা মহা প্রকৃতির। পরিতুষ্ট। হইয়া সন্মতি প্রদান করেন, যেমন ব্রাহ্মণের অর্চনাতে পরমাত্মা স্ত্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইবেন ।

ইত্যর্থে সকল স্ত্রীই যে তদ্রূপ তাহাতে সংশয় কি ? যদি কেহ বলেন, যে কুমারী স্ত্রী পূজার বিধি আছে, তিনি কুমারী-রূপা, তদ্ব্যতীত অন্য স্ত্রীরূপা না হন, তন্নিমিত্ত কালীতার। দিরা যুবতি রূপা হন, যদি বল যুবতি স্ত্রী পূজ্যা, বৃদ্ধা এবং বিধবা পূজ্যা কি রূপে হইতে পারে ? তাহাতে বৃদ্ধা বিধবা রূপে ধূমাবতী মূর্তি প্রকাশ হইয়াছে, ভাল ইহা ও গ্রাহ্য করিলাম, কিন্তু রজস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্যা, সর্ক-শাস্ত্রেই রজস্বলা স্পর্শ নিষেধ আছে, ইহাতে রজস্বলা স্ত্রী পূজার্থী কোনক্রমেই হইতে পারে না ? যেহেতু বিদ্যারূপে রজস্বলা মূর্তির দর্শন হয় না । উত্তর, মহাবিদ্যা মধ্যে রজ-স্বলা মূর্তি ছিন্নমস্তা ।—যখন ত্রিকোণাকারবেদী, রতিকাম বিপ-রীত রতে সংযুক্ত, তাহাতে আসন, যখন কবন্ধ গলিত ত্রিধারা শোণিত দেখিতেছ, তখন বিশেষ বিবেচনা করিলেই রজস্বলা মূর্তির লক্ষণ লক্ষিত হইবে। ছিন্নমস্তাদেবীর বিবরণঅতি গোপন তত্ত্ব, ইহার সম্যক্ রূপ অর্থ করিতে হইলে অনেক গুণ্ড কথা বাহির করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে সর্ক সাধারণের

বিশেষ বেধে চইতে পারে, যেহেতু সে বিষয় সাধক ব্যতীত
 অন্যের অবিজ্ঞাত, বিশেষতঃ অনেকেই তদ্বিষয়ে অনেক
 সংশয় করে, তাহাতেই তৎপ্রকাশে আমার যত্ন হইয়াছিল ।
 এবং প্রকাশ করিতে আরম্ভও করিয়াছিলাম, সংপ্রতি লিপি
 কালে আমার চিন্তে একপ ভীতি আগিয়া উপস্থিতা হইল, যে
 তজ্জন্য সমস্ত শরীরে মহলা কেপথু জন্মিল, সেই কম্প জন্য
 সমস্ত শরীরও সমস্ত অবয়ব অবশ হইয়া উঠিল, আর লেখনী
 ধারণে ক্ষমতা হইল না, হস্ত হইতে লেখনী পরিচ্যুতা হইয়া
 ভূশায়িনী হইলেন, আঘূর্ণিত শিরা হইয়া আমিও অনেকক্ষণ
 স্তব্ধ প্রায় থাকিলাম । বস্ত্রক্ষণাবসানে সন্নিহিত করতঃ
 ভাবিলাম এ কি ! একপ ঘটনা কেন হইল ? ইহা ভাবিতে
 ভাবিতে সমস্ত দিবসই অন্থখে অবসান হয়, সায়াংকালে
 হটাৎ শিরোবেদনা, ও গাত্রে শীতকার জন্মিল, এবং অগ্নির
 ন্যায় গাত্র উষ্ণ হইল, তাহাতে অন্তত্ব করিলাম অদ্য
 আমি অরী হইলাম, ফলে সে প্রকৃত অরই বটে, অর যোগে
 মিত্রাবস্থার রাত্রে প্রলাপবৎ স্বপ্নানুমান হইল, কোনকপ
 দেখিলাম না, কেবল এই বাক্য মাত্র শ্রবণ হইল, যে হিম-
 সন্তার সম্যক্ বিবরণ ব্যক্ত করিহ না । অনন্তর প্রভাত কালে
 চিন্তমান হইয়া আর লিখিতে পারিলাম না, এতদ্বিষয়ের
 স্বরূপার্থ প্রকাশে অশক্ত হইয়া অতিশয় মনঃক্লান্ত হইয়াছি,
 এক্ষণে দশ মহাবিদ্যার বিষয় লিখিতে আর হস্তক্ষেপ করা
 বিধেয় বোধ করিতে পারিলাম না, পরে বাহা হউক্ ।

অথ আশ্রম ধৰ্ম্ম কথন ।

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি বিহিতানি দ্বিজস্মৃতাং ।

অন্নকৰ্ম্মা বদাতামাং ক্রিয়ান্ভাশ্রম চোদিতাঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের ধৰ্ম্ম কহিতেছেন, ইহাদিগের বিশুদ্ধ কুলে জন্ম হেতু কৰ্ম্ম ও আচার দ্বারা পরিশুদ্ধ হন, তৎকুলজাত দিগের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিহিত আচরণা ভাব ।—শূদ্রাদির বর্ণ ধৰ্ম্ম এই যে কেবল ত্রৈবর্ণিকের সেবা পরিচর্যা করা, গৃহাশ্রম ব্যতীত ইহাদিগের অন্যশ্রম নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যম্যা প্রতিগ্রহঃ ।

রাজোবৃত্তিঃ প্রজা গোপুৰ বিশ্রাধাকরাদিভিঃ ॥

মম্বাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণের ষট্‌কৰ্ম্ম মাত্র উপজীবন হয়, যথা যজ্ঞন, যাঁজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ । ক্ষত্রিয় বৃত্তি প্রজা পালন কিন্তু বিদ্রোহের ব্যক্তি হইতে কর গ্রহণ । আর যজ্ঞন, অধ্যয়ন, দান, এতদ্ভিন্ন যাঁজন, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ করিবেক না ।

বৈশ্যস্তুবর্ত্তা বৃত্তিঃ স্যামিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ ।

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিঃ স্যামিনোভবৎ ॥

বৈশ্যবৃত্তি বর্ত্তা অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গো রক্ষা, এবং ঋণাদি প্রদান দ্বারা বৃত্তি গ্রহণ । আর নিত্য ব্রাহ্মণ কুলের অনুগামী হইবে, । শূদ্র বৃত্তি ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা, এবং স্বামীর নিকট হইতে ভূতক গ্রহণ দ্বারা দারাপত্যাদির প্রতি পালন করিবে । অর্থাৎ চাকরী করা শূদ্রের স্বীয়-বৃত্তি হয় ।

বার্তা বিচিত্রাশালীন বা মারর শিলোঙ্কনং ।

বিপ্রবৃত্তিচতুর্দ্বৈবং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥

উপরি উক্তা বৃত্তি ভিন্ন ব্রাহ্মণের অপর চারি বৃত্তি আরও নির্দেশ করিয়াছেন বার্তা, বিচিত্রা, শালীন, শিলোঙ্কন, অর্থাৎ বৈধ ব্যবসায় করণ, অথবা কৃষিকরণ, আর তিক্কা, শীল উঙ্কন। শালিক্ষেত্রে স্বামিত্যক্ত পতিত ধ্যানাদির পরিগ্রহণ।

অথন্যো নোত্তমাং বৃত্তি মনাপদি ভবেন্নরঃ ।

ঋতে রাজন্য মাপৎসু সর্কেষা মপিসর্কশঃ ॥

নীচব্যক্তি উত্তমাবৃত্তি অনাপদেও গ্রহণ করিবে না, এবং আপৎকালেও নহে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জাতির অধ্যাপনাদি কপাবৃত্তি শূদ্রাদিরা গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল ক্ষত্রিয়েরা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রতিগ্রহ ভাগী হইবে।

ঋতামৃত্যুভ্যাং জীবন্ত মৃতেন প্রমৃতেনবা ।

সত্যা নৃতাত্মা মপিবা নশ্ববৃত্তা কদাচন ॥

ঋতা, অমৃত্যু, দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, অথবা মৃত্যু কি প্রমৃত্যু বৃত্তি করিবেন, সত্য্য, অনৃত্যু বৃত্তিই বা করুক, কিন্তু ব্রাহ্মণাদিরা শ্ববৃত্তি অর্থাৎ দাস্যকর্ম কখনই করিতে পারিবেন না।

ঋতমুঞ্জশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতং ।

মৃতস্ত নিতাং যাচ্ছান্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং ॥

ঋতবৃত্তি উঙ্কশিল, অমৃত্যু অযাচিতা বৃত্তি, নৃত্যবৃত্তি নিত্য তিক্কা, প্রমৃত চাসকর্ম হয়। ইহা ব্রাহ্মণাদির কর্তব্য পর পরশ্রেষ্ট হয়।

সত্যামৃতভাৱে বাণিজ্যে শ্বৰুতিনীচ সেবনং ।

সত্যামৃত হুতি বাণিজ্য, ইহা আপৎকালে অৰ্থাৎ স্বীয়
হুতি দ্বাৰা জীবন যাত্ৰাৰ প্ৰমাদে বাণিজ্যাদি ব্ৰাহ্মণেৰা
কৰিতে পাৱেন, শ্বৰুতিৰ নাম নীচ সেবান, অৰ্থাৎ চাকৰী
কৰা, ইহা ব্ৰাহ্মণেৰে কোন কালেই কৰ্ত্তব্য নহে ।

বৰ্জয়েতাং সদা বিপ্ৰো রাজন্যচ্চ জুগুপ্সিতাং ।

সৰ্ব দেবময়ো বিপ্ৰঃ সৰ্ব দেবময়ো নৃপঃ ॥

বিশেষতঃ ব্ৰাহ্মণ ও কত্ৰিয়েৰা এই নিদ্বিতা হুতি দাসত্ব
কৰা সৰ্বদাই বৰ্জন কৰিবেন, যেহেতু ব্ৰাহ্মণ সৰ্ব দেবময়
এবং ৰাজাও সৰ্বদেবময় হইলেন ।

শমোদয়ন্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ কান্তিৰাজ্জবৎ ।

জ্ঞানং দয়া চ্যুতাস্বত্বং সত্যঞ্চ ব্ৰহ্ম লক্ষণং ॥

ব্ৰাহ্মণেৰে এই লক্ষণ, সৰ্বদা অন্তৰিহ্মিয়েৰে দমন ও বাহ্যে-
হ্মিয়েৰে সংযম, তপস্যা কৰণ, সৰ্বদা সন্তোষ, কমাগুণ বিশিষ্ট,
সারল্য, জ্ঞানচৰ্ছা, সৰ্ব জীবে দয়া, আৰু সৰ্বত্ৰ তগবদ্ভাব
চিন্তন, এবং সত্যবাক্য কথন ।

শৌৰ্য্যং বীৰ্য্যং হুতি স্তেজ স্ত্যাগ শ্চাত্মজয়ঃ কমা ।

ব্ৰহ্মণ্যতা প্ৰসাদচ্চ সত্যঞ্চ কত্ৰ লক্ষণং ॥

কত্ৰিয়েৰে এই লক্ষণ, শূৰত্ব, যুদ্ধোৎসাহ, বীৰ্য্য, প্ৰভাব,
ঐৰ্য্য, তেজস্বীতা প্ৰাগল্ভ্য, বদানশীলতা, আত্মজয়, শৰী-
ৰাদিকে বশেৰাখন, সত্যবাক্য কথন, ব্ৰহ্মণ্যতা, বেদাধ্যয়ন
পুৰ্ব্বক ইষ্টনিষ্ঠতা, প্ৰসাদ প্ৰসন্নতা ।

দেবত্বৰ্দ্ধচ্যুতে ভক্তি স্ত্ৰিবৰ্গ পৰিপোষণং ।

আন্তিকা সুদামোনিত্যং নৈপুণ্যং দৈশ্য লক্ষণং ॥

বৈশেষ্যের লক্ষণ এই, দেব ত্রাক্ষণ ঙ্কর বিষ্ণুতে দৃঢ় ভক্তি, ধর্মার্থকাম এতৎ ত্রিবর্গ পারি পালন, আস্তিকতা, উদ্যম, বাণিজ্যাদি কর্মে নিতা উৎসাহ, এবং দক্ষতা ।

শূদ্রস্য সমুত্তিঃশৌচং সেবা স্বামিনামায়ুয়া ।

অমত্র যজ্ঞোহুস্তেয়ং সত্য গোবিশ্রমণং ।

শূত্রের লক্ষণ এই সন্নতি, নম্রশীল ও ত্রিবর্গকে প্রণতি করিবে, সদাচার বিশিষ্ট হইবে, দাসত্ব করিবে এবং অকপটে প্রভু সেবন, বেদপাঠ ও যজ্ঞাদি করিবে না, অন্যায় পুরুষ পরস্ব হরণে পরাংমুখ হইবে, আর সত্যবাক্য কহিবে, সর্বদা যত্ন দ্বারা গো ত্রাক্ষণের রক্ষা করিবে ।

বিষ্ণু মহাত্মা ।

সর্ব জনের পরিজ্ঞানার্থ বিষ্ণুরূপ, এবং তৎপত্রাদি সাহায্য বর্ণন করাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে গিথিতে আশ্রয় করিলাম, যেমন তুলসীমাহাত্ম্য, সেই রূপ বিষ্ণুমা-হাত্ম্যকেও জানিতে সকলে বাসনা করেন, যজ্ঞপ হরিহরাদির অভেদ, তজ্জপ বিষ্ণু তুলসীতেও অভেদজ্ঞান করিতে ইহব, বিষ্ণু মহিমা জানিলেই বিষ্ণু ভক্তি হয়, এ কারণ যথা প্রমাণ দ্বারা সর্ব সাধারণের হিত সাধনার্থ প্রকটন করিতেছি । যথা

বিষ্ণুমূলং মহেশানি সমস্তাং শোভনংকরং ।

অটাস্বরূপং হি মম পণং জানীহি স্মরিত্ব ॥ ১ ॥ ইতি

যোগিনীতন্ত্রং পূর্ব খণ্ডে ৫ পটলং ॥

হে মহেশানি ! চারিদিকে বোড়শ হস্ত পরিমিত বিল-
মুন হয় । হে হৃদয় ! বিলপত্রকে আমার জটা স্বরূপ
নিশ্চয় জানিহ ॥ ১ ॥

ঋগবজ্জঃ সামসদৃশঃ ত্রিদলঞ্চ বরাননেন ।

শাখাশ্চ সৰ্ব্বশাস্ত্রাণি জ্ঞানোহিযোনলোচনেন ॥ ১২ ॥

হে বর মুখি দুর্গে ! বিলপত্রের যে তিনটি দল, তাহা ঋগ-
বজ্জঃ সাম এই বেদত্রয় স্বরূপ হয় । হে সফরীনয়নে ! আর
বিলবৃক্ষের শাখা সকলকে সমস্তশাস্ত্র রূপ জানিবে ॥ ২ ॥

কম্পবৃক্ষঃ সমোবিল্লো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাশ্বকঃ ।

মহালক্ষ্মী দিল্লবক্ষ্য জাতঃ শ্রীশৈল পার্বতে ৩ ॥

বিল্লবৃক্ষ কম্পবৃক্ষের সমান, এবং ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব এই
ত্রিদেব স্বরূপ, শ্রীশৈল নামে যে পার্বত, তাহাতেই মহালক্ষ্মী
বিল্লবৃক্ষ হইয়া জন্মিয়াছেন ॥ ৩ ॥

দেবুগাচ । কমংসা ক্ষিপ্রানিতা দিল্লবক্ষ্যাবভূবহ ।

জ্যোতীরূপং মদংশা প্রার্থিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদা ॥ ৪ ॥

মহাদেবী মহাদেবকে ভিজ্ঞাসা করিতেছেন । হে প্রভো !
মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনি কি প্রকারে শ্রীশৈলে বিল্লবৃক্ষ
রূপে আবির্ভাব হইলেন, ঐ মহাজ্যোতীরূপ, আমার
অংশা মহালক্ষ্মী, তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক সৰ্ব্বদা প্রার্থ-
নীয় হইলেন ॥ ৪ ॥

শিবউবাচ । তত্রামুগ্রহাদানী সৰ্ব্ববার প্রিয়ভাংগতা ।

বিকোরতি প্রিয়া নিত্যং সাদৃশ্য সরস্বতী সদা ॥ ৫ ॥

পার্বতী প্রপ্নে মহাদেব কহিতেছেন, হেদুর্গে ! সেই বৈকুণ্ঠে-
পূর্বে আমার অনুগ্রহে সারদাসরস্বতী সকলের প্রিয়তর।

এবং নিত্য ভগবান নারায়ণের অতি প্রিয়া মহিষী হইয়া-
ছিলেন ॥ ৫ ॥

তাদৃকপ্রীতিনলম্মাঞ্চ জায়তে কেশবসুচ ।

ইতি চিন্তা পরালক্ষ্যী র্যযৌ শ্রীশৈল মন্দিরং ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী প্রীতি সরস্বতীতে জন্মিল, তাদৃক ভাব
লক্ষ্যেতে জন্মিল না । মহালক্ষ্মী তদৃষ্টে মহতী চিন্তাতে
আপন্ন হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে তিরোভূতা হন, এবং শ্রীশৈলে
শিবমন্দিরে গমন করেন ॥ ৬ ॥

প্রাপ্যমল্লিঙ্গ মেকান্তং তপশ্চোপেহতি দারুণং ।

তথাপি যদি নৈবাভূৎ রূপামে পরমেশ্বরী ।

তদাসা বৃক্ষরূপেণ স্থিতালিঙ্গ প্রিয়াসতী ॥ ৭ ॥

হে পরমেশ্বরী ! সেই শ্রীশৈলে নির্জন স্থানে আমার
এক লিঙ্গ সম্প্রাপ্তা হইয়া তদারাধনা পূর্বক মুদারূপ তপস্তা
করিতে লাগিলেন, তথাপিও আমার রূপা যখন না হইল,
তখন সেই বিকুপ্রিয়া পরমাসতী বৃক্ষরূপ ধারণপূর্বক আমার
লিঙ্গ সম্মিহিত সংস্থিতা হইলেন ॥ ৭ ॥

পটৈঃপুটৈঃকটৈঃস্বীয়ৈঃ পূজয়ামাস সমুত্তমং ।

কোটিবর্ষং মহাদেবি ততোমেহুয্যহো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

স্বীয়পত্র পুষ্প ফলদ্বারা আমার পূজা করিয়া কোটি বৎ-
সর অতিপাত করিলেন, পরে তাঁহার প্রতি আমার অমু-
গ্রহ হয় ॥ ৮ ॥

ভট্টৈনবানুয্যেগৈব বিকোর্বকঃস্থিতা ভবেৎ ।

সট্টৈব পুরুষেশানি বিশ্রবণ্য সট্টৈবহি ॥ ৯ ॥

সেই অমুগ্রহ প্রভাবে মহালক্ষ্মী নিরন্তর নারায়ণের

বন্ধঃস্থলে সংস্থিতা হন । হে পরমেশ্বর ! ঐ শ্রীকৃষ্ণ
ব্রাহ্মণদিগের সৰ্বদা বশ্য হইলেন ॥ ৯ ॥

অতন্তুকারণাদেবি তক্রপেণ হরিপ্রিয়া ।

সদৈব পূজয়েন্মাংস। মন্তুক্রা চাতুলাশিবে ॥ ১০ ॥

হে দেবি ! হে শিবে ! একারণ তক্রপ প্রকারে হরি-
প্রিয়া লক্ষ্মী আমার অতুল্যভক্তা হইয়া, আমাকে সৰ্বদাই
পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

অতন্তুহৃক মাশ্রিত্য তিষ্ঠামিচ দিবানিশিৎ ॥ ১১ ॥

হে পার্শ্বতি, ! আমি প্রতি লক্ষ্মীর অতুল্যভক্ত হেতুক
আমি অতদ্বিত দিবারাত্রি তদেহোদ্ভব শ্রীকলরূপে অবস্থিত
করিয়া রহিয়াছি ॥ ১১ ॥

সৰ্ব্বতীর্থময়ো দেবি সৰ্বদেবময়ঃ সদা ।

শ্রীকৃষ্ণঃপরমেশাশি অত এব ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! হে মহেশ্বর ! এই হেতু, শ্রীকল রূপ সৰ্ব-
তীর্থময় এবং সৰ্বদা সৰ্বদেবময় হয়, ইহাতে কোন সংশয়
নাই ।

তৎকলৈলন্তুৎপ্রযুটৈর্ক। তৎপত্রেয়ঃ প্রপূজয়েৎ ।

তৎকাক্ষ চন্দনৈর্কপি সমেত ক্রুঃ সমেপ্রিয়ঃ ॥

বিজ্ঞপত্র, বিজ্ঞপুষ্প, ও বিজ্ঞফল, এবং বিজ্ঞকাক্ষ ঘর্ষিত
চন্দন দ্বারা যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, ত্রিলোক মধ্যে
সেই আমার প্রিয় ও সেই আমার পরম ভক্ত হয় ॥

তৎকাক্ষ চন্দনংতালে ঘোষায়তি সন্তুমাৎ ।

ভক্তন্তুং শিববুদ্ধাসা নমেদেবী মুদামিতা ॥

সন্তু ম প্রযুক্ত বিজ্ঞকাক্ষ সন্তব চন্দন কপালদেশে যে ব্যক্তি

ধারণ করিয়া থাকে, শিব বুদ্ধিতে স্বর্ষবৃত্ত হইয়া তাহার
দৃষ্টিকে দেবরূপ আনিয়া দেবীগণেরা প্রণাম করেন।

অতশুচন্দ্রং দেবি নগারমতিকন্দন।

তৎপত্রং তৎপ্রসূনংবা কদাপি ধারয়েমহি ॥

সমস্ত দেব দেবীগণ ও সমস্ত ঋষিগণ নর সামান্য ব্যক্তিকে
প্রণাম করিবেন, এ কারণ নিষেধ করিয়াছেন, যে বিল্লকর্ত্ত
ঘর্ষিত চন্দ্রন, ও বিল্লপত্র এবং বিল্লপুষ্প শিরে বা কর্ণে,
কদাপি ধারণ করিবেন না।

বিল্লমূলে মণ্ডেশানি প্রাণাংস্ত্যজতি যৌননঃ।

রুদ্রদেহো ভবেৎসদাঃ পাপকোটি যুতোপিতন ॥

বিল্লবৃক্ষমূলে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কোটি
পাপযুক্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ শিবরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহা
সর্বশাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন।

বিল্লবৃক্ষ মহাদেবি ভগবান শঙ্করঃস্বরঃ।

বিল্লবৃক্ষতলেস্থিত্বা যদি প্রাণাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ।

তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিস্তুস্তু তীর্থকোটিভিঃ ॥

হে মহাদেবি! হে পার্শ্বতি! বিল্লবৃক্ষ সাক্ষাৎ ভগবান
শিবরূপ হয়। এ কারণ বিল্লবৃক্ষ মূলে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক
সুখীব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ অপু-
নর্ভব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে আর কোটি তীর্থও
পবিত্র কারণ হয় না।

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা স্তিষ্টিশক্তিহেতবে।

বিল্লবৃক্ষ তলেস্থানং যদি বিদাদিপুরিতং।

তদেবশাক্তঃ কেত্রং সর্বতীর্থময়ং সদা ॥

ব্রহ্মাদিদেবগণ সকলে শক্তিস্বত্ব কারণ বিল্লবৃক্ষ মূলে

সৰ্বদা অধিষ্ঠান করেন, বিল্লবৃক্ষ মূলে স্থান যদিও বিষ্ঠাদিতে
পরিপূর্ণ থাকে, তথাপি সে শঙ্করক্ষেত্র, সমস্ত তীর্থময় হয় ।

সৰ্বপীঠময়ং ভক্তু সৰ্বদেবমহং সদা ।

নভাজেছাকরং ক্ষেত্রং নচগঙ্গাং তাজেংপ্রিয়ে ॥

হে প্রিয়ে ! সম্যক্ পীঠময় বিল্ল মূল স্থান, এবং সৰ্ব দেব-
ময় বিল্লবৃক্ষ, বিল্লমূল শিবক্ষেত্র সৰ্বদা সেবা, কদাপি ত্যাগ
করিবেক না, যেমন গঙ্গাক্ষেত্র ও গঙ্গাতীর ত্যজ্য নহে ।

সমীপেস চ চার্কস্মি বিল্লবৃক্ষা বদপ্রিয়ে ।

কাশীপুর সমংতত্ তত্র প্রাণং তাজেদবদ ।

কিন্তুস্ত কোটিতীর্থেন কাশীবাসেন কিং প্রিয়ে ॥ ইতি ।

হে শোভনাজি পার্শ্বতি ! হে প্রিয়ে ! পুরীসম্মিধি যদি
বিল্লবৃক্ষ সংস্থিত হয়, সেই স্থান কাশীপুরের সমান
জানিহ, যদি সেই স্থানে অর্থাৎ বিল্লসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ
করে, তবে তাহার কোটি২ তীর্থে আর প্রয়োজন কি ? এবং
কাশীবাসেই বা কি কল ? অর্থাৎ বিল্লমূলেই তাহার
অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় !

বিল্লমূলে বেদী করণ ।

বেদিকারচয়িষ্যতু স্বস্তিবাচন পূর্বকং ।

ঈশানাদয়িকোণাস্তং ততোপি রাক্ষসং বিশেত ।

রাক্ষসাং বায়ুঃকোণাস্তং বাবদ্বায়ুম্বেদনকং ।

চতুর্দিকুসমং ভূমিং গৃহীয়াদ্যোগ হে তবো ॥

কৃত স্নানাদি যথা বিহিত গণেশাদি পঞ্চদেবতান পূজা
করিয়া স্বস্তিবাচন কংসঙ্গ করণপূর্বক যোগসিদ্ধি নিমিত্তে
বিল্লমূলেবেদিকা রচনা করিবে, অনন্তর সম পরিমাণে

ঈশানীকোণ হইতে নৈঋত কোণ পর্য্যন্ত, এবং নৈঋত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, বায়ুকোণ হইতে ঈশান-কোণ পর্য্যন্ত চারিদিকে সমান ভূমি গ্রহণ করিবেক ।

অষ্টহস্তং ভবেদৈর্ঘ্যং বিস্তৃতঞ্চ তথাশ্রিয়ে ।

উর্দ্ধং বিতস্তিমানং স্যাৎ বেদিকাং পরিশোভিতাং ॥

হে শ্রিয়ে ! দীর্ঘে অষ্ট হস্ত, প্রস্থেও অষ্ট হস্ত প্রমাণ হইবে, উর্দ্ধে এক বিতস্তি অর্থাৎ বিষৎ পরিমাণে শোভন-রূপে বেদিকা নির্মাণ করিবেক ।

তদুর্দ্ধিতু মহাবেদীং সমস্তাং-যোড়শং করং ।

পূজাস্থানস্ত তদ্বিক্রি সৰ্ব্বজ্ঞায়ং বিধিঃশ্রিয়ে ॥

হে শ্রিয়ে ! পার্কতি ! ঐ অষ্ট হস্ত বেদির উপরিভাগে চারিদিকে ঘোল কর প্রমাণে অর্থাৎ দীর্ঘ প্রস্থে চারি হস্ত প্রমাণে বেদিকা করিবে, তাহাতেই পূজা স্থান জানিহ, এইরূপ সৰ্ব্বজ্ঞ বিধি হয়, ইহার নাম মহাবেদী সৰ্ব্বজ্ঞ এইরূপ বিধিপদে পঞ্চবর্টাদিবেদী স্থাপন বিধি গ্রহণ করিতে হইবে । অথবা অগ্নানাদিতে যোগ স্থানেরও এই বিধি হয় ।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন যীমতা ।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার ত্রিযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বটন হয় ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং গবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন দ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ

২ কপ্প ১৮ খণ্ড



সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যা হ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।

গোলকেশং মজ্জলজ্জলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম প্রগতিভিক্ৰুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।

রাধাকান্তং স্মলনরনং চিত্রয় ত্বং মনোমে ।

৫৯ সংখ্যা শকাব্দ ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ২৯ পৌষ ।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান ।



নৃগরাজার বংশ বিস্তার কথনানন্তর নরিস্যস্তের বংশ
কাহিতেছি, ইক্ষ্বাকু ভ্রাতা নরিস্যস্ত সূকন্যানমে তদ্বিহী,
তদন্তে “ চিত্র সেন নামে ,, এক পুত্র জন্মে ।

নরিষাশ্তো মহীপালো বর্ষাণামমৃতং ত্রয়ং

রাজ্যং কৃত্বাশ্বজৈ রাজ্যং দত্ত্বাস গন্তবানবনং ॥

মহারাজা নরিষাস্ত ত্রিংশৎসহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ পুত্রেরাজ্য সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থে বন প্রবেশ করিয়াছিলেন । রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া চিত্রসেন “পঞ্চান যষ্টি সাহস্রং বর্ষং রাজ্যং চকারহ ” ইতি । পঞ্চান হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া তিনি স্বর্গ গমন করেন, তৎপুত্র “শ্মফ ” এই পৃথিবীতে পিতার ন্যায় রাজ্য করতঃ তৎ সমকাল প্রাপ্তে তপস্যার্থে বন গমন করেন । তৎপুত্র “মীঢ়বান ” মীঢ়বানের পুত্র “পূর্ণ ” তৎপুত্র ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনের পুত্র “বীতিহোত্র ” বীতিহোত্রের পুত্র “ভদ্রসেন ” তৎপুত্র “সত্যশ্রবাঃ ” সত্যশ্রবার পুত্র “উরুশ্রবাঃ ” তৎপুত্র “দেবদত্ত ” এই দশ পুরুষ পিতৃসম কাল রাজ্য করিয়া প্রাপ্তকালে কেহ তপস্যার্থে কে হবা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন । তৎপুত্র “অগ্নিবেশ্চ ” ঐ অগ্নিবেশ্চ সাক্ষাৎ অগ্নি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন । “অগ্নিবেশ্চো মহীং শান্তি চত্বারিংশৎ সহস্রকং ইতি ” অগ্নিবেশ্চ চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া স্বর্গগত হন । তাঁহার রাজ্য শাসন কালে আশ্রয় কার্য অনেক প্রকার প্রকাশ হইয়াছিল, ইনি সাক্ষাৎ ঋষিচর্য্যায় লোকোপকারার্থ অশ্বিনীকুমারের শিষ্য হইয়া চরক নামক বৈদ্যক গ্রন্থ মহীতলে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র “কানীন ” নামে বিখ্যাত ” কানীনের পুত্র “জাতুকর্ণ ” তিনি রাজর্ষি প্রবর, সংগীত বিদ্যায় সুনিপুণ, তাহার সংগীতে পাষণ সকল গ-

লিত হইয়াছিল, এবং তৎকালে তৎস্থানে সংগীত শ্রবণেচ্ছায়
বন হইতে হরিণাদি পশু সকল সমাগত হয়, তাহারা আত্ম-
প্রস্তুরে চরণাৰ্পণ করাতে চিহ্ন হইয়া ছিল, অত্যাপি তচ্চি-
হ্নাক্ষিত নার্মদ পৰ্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ জাতুকর্ণের
তপস্যা প্রভাবে তৎকুলজাত ক্ষত্রিয় সকল ব্রাহ্মণ হয়, যথা
“ততোব্রহ্মকুলংজাত মাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ,” আগ্নিবেশ্যাত্মিত
কুল মাত্রেয় ক্ষত্রব্র নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মকুলে প্রাপ্তি হইল।
মহারাজা নরিস্যস্তুর বংশ এই পর্য্যন্তই সীমা হয়, অতঃপর
“দিষ্ট,” রাজার বংশ শ্রবণ করহ।

দিষ্ট রাজা নন্দদানাম্নী পত্নীর পাণিগ্রহণ করতঃ তাহাতে
“নাভাগ,” নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। পূৰ্বে মনুপুত্র
যে নাভাগ নামে জন্মিয়াছিলেন, তিনি অন্য, তৎবংশের
ক্ষত্রিয় নিবৃত্তি হইয়া কৰ্ম্ম বৈষম্য হেতুক সে সকল বৈশ্ব
হইয়াছিল, দিষ্টপুত্র নাভাগেরই বংশ ক্ষত্রিয় থাকিল,
“পঞ্চাশীতি সহস্রাণি বর্ষাণি সনরাধিপঃ। রাজ্যং কুত্বা গতঃ
স্বর্গং নাভাগ মকরো নৃপঃ, দিষ্ট পঞ্চাশীতি সহস্র বর্ষ রাজ্য
করিয়া নাভাগকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ স্বর্গলোকে গমন
করেন। “নাভাগঃ পঞ্চ চত্বারিংশং সহস্রাণি ভূমিপঃ,”
“নাভাগ পঞ্চ চত্বারিংশং সহস্র বর্ষ রাজ্য করতঃ তপস্যার্থে
অরণ্যাগী প্রবেশ করেন। তস্য পুত্র “ভলন্দন,” ভলন্দনের
পুত্র,, বৎসপ্রীতি,, তৎ পুত্র “প্রাংশু,” প্রাংশুর পুত্র, “অমতি,,
তাহার পুত্র “খনিত্র,, খনিত্র পুত্র “চাক্ষুষ,, তৎ পুত্র, বিবিং-
শতি,, বিবিংশতির পুত্র “রত্ন,, রত্নের পুত্র “ধনোনেত্র,, তিনি

অতিখাশীক, তদাশ্রজ, “করদ্ধম, করদ্ধমের পুত্র, “নৃপ, নৃপের পুত্র “বিবিক্কে, বিবিক্কে পুত্র “মরুত্ত, ঐ মরুত্ত তৎকালে চক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন। নাভাগ অবধি মরুত্তপর্বাস্ত চতুর্দশ পুরুষ সমান বর্ষ রাজ্য ভোগ করেন, বিশেষতঃ মরুত্ত রাজা কিছু কাল অধিক জীবিত ছিলেন, পঞ্চোদ্যম সন্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া সুরলোক গত হন। মরুত্ত মহা-যাজ্ঞিক, মহার যজ্ঞের তুল্য যজ্ঞ করিতে কোন রাজাই সক্ষম হন নাই” গোড়েচ যজ্ঞং কৃতবান্ মরুত্তঃ শত বার্ষিকং। মরু-ত্তস্য যথায়জ্ঞো নতথান্যোস্তি ভুভুজাং।, গোড়দেশে বিদ্ধ-পাদ বিনিসূতা নদী তীরে শিলাময়ী ও বালুকাময়ী ভূমিতে এক ক্রোশ পরিমিত কুণ্ড করতঃ যজ্ঞ করেন, চারিদিকে চারিজন হোতা আভূতি প্রদান করিয়াছিলেন, ভাগবতে কহেন।

অমাদাদিহ্মঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।

মরুতঃ পরিবেষ্ট্যরৌ বিশ্বদেবাঃ সভাসদঃ। ০।

সর্বং হিরণ্ময়ং ত্বাসীদৎকিঞ্চাস্ত্যামা ভাজনং ॥ ইতি।

যে যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র সোমপান করতঃ মত্তহন এবং প্রভূত দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণেরা পরম রুচি হইয়াছিলেন। মরুতগণেরা পরিবেশক, বিশ্ব দেবগণ সভাস্তার ছিলেন, আর যে সকল ভোজন পাত্র ও জল পাত্র পীঠাদি সকলই স্বর্ণময় ছিল, তাহার যজ্ঞের মত শোভন যজ্ঞ কেহই করেন মাই।

প্রত্যহ একলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন হইত, তাহারদিগের প্রত্যে-

কের বসিবার স্বর্ণপীঠ, স্বর্ণ ভোজন পাত্র, জল পাত্র, ভোজ-
নাবসানে সে সকল পরিত্যাগ করিতেন, পর দিন পুনর্বার
নূতন ভোজন দিতেন, কদাপি উৎসৃষ্ট ভোজন গ্রহণ করেন নাই।
এইরূপ অবাদে এক শত বৎসর যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞ স্থানের
মৃত্তিকা পরিদগ্ধ হয়, তদঙ্গার সকল ঘৃত মিশ্রিত স্তূভাকার
হইয়াছিল, মৃত্তিকা সকল ক্ষুটিতা হইয়া তাহাতে ঘৃত প্রবেশ
করে, বহুদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতলে বজ্রাকার পোষিত হয়, এবং
মৃত্তিকাও দগ্ধ হইয়া ঘটাক্ত প্রস্তর বৎ যোজনায়ত স্থান
ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই মহা যাজ্ঞিক মরুত রাজা ৬৫ সহস্র
বৎসর রাজা করতঃ “দম” নানক পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়া স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হন।

দমরাজার পুত্র “রাজ বর্জুন,, তৎ পুত্র “সুধৃতি,, সুধৃতির
পুত্র “নর,, তৎ পুত্র “কেরল,, যিনি স্বনামে দক্ষিণদিকে এক
নগরস্থাপন করেন, অদ্যাপি তাহাকে দক্ষিণদিগ ভাগে কেরল
দেশ বলিয়া খ্যাত করে, কেরলের পুত্র “ধুকুমান,, ধুকুমানের
পুত্র “বেগবান,, তাহার পুত্র “বুব,, বুধের পুত্র “তৃণবিন্দু,,
ইনি অলম্বুধা নাম্নী বরাহরাকে পরিগ্রহণ করতঃ তাহাতে
বহু পুত্র উৎপাদন করেন, এবং “ইলবিলা,, নামে একা
কন্যা উৎপন্ন হয়, ঐকন্যাকে পুলস্ত্য পুত্র বিপ্রবা ঋষি বিবাহ
করেন, তাহার গর্ত্রে কুবেরের উৎপত্তি হয়, এই কুবের সর্ব
যোগেশ্বর পিতা হইতে পরমা যোগ বিদ্যা প্রাপ্ত হন। তৃণ
বিন্দুর, পুত্র, বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধৃষ্টকেতু, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ
বিশাল বংশধর রাজা হন, অন্য দুইজন বংশ হীন হইয়া

বিশাল স্বনামে বৈশালী পুরী নির্মাণ করিয়া তথায় রাজ্য করেন, অত্ৰাপি সেই পুরী বিশালা নামে উত্তর হিম শৃঙ্গে তীর্থ রূপে বিখ্যাতা রহিয়াছেন। ইলবিলা পুত্র সূর্য্যারিক দেশে আশ্রম করিয়া রাক্ষস বাসে অবস্থিতি করিলেন।

বিশালের পুত্র “হেমচন্দ্র,” হেমচন্দ্রের পুত্র “ধৃতাক্ষ,” ধৃতাক্ষের পুত্র “সংঘম,” সংঘমের দুই পুত্র, “কুশাশ্ব ও সহদেব,” কুশাশ্বের পুত্র “সোমদত্ত,” ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সুরপতি ইন্দ্রকে প্রসন্ন করেন, এবং যোগির দিগের যে গতি সেই গতিকে লাভ বরিয়াছিলেন। সোমদত্তের পুত্র “সুমতি,” সুমতির পুত্র “জনমেজয়,” ইহারা বিশাল পুত্র বৈশাল ভূপতি ভূগবিন্দুর বশো বিস্তারক হয়েন। সকলেই গম বল, সম প্রাণ, সম কীৰ্ত্তিমান, সম যজ্ঞা ছিলেন। যে সকলের পরমায়ু ও রাজ্য ভোগ কাল উক্ত করা যায় নাই তাহারা সকলেই পৈতৃক ভাবানুক্রমে সমান কাল জীবিত থাকিয়া সমান কাল রাজ্য করিয়াছিলেন। যেহেতু তৎকালে ধৰ্ম্মানুযায়ি কল এই রূপই ছিল, তবে যে কাহার কাহার ব্যত্যয় হইয়াছে সে তাহাদিগের ইচ্ছামৃত্যু লক্ষণের দৃষ্টান্ত মাত্র।

অনন্তর, ইক্ষ্বাকুভাতা শর্য্যাতির বংশ বিস্তার করিতেছি। শর্য্যাতি রাজা ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি বিষয়েবীত রাগ সৰ্ব্বদা যজ্ঞ পরায়ণ ছিলেন, তাহাকে সকলেই ঋষিপদ বাচ্যে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। তাহার একা কন্যা, পদ্মপত্রায়তাকী প্রিয়ম্বদা মনোহর গীলা, তাহার নাম “সুকন্যা,” এক দিবস

রাজা শর্যাতি ঐ কন্যা সহিত বন ভ্রমণার্থে গমন করেন, দৈবাৎ ভ্রমণ করিতে করিতে চাবন মূনির আশ্রমে উপস্থিত হন । তথায় রথ হইতে অবতরিता হইয়া সুকন্যা সমীপে সম-
ভিব্যাহারে চাবনাশ্রমে বনশোভা সম্ভাষণার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পাদপমালা মণ্ডিত মনোহর বন রাজী দর্শনে সুকন্যা পরম হর্ষিতা হইয়া নানা তরঙ্গিতা হইতে নানা বর্ণ মৌগন্ধিক পুষ্প সকল উত্তোলন করতঃ স্বীয় কবরীর শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন । এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে পুষ্কিকা সঞ্চিত বট্রাকার অভ্যুচ্চ মৃৎপিণ্ড দেখিলেন, তাহার পাশ্বে যুগলগর্ভ, তন্মধ্য হইতে খন্যোতের ন্যায় আলোক নির্গত হইতেছে, তদৃষ্টে দৈব চোদিতা মুগ্ধ স্বভাবা সুকন্যা দুইটি ভীক্ষাগ্রদীর্ঘ কটক দ্বারা সেই জ্যোতি স্থানেতে বিদ্ধ করিলেন, বিদ্ধ মাত্র তৎস্থান হইতে সহসা বাহিরে শোণিত ধারা পতিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ঐ মৃত্তিকা মধ্যে মহাতপস্বী ভৃগুবংশীয় চাবন মূনি তপস্যা করিতে ছিলেন, কটকাঘাতে তাঁহারই চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ হইয়াছে, হতভাগ্যা সুকন্যার ঐ কৰ্ম্মফলে রাজার এবং সমস্ত রাজকন্যার ও সৈন্য সাগন্ত সকলেরই এক কালে মল মুত্রাদি নিরোধ হইয়া উদর ক্ষোভ হইতে লাগিল । এতৎ অসদৃশ উৎপাতাবলোকন করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন চিত্তে ব্যাকুলিত ভাবে সকল লোককেই কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে কেহই কিছু উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, সুকন্যা অতিশয় ভীতা হইয়া পিতাকে আশ্রুত কার্যের বিবরণ

বাক্য করিয়া কহিলেন । দুহিতার এই কথা শুনিয়া অতি ভীত হইয়া রাজা চাবনের নিকট গিয়া তাহাকে প্রসন্ন করণার্থে ঐ মৃত্তিকা রাশি শূক্ত করিয়া মুনিকে আত্মজা সুকন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাতে মুনী প্রসন্ন হইয়া সহ পরিবার রাজাকে বিপদ হইতে পরিভ্রাণ করিয়া বিদায় করেন, রাজাও পরিমুক্ত হইয়া প্রণাম করতঃ স্বধামে আগত হন । পরে সুকন্যার পাতিব্রত্য ধৰ্ম্ম হেতু অশ্বিনীকুমার দ্বারা তৎপতি চাবন ঋষি দিব্য রূপবান ও লক্ষ চক্ষু হন । অনন্তর একদা রাজা পুনর্বার চাবনাশ্রমে আগিয়া জামাতার সহিত কন্যাকে দেখিয়া সম্যক্ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিকে শ্রবণ করিয়া আহলাদিতান্তঃকরণে স্বধামোপগত হন ।

শর্যাপতির তিন পুত্র, যথা উত্তানবর্হী, আনর্ত, ভুরিবেণ, এই তিন, ইহার মধ্যে আনর্তের একা কন্যা জন্মে তাহার নাম রেবতী । ঐ কন্যার সদৃশ বরায়েষণ করতঃ আনর্ত যখন পৃথিবীতলে বর প্রাপ্ত হইলেন না, তখন স্বকন্যা সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং ব্রহ্মাকে সকল কথা জানাইলেন, তদুপধায় প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, এক্ষণে এস্থানে নৃত্যগীতাদি হইছে, তুমি কিয়ৎকাল অবস্থান কর, পরে যাহা বিহিত হয় তাহা কহিব । অনন্তর ক্রমকাল পরে গান্ধর্ব্ব সভা অবহার হইলে আনর্ত পুনর্বার কন্যাবরার্থ ব্রহ্মার পুরতঃ আবেদন করেন, তৎ শ্রবণে জগদ্ধাতা হাস্য করিয়া কহিলেন । মহারাজ ! তুমি যে ক্রম ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিলে ইহাতে মর্ত্যালোকে বহু যুগ

অবসান হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তোমার পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতি বংশ মাত্রও নাই, বাহা হউক মর্ত্যালোকে ছাপর যুগের শেষ হইয়াছে, ভগবান বিষ্ণু বলরাম রূপে বনুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে তুমি পৃথিবীতে গমন করতঃ এই কন্যারত্ন বলদেবকে প্রদান কর । ইত্যাদেশিত আনন্ড রাজা ধরাতলে অবতরিত হইয়া বলরামকে রেবতী কন্যা প্রদান করেন । অনন্তর আনন্ড রাজা রেবত হিমালয় গিরিগঙ্ধরে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের ভজনা করিতে লাগিলেন ।

অপর মনুপুত্র নভগের বংশ বিস্তার করিয়া কহিতেছি, নভগের পুত্র, “নাতাগ,, ইনি গুরুকুলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বহুকাল বাস করিয়া বেদাধ্যয়নে নিপুণ হন । তাঁহার ভ্রাতাগণ দায় বিভাগ কালে তাঁহার ব্রহ্মনৈষ্ঠিক ভাব বিবেচনা করিয়া তদাগ কল্পনা না করিয়া পরস্পর ভ্রাতারা ধন বিভাগ করিয়া লন । পরে গুরুকুল হইতে আগত হইয়া তিনি স্বীয়ভাগ প্রার্থনা করাতে তাঁহাকে সকলে পুন বিভাগ করিয়া দেন । পূর্বে ভাগ কল্পনা হয় নাই এ নিমিত্ত তাঁহার পুত্রের নাম নাতাগ হয় । নাতাগের পুত্র “অম্বরীষ,, তিনি মহাকৃতি, মহাভাগবত ছিলেন, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর চক্রবর্তী হন । অর্থাৎ ইক্ষ্বাকু বংশ যদিও তৎকালে সম্রাট ছিলেন তথাপি নাতাগ পুত্র বাহুবলে সম্রাট হন, কিন্তু আজ্ঞাপ্রদ ইক্ষ্বাকু বংশোরাই ছিলেন । মহারাজা অম্বরীষের বৈবৰ্ণ্যবতা প্রভাবে ভগবান্ তদ্রূপার্থে সুদর্শন চক্রপ্রদান করেন ।

একদা রাজা সাম্বৎসরিক একাদশী ব্রত করিয়া সম্বৎসরান্তে কার্তিকী দ্বাদশী দিনে পারণ করিবেন, এমত সময় শিষ্য দুর্বাশা ঋষি পারণার্থে রাজার নিকট উপস্থিত হন । এবং রাজাকে কহিলেন মহারাজ ! অত্ৰ আমি অতিথি, আমাকে পারণ করাউন । সংপ্রতি আমার স্নানাহ্নিক সন্ধ্যা বন্দনা দি কিছু মাত্র পরিসমাণ্ডি হয় নাই, অতএব স্নানাহ্নিক করিয়া প্রত্যাগত হইব, এতৎ শ্রবণে রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া যথোচিত যত্ন পূর্বক তদ্ব্যঞ্জন সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পরিচারক প্রতি আদেশ করেন, দুর্বাশাও স্নানার্থ গমন করিলেন, ইত্যবসরে কুল গুরু বশিষ্ঠ রাজসমক্ষে সমাগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি কি করিতেছেন, অন্য অঙ্গাঙ্গণ স্থায়িনী দ্বাদশী, অতএব দ্বাদশী মধ্যে পারণ করুন । দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিয়া পারণ করিলে এই সাম্বৎসরিক একাদশীর সম্যক্ কল বিনষ্ট হইবে ? যেহেতু এব্রতের পারণে দ্বাদশী লঙ্ঘন অতিশয় দোষ, রাজা বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, হে কুলোত্তরো ! এক্ষণে তবে কর্তব্য কি ? দুর্বাশা ঋষি পারণার্থ অতিথি হইয়া স্নানে গমন করিয়াছেন, তাঁহাকে পারণ না করাইয়া আমি কি ক্রমে পারণ করিতে পারি ? পারণ না করিলেও দ্বাদশী উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে ব্রতও পণ্ড হইয়া যায়, এক্ষণে উপায় কি ? বশিষ্ঠ কহিলেন নদীতীরে লোক প্রেরণ করতঃ দুর্বাশাকে বৃত্তান্ত কহিয়া শীঘ্র আনয়ন কর, এতৎ শ্রবণে রাজা দূত প্রেরণ করেন, দুর্বাশা কহি-

লেন কিঞ্চিৎ কার্য্য অবশিষ্ট আছে, স্বপ্নক্ষণ বিলম্ব করিতে
কহ, দূত আসিয়া সংবাদ করিল, রাজা কিছু কাল বিলম্ব
করিয়া পুন দূত প্রেরণ করেন, পুনর্বার দুর্কীশা কিছু কাল
বিলম্ব করিতে কহেন, এইরূপ বারম্বার দূত প্রেরণ করেন,
দুর্কীশাও বারম্বার বিলম্ব করিতে বলেন, ইহাতে দ্বাদশীর
কলা মাত্র অবশিষ্ট আছে ইহা জানিয়া রাজা বশিষ্ঠাজ্ঞা
মতে ব্রত সংপূরণার্থে কুশাগ্রে এক বিন্দুমাত্র জল লইয়া
পারণার্থে স্ববদনে নিঃক্ষেপ করিলেন । এমত সময় কৃত্য-
হ্লিক সশিবা দুর্কীশা আসিয়া উপস্থিত হন তখন দ্বাদশী
মাত্র নাই, দুর্কীশা ত্রয়োদশী প্রাপ্তা দেখিয়া বিচার করি-
লেন, যে যখন দ্বাদশী নাই তখন রাজা ব্রতসাক্ষার্থে অবশ্যই
পারণ করিয়াছে, সুতরাং গৃহস্থামীর ভোজনানন্তর তদ্বৎ
যে ভোজন সে উচ্ছ্রিষ্ট ভোজন হয়, মহাতেজস্বী তমোংশ
সমুত্ত দুর্কীশা রাজার প্রতি অতি প্রকোপিত হইয়া তদ্বিনা-
শার্থে একবিস্মাপনীয় এক্রূপ বিশিষ্ট কৃত্যাকে উৎপন্ন করেন,
সেই কৃত্য অতি ভয়ঙ্কর এক ত্রিশূল হস্তে লইয়া রাজাকে
হননোদ্যাতা হইলে তৎ পার্শ্বস্থিত ত্রিষুদন্ত সুদর্শন চক্র
কৃত্যাকে বিনাশ করিয়া আততায়ী বোধে দুর্কীশাকেও
হনন করিতে উচ্চত হয়, তদৃষ্টে দুর্কীশা সভয়াস্তকরণে
পলায়ন পর হইয়া ভগবান বিষ্ণুর শরণ প্রাপ্ত হন, সুদর্শ-
নও তৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন,
ভগবান সুদর্শনকে ব্রহ্ম বধে ক্রান্ত করিয়া অভয় প্রদান
পূর্বক দুর্কীশাকে বিদায় করেন । অনন্তর অমরীষ রাজা

বহু অশ্বমেধ যজ্ঞাদি সম্পাদন করতঃ ত্ৰিংশৎবর্ষ সহস্র রাজ্য ভোগ করিয়া পুঞ্জগণকে ধন রাজ্য প্রদান পূৰ্ণক তপস্যার্থে বন প্রবেশ করিলেন ।



গৃহস্থাশ্রম ধৰ্ম্ম ।

অনন্তর স্ত্রীলোকদিগের যাহা কর্তব্য সমাসতঃ তদ্ব্যঙ্গ্য কহিতেছি, অর্থাৎ কুল স্ত্রীদিগের কুল ধৰ্ম্মই সনাতন, অশ্রুতি কূলে সেই ধৰ্ম্মের আচরণ করিলে ইহকালে সৰ্ব্বত্র যশোলাভ ও পরকালে পরমাগতি লাভ করিতে সক্ষম হয় । যথা

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তৎ শুশ্রূষাঞ্চানুকূলতা ।

তদ্ব্যঙ্গ্যং বৃত্তিচ্চ নিত্যং তদ্রূপং ধারণং ॥

পতিকে দেবজ্ঞান যে স্ত্রী করে, তাহার নাম পতিদেবা অতএব স্ত্রীগণেরা পতির অনুকূলতাচারিণী হইয়া অকপটে তাহার শুশ্রূষাদি করিবে, আর পতির বন্ধুগণের আনুৱত্তি ও আনুকূল্য এবং সেবা ভক্তি পূৰ্ণক শুশ্রূষাদি করিবে, ইহাই তাহাদিগের পরম ধৰ্ম্ম ও পতিব্রত হয় ।

সংমার্জ্জনোপসেপাভ্যাং গৃহগুণং বর্তনৈঃ ।

অয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টা পরিচ্ছদা ॥

কুল স্ত্রীগণেরা গৃহ মার্জন ও লেপনাদি দ্বারা গৃহকে পরম শোভিত করিবে, এবং উদ্বৰ্জনাতির দ্বারা স্বগাত্রমার্জন ও নানা প্রকার বেশ বিন্যাসাদি করতঃ মনোহর বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণ পূৰ্ণক কালে কালে পতির প্রীতি উৎপাদন করিবেক ।

কাটমৈ কুচাবটৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেনচ ।

বাটৌঃ সটৌঃ প্রিয়েঃ প্রেম্না কালে কালে ভজেৎপতিং ॥

উচ্চাবচ কর্ম, ইন্দ্রিয় সংযম, প্রিয় বাক্য প্রয়োগ সত্যধৰ্ম
রক্ষা, এবং প্রীতি প্রকাশ ও বিশ্বাস, দ্বারা অকপটে দেব
বুদ্ধিতে সাধ্বী স্ত্রী কালে কালে পতিকে ভজনা করিবেক ।

বাপতিং হরি ভাবেন ভজেৎ স্ত্রীরিব তৎপরা ।

হব্যাস্থনা হরেলোকৈ পতা স্ত্রীরিব মোদেতে ॥

যে স্ত্রী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিকে ঈশ্বর হরি ভাব দ্বারা ভজনা
করে, সেই স্ত্রী পরলোক গামিনী হইয়া, হরিকৃপ পতির
সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সৰ্ব্ব সুখ সম্ভোগ করেন ।

বৃত্তিঃ সঙ্কর জাতিনাং তত্ত্বং কুল কৃতা ভবেৎ ।

অচৌরাণা নপ্যাপানা মন্ত্যজ্ঞাস্তেব শায়িনাং ॥

অনন্তর বর্ণসঙ্কর জাতিদিগের বৃত্তিও তৎ কুলকৃতা হয়,
অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পিতৃ কুলোচিত কোন ব্যক্তি মাতৃ-
কুলজা বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবে, কদাপি চুরি বা ডাকা-
ইতি প্রভৃতি পাপীয়সী বৃত্তিকে উপজীবিকা করিবে না, এবং
অস্ত্যজ চণ্ডালাদি জাতিরা পরিশ্রমার্জিত বিস্ত্রে সংসার
যাত্রা নির্বাহ করিবেক ।

রজকশ্চ স্ম্যকারশ্চ বটৌ বরুড় এবচ ।

কৈবর্তমেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তেতে অস্ত্যজাঃস্মৃতাঃ ॥

রজক, চর্ম্মকার, বট, বরুড়, এবং কৈবর্ত, মেদ, ভিল্লা
ইত্যাদি গণ্ড জাতি অস্ত্যজ হয়, বহু বচনাভিপ্রায়ে আর
অনেক জাতিও অস্ত্যজ আছে, ইহারা স্বভাবানুসারে অর্থাৎ
নামানুযায়ি কর্ম দ্বারা জীবিকা করিবেক ।

প্রায়ঃ স্বভাব বিহিতো নৃণাং ধৰ্ম্মো যুগে যুগে ।

বেদদৃগ্ভিঃ স্মৃতৌ রাজন্ প্রেতা চেহচ শস্যকৃৎ ॥

প্রায়ঃ যুগে যুগে মনুষ্য মাত্রেয়ই স্বভাব বিহিত কৰ্ম্ম হয়, ইহা বেদবিৎ ঋষিগণের কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । স্ব স্ব জাতীয় কৰ্ম্ম করণে অমঙ্গল নাই, ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে পরম কল্যাণ হয় ।

বৃত্তা স্বভাব কৃতয়া বর্তমান স্বকৰ্ম্মকৃৎ ।

হিঁদ্রা স্বভাবজং কৰ্ম্ম শনৈ নীকুণ্ঠতামিমাং ।

স্বভাবজবৃত্তি দ্বারা স্বজাতীয় কৰ্ম্মকৃৎ পুরুষের কল্যাণ ব্য-
তীত অকল্যাণ নাই, এমন মনে কেহ না করেন, যে আমরা
হীন, আমাদিগের কৰ্ম্মও হীন, ইহা ত্যাগ করিয়া উত্তমের
কৰ্ম্ম গ্রহণ করিব, তাহা করিহ না, তাহাতে বিশেষ হানি
আছে, স্বজাতীয় ধৰ্ম্ম অবশ্য রক্ষিতব্য হয়, বলপূৰ্ব্বক ত্যাগ
করায় ভগবানের কৃত সেতু ভঙ্গ করা হয়, স্বজাতীয় কৰ্ম্ম
করিতে করিতে অগ্গে অগ্গে কালে তাহা ত্যাগ হইয়া
উত্তমতাকে আপনিই প্রাপ্ত হয়, ইহা আপন ইচ্ছায় এক
দেহে হইতে পারেনা !

উপামানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নিবীৰ্য্যতা মিয়াং ।

নকম্পাতে পুনঃ সূতৌ উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যাতি ॥

যেমন মূত্র, পুনঃ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে, রস শোষণ
হেতুক কালে ক্ষেত্র স্বয়ং আপদ্বিই নিবীৰ্য্যতাকে প্রাপ্ত হয়,
পুনর্বার তাহাতে বীজবপন করিলে আর শস্য হয় না, বরং
বীজই বিনষ্ট হইয়া যায় । সেইরূপ স্বজাতীয় কৰ্ম্ম করিতে
করিতে স্বভাব শুদ্ধি হইয়া ক্রমে উত্তমতাকে পায় ।

অনন্তর গৃহস্থাশ্রমের বিহিত সংস্কারাদি বর্ণনা করিতেছি ।
 গর্ত্তাধান, পুংসবন, সৌমস্তোমসয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রা-
 মণ, অন্ন প্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ এই দশবিধ সংস্কার,
 বেদে উক্ত হইরাছে, ইহার অকরণে লোকাদিবর্ণের শরীর
 শুদ্ধি হইতে পারে না, অতএব সংস্কার ধর্ম্মরক্ষা করা আবশ্য
 কর্ত্তব্য, কিন্তু বেদোদিত যথার্থ রূপ একালে সম্ভব্ কর্ম্মসম্পা-
 দন হওয়া অতি কঠিন, এ কারণ কলিতে আগমোক্ত বিধির
 সহিত বেদ বিধির ঐক্য করিয়া সংস্কারাদি করিতে সকল
 শাস্ত্রেই অনুশাসন করিয়াছেন, বেদ প্রচুর প্রয়োগ বাহুল্য,
 তান্ত্রিকে স্বপ্নতা, সূতরাং মিশ্র লক্ষণে অলস জীবের
 অনায়াস সাধ্য হয় । যথা

বেদোক্তাগমোক্তংবা সংস্কারং কুরুতে সদা ।

কলিযুগে কি অন্যযুগেই বা হউক বিচক্ষণগণেরা বেদোক্ত
 বা আগমোক্ত বিধানে সংস্কারাদি করিয়া থাকেন ॥ ০ ॥
 কিন্তু কলিযুগে আগমোক্তই বিধি হয়, তাহাতে সকলে
 সম্মতি না করা প্রযুক্ত মিশ্রলক্ষণ দ্বারা কর্ম্ম করিলে শুভঘটনা
 হইতে পারে, ইহা পুরাণান্তরেও কহিয়াছেন । যথা

বৈদিকী তান্ত্রিকীমিশ্রা ইতি মে ত্রিবিধানথাঃ । ইতি ।

ভাগবতং ।

ভগবান উদ্ধবকে একাদশে কহিয়াছেন, হে উদ্ধব !
 আমার অর্চনাদি ত্রিবিধপ্রকার হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ বৈদিক, বা
 শুদ্ধ তান্ত্রিক, অথবা বেদতন্ত্রমিশ্র এই ত্রিবিধ জানিবে ।

সংস্কারেণ বিনানুগাং দেহভুঙ্কিন জায়তে ।

নাসংস্কৃতো ধিকারী স্যাৎ দৈবেপৈত্রেচ কর্ম্মণি ॥

বিনা সংস্কারে মনুষ্যদিগের দেহশুদ্ধি হয় না । অসংস্কৃত
বাঙ্কি দৈবকর্মে, এবং পৈত্রকর্মেতে অধিকারী হইতে
পারে না ।

অতো বিপ্রাদিভির্কর্মেণঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংস্ক্রিয়া ।

কর্তব্য্য সর্বথা যত্নৈরিহামুত্ হিতেঙ্গুভিঃ ॥

ইহলোক ও পরলোক হিতেচ্ছু ব্রাহ্মণাদি বর্ণমাত্রেই
সর্বতঃপ্রকার যত্নদ্বারা এহেতু সংস্কার করিবেন ।

অথ দশসংস্কার ।

বীজসেকং পুংসবনং সৌমস্তোমস্বয়নং তথা ।

জাতনাস্ত্রীনিষ্ক্রামণ মম্মাশন মতঃপরং ।

চূড়োপনয়নোদ্ধাহাঃ সংস্কারা কথিতাদশ ॥

বীজসেক, পুংসবন, সৌমস্তোমস্বয়ন, জাতকর্মা, নামকরণ,
নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, উদ্ধাহ. এই দশ-
সংস্কার কথিত হইয়াছে ।

শূদ্রাণাং শূদ্রভিমানামুপবীতং নবিদ্যাতে ।

তেষাং নবৈবসংস্কারা বিজাতীনাং দশস্মৃতাঃ ॥

শূদ্রদিগের এবং শূদ্রপ্রায় বর্ণসঙ্করদিগের উপনয়নাতাব
প্রযুক্ত নবসংস্কার, কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিগের দশ
সংস্কার হয় ॥ ০ ॥ কিন্তু শূদ্রাদির নবসংস্কার তাত্ত্বিক বচনে
করা যায় এজন্য অনেক শূদ্রে জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়া
থাকে, বেদে কি স্মৃতিতে অমঙ্গল বলেন, “ভৃগুসীমাসীৎ
জিহ্মা মেভা বিবাহস্ত সমঙ্গক”, শূদ্রাদিরা উক্ত নবসংস্কার
অমনি করিবেক কেবল বঙ্গক বিবাহ দিবেক ।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।

২০৯

অথোচাতে ময়া সম্যক্ গত্রাধানাদিক্রিয়া ।

তত্রাদাবৃহৎ সংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥

অনন্তর গত্রাধানাদি সকল সংস্কার আমা কর্তৃক উক্ত
হইয়তে তদগ্রে ঋতু সংস্কার কহিতেছি তাহা ক্রমে শ্রবণ
করহ ।

কৃত নিতাক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমর্চয়েৎ ।

ব্রহ্মা তুর্গা গণেশচ গ্রহাদিক্ পশ্যন্তথা ॥

নিত্য ক্রিয়াদি করিয়া শুচি হইয়া পঞ্চ দেবতার অর্চনা
করতঃ অনন্তর ব্রহ্মা, তুর্গা, গণেশ গ্রহ দিক্ পালাদিকে
পূজা করিবেক । আদি পদে বড় দেবতা যথা বিষ্ণু, তুর্গা,
শিব অগ্নি, গণেশ সূর্য্যের পূজা করিবেক ।

স্তুতিলেখাদি দি দ্বিভাগে ঘটেষ্চেতানু প্রপূজয়েৎ ।

ততস্তমাতৃক্য পূজ্যা গৌর্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ ॥

প্রথমতঃ গোময়াদি লেপ দ্বারা স্থান শুদ্ধি ও ঘট
স্থাপনা করিয়া সেই ঘটে উপরি উক্ত দেবতা দিগের পূজা
পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন ও সংকল্প করতঃ বিভবানুসারে ষোড়শ
মাতৃকার পূজা করিবেক ।

বিষ্ণু মহাত্ম্য ।

বিষ্ণুশূলে শ্মশানেবা প্রান্তরেহস্থংখমূলকে ।

নদীতীরে দেবগর্ভে গঙ্গাগর্ভে চতুষ্পথে ॥

উজ্জটে পর্ব্বতেবাপি উদ্যানে পুষ্পসন্নিভে ।

শিবালয়ে শূন্যগেহে অথবা নিজমন্দিরে ।

বেশ্যাগেহে লতাস্থানে গোষ্ঠেবান্য তনৈহপিবা ॥

যে যে স্থানে যোগ সাধনা করিতে হয় তাহারও প্রমাণ প্রসঙ্গতঃ কহিতেছেন । হে বরমুখি শ্রিয়ে ! বিলম্বমূলে, বশ্মশানে, প্রান্তরে, অর্থাৎ নির্জন বনে, অশ্বথ বৃক্ষমূলে, নদী তীরে, দেবগর্ত্রে অর্থাৎ দেবমঠান্তরে, গঙ্গাগর্ভে, চতুষ্পাথে, উজ্জট, অর্থাৎ গর্তমধ্যে, পার্বত গুহায়, অথিবা বনে, কি গোচারগৃহে, গোগৃহে, এই সকল স্থানের মধ্যে যে কোনস্থানে চিত্ত প্রশান্তি হয়, সেই স্থানে বসিয়া যোগাভ্যাস করিবেক ।

বিলম্বমূলে বেদী কল্পণ ।

অশ্বথ বিলম্বমূলে বা বেদীং কুর্যাদ্বিধান বিৎ ।

উত্তরাশা মুখো ভূত্বা বেদিকাং রচয়েৎ স্তম্বী : ॥ ইতি সামলং

বিধান বিৎসাধিক, অশ্বথ মূলে অথবা বিলম্ব মূলে বেদী করিয়া উত্তরাড়ি মুখ হইয়া উপবেশন করতঃ সাধনা করিতে পারে এমন প্রকারে প্রশস্ত বেদিকা রচনা করিবেক ।

ঈশানে সূত্র পাতংস্যা দক্ষৌচ স্তম্ব রোপণং ।

নবধা সদন ক্ষেত্রং পূর্ব্বং বৎ করায়ৈস্তম্বঃ ॥

ঈশান কোণে সূত্র পাত করিয়া অগ্নিকোণে স্তম্ব রোপণ করিবে অর্থাৎ তাহারে সূত্র বন্ধন করিবে । নবধা সূত্রে সদন ক্ষেত্রে বেষ্ঠন করতঃ পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে রচনা করিবে ॥

চতুঃ সূত্রী কৃতং তস্তং স্থানাধিকং নকারয়েৎ ।

ক্ষেত্রস্যায়াম বিস্তারঃ প্রস্থঃ তাবদেবহি ॥

চতুঃ সূত্র দ্বারা সূত্রীকৃত করিয়া বেষ্ঠন করিবে অর্থাৎ

চারিদিকে সূত্র বেষ্ঠন করিবেক, ইহার ন্যূনাধিক করিবেক না, ক্ষেত্রের যে পরিমাণ দীর্ঘ, প্রস্থ ও সেই পরিমাণে হইবে ।

অষ্ট হস্ত মিতং কুর্যা দায়ামং তত্তদেকহি ।

মূলায়ামং পরিত্যজ্য চাষ্ট হস্ত মিহেয্যভে ॥

অষ্ট হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ প্রস্থও অষ্ট হস্ত পরিমিত হইবে । মূল রিস্তার অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিলে অষ্ট হস্তই চতুর্হস্তে সিদ্ধ হয় ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।

উক্তং বিতস্তিমানং হি বেদীং কুর্যাং মূলকণাং ।

চতুর্হস্তমিতাং বেদীং দৈর্ঘ্যাং মধ্যেভু তত্ত্বরিং ॥

তত্ত্ববিৎসাধক উর্দ্ধে এক বিতস্তি পরিমিত মূলকণা বেদী করিবে । দীর্ঘ চারি হস্ত প্রস্থও চারি হস্ত পরিমাণ হইবে ।

অথ পঞ্চবটী স্থাপন বিধিঃ ।

অশ্বথ বট বৃক্ষঞ্চ বিলম্বাজী মশোককং ।

বটীপঞ্চক মিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চ দিক্যুচ ॥ ইতি

স্মদ পুরাণং ।

অশ্বথ, বট, বিল, আমলক, আর অশোক এই পঞ্চ বট শাস্ত্রে উক্ত করেন । অর্থাৎ বেদী করতঃ তাহার পঞ্চ দিকে পঞ্চ বৃক্ষ স্থাপনা করিবেক ।

নিম্ন আমলকো বিরোদ্য যোঃচাণ লিঙ্গলঃ ।

এতেপঞ্চ মহাবৃক্ষাঃ পঞ্চাবট সমীরিতাঃ ॥ ইতি

বিনায়ক যামনং ।

নিম্ন, আমলক, বট, অশ্বথ, বিল, এই পঞ্চ বট বলিয়া বিনায়ক যামলে কহিয়াছেন । ইহাতে এ বিষয়ের মতা-

স্তর দৃষ্টে অনুভব করা যায়, যে এই উভয় মতে করিলেও যাগসিদ্ধি হইবার বাধা নাই ।

অশ্বখং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্লমুত্তর ভাগতঃ ।

বটং পশ্চিম ভাগেতু ধাত্রীং দক্ষিণতন্তুথা ।

অশোকং নিম্ন মথবা বলিদিক্ বোগ সিদ্ধয়ে ॥

যোগ তপস্যাাদি সিদ্ধির নিমিত্তে পূর্ব দিকে অশ্বখ, উত্তর দিকে বিল্ল, পশ্চিম দিকে বট, দক্ষিণে আমলকী, অগ্নিকোণে অশোক বা নিম্ন বৃক্ষ স্থাপন করিবে ।

মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং স্তম্বনোহরাং ।

প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্তয়াঃ পঞ্চ বর্ষোত্তরং শিবে ॥ ইতি

বাংমলং ॥

হে মন্ত্রল দায়িনি ! হে শিবে ! ঐ বৃক্ষ সকলের মধ্যে মনোহর, সুন্দর চতুর্হস্ত প্রমাণে বেদিকা নির্মাণ করিবে । আর পঞ্চ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পর তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । পঞ্চবর্ষোত্তীর্ণ প্রয়োগে বোধ হয়, যে ঐ সকল বৃক্ষ উত্তম শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট হইলে, আর তাহারদিগের মরণাশঙ্কা থাকিবেক না ।

অশ্বর্থ রূপো ভগবান্ বট রূপো গজাননঃ ।

বিল্লরূপা শিবাদেবী শিবা মলক রূপ বৃক্ ।

নিম্ন রূপো লোক চক্ষুঃসিহিরো মুক্তিদাম্যতঃ ॥

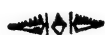
ভগবান্ নারায়ণ অশ্বর্থ রূপী, গণপতি বটবৃক্ষ রূপ, দুর্গা দেবী পরমাত্ম শক্তি বিল্লরূপা, মহাদেব শিব আমলকী বৃক্ষ রূপী, আর লোক চক্ষু ভাস্কর নিম্ন বৃক্ষ রূপী হয়েন । এই পঞ্চ রূপ পঞ্চ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব বিষ্ণু গণেশ দুর্গা সূর্য্য দেব,

সুতরাং পঞ্চায়তনী দীক্ষা প্রয়োগ হেতু পঞ্চ বট মুক্তি প্রদ
জানিবে ।

অনন্ত ফল দাত্রীসী ভূপস্যা ফলদায়িনী ।

ইয়ং পঞ্চবটী প্রাক্তা মুক্তি মার্গ প্রদর্শিকা ।

অনন্ত ফল দায়িনী, এবং যোগ ভূপস্যাতির সিদ্ধি ফল
প্রদাত্রী, এই পঞ্চবটী খাতা হইয়াছে । অসংশয় ইনি সাধ-
ককে মুক্তি পদবী প্রদর্শন করাইয়া থাকেন ।



অথ বৃহৎ পঞ্চবটী লক্ষণ ।

ইয়ং পঞ্চবটী প্রোক্তা বৃহৎ পঞ্চবটীং শূণু ।

বিম্ব বৃক্ষং মধ্যভাগে চতুর্দিক্ চতুর্ভুজং ॥ ইতি ।

বামলং ॥

হে প্রকৃতিশ্রি ! তোমাকে এই লঘু পঞ্চবটী প্রকরণ কাহি-
লাগ, অনন্তর বৃহৎ পঞ্চবটী শ্রবণ করহ । মধ্য ভাগে এক
বিম্ব বৃক্ষ, আর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, ও দক্ষিণ, এই দিক্
চতুর্ভুজে, চারি বিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিবে ।

বট বৃক্ষং চতুষ্কোণে বেদ সংখ্যং প্ররোপয়েৎ ।

অশোকং বর্তুলাকারং পঞ্চ বিংশতি সম্মিতং ॥

কোণ চতুর্ভুজ বট বৃক্ষ চতুর্ভুজ, আর বর্তুলাকারে অর্থাৎ
চারিদিক বেড়িয়া পঞ্চ বিংশতি সংখ্যার অশোক বৃক্ষ
প্ররোপণ করিবে ।

দিশি দিক্চা মলৈশ্চৈব একৈকং পরমেশ্বর ।

অশ্বত্থঞ্চ চতুর্দিক্ বৃহৎ পঞ্চবটী ভবেৎ ॥

হে পরমেশ্বর! বেদীর চারিদিকে এবং চারি কোণে
এক এক সংখ্যায় আটটি অশ্বথ বৃক্ষ রোপণ করিবে।
ইহার নাম বৃহৎ পঞ্চবটী। এই স্থান অতি রম্য, যোগীদের
যোগ সিদ্ধি প্রদায়ক হয়।

যঃকরোতি মহেশানি সাক্ষাদিচ্ছ সমাভবেৎ।

ইহলোকে যোগ সিদ্ধিঃ পরেচ পরমা গতিঃ। ইতি।

হেমাক্রীয়েৎ ॥

হে মহেশ্বর! যে ব্যক্তি এই বৃহৎ পঞ্চবটী স্থাপন করে
সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ইন্দ্র ভূলা হয়। ইহলোকে ঐ পঞ্চবটীতে
তাহার যোগ সিদ্ধি হয়, পরলোকে পরমাগতি, অর্থাৎ
তদ্বিক্তুর পরম পদে অধি গমন করে।

অথ বিলপত্র মাংস্যা কথন।

তত্ত্বং ত্রীকল পত্রস্য পরমং পদ মদায়ং।

পত্রং মনোহরং দিব্যং ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরঃ। ইতি।

মৎসা সূক্তং।

ত্রীকল বৃক্ষের পত্রের পরম তত্ত্ব অব্যয় বিষ্ণুপদ হয়। শিব
ব্রহ্মা বিষ্ণু এই দেবত্রয়ের বিলপত্র, মনোহর অর্থাৎ ইহার
মকলেই বিলপত্র প্রাপ্তে পরম প্রীত মনো হন।

পঞ্চাশৎ তত্ত্ব সংযুক্তং চতুর্ভুগ ময়ং যদা।

চতুর্ভুগ ময়ং পত্রং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষমং ॥

এই ত্রীকল পত্র পঞ্চাশৎ তত্ত্ব সমন্বিত চতুর্ভুগ ময় হয়,
অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বর্ণাধিতাত্ত্ব দেব ময় হয়। এবং সাক্ষাৎ
চতুর্ভুগ স্বরূপ, অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রদান করেন।

বিভ্রপত্রঞ্চ দেবেশি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ।

অটীত্রয়ং সমং পত্রং বিভ্রপত্রস্য পার্শ্বতি ॥

হে পৰ্বত রাজ পুত্রি ! এই বিভ্রপত্রের যে কি মহিমা,
তাহা আমি বর্ণনা করিতে শক্ত হই না । এই বিভ্রপত্রের
যে পত্রত্রয়, সে আমার জটীর সমান হয় ।

অটীত্রয়ং মহেশানি সৰ্ব্ব তত্ত্ব ময়ং সদা ।

আত্ম তত্ত্বং মহেশানি বিদ্যা তত্ত্বং তথা পরং ।

পরতত্ত্বং মহেশানি অতি গুহ্যং মনোহরং ॥

হে মহেশ্বর ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বারত্রয় সম্বো-
ধন করিয়া কহিতেছি, ত্রিদল বিভ্রপত্র আমার তিন জটী
হয়, সৰ্ব্বদা সম্যক্ তত্ত্ব ময় হয়, অপর প্রাধান্য কল্পে তিন
দল তিন তত্ত্ব স্বরূপ জানিবে, অর্থাৎ আত্ম তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব,
আর পরম গুহ্য ও মনোহর পরতত্ত্ব স্বরূপ হয় । আত্ম তত্ত্ব
পদে অধ্যাত্ম তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব পদে আত্মানা আ বিবেক জ্ঞান
বিজ্ঞান তত্ত্ব, পরতত্ত্ব পদে মোক্ষ প্রাপ্তি জ্ঞান, এ বিধায় বিভ্র
ভক্তিমান ব্যক্তি সম্যক্ তত্ত্ব জ্ঞানে নিপুণ হয় ।

প্রণবং তৎ সদা কারং পত্রত্রয় মুদাহৃতং ।

বিভ্রপত্রস্য মাহাত্ম্যং কোবা বক্তুং কনো ভবেৎ ॥

বিভ্রপত্রের যে তিন দল, সেই তিন দল প্রণব স্বরূপ,
তৎস্বরূপ, ও সৎস্বরূপ হয় । অতএব বিভ্রপত্রের মাহাত্ম্য
বলিতে কে সক্ষম হইবে ?

ব্রহ্মা বিষ্ণু স্তথা শঙ্করঃ পত্রে পত্রে বশেচ্চিরং ।

বৃন্তং শক্তি ময়ী তুর্গা সদা কৈবল্য দায়িনী ॥

বিষ্ণুপত্রে ত্রিদলে ঈশ্বর ত্রয় রূপে অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
রূপে নিরন্তর অবস্থিতি করেন, আর তাহার রক্ত অর্থাৎ
বোঁটাতে সর্ব শক্তি ময়ী মোক্ষ প্রদায়িনী দুর্গা দেবী নিয়ত
বাস করিতেছেন।

বিষ্ণুপত্রং সমাখ্যায় পথি গচ্ছন্তি যে নরাঃ।

তেবাং সহায়ো ভগবান্ পার্কত্য সহ শঙ্করঃ ॥

যে সকল পাত্ৰ ব্যক্তি বিষ্ণুপত্রের আশ্রয় লইয়া পথে
গমন করে, পার্কতীর সহিত ভগবান মহাদেব শিব পথি
মধ্যে তাহাদিগের সহায় হইবেন। অতএব এমন বিষ্ণু
পত্রের মহিমা কে বলিতে পারে? যাহাতে জীব ইহলোক ও
পরলোক জয়ী হইয়া সদ্ধতি পায় ॥

বিষ্ণুপত্রে মহেশানি ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকং।

গুণ ত্রয়াত্মকং দেবি ত্রিপত্নং সর্ব কামদং ॥

হে মহেশানি! এই ত্রিদল বিষ্ণুপত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব
স্বরূপ হয়। হে দেবি! অতএব সত্ত্ব, রজ, ও তম এই গুণ
ত্রয়াত্মক ত্রিদল বিষ্ণুপত্র সর্ব কাম প্রদ জানিহ।



শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

ঈনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বটেন হয়।

কলিকাতা চিৎপুর রোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

নিত্যধৰ্মানুৱাঞ্জিকা

একোবিঘ্ন দ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ

২ ৰূপ ১০ ষষ্ঠ ।



সদ্বিচাৰ জুষ্ণং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুৱাঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পৰমপুৰুষং পীতকৌশেয় বস্ত্ৰং ।

গোলকেশং সজ্জলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্ৰং ।

পূৰ্ণব্রহ্ম শ্ৰুতিভিকৃদিতং নন্দস্থলুপদেশং ।

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৭০ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ মাঘ ।

পুৰাবৃত্তান্ত সন্ধান ।



মহাৰাজা অম্বৰীষ অপ্রতিমন্দী, অপ্রতি হত প্রভাব, ও সৰ্ব
সম্ৰাট, এক চক্ৰবৰ্তী ছিলেন, সুমতি নামী তাঁহার ভাৰ্য্যা
তাঁহাতে তিনি তিন পুত্র উৎপাদন করেন। যথা বিৰূপ,
কেতুমান, শম্ভু ।

অখাশ্বরীষ স্তনয়েষ রাজাঃ সমান শীজেযুঃ। বিজ্যাধীরঃ ।

বনং বিবেশাশ্ব গুণঃ সরাজা পরমাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে ॥

অনন্তর মহারাজা অনুরীষ বহু শত সহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করতঃ সনানশীল পুত্র দিগকে রাজ্য প্রদান করিয়া বন প্রবেশ পূর্বক নিষ্ঠুর পরমাত্মা বাসুদেবের আরাধনা করেন । জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রম রাজা হইয়া সম্যক্ ধৰ্ম্মে প্রজা-প্রতিপালন করিয়া এক পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর অবসানে সুরলোকে গমন করেন । তৎ পুত্র “ পৃষদশ্বঃ, পৃষদশ্বের পুত্র ” রথীতরঃ, এই রথীতর অপুত্রকহন, নিয়োগ বিধির অনুসারে তদার্য্যাতে অগ্নিরাশ্মি ব্রহ্ম বর্চস্বী অনেক সন্তান উৎপাদন করেন । ঐ সন্তানেরা রাজ্যক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াও অগ্নিরসী প্রজা এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন । অতএব রথীতরের বংশ রাজ ধৰ্ম্মে লিপ্ত না হইয়া সকলে ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্ম বাজন করেন । সুতরাং তদ্বংশ বর্ণনা করিবার আর প্রয়োজন হইল না । এই সৰ্ব্ব শুদ্ধ গণনাতে “ ১৭২৮০০০ ”, বৎসর পরিমাণে সত্যযুগের পরিপূর্ণতা হয়, । পরে ইক্ষাকুর পুত্রেরাও তৎকাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া শেষে যে রাজা পুত্র রাখিয়া স্বলোক গত হন, তদ্বিবরণ কহিতেছি ।

ত্রৈতায়ুগ কথন ।

ইক্ষাকুবংশ বিস্তার ।

সত্যযুগে ব্রাহ্ম দেব বৈবস্বত মনুপুত্র ইক্ষাকু বহুকাল রাজ্য করিয়া বিংশতি দিব্য যুগের এই বর্তমান চতুর্যুগের, প্রথম সত্যাদি সপ্তকলি সন্ধিকাল বৈশাখের শুক্লা দ্বিতীয়া

পর্যন্ত তদংশ্য অন্তরিক্ষ নাম রাজা রাজ্য করিয়া “ক্ষুবৎ, নামে পুত্রকে কার্তিকশুক্লাবমীতে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ উপস্থার্থে হিনালয় গুহার প্রবেশ করেন। ক্ষুবৎ, তৎ পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল সূর্যোপাসনা দ্বারা কঠোর তপশ্চা করাতে সূর্য্য প্রতক্ষ হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, তুমি আমার বংশধর হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য করহ; তোমাকে সম্পূর্ণ ওজবল প্রদান করিলাম, আর সত্যোপ যোগী আয়ুস্থান করিলাম, এবং আমার পুত্র বৈবস্বত মনুর যে ক্ষমতা তাহাও প্রদান করিলাম, তুমি মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়া যথা বিহিত বেদোদিত কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপাদির পূর্ব্বানুরূপ প্রবাহ রক্ষি করিয়া মনুর তুল্য কালজীবিত থাকহ, তোমাকে পূর্ব্ব কল্প স্মৃতি ও মেধাদি প্রদান করিতেছি, তদ্বারা তুমি কোন বিষয়ে অভিভূত হইবে না। এই কথা বলিয়া ভাস্কর অন্তর্হিত হন। ক্ষুবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় হইয়া পূর্ব্ব কল্পানুসারে পৃথিবীর সম্যক্ অনস্থা পরিভ্রাত হইয়া সরযু তীরে লোলগুতা অযোধ্যা পুরীকে পুনঃ প্রকাশ করণ পূর্ব্বক তথায় রাজধানী করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ক্ষুবতস্ত মনোজ্জ্বে ইক্ষাকু ভ্রাতঃ স্ততঃ ।

ভস্য পুত্র শত জ্যেষ্ঠো দিকৃষ্ণি মিমি দণ্ডকঃ ॥

ক্ষুবত মনুর ভ্রাতার দিয়া পুনর্বার ইক্ষাকু নামে রাজ্য-
স্তরের উৎপত্তি হয়। সেই ইক্ষাকু নামা রাজা বরিতা নামী

ভাৰ্য্যাতে শত পুত্র উৎপাদন করেন, তৎকালে ত্রেতাযুগের
 প্রারম্ভ মাত্র, কেবল (২৫০০) “বিগতং নবসাহস্রং বর্ষং পঞ্চশ-
 তোত্তরং, নবসহস্র পঞ্চশত বৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে, ইক্ষা-
 কুর একশতপুত্রের মধ্যে, বিকুক্ষি, নিমি, এবং দণ্ডক এই তিন
 পুত্র, সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ হন। অন্যান্য পুত্রেরা নানাদেশ ও নানা দ্বীপ
 দ্বীপান্তরে রাজ্য করিয়াছিলেন একারণ তাহাদিগের নাম না
 লিখিয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারত বর্ষের মধ্যে তিন জন রাজা হন
 এজন্য এই তিনের নাম कहिलाम, ईहाराई সম্যক্ আৰ্য্যাবর্ত
 মধ্যে রাজধানী করিয়াছিলেন, সমস্ত পৃথিবীই ঐ তিনের
 বশীভূত হন। পুরোক্ত দ্বীপ দ্বীপান্তর বাসী তদ্বংশীয়
 রাজাগণ সকলেই এই তিন জনকে করপ্রদান করিতেন,
 আৰ্য্যাবর্তীয় তিনের মধ্যে এক সত্রাট বিষ্ণুকে নিমি ও দণ্ডক
 এই রাজাদ্বয়ও কর দিয়াছেন, অতএব সর্বোপরি বর্ষভী
 অযোধ্যাপতি বিকুক্ষি এক সাম্রাজ্য করেন। তাহাদিগের
 বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় পশ্চাৎ ঐ তিনের সম্মানেরা আৰ্য্যাবর্তের
 মধ্যে ঋগু ভূমির রাজা পঞ্চবিংশতি হয়, তাহারাও অযোধ্যা-
 ধিপকে কর প্রদান করতঃ সুখে রাজ্য করিয়াছেন, তদ্বংশ
 বিস্তার করার প্রয়োজন হইল না। বিকুক্ষির পুত্রেরা যে
 সৰ্ব্ব বলিভুক ছিলেন তাহা পশ্চাৎ সুবাস্ত হইবে। এবং এই
 সূর্য্য বংশ হইতেই চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হয় এ উপাখ্যানও
 পরে বিস্তৃত রূপে কহিব।

নিমিরাজা আৰ্য্যাবর্ত মধ্যে অৰ্ঘ্যং হিমালয় অবধি বিদ্ব
 পার্বত পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে মিথিলা নামে নগর স্থাপন করতঃ

রাজ্য করেন । দণ্ডক রাজ্য দক্ষিণ দেশে রাজধানী করিয়া-
ছিলেন, এক্ষণে তাহাকে দেকান দেশ বলে, বস্তুতঃ দণ্ডকা-
ধিকার চিত্রকুটাবধি গোদাবরী তীর পুনশেতারা পর্য্যন্ত।
যাহাকে পঞ্চবটী বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকেন, পূৰ্ব্বে কালে
বহু অরণ্যানী ও রাক্ষস বাস প্রযুক্ত বা দণ্ডক বংশ
ব্রহ্মশাপে তন্ময় হইলে অরণ্য প্রায় হওয়াতেই বা ইউক
দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল । অপর ইক্ষুকু পুত্র সপ্ত
নবতি জন পুৰ্ব্বোক্ত দ্বীপোপদ্বীপ প্রভৃতি ভারত বর্ষের মধ্যে
নানা স্থানে রাজ্য করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ অনেকানেক
মেল্ল পুস্তকেও দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু ইদানীং “পীল্ল,
দেশীয় মেল্ল জাতীয় রাজারা কহিয়া থাকে যে আমরা পূৰ্বে
সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের বংশ, । সে যাহাইউক্ সংপ্রতি
অযোধ্যাপতি ইক্ষাকুর বংশ বিস্তার করাট এ গ্রন্থে বিশেষ
প্রয়োজনীয় হয় । ইক্ষাকু সংপূর্ণ (২০০০) সহস্র বৎসর
রাজ্য করেন, পরে তৎপুত্র বিকুকিকে রাজ্য ভার দেন ।
সৰ্ব্ব সম্ভব (১৮৫০০) সার্ব্বাধীশত সহস্র বর্ষ পূর্ণ হয় । বিকু-
কির রাজ্য প্রাপ্তির বিষয় যাহা বিখ্যাত আছে, তাহাতে
পিতা তাঁহাকে রাজ্য দেন নাই, পিতার পরলোক প্রাপ্তান-
ন্তর তিনি রাজ্য হন ।

এক দিবস ইক্ষুকাকু মাংসার্ককা আন্ধানুরোধে পুত্রকে
মাংসানমনার্থ আদেশ করাতে বিকুকি বনগত হইয়া ক্রিয়াই
নানা বনপিশু হত করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর হন,
তদ্বিবন্ধন বন মধ্যে একটি শশারুকে দগ্ধ করিয়া ভোজন

করিলেন, অনন্তর অবশিষ্ট মাংস লইয়া পিতাকে প্রদান করেন। এবং শশ ভক্ষণ রুত্তান্তও নিবেদন করেন, তৎপরে ইক্ষু কু তৎপ্রতি অত্যন্ত কোপিত হইলেন, যেহেতু অপ্রোক্ষিত আদ্বার মাংস অগ্রে ভোজন করিয়াছিলেন, সেই কারণে পুত্রকে পরিত্যাগ করতঃ দেশ হইতে দেশান্তর করিয়া দেন। তদবধি বিকুক্কির এক নাম “শশাদ,” হয়, পরে ইক্ষাকুর পরলোক গমন হইলে বিকুক্কি এই রাজ্য শাসন করেন, এবং নানা প্রকার যাগ যজ্ঞ করিয়া তপঃ প্রভাবে পরিমিত কালাপেক্ষা বহুকাল জীবিত থাকিয়া রাজ্য করিয়া ছিলেন, যথা “চতুর্দশ সহস্রাণি বর্ষাণি বুভুজে মহীমিতি,” বিকুক্কি (১৪০০০) চতুর্দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করেন, পূর্বোক্ত বর্ষের সহিত গণনাতে ত্রেতাযুগের (৩২৫০০) সার্বভৌমত্বত্রিশং সহস্র বৎসর হয়।

বিকুক্কি নৃপতি পুরঞ্জনী নামে ভাৰ্য্যাতে “পুরঞ্জয়,” নামে একপুত্রোৎপাদন করেন, এই পুরঞ্জয়ের নামে “ককুৎস্থ,” তদ্ভিন্ন আরো এক নাম ইক্ষুবাহ হয়। অতএব যে কৰ্ম্ম দ্বারা ইহার যে নাম হয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া কহিতেছি, দেব দানব যুদ্ধ কালে দেবতারা ইহাকে স্বর্গে লইয়া যান, তথায় দানব যুদ্ধে ককুৎস্থকে সেনাপতি বরণ করিয়া দেবরাজ ইক্ষু ইহার সারথ্য করেন, একারণ তদবধি “ইক্ষুবাহ” নাম হয়, পরে সংগ্রাম জিত হইয়া দানব প্রাপ্তপূর জয় করিয়া দেবরাজাকে প্রদান করেন, এ হেতু নাম “পুরঞ্জয়,” তিনি তত্তাবৎ যুদ্ধ কাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, একারণ

সৈক্যাপেক্ষা অধিককাল তিনি জীবিত থাকেন, সুতরাং তাঁহার শাসন কাল অনেক, কেননা দেবমানে এক বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজ্য করেন, তাহাতে নরমানে (১২৯৬০০) বৎসর হয়, একত্রিত এক লক্ষ দ্বিষষ্টি হাজার এক শত বৎসর পূরণ হয় । ককুৎস্থের সহিত চারি পুরুষের ভোগকাল
..... [১৬২১০০)

পরে ককুৎস্থ স্বভার্য্যা সুদেবী গর্ত্তে ‘অনেনা,’ নামে এক পুত্র রাখিয়া স্বর্গ গমন করেন । পিতার উপরম হইলে অনেনা মহা বীর হিলেন, তৎপত্নী ‘সুকন্যা,’ সুকন্যা গর্ত্তে ‘পৃথু,’ নামে এক পুত্র হয়, তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ ‘সাক্ষি’ বর্ষ সাহস্রং রাজ্যং কুত্বাবনং যযৌ, সাক্ষি অষ্ট সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তপস্থার্থে বন গমন করেন । তাহার শাসন কাল (৮৫০০)

অনন্তর পৃথু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করতঃ তৎপুত্র ‘বিশ্ব-গন্ধিকে,’ রাজ্য ভার দিয়া স্বর্গত হন । তাহার শাসন কাল অষ্ট সহস্র পঞ্চাশত অশীতি বর্ষ হয় । (৮৫৮০)

বিশ্বগন্ধি রাজা হইয়া পরিমিত পিতৃ সম কাল রাজ্য করিয়া ‘চক্ষু,’ নামে পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তপস্থার্থে গমন করেন । তাহার শাসন কাল । (৮৫৮০)

চক্ষুর পুত্র ‘যুবনাশ্ব,’ যুবনাশ্ব সূর্য্যবংশীয় খাতাপন্ন রাজা হিলেন, তৎপুত্র ‘শ্রাবস্ত,’ ঐ শ্রাবস্ত অনেক শত্রু জয় করিয়া বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণ দেশে ‘শ্রাবস্তী,’ নামে এক নগর স্থাপনা করেন, অদ্যাপি তাহার

নামে সেই নগরবিখ্যাত রহিয়াছে । আবন্তের পুত্র “আবন্তি,
তাঁহার পুত্র “ রহদশ, রহদশের পুত্র “কুবলয়াশ্ব,” চন্দ্র
রাজা অবধি রহদশ রাজাপর্য্যন্ত পঞ্চ পুরুষে রাজ্য করিয়া-
ছিলেন, সৰ্ব্বশুদ্ধ তাঁহাদিগের ভোগকাল । পঞ্চশতাব্দের ষট
চত্বারিংশৎ সহস্রবৎসর হয় । (৪৩৫০০)

মহারাজা কুবলয়াশ্ব পরম ধার্মিক অপ্রতিহত প্রভাব,
তাঁহার কৃতনামী রাজমহিষীতে তিনসহস্রপুত্র, আর একশত
পত্নীতে তিনি (১৮০০০) অষ্টাদশ সহস্র এই এক বিংশতি
সহস্র পুত্রোৎপাদন করেন । মহাবলী কুবলয়াশ্ব পুত্র-
গণের সহিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধুকু নামক
অমুরের সহিত সংগ্রাম করেন, পরে ধুকুর মৃথ হইতে
উৎপন্ন অগ্নি রাশি দশ দিকে ব্যাপ্তময় হইল, সেই অগ্নিতে
জগৎ দগ্ধ হয়, তদগ্নি জ্বালাতে দগ্ধ হইয়া কুবলয়াশ্বের সকল
পুত্র পঞ্চস্থ পায়, কেবল “দৃঢ়াশ্ব, কর্ণিলাশ্ব, ও ভদ্রাশ্ব,
এই তিনপুত্র মাত্র অবশিষ্ট থাকে, অনন্তর কুবলয়াশ্বকে ইন্দ্র
মহাস্ত্র প্রদান করেন, আর অশ্বিনীকুমারেরা তেজো বুদ্ধি
কারী দ্রব্য প্রশ্নন করান্, তৎপ্রভাবে তিনি ধুকুকে বিনাশ
করেন, তদবধি তাঁহার নাম “ধুকুমার,” হয় । মহাপ্রীত
মনা হইয়া দেবরাজ সপুত্রক ধুকুমারকে স্বর্গলোকে লইয়া
যান, তথায় তাঁহার দেবমানে পঞ্চমাস অবস্থিতি হয়, সেই
কাল মধ্যে পৃথিবীতে তাঁহার মহিষীগণ ও অমাত্য মন্ত্রী
প্রভৃতি সকলেই পঞ্চস্থ পাইয়াছিল, কেবল পুরী মাত্র শূন্য
ছিল, অন্যান্য ক্ষত্রিগণেরা রাজা হইয়া রাজ্য করে, অর্থাৎ

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা । ২২৫ .

দেবমানে পঞ্চ মাস নরমানে গণনায় বহু কাল হয়, অর্থাৎ (৫৪০০০) বৎসর । পরে তিনি পৃথিবীতে আসিয়া বাহুবলে অস্র রাজ্য পুনঃ গ্রহণকরতঃ আরও ক্রিষ্ণবৎসর রাজ্য করিয়া পুত্রকে রাজ্য ভার দিয়া স্বর্গধামে গমন করেন । তাহার ভোগ ও শাসন কাল পঞ্চশতোত্তর পঞ্চাশতি সহস্র বৎসর । (৫৫৫০০)

কুবলয়াশ্বের জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃঢ়াশ্ব রাজা হন, তিনি বহুকাল রাজ্য করিয়াতৎপুত্র“হর্যাস্ব,,তাহাকেরাজ্যে অভিষিক্ত করেন । হর্যাস্বের পুত্র “নিকুন্ত,, নিকুন্তের পুত্র “বহুলাশ্ব,, বহুলাশ্বের পুত্র “কুশাশ্ব,, কুশাশ্বের পুত্র, “সেনজিৎ,, ইহারা ছয় পুরুষে পরস্পর সমকাল রাজ্য করিয়া স্বর্গত হন, তাহা-দিগের শাসন কাল, পঞ্চাশোত্তর মণ্ডপঞ্চাশৎ বৎসর । (৫৭৫০০)

সেনজিৎ রাজার পুত্র “যুবনাশ্ব,, এই যুবনাশ্বনৃপতি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি ধর্ম্মতঃ একশত কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, কিন্তু দৈববশতঃ তাহার পুত্র লাভ না হওয়াতে অতিশয় বিষণ্ণ চিত্তে কাল বাপনা করিতে লাগিলেন । এই অবস্থাতেই প্রায় তাহার অনব্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল; অর্থাৎ নবসাহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল । পরে পুত্র কামনা করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করেন, ইন্দ্র যজ্ঞের নাম পুত্রোচ্চি বাগ, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হন । ব্রাহ্মণ-গণেরা সকলে যজ্ঞ সমাপন করিয়া মন্ত্র পুত জল শান্তি কলসে সংস্থাপন পূর্বক যামিনী ঘোণে নিদ্রিত ছিলেন ।

এমত সময়ে যুবনাথ শতশ্রী সহিত ইতস্তত ভ্রমণ করতঃ
 তুকাভূর হইয়া জলপানার্থ ঐ যজ্ঞশালায় উপস্থিত হন ।
 এবং দেখিলেন যে তথায় ব্রাহ্মণগণ নিদ্রাভিজুত হইয়া রহি-
 যাছেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে নৈ আগাইয়া বাগ গ্রহে
 প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ অজ্ঞীয় মন্ত্র পুত শান্তি কলশস্থ পানীয় পান
 করিলেন । তদবসরে ব্রাহ্মণগণ অতি মন্ত্রস্ত হইয়া গাত্রো-
 থান করিয়া আক্ষেপোক্তি দ্বারা কহিতে লাগিলেন, হা ?
 মহারাজ ! এ কি কর্ম্ম করিলেন, মন্ত্রপুত পুত্রেষ্মি যজ্ঞ জল
 সম্পীত হইলেন । মহারাজ ! এ অব্যর্থ সংকল্প, বিকল্প কল্পে
 কদাপি কল্পিত হইতে পারে না, বিধি নিষিদ্ধন ঈশ্বরেচ্ছানু-
 ক্রমে আপনার গর্ত্তে অবস্থা সম্ভানোৎপত্তি হইবে । দৈব
 বল বড় বল, ইহার অন্যথা হইতে পারে না । তৎ প্রবণে
 রাজা অতি বিমর্ষ হইয়া স্বধামে আগত হন । কালেশ্রী
 লোকের ন্যায় রাজা গর্ত্ত লক্ষণাজ্ঞান্ত হইলেন । সংপূর্ণ দশ
 মাসে গর্ত্তস্থ পুত্র স্মৃতিমারুত কর্তৃক আহত হইয়া উদর
 মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হয়, কোনমতে বহির্নিগমন পথ না পা-
 ইয়া অবশেষে রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বহির্নিগত
 হয়, কিন্তু যুবনাথের দেব ব্রাহ্মণ প্রসাদে তখন তাঁহার
 মৃত্যু হয় নাই । অর্থাৎ ইন্দ্র কর্তৃক জীবিত হইয়া আরও
 কিছু কাল জীবিত ছিলেন । গর্ভ নিষ্ক্রান্ত বালক ভূমিষ্ঠ
 মাত্র স্তন্যার্থ রূদ্যমান হইয়া ধাবিত হন, এমত কালে
 ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করিলেন । বৎস ! তুমি কাহারু প্রতি
 ধাবমান হইতেছ, কে তোমার খাতা, ও পাতা, ইতি প্রশ্ন

মাত্রেই দেবরাজ ইন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন “মাংধাবিত্তঃ,
আমি ধাতা ও পাতা ইত্যর্থ্যে তাঁহার নাম “মাক্ষাতা”,
হইল, দেবরাজ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। বৎস!
তুমি রোদন করিহ না, আমি তোমাকে পরিপালন করিব,
ইহা কহিয়া তাহাকে তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা ক্ষুধা পান
করাইয়া তৎ ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। এবং দেব সৈন্যধি-
পত্যে অভিষক্ত করিয়া সুরলোকে গমন করেন। ঐ মাক্ষা-
তার এক নাম “ত্রাসদমু্যঃ”, অর্থাৎ সকল দমু্যই মাক্ষাতাকে
ত্রাস করিবে। আর পৈতৃক নামানুসারে একনাম “যৌবনাশ্বঃ”,
হয়। কিছু কাল পরে যুবনাশ্ব মাক্ষাতাকে রাজ্যাভিষিক্ত
করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহার রাজ্য শাসন
কাল নবসহস্র এক শত এক পঞ্চাশৎ বৎসর। ৯১৫১



সন্দেহে নিরসন।

২ অংশ।

ভক্তান্তঃকরণীর প্রশ্ন। হে ব্রহ্মণ! কাশী মাহাত্ম্য আপনি যে রূপ
কহিলেন, ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ অবশ্যই হইতে পারে? ঐ রূপ প্রমাণ
এবং কুরক্ষত্বেকেও মান্য করি, যেহেতু বেদোক্তিকে অপ্রমাণ করা হয়
না, আর কাশীমাহাত্ম্যেই ঐ ছয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা দিচ্ছি হইতে পারে?
অতএব আপনার বাক্যের মর্ম্ম আমার হৃদয়ে ধারণ হয় নাই, কিঞ্চিৎ
বিবৃত রূপে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যটিতা কাশী প্রংশসা করুন।

পরম হংসের উত্তর। বৎস? শ্রবণ করহ। দেবতা-
দিগের যাগ ভবনকে “দেবযজন,” বলে। এ বিধায়
কুরুক্ষেত্র দেব যজন, প্রয়াগও দেবযজন, কাশীও দেব-
যজন বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। ইত্যর্থে মানব শরীরের
অভ্যন্তরে বিশেষ স্থান সকলকে তীর্থ রূপে মান্য করা যায়,
সেই জ্ঞানের নাম অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান, বাহ্যবস্তুর সহিত অস্ত-
রস্থ বস্তুর এক যোগ করণকেই রাজযোগ বলে। সেই রাজ
যোগীই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, কলে দেবযজনের প্রকৃত অর্থ এই
যে ইন্দ্রিয়গণের আরাধনীয় স্থান এই দেহ, দেহেই আত্মার
অবস্থান জন্য ইহার নাম ব্রহ্মসদন।

কুরুক্ষেত্রের অর্থ, কুরু রাজার যাগস্থান। অথবা তৎকালের
যুদ্ধ স্থান, যুদ্ধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া ঐ স্থানেই কুরুগণের
প্রাণত্যাগ করিয়া শাস্তি লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ সংপ্র-
ত্নিকও অসংপ্রত্নিক এই স্বভাবদ্বয় ধৰ্ম্ম পরিবার ও অধৰ্ম্ম
পরিবার কুরুপাণ্ডু রূপে এই দেহে নিত্য বিরোধ করিয়া
থাকে, সুতরাং এইরূপ তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই
জীব ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পাশে পরিমুখ হইয়া কৈবল্য লাভ করে।
এতদ্ভিন্ন কুরুক্ষেত্র পদে অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা শিব,
কুশদে পৃথিবী, উশদে, শিব, ক্ষেত্র শব্দে ক্ষেত্রজ জীব,
অতএব জীবাত্মার অধিষ্ঠান ভূত স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র,
একারণ দেহীর দেহই জীব পরনের আধার স্থান, তজ্জন্য
ব্রহ্মসদন বলেন, এই পরমার্থ তত্ত্ব ভূত দেহ তত্ত্ব জাতা
পুরুষ নিবৃত্তিপায়, যাহারা ইহাতে অজ্ঞ, তাহাদিগের পক্ষে

স্থলভো পায় স্থির করিয়া বাহ্যে কুরুক্ষেত্র স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, ঐ ক্ষেত্রে মৃত হইলে জানী কি অজানী সকলেরই সমান গতিলাভ হয় ।

জ্ঞান ভূমির নাম অবিমুক্ত অবিমুক্ত, শব্দে যে স্থলে মুক্তির অন্যথা নাই । সেই ক্ষেত্র বারানশী নামে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্ম সদন, ব্রহ্মধাম, যেমন সকলের শিরো ভাগকে ব্রহ্মসদন পরমা-
আর স্থান বলিয়াছেন । অর্থাৎ যখন জীবের প্রাণ সকল উৎক্রমমাণ হয়, অর্থাৎ উর্দ্ধগত পরমাআভিমুখে গমনো-
ন্মুখ হয়, তখন পরমাআ শিব তারকমন্ত্র প্রদান করেন, যৎপ্রভাবে জীব অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্তে মোক্ষ হয় । “প্রাণা-
নুৎক্রমাণ ” পদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান, নাগ, কুর্ম্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণ উর্দ্ধগত হইয়া ব্রহ্মস্থান শিরোবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলকর্ণিকাস্ত-
র্গত পরমাআভি মুখে গত হয়, তখন তারকমন্ত্র প্রভাবে পরম পদকে লাভ করে । যদ্রূপ পরমাআ তত্ত্বজানী যোগী পরম-
হংসেরা জ্ঞান প্রভাবে প্রাণ সকলকে উর্দ্ধগামী করতঃ সমাধিযোগে তদ্বিমুর পরম পদকে লাভ করিয়া থাকেন । সুতরাং বাহিরে কাশীক্ষেত্রপ তদ্রূপ যোগস্থান ব্রহ্ম সদন ইহাতে জানীর কথা কি ? শশক মসকাদি জন্তু মাত্রেও প্রাণত্যাগ করিয়া যোগীজনের অভিলষিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় । এ কারণ যোগী পরমহংসেরা প্রাণান্তেও অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগের ইচ্ছা করেন না । চিরকালই তারক মন্ত্রাভিলাষে কাশীমৃত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ হইয়া থাকে ।

ভারক ব্রহ্মপদে, “প্রণবঃ,” তারমতীতি, (তার) স্বার্থে
(ক) যেমন যোগী অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানীগণে সৰ্বসাধনাবসানে
প্রণবাবলম্বন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন। হেলয়া মৃত্যু মাত্রেই
প্রণবাব লম্বন যোগ সংস্পূর্ণ হয়।—কলিতার্থ প্রণবাব
লম্বনই মোক্ষোপদেশ, কাশীতে তাহাই লাভ হয়, সুতরাং
অধ্যাত্মতত্ত্বীয় যে সকল কর্তব্যোপদেশঃ তাহাই বাহ্যে কাশী
ক্ষেত্রে লভ্য হইয়াছে, অতএব কাশীবাস করিয়া কাশীর স্বক-
পার্থ অবগত হইয়া অবিমুক্তোপাসনা করিলে জীব সাক্ষাৎ
ব্রহ্মই হয়।—যদি স্বকপার্থ উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হয়,
তথাপি তত্ত্বস্থান মাহাত্ম্যে পরিমুক্ত হইবার কোন অপেক্ষা
থাকে না।

যেমন ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মা উপাস্ত, সেইরূপ অবিমুক্তে
অবিমুক্তেশ্বর বিশ্বেশ্বর উপাস্ত হয়েন। যেমন জীবের মস্তক
ব্রহ্মধাম, সেইরূপ বারানসীও ব্রহ্মধাম, স্বকপার্থ তত্ত্ব লক্ষণ
লব্ধি কালীক্ষেত্র স বিশেষ ও নির্বিশেষ হয়।

গৃহস্থ ধৰ্ম্মঃ ।

মন্ত্রাদান বিধি ।

গৌরীপদ্মা শচীমেধা সর্ষবিজ্ঞী বিজয়াজয়া ।

দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টিঃ ধৃতিঃ ক্ষমা ।

আত্মনো দেবভাট্টেব তথৈব কুলদেবতা । ইতি ।

শুভকৰ্ম্মারম্ভে ষোড়শ মাতৃকাপূজা কর্তব্য, ইত্যার্থে তাঁহা-
দিগের নাম লিখিতোহি। যথা।

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া দেবসেনা,
স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, ক্রমা, আত্মদেবতা, কুল-
দেবতা, এই ষোড়শ প্রকৃতি, ইহঁরাই মাতৃকা, সকল সংস্কা-
রেই ইহঁদিগের অর্চনা করিতে হয় ।

মাতৃকা আবাহন ।

আয়ান্ত মাতরঃ সৰ্ব্বাঙ্গিদশানন্দ কারিকাঃ ।

বিবাহ ব্রত যজ্ঞানাং সৰ্ব্বাভীষ্টঃ প্রকল্প্যতাং ॥

হে সৰ্বদেবানন্দদায়িনি ! সকল মাতৃকাগণেরা ! মৎকর্তৃক
আবাহিতা হইয়া আগমন কর, আগতা হইয়া বিবাহাদি
সংস্কারের আর ব্রত যজ্ঞাদিশুভ কর্মের অভীষ্ট ফল প্রদান
করহ ।

যান শক্তি সমারুঢ়াঃ সৌম্যমূর্তি ধরাঃসদা ।

আয়ান্ত মাতৃকাঃসৰ্বা যজ্ঞোৎসব সমৃদ্ধয়ে ॥

হে মাতৃকাগণ ! তোমরা সকলে, আপন আপন যান
বাহনে ও আপন আপন শক্তিতে সমারুঢ়া হইয়া সৰ্বদা
শান্তমূর্তি ধারণ করতঃ আমার এই যজ্ঞ উৎসব সমৃদ্ধির
নিমিত্তে আগমন করহ ।

ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্ স্বশক্যা পরিপূজ্য চ ।

দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশ পরিমাণতঃ ॥

এই মন্ত্রে ষোড়শ মাতৃকাকে আবাহন করতঃ স্বশক্যা-
নুসারে পূজা করিয়া নাভিমাত্র উর্দ্ধ গৃহভিত্তিতে এক বিঘত
প্রস্থ স্থানে বসুধারা সংপাতন করিবে । অশুমন্ত্ৰ ।

সপ্তধা পৃথগা বিদ্বন্দদ্যাং সিদ্ধূর চন্দনৈঃ ।

প্রত্যেকবিন্দো মতিমানু কামং মায়াং রমাং স্মরন্ ।

হৃদধার। মবিচ্ছিন্নাং দম্বাতজ বসুং যজ্ঞে ॥

যে স্থানে বনুধারা দিবে, তাহার উপর চন্দ্রম সিন্দূর
'কঙ্কণ দ্বারা মণ্ড বা পঞ্চবিন্দু দিবে, উপরে হরিদ্রাক্ত চন্দ্রা-
কৃতি প্রণবাচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া এই প্রত্যেক বিন্দুতে কামবীজ
মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ স্মরণ পূর্বক, অথবা বেদোক্ত
মন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভূমিতল পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিয়া চেদি-
রাজ বনুর আবাহন পূর্বক অর্চনা করিবে। অনন্তর
কুলোচিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আয়ুষ্য জপ করিবে।

বনুধারাং প্রকম্প্যাবৎ ময়োক্তেনৈববন্ধনা ।

বিরচ্য ত্তণ্ডিলং ধীরো বহ্নিস্থাপন পূর্বকং ॥

এইকপ বনুধারা কম্পনা করিয়া নান্দীশ্রাদ্ধাদি করতঃ
বেদোক্ত অথবা তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা হোমবেদী রচনা পূর্বক
যজমান বহ্নি স্থাপন করিবেক।

হোমদ্রব্যানি সংস্কৃত্য পচেচ্চক মনুতমং ।

প্রাজাপত্য চরুশ্চত্র বায়ুনা মা হুতাননং ।

সমাপ্য ধারাহোমাস্তু কৃত্যমাবর্ত্তথারভেৎ ॥

হোম দ্রব্যাদি সকল সংস্কৃত করিয়া বায়ুনা মা অগ্নি স্থাপন
করণ পূর্বক ব্রহ্ম স্থাপনাদি ক্রিয়ানন্তর মহা ব্যাকৃতি হোম
করিয়া প্রাজাপত্য চরুপাক করিবে। পরে ধারা হোমাস্তচরু
জীবাবসানে প্রকৃত কর্ম্ম সমারম্ভন করিবেক।

জী৩ প্রজাপত্যে হাহা চরুনৈবাহতি ত্রয়ং ।

প্রদায়ৈবাহতিং দদ্যাদিমং মন্ত্র মুদীয়ন্ ॥

মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্বক বহ্নি দ্বারাস্ত চরু দ্বারা প্রজা-
পতিকে আভিতি ত্রয় দিবে। অনন্তর এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া আরো আর্হতি ত্রয় প্রদান করিবে।

নিত্যধৰ্ম্মানুৰূপিকল্পা ।

২৩৩

সূৰ্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাত্তি স্মৃতসৃজ্ঞে ।

পূৰ্বোক্ত মন্ত্ৰ স্মরণ করিয়া সূৰ্য্য, প্রজাপতি এবং বিষ্ণুকে
ধ্যান করিয়া আত্মা ত্রয় দিবে ॥

বিষ্ণুর্ঘোনিং কল্পয়তু ত্ৰষ্টারূপাণি পিংশতু ।

আশ্বিনীতু প্রজাপতির্দাতাগর্ভং দদাতুতে ॥

বিষ্ণু জগৎপাতা, তিনি ঘোনিকল্পনা করুন । বিশ্বকর্মাৰূপে
গৰ্ভ পিণ্ডকে দৃঢ় নির্মাণ করুন । প্রজাপতি ব্রহ্মা গৰ্ভকে
অভিষিক্ত করিয়া পুত্র প্রদান করুন । এই মন্ত্ৰ প্রণব পূর্বক
অগ্নিজায়ান্ত উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধ হৃতে বা চক্ৰ মিশ্রিত
করিয়া আত্মত্রয় প্রদান করিবে ।

গৰ্ভং দেহি শিনীবাণী গৰ্ভং দেহি সরস্বতী ।

গৰ্ভং তে অশ্বিনৌদেবা বাগন্তাং পুঙ্করপ্রজৌ ॥

শিনীবাণী চন্দ্রের পূর্ণকলা সন্তান প্রদান করুন । দেবী
সরস্বতী গৰ্ভ প্রদান করুন । পদ্মমালী অশ্বিনী কুমার
দ্বয়, গৰ্ভ প্রদান পূর্বক ধারণা করুন । এই মন্ত্ৰ পাঠ করতঃ
আত্মা ত্রয় দিবে ।

ধ্যাত্বাদেবীং শিনীবাণীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা ।

বাহান্ত মনুনানেন দদাদাতুত যুক্তগাং ॥

শিনীবাণী ও দেবী সরস্বতীকে এবং অশ্বিনী কুমার
দ্বয়কে ধ্যান করিয়া প্রণবাদি বহ্নিজায়ান্ত উপরি উক্ত মন্ত্ৰ
দ্বারা উত্তমাত্মা ত্রয় প্রদান করিবে ।

অতঃকামং বধুং মায়াম্ রদাং কূটং সমুচ্চরন্ ।

অমুদৈবপুত্র কানায়ৈ গৰ্ভমাদেহি সর্গিষ্ঠং ॥

অনন্তর কাম, বধূ, মায়ী, লক্ষ্মী এবং কুর্চবীজ উচ্চারণপূর্বক
 “অমুখ্যে পুত্র কামাত্মৈ গত্র মাধেহি ॥” বহ্নিজায়ান্ত এই মন্ত্রে
 আর্হতি দিবে । অমুখ্যে অর্থাৎ পুত্র কামনা করিতেছে
 আমার পত্নী অমুকা, ইহাকে তোমরা সকলে পুত্র প্রদান
 করহ ইত্যর্থঃ ॥

উক্তাধ্যাত্মা রবিঃ বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেনলে ।

বথেষৎ পৃথিবী দেবী জুগ্মানা গত্র মাদধে ।

তথাহুং গত্রমাধেহি দশমেমানি সূতয়ে ।

স্বাহান্তেনামুনাবিষ্ণুং ধ্যায়াহতি যাচরেৎ ॥

এই বাক্য বলিয়া বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সংস্কৃত ভাষিতে
 আর্হতি দিবে । আর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কেবল বিষ্ণুকে
 ধ্যান করিয়াও আর্হতি প্রদান করিবে । হে প্রভো ! যেমন
 আপনি পৃথিবী দেবীতে গত্র ধারণা করিয়াছিলে, সেই-
 রূপ প্রসূত্যর্থৈ এই গত্রকে দশমান ধারণা করুন । ইতি
 বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রে আর্হতি প্রদান করিবেক ।

পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যায়াবিষ্ণুং পরাংপরং ।

বিশ্বোজ্যোষ্ঠেন রূপেণ নার্ব্যামম্যাং বরীয়সং ॥

সুতমাধেহি ঠদন্দ মুক্ত্বা বহৌ হবিস্ত্যজেন ॥

পুনর্বার যত গ্রহণ করতঃ পরাংপর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া
 এই মন্ত্র পড়িবে । হে বিষ্ণো সর্বশ্রেষ্ঠরূপে তুমি আমার
 এই শ্রেষ্ঠাধর্মপত্নীতে পুত্র প্রদান করহ, এই বলিয়া প্রণব
 পূর্বক বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যত আর্হতি দিবে ।

অথ বিলম্বমাহাত্ম্য ।

বোদন্যাবিলম্বপত্রঞ্চ শিবায়ৈ শঙ্করায়চ ।

সদাশিব সমোভূত্বা সগচ্ছেৎ ব্রহ্ম শাস্বতং । ইতি ।

যোগিনী তন্ত্রং ।

বিলম্বপত্রের মাহাত্ম্য দেবতাদিগেরও তুল্য, অর্থাৎ দেব-
তারারও বিলম্বপত্র স্বরূপ মহিমা জ্ঞাত নহেন । যে ব্যক্তি পূজা-
কালে ভগবতীকে বা মহাদেব শঙ্করকে বিলম্বপত্র প্রদান করে,
সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব তুল্য হইয়া পরব্রহ্মে গমন করে ।

অচ্ছিন্ন মূলং তৎপত্রং বোদন্যাস্থকরার্চনে ।

তস্য পূজা বুধাদেবী মৃতৌ নরক বাপ্নুয়াৎ । ইতি ।

ত্রিবিভাগ সংহিতায়াং ।

যে ব্যক্তি শিব পূজাতে বিলম্বপত্রের রত্নমূল ক্ষেদন না
করিয়া প্রদান করে, হে দেবি ! সে ব্যক্তির সেই পূজা বৃথা
হয় । এবং মরণান্তে নরকে গমন করে ।

স্বর্ণ পুষ্প সহস্রৈশ যৎফলং লাভতে নরঃ ।

তস্মাল্লক্ষ গুণং পুণ্যং ভগ্নৈকং বিলম্বপত্রে । ইতি ।

মাতৃকাভেদ তন্ত্রং ॥

হে দেবি ! স্বর্ণময় সহস্র পুষ্প দ্বারা শিব পূজা করিলে
নর যেকল লাভ করে । তাহা হইতে লক্ষ গুণ পুণ্য একটী
ভগ্নবিলম্বপত্র দ্বারা শিব পূজা করিলে লাভ হয় ।

ভগ্নৈক বিলম্বপত্রস্য সহস্রৈকেন ভাগতঃ ।

যেরু তুল্য সুবর্ণেন তৎফলং নহি লভ্যতে ॥

ভগ্ন বিলপত্ৰের সহস্র ভাগের এক ভাগ দিয়া শিব পূজা করিলে সুমেরুপৰ্ব্বতের তুল্য সুবর্ণ দান করিলেও তাহার তুল্য ফল হয় না।

অতএব শিব পূজায় সমস্ত পুষ্প হইতে বিলপত্ৰেরই মাহাত্ম্য অধিক, বিনা বিলপত্রে শিব পূজায় ইচ্ছা ফল সিদ্ধি হয় না। সকল পুষ্প মাহাত্ম্য হইতে বিল্ল মাহাত্ম্য গরীয়, বিল্লের যে কি অনিৰ্কচনীয় মহিমা, বিল্লের যে কি অনিৰ্কচনীয় ফল, তাহা বেদেও কহিতে পারেন না।

ইতি বিল্ল মাহাত্ম্য সংপূৰ্ণ।



অথ পুষ্পমাহাত্ম্য।

দেব পূজা বিশেষে পুষ্প বিশেষ আছে, পরমেশ্বরের বিভূতি রূপ এক এক পুষ্প হয়, তাহার বিবরণ ভেদানুসারে পুষ্পের মহিমা বর্ণন করিতেছি।

পুষ্প শব্দের স্বরূপার্থ।

পুণ্য সং বর্জনাক্ষাপি পাপোষ পরিহারতঃ।

পুষ্কলার্থ প্রদানাক্ষ পুষ্প মিত্যভিধীয়তে ॥

কুলাৰ্ণবং।

পুষ্প শব্দে পুণ্য বর্জনার্থ, ও পাপ রাশির পরিহারণ জন্য, প শব্দ ইচ্ছা ফল সিদ্ধির নিমিত্ত হয়, একারণ শাস্ত্রে পুষ্প বলিয়া কহিয়াছেন।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ।

২৩৭

তুলসৌ পঙ্কজ জাতৌ কেতকৌ করবীরকৌ ।

শস্তানি দশ পুষ্পাণি তথারক্তোৎপলানি চ ॥

শিব; বিষ্ণু; দুর্গাদি পূজনে, অতি প্রশস্ত দশ পুষ্প, যথা তুলসী ছই, অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ ভেদে তুলসী মঞ্জরীদ্বয়, শ্বেত-রক্ত ভেদে পদ্ম দ্বয়, শ্বেতপীত জাতী পুষ্পদ্বয়, স্বর্ণশুক্ল ভেদে কেতকী দ্বয়, আর শ্বেতরক্ত করবীর পুষ্পদ্বয়, এই দশ পুষ্প, এতদ্ভিন্ন রক্তোৎপলও প্রশস্ত জানিহ ।

উৎপলানিচ নীলানি কঙ্কর কুমুদানি চ ।

এবং নীলোৎপল; ও কঙ্কর অর্থাৎ সুন্দী পুষ্প, আর কুমুদাদি কৈরব পুষ্প সকল প্রশস্ত হয় ।

অনন্তর দেবতা বিশেষে দশ দশ পুষ্প

ও অন্য পুষ্পাদির কথন ।

মালতীং কুম্ভনন্দারং নন্দ্যাবর্তাদিকানি চ ।

প্লাশ পাটলী পার্থ পাবল্যাবর্তা কানি চ ।

চম্পকানি সনাগানি রক্ত মন্দারকানি চ ।

অশোকোদ্ভব বিল্বাখ্য কর্ণিকারোদ্ভবানি চ ॥

মালতী, কুম্ভ, মন্দার, নন্দ্যাবর্ত অর্থাৎ পারুল, প্লাশ পাটল, অর্থাৎ শ্বেতগোলাপ, পার্থ অর্থাৎ ভূমিচম্পক, পাবল্য অর্থাৎ জয়ন্তী, আবর্ত অর্থাৎ নবমল্লিকা, নাগচম্পক, রক্তমন্দার অর্থাৎ রক্তগোলাপ, অশোক, কর্ণিকার, অর্থাৎ গুলঞ্চ, প্রাকৃত ভাষায় কলিকা পুষ্প বলে । এই পুষ্প সকল দেবতাকেই প্রদান করা যায় ।

এতান্যান্যানি পুষ্পানি তস্তেহস্মিন্ সন্তি বৈ শ্রিয়ে ।

নানাদেশৌদ্ভবানিস্ম্যঃ সৰ্ব্ব কালৌদ্ভবানি চ ।

কুলানিচৈব পুষ্পানি দদ্যাদ্ভ্যো বিশেষতঃ ॥

এই তন্ত্ৰোক্ত পুষ্পানি আর অন্য পুষ্পাদি অনেক আছে
এরং নানা দেশৌদ্ভব পুষ্প যত, তন্নিম্ন সৰ্ব্ব কাল প্রস্ফুটিত
পুষ্প সকল, আর কুল পুষ্পাদি অর্থাৎ যন্ত পুষ্প সকল, দেবী
মুৰ্ত্তি মাত্রকেই দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে নিষেধ নাই

অথ পুষ্পং প্রবক্ষ্যামি কর্ম্মযোগে মহেশ্বরি ।

শৃণু পরয়া ভক্ত্যা যথোক্তং ব্রহ্মণা পুরা ॥

হে মহেশ্বরি! অতঃপর কর্ম্মযোগ সংখ্যান্বে পুষ্পের
বিশেষ কহিতেছি, যাহা পূর্বে বেদে ব্রহ্মা কহিয়াছেন,
অতএব ভক্তি পরতাতে তাহা শ্রবণ করহ ।

কমলে করবীরদে কুমুদ্রে তুলসীদয়ং ।

জাতাশৌকে কেতকীদে কুমারী চম্পকোৎপলং ।

কুন্দ মন্দার পুন্নাগ পাটলা নাগ চম্পকং ।

আরুণধং কর্ণিকারং পাবন্তীং নবমল্লিকাং ।

সৌগন্ধিকং সর্কোরণ্ডং পলাশা শোক সর্জকানু ॥

শ্বেতরক্ত পদ্ম, শ্বেতরক্ত করবীর, পীতরক্ত কুমুদ, শ্বেত
কুমুদ তুলসীমঞ্জরীদ্বয় । পীতকুমুদ জাতশোক অর্থাৎ বিকটীদ্বয়,
স্বর্ণশ্বেত কেতকীদ্বয়, কুমারীচম্পক অর্থাৎ কনকচাঁপা, উৎ-
পল, কুন্দ, মন্দার, পুন্নাগ, গোলাপ, নাগ কেশর, শোনালা
পুষ্প, গুলঞ্চ, অমলী, নবমল্লিকা, সুন্দী, কুরুবক, পলাশ,
অশোক, ও শালপুষ্প ইত্যাদি দেবী শ্রিয় ।

সিন্ধুবার মপামার্গঃ বাপুলীকঞ্চ কামজং ।

ব্যাঘ্রচেলং দামনকং মরুবকং ততঃপরং ॥

লবঙ্গং জলকপূরং তগরঞ্চ জবাস্তথা ।

শিব পুষ্পে দ্রোণপুষ্পং কামরাজং স্নকেতকং ।

অন্যানি বন পুষ্পাণি জলজস্থলজানি চ ।

গিরিজানি দেশজানি নানা পুষ্পাণ্যতঃ পরং ॥

সিন্ধুবার পুষ্প, অপামার্গ শীর্ষ, বাপুলীক অর্থাৎ শোণ পুষ্প, কামজ অর্থাৎ মালিক, ব্যাঘ্রচেল অর্থাৎ মুচুকুন্দ, দমনক, ধূস্তুর, মরুবক, অতঃপর লবঙ্গ লতার পুষ্প, জলক পূর, অর্থাৎ কাঙ্কিড়াপুষ্প, তগর, জবা, আর বাসক, দ্রোণ-পুষ্প, কামরাজ, অর্থাৎ গন্ধরাজ, স্নকেতক অর্থাৎ স্বর্ণ-কেতকী, আর আর জলজ, স্থলজাদি বন্য পুষ্প সকল, সর্ব পক্ষেতে ও সর্ব দেশেজাত ইত্যাদি পুষ্প দেবী মূর্ত্তিকে প্রদান করা যায় ।

শূণ্ণদেবি প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায় সমাসতঃ ।

ঋতুকালোদ্ধবৈঃ পুষ্পৈর্গল্লিকা জাতি কুসুমৈঃ ।

গিত রক্তৈঃস্তথা পুষ্পৈর্নীল পদ্মৈশ্চ পাণ্ডুরৈঃ ॥

কিংস্তবৈঃস্তগরৈশ্চৈব জবা কনক চম্পকৈঃ ।

বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দ পুষ্পৈঃ কুরুণ্ডকৈঃ ।

ধূস্তুরকাদি বৃক্ষৈশ্চ কুন্ডুকাগস্ত্য সম্ভবৈঃ ।

মদনৈঃ সিন্ধুবারৈশ্চ দুর্লভৈঃ স্নকোমলৈঃ ।

মঞ্জরীভিঃ কুশানাঞ্চ বিলিপতৈঃ স্নকোমলৈঃ ॥

অতঃপর হে দেবি ! তুমি পুষ্পাধ্যায় শ্রবণ করহ, আমি বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি । ঋতুকালে উৎপন্ন পুষ্প সকল,

মল্লিকা, জাতি, কুঙ্কুম, এবং শ্বেত পুষ্প ও রক্ত পুষ্প, এবং
শ্বেতপদ্ম, ও রক্তপদ্ম, ও নীলপদ্ম, পলাশ, পারিজাত, তগর,
জবা, কনকচম্পক, বকুল, কুম্ভ, কুরুণ্ডক, ধূস্তুর, বন্ধুক, বক,
কনকধূস্তুর, দিকুবীর, ছন্দাক্ষুর, তুলসীমঞ্জরি প্রভৃতি, এবং
কুশাঞ্জলি নবীন সুকোমল বিলপত্র দ্বারা দেবী পূজা
করিবেক ।

অথ বিষ্ণু বিষয়েপি ।

তুলসীদে মালতীদে তমালামলকী তথা ।
পুন্নাগং মণিপুষ্পঞ্চ মল্লিকাঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥
করবীরস্তু কুমুমৈবেচ্চরস্তি জনার্দনং
দর্শনান্তম্য দেবেশি নরকাগ্নিঃ প্রণশ্যতি ॥

শ্বেত কুম্ভ তুলসী, আর শ্বেতরক্ত মালতী, ও তমাল পত্রও
পুষ্প, আর আমলকীপত্র, পুন্নাগ, বক, মল্লিকাদি সকল
পুষ্প নারায়ণকে নিবেদন করিবেক । যে ব্যক্তি করবীর
পুষ্প দ্বারা জনার্দনকে পূজা করে, হে দেবেশি ! তাকে
দর্শন করিলে নরকাগ্নি নিকাগ হইয়া যায় ।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা ।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
ত্রীবৃক্ষ বাধু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বটন হয় ।

কলিকাতা চিত্রপুর রোড বটতলা ২৫৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা

একোবিষুন্ন দ্বিতীয়ঃ স্বপাঃ

২ কপ্প ১৮ খণ্ড ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞাননন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।

গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম ঐতিভিরুদিতং নন্দস্থলুংপরেণং ।

রাধাকান্তং কমলনরনং চিস্তয় ত্বং মনোমে ।

৭১ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ ফাল্গুন ।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান ।

পিতার উপরতি হইলে পর মাক্কাতা রাজা হইয়া ধর্মতঃ
প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। ইনি অতি পুণ্যশীল,
এবং অতিশয় যোদ্ধা; মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজা
মাক্কাতা অচ্যুত তেজা, সপ্তরূপা বহুমতীকে শাসন করতঃ
এক চক্রবর্তী হইয়াছিলেন। ইহার প্রতাপে সমস্ত পৃথিবীর

রাজাগণ পরি কল্পিত হইয়াছিল, সকলেই কর প্রদান পূর্বক সেবক প্রায় সেবা করিত, নরেন্দ্রদিগের কিরীট কোটি দ্বারা মাক্ষাতার চরণ পরিপূজিত হইয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান ছিলনা, যে তথায় মাক্ষাতার আজ্ঞা অচলিতা হয় নাই? ধরণীতলে দম্ভ প্রায় রাজা সকল মাক্ষাতার পরাক্রমে সৰ্ব্বদাই জাণিত ছিল। অন্য পুরে কা কথা; যে রাবণ ত্রিলোক জয় করিয়া সৰ্ব্বাধীশ্বর হইয়াছিল, সেই রাবণ মাক্ষাতার সংগ্রামে পরাজয় পায়, মনুষ্যে মাক্ষাতার ভূল্য পরাক্রম শালী রাজা হয় নাই হইবে না?

মাক্ষাতা প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহুতর যজ্ঞ করিয়া পরমেশ্বরের প্রীতি জন্মাইয়াছিলেন। একদা মাক্ষাতাকে অনুর সংগ্রামার্থে দেবরাজ ইন্দ্র সুরলোকে নীত করেন, তৎসংগ্রাম জিত হইয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করেন, পরে ইন্দ্র পরিভুষ্ট হইয়া মাক্ষাতার সহিত গথ্য করিয়া আপনার অঙ্গান প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তৎপারিতোষার্থে গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর অঙ্গরাগণে সমারোহ পূর্বক গীত নৃত্যবাদিত্রাদি করিয়াছিল। দেবরাজের হর্ষ প্রদানার্থ ছুই বৎসর দেবমানে স্বর্গে বাস করতঃ পরে পৃথিবীতে আগমন কালে তাঁহার সহিত রাবণের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাবণ লঙ্কায় প্রস্থান করে।

অনন্তর মাক্ষাতা শশবিন্দু রাজার কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া তাহাতে তিন পুত্র ও পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠ পুরুকুৎস, মধ্যম অশরীষ, কনিষ্ঠ মূহুরুন্দ।

সৌভাগ্যবান হইয়া তাঁহার পঞ্চাশৎ কন্যার পাণি গ্রহণ পূৰ্ব্বক
কানাকুব্জদেশে বাস করেন, তাঁহার দশপুত্র, তন্মধ্যে পঞ্চগোড়
ও পঞ্চ ভ্রাবিড় হয়। এক্ষণে এতদ্দেশে যত ভ্রাক্ষণ, সে সক-
লেই প্রায় সৌভাগ্যবান, পরে রাজা মাজ্জাতা পরিমিত
কাল রাজ্যাভোগ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুকুৎসকে রাজ্য দিয়া
মথুরাতে লবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। তাঁহার
রাজ্য শাসন কাল অধিক, যেহেতু তিনি নরমানে অনেক
বৎসর স্বৰ্গলোকে ছিলেন, অর্থাৎ দেবমানের বৎসরে।
রাজ্যশাসন কালে (৩৫২০০)।

তৎপুত্র ত্রয়ের মধ্যে “মুচুকুন্দ”, মহা বলবান, তাঁহাকেও
ইন্দ্র অমরবধার্থ সেনাপতি করিয়া স্বর্গে লইয়া যান, তিনি
অমরদিগের সহিত সূচির কাল যুদ্ধ করিয়া জিত হইয়া
ইন্দ্রকে স্তম্ভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রদান
পূৰ্ব্বক মহীতলে পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই মুচুকুন্দ গোমন্ত
পৰ্ব্বতের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল নিদ্রাভঞ্জন করি-
য়াছিলেন, দ্বাপরযুগের শেষে কলিপ্রারম্ভে তৎকর্তৃক কাল-
যবন নিহত হয়। পরে তিনি কুরুক্ষেত্রদেশে বদিরিকাশ্রমে
গিয়া তপস্বী করিয়া পরমাশান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অপর মাজ্জাতার মধ্যম পুত্র জ্যেষ্ঠ গুণগালী, অমরীষ,
তিনিও মহাজ্ঞানী ছিলেন, অনেক প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন
করিয়া স্বর্গত হন। অমরীষের পুত্র “যুবনাথ”, তিনি
পিতামহের নামে বিখ্যাত, তাহার পুত্র “হারীত”, হারীত
মহাতপস্বী, তপঃ প্রভাবে ভ্রাক্ষণ প্রাপ্ত হন।

মাক্কাতার আওর্তপুত্র “ পুরুকুৎস ”, তিনি অযোধ্যার রাজ-
সিংহাসনা কড় হইয়া ধর্মতঃ পৃথিবী পালন করেন, তৎপত্নী
নন্দাদা, ঐ নন্দাদা নাগ কন্যা, তাঁহার ভ্রাতারা পুরুকুৎসকে
প্রদান করেন।—পুরুকুৎসকে নাগগণেরা পাতালে লইয়া
যান, তথায় মহারাজা প্রভুত যুদ্ধ করিয়া নাগগণের অনিষ্ট
সাধক অনেক গন্ধর্ব্বকে বধ করিয়াছিলেন, পুরুকুৎস কেবল
মরদেহ বাবধান মাত্র বস্তুতঃ তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুশক্তি ধারণ
করিতেন। নাগগণেরা পরিভুক্ত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান
করেন, অদ্যাবধি পুরুকুৎসের নাম স্মরণ যে করিবে তাহার
সর্ব মংশন ভয় হইবেন না। এই লক্ষ বর হইয়া রাজা
অযোধ্যায় আগমন করেন, পরে “ একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণি
বুভুজে মহীমতি ,, একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে রাজ্য
ভোগ করতঃ পুত্রকে রাজ্য দিয়া সুরলোকে গমন করেন।—
তাঁহার শাসন কাল। (১১০০০)

পুরুকুৎসের পুত্রের নাম “ ত্রসদম্বা ,, তৎপুত্র “ অনরণ্য ,,
ইনি মহা ধার্মিক, বহুকাল রাজ্য করিয়া চরমাবস্থাতে
রাবণের হস্তে নিহত হন। পিতা পুত্রের শাসন কাল অষ্ট
শতাব্দিবিশতি সহস্র বর্ষ। (২০৮০০)

অনরণ্যের পুত্র “ হর্ষাষ ,, তৎপুত্র “ প্রাক্রণ, প্রাক্রণের পুত্র
“ ত্রিবন্ধন ,, তৎপুত্র “ সত্য ব্রত ,, ইহারা সকলেই নিঃস-
পত্ন, নির্বিষে নির্বিরোধে সংপূর্ণ পরমায়ু রাজ্য করিয়া স্বর্গ
গমন করেন। তাঁহারিগণের চারি পুরুষে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ
সাহস্র পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। (৩৬০০০)

সত্যব্রতের গুজ “ত্রিশঙ্কু,, তিনি রাজা হইয়া বহুকাল রাজ্য করেন, প্রায় সার্কি নবসাহস্রবর্ষে বশিষ্ঠ ণাঁপে চণ্ডালক প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া বর্জিত হন। চরমাবস্থাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার পৌরহিত্য করিয়া তাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গ প্রাপ্ত করান, এবং তপোবলে তাঁহাকে প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ জীবিত রাখেন, ত্রিশঙ্কুর রাজ্য শাসন কাল ষট্ চত্বাবিংশৎ সহস্র বর্ষ হয়। (৪৬০০০)

ত্রিশঙ্কুরাজার গুজ “হরিশ্চন্দ্র,, পিতার উপরমে পিতৃ সিংহাসনাধিকারী হন, তিনি সিন্ধুদেশীয় সোমদত্ত রাজার কন্যা “শৈব্যাকে,, বিবাহ করেন, হরিশ্চন্দ্র অতিশয় দাতা স্বীয় রাজ্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। যাহার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ বিরোধ হয়, সেই দুই মুনি পরস্পর শাপাশাপি করিয়া পক্ষী দেহ প্রাপ্ত হন, বিশ্বামিত্র আড়ী পক্ষী, বশিষ্ঠ বকপক্ষী হইয়া, বহু বৎসর যুদ্ধ করিয়া পরে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান অতি আশ্চর্য্য, মহারাজা বদান্য ধন্যতম, সৌর্য্য বীর্য্য গান্ধীর্ঘ্যে অতিদ্বিতীয়, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সমস্ত পৃথিবীর উপর এক শাসন কর্ত্তা ছিলেন, শুদার্য্য গুণে সকলেই তাঁহার বশীভূত ছিল। ধরাতলে এমন অর্থীব্যক্তি কেহ ছিল না, যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট তাহার অভিলাষের পরিপূরণ হয় নাই। তাঁহার দাতৃত্ব পরীক্ষার্থে বিশ্বামিত্র প্রত্যর্ষী হইয়া যখন সমাগত হন। তখন রাজা প্রায়ই দান দ্বারা সমস্ত ধনের পরিক্ষা করিয়াছিলেন, অবশেষে

জ্ঞান সোপানরূপে সহিত রাজধানী দান করেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র রাজার নিকট দানের দক্ষিণা প্রার্থনা করিলে, রাজা ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণকোটি আনয়ন করিয়া দেন, বিশ্বামিত্র তদ্বৃষ্টি করিলেন, হে ভূপতে! যখন সোপানরূপে রাজা গৃহ আমাকে দান করিয়াছেন, তখন ভাণ্ডারস্থ ধনে তোমার সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়া গিয়াছে, বাহাতে সম্বন্ধ নাই তাহা দক্ষিণার্থে প্রদান সিদ্ধি হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন যদি অন্য কিছু থাকে, তবে তাহা আনিয়া দক্ষিণান্ত করহ। রাজা করিলেন, হে মুনে! আর আমার কিঞ্চিৎ মাত্রও ধন নাই, মুনি করিলেন হে রাজন! বিনা দক্ষিণাতে দান বিফল, এবং দাতাও নরকে যায়। রাজা করিলেন। হে শ্রীশ্রী। আর ধনমাত্র নাই কেবল আমার মহিষী ও পুত্র রোহিতচন্দ্র, আর আমি মাত্র আছি, শ্রীশ্রী করিলেন, দারাপত্য ও আপনাকে বিক্রম করিয়া তন্মূল্যে আমাকে দক্ষিণা দাও। মহারাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বারাণসীতে এক বণিকের নিকট স্ত্রীপুত্রকে বন্ধক রাখিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করেন, এবং আপনি স্বয়ং এক চণ্ডালের নিকট দাসতা স্বীকারে তাহার শ্রমচারণ কর্মে বৃত্ত হন। ক্রিয়াকাল এতাদৃশ কষ্টভোগ করতঃ পরে বিশ্বামিত্রের অনুকম্পায় তাহাতে মুক্তিপান। এবং বিশ্বামিত্র তৎপুত্ররোহিতকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। অনন্তর হরিশ্চন্দ্র রাজা অকপট দান প্রভাবে ইহলোক ও পরলোক জিত

হইয়া স্বশরীরে স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহার শাসন
কাল দ্বাদশ সহস্র বৎসর । (১২০০০)

রোহিত রাজা হইয়া এই পৃথিবীকে সম্যক্ বশে রাখিয়া-
ছিলেন, রোহিতের তুল্য বীর তৎকালে জন্মে নাই, যিনি
দিগ্বিজয়ার্থ ধনুস্পাণি হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাকে ছত্র
তলে আনয়ন করিয়াছিলেন, অন্যাপরে কাকথা, রোহিতের
যুদ্ধে স্বয়ং বরুণদেব পরাজিত হন, ঐ বরুণকন্যা “বারুণীকে,,
রোহিত পরি গ্রহণ করিয়া তাহাতে এক পুত্রোৎপাদন
করেন। তাঁহার নাম “হরিতঃ,, তৎপুত্র “চম্প,, এই চম্প
স্বনাটম চম্পাপুরী নামে এক নগর নির্মাণ করেন, তৎসম্মি-
হত একা প্রথরা তটিনী, তাহার নাম “চম্পানদী,, এক্ষণে
তাহাকে “চম্বল,, বলিয়া খ্যাত করে। চম্পের পুত্র “সুদেব,,
সুদেবের পুত্র “বিজয়,, তৎপুত্র “ভরুক,, ভরুকের পুত্র
“রুক,, রুকের পুত্র “বারুক,, এই বারুক রাজা এক সাতাট
হন, তাঁহার দুই রাণী “সুদেবী ও সুবর্জলা,, বারুক
বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমাবস্থাতে সম্ভান
না হওয়াতে অনেক যজ্ঞ করেন, বিখ্যামিত্র হোতাহন। বশিষ্ঠ
ঔক্ষাতা, যমদগ্নি ব্রহ্মা হইয়াছিলেন, যজ্ঞান্তে ইন্দ্র প্রত্যক্ষ
হইয়া পুত্রীয়চক্র সুদেবীকে প্রাশন করাইয়া রাজাকে স্বর্গময়
এক ধানি রথ প্রদান করেন, সেই রথকে অশ্বে বহন
করেন নাই, যজ্ঞ পতাকাবৃত্ত কামচারী অর্থাৎ জলস্থল শূন্যে
সম্মান গমন করিতে পারিত, সেই কামগামী রথে আরোহণ
করিয়া রাজা বারুক সর্বত্র পর্যটন করিতেন। কিছু কাল

পরে রাজমহিষী চরুপ্রাশন কলে গর্ত্তবতী হন। সেই সময়
 হৈ হন অর্থাৎ বোম্বাই দেশীয় তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয় গণাধিপ
 রাজা বীরকেতু, পূর্ব পুণ্ড্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, যাহারা মিশ্রদেশে
 বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাহকের
 রাজধানী অযোধ্যাকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের সহিত
 ছয়মাস বাহক যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, তখন তাঁহার বয়স
 ৫০০০ সহস্র বৎসর, অতএব রোহিত রাজা অবধি ষাটকরাজ।
 পর্যন্ত অষ্টম পুরুষের রাজ্য শাসন কাল-একোন সহস্রতি
 সহস্র বর্ষ হয়। (৬৯০০০)

বাহক পরাজিত হইলে তাল জঙ্ঘ ও পূর্ব বন জাতী-
 যেরা অযোধ্যায় জয় পতকা উড়ুড়ীয়া মানা করিয়া রাজপুর
 লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, ঐ সময়, গর্ত্তবতী রাণী সুদেবী
 ও সুবর্জলা, এই দুই রাজমহিষী পলায়ন পরায়ণ হইয়া
 তীর্থমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহর্ষির শরণাপন্ন হন,
 মুনিও তাহাদিগকে শরণ প্রদান পূর্বক কন্যাতাবে প্রতি
 পালন করিতে লাগিলেন। এবং অভয় প্রদান করিয়া
 কহিলেন, মাতঃ! তর নাই পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে, তবগর্ত্তে
 বীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তোমরা অশ্রুপানেন্ন
 মধ্যেই পুণ্ড্রবংশ দর্শন করিতে পারিবে।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

পারম হংসের উত্তর । রে বৎস ! আরও শ্রবণ কর, নির্জী-
কার, নিরঞ্জন, সৰ্বব্যাপী, অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ
জ্ঞান হওয়া অতি কঠিন, বিশেষতঃ অব্যক্ত রূপের উপাসনার
কৰ্ত্তাভিশয় প্রযুক্ত কেহই সক্ষম নহেন । তবে যে যাহা বলে,
সে বাগাড়ম্বরমাত্র, ফলিতার্থ গুণবদেহে নিগুণতার স্বরূপ
জ্ঞানে চিত্ত নিবেশিত কখনই হয় না । এ কারণ
জীবাত্মকম্পী ভগবান সাধকদিগের হিত সাধনায়
উপাসনা সিদ্ধার্থে সৰ্ব তত্ত্বময় স্থান অবিস্মৃক্তে স্বয়ং বিশ্বে-
শ্বর রূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন । এই বরণাসি মধ্যে যে
স্থান কালী, তাহা জীবের নাসার উৰ্দ্ধ ভ্রদল মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রা-
কৃতি নাদ শক্তি পরিবেষ্টিত পরমাত্মা বিন্দুতীর্থরূপে বিখ্যাত
রহিয়াছেন । অর্থাৎ যেমন বিশ্বেশ্বরাদিষ্ঠিত অবিস্মৃক্ত
ক্ষেত্র, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সূর্য সরিৎ ও তদ্বিপরীত ভাগে বরণা
অসি পরিচ্যেদন করিয়া রহিয়াছেন । সেই রূপ ভ্রদল মধ্যে
দিকত্রয়ে ত্রিগুণা ইড়া পিঙ্গলা সুষুমা নাড়ীত্রয় বেষ্টিতা
বরণা ও নালী তদ্বিপরীতদিগ্বাণিনী হইয়াছেন । মধ্যে
স্থিত ক্ষেত্র পঞ্চকোশ পরিমিত, ভ্রমধ্যে ও পঞ্চকোষাঅক-
ভূত তন্মাত্র সংস্থিত বিন্দুস্থান হয় ।—কালীপুরের অধিষ্ঠাতা
কালরাজ, ভ্রদলেও শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ সমরপরীক্ষক কাল হইলেন ।

কাশীক্ষেত্রে বিশ্বরাজ দুণ্ডুবিনারকের স্থিতি, ভ্রদল মধ্যে ও
 বিনারক রূপী মহাবিশ্বরাজ মনের স্থিতি হয় । তৃত্বার্থে
 কাশীতে যেমন অবস্থিতি চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর ঘাট আছে,
 সেই রূপ ভ্রদলের অধীনে জীরের তৃত্বার্থে চতুঃষষ্ঠী ব্রহ্মি
 ঘাটরূপে পরিসংস্থিত হইয়াছে । অবিস্মৃক্তে যেমন লোলা-
 কের স্থান, ভ্রদল মধ্যেও শূন্যাবলম্বিত লোলরূপ নাদ-
 রূপী সূর্য্যের অবস্থিতি হয় । যথা “নাদচক্রে স্থিঃ সূর্য্যো
 বিন্দু চক্রে চ চন্দ্রমা ইতি,, অতএব নাদ চক্রকে সূর্য্য বলিয়া
 সকল শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন । কাশীতে যেমন ব্রহ্মনাল
 মণিকর্ণিকার অবস্থিতি, এ স্থানেও চক্রস্থপন্নাল রূপা
 ক্ষুদ্রা ব্রহ্মপুর গামিনী হইয়াছেন, এজন্য তাহাকে ব্রহ্মনাল
 বলিয়া উক্ত করেন । পরাশক্তি কুণ্ডলাকার মহামণি স্বরূপ
 বিন্দু সরোবর রূপে ভ্রদলে সংস্থাপিত আছেন, কাশীক্ষেত্রে
 ভবানী অন্নপূর্ণা রূপে অধিবাস করেন, ভ্রদল মধ্যেও ভব-
 শক্তি অর্থাৎ জীবের উৎপাদিকাভোগ প্রদায়িনী শক্তি অব-
 স্থিতা আছেন, “তৃধাতু সত্তাতে বর্তে,, অতএব ভব শক্তি
 উৎপত্তি, আনীশক প্রত্যক্ষ অনিকাশক্তি ইহাতেই অন্নপূর্ণার
 নাম ভবানী হয় । সকল দেবতার ঐ কাশীতে অধিবাস
 করিয়াছেন, ভ্রদলেও প্রাণ বায়ুর সত্তাকে আশ্রয় করিয়া
 সকল ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব অধিকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে ।
 অতএব অধ্যাত্ম ভক্তের পরিজ্ঞাপক যে অবিস্মৃক্ত ক্ষেত্র
 তাহাতে সংশয় কি? তবে যে সংশয় জন্মে সে মূঢ়তা-
 মাত্র ।

কাশীক্ষেত্রে গঙ্গা যমুনাৰূপে বরুণা ও নানীনদীদ্বয়রূপে অবস্থিতি করেন। যেমন ক্রন্দল মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা স্বকপা-বরুণা ও নানী নাড়ীদ্বয় অবস্থিতা আছেন। “বারুণতীতি, বরুণা,” “নাশরতীতি নানী,” ইড়াতে প্রাণবায়ুর পুরক রূপ অবগাহনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত মলের বারণ হয়। পিঙ্গলাতে প্রাণবায়ুর বৈরচনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। অর্থাৎ মনো, বুদ্ধি, ইন্দ্র, পাদ, উপস্থ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, শ্রবণ, নাসিকাদি দ্বারা জন্ম জন্মান্তরীয় পাতকের বিনাশ হয়।

অবিযুক্ত ক্ষেত্রেও বরুণাতে অবগাহন মাত্র সমস্ত ইন্দ্রিকৃত পাপের অপহরণ হয়, অর্থাৎ জন্ম জন্ম ইন্দ্রিয় সংযম করিলে যে ফললাভ হয়, বরুণার বারিস্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ফলের সম্যকলাভ হইয়া থাকে। এবং নানীতে অবগাহন মাত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। অতএব ঐতর্যদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী কাশী, অর্জচন্দ্রাকারে গঙ্গাদেবী প্রদক্ষিণ করিয়া রহিয়াছেন। এবং পরমপদ প্রদায়িনী গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়া উত্তরায়ণ দেবমানকে প্রদর্শন করাইতেছেন, অর্থাৎ যোগী জনেরা পিঙ্গলাদ্বারে আদিত্যে প্রবেশ করিয়া যোগ প্রভাবে যে পরমপদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কাশীতেও ব্যক্তি মাত্রের জন সকল বিশ্বেশ্বরাত্মকম্পায় সেই বিষ্ণুর পরমপদকে লাভ করেন।

যদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বীর যাগ যজ্ঞ সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম করা ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ না করিলেও হয়, করিলে মঙ্গল ব্যতীত

কৃতি নাই, কাশীক্ষেত্র বাসেও সেই তত্ত্ব দেখাইয়াছেন, অগ্নি বরগাতে গঙ্গাস্তম্ভ সংমেলন রূপ তৎ সন্ধিকে সক্ষা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে অবগাহন, তাহার নাম ব্রহ্মসন্ধা, ইহা ব্রাহ্মণদিগের ত্রিসঙ্কোপাসনা কালীন আপোমার্জ্জন মন্ত্যার্থে এবং আচমন মন্ত্যার্থের সহিত ঐক্য করিলেই বারানসীর মহিমা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি হইতে পারে? অর্থাৎ অধ্যাত্ম যোগে যোগীগণেরা স্ব শরীরে যে সকল ভীর্থের কল্পনাতে ত্রিবিধ প্রকার পাপক্ষালন করিয়া থাকেন, এই অবিস্মৃত ক্ষেত্রেও সে সকল প্রত্যক্ষ ভূত রহিয়াছে, অর্থাৎ ভগবৎ কর্তৃক চির প্রকল্পিত রহিয়াছে, যে এখানে বরগাত্রে গঙ্গায় স্নান করিলেও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকল সম্যক সম্পাদন করা হয়। আশ্রম সাধ্য বিশেষ মন্ত্যোচ্চারণ করিবার অপেক্ষা থাকে না। এ বিধায় আচণ্ডাল মুচ্ছ পুরুষ, যবন, কিরাতাদি এবং স্ত্রী শূদ্রাদি যাহাদিগের বেদ মন্ত্যে অধিকার নাই, তাহাদিগের এক কাশীবাসেই বেদাধ্যয়ন, বেদানুষ্ঠান, ও তদর্থ ধারণার সম্যক ফল লাভ হয়। *যেমন পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান সর্ব জীবের মোক্ষ কারণ, তদ্রূপ কাশীবাসও সর্ব জাতির মোক্ষের কারণ হয়। বেদোদিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার আছে, মূলভোপায়ীভূত বারানসী ক্ষেত্রে মোক্ষপদ প্রাপ্তি বিষয়ে কোন জাতির নিয়ম নাই স্ত্রী পুরুষ কোন জাতির বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, কোন মন্ত্যের বা কোন কর্ম্মের বিধি নাই, ধার্মিক

রা অধাৰ্ম্মিকের কোন বিচার নাই, পণ্ডিতও মুর্থ এ বিবেচনা নাই। যে কেহ যে কোনরূপে কাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করে। একারণ সৰ্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন। যে “যেবাং কাপি গতি নাস্তি তেবাং বারা-
গী গতি রিতি,, যে সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচার ভ্রষ্ট অধম ব্যক্তির একা কাশীই পরমা-
গতি হয়েন।



গৃহস্থ ধৰ্ম্ম।

গৰ্ভাধান সংস্কার।

পুনরাজ্ঞাং সমাদায় ধাত্বা বিষ্ণুং পরাংপরং।
বিকো জ্যোতেন রূপেণ ভাষ্য। মম্যা স্বরীয়সং ॥
মৃত মাধেহি ঠ দ্বন্দ্ব, মুক্তা বহৌ হবিষ্ঠ্যজ্ঞেং ॥

অনন্তর মৃত লইয়া শ্রাব হস্তে পরাংপর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া “বিকো জ্যোতেন,, ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ পূর্বক অগ্নির জ্যাম্বন্ত মন্ত্রে পুনর্সার অগ্নিতে আভিতি প্রদান করিবে। পুনরপি তন্ত্রোক্ত মন্ত্ৰং।

কামেন পুষ্টিতাং মায়াং মায়া পুষ্টিতাং বধুং।
পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পুষ্টিতাম্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥

কামবীজে মায়াবীজ পুষ্টিত করিয়া, এবং মায়াবীজে বধু বীজকে পুষ্টিত করতঃ পুনর্সার কামবীজ ও মায়াবীজকে উচ্চারণ করিয়া পতি পত্নীর মন্তক স্পর্শন করিবে।

পতি পুত্রবতীভিঃ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
শির আলভ্য হস্তাভ্যাং বধাঃ কোড়াঞ্চলে পতিঃ ।
বিকুং ছুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাৎবাদদ্যাং কলত্রয়ং ॥

অনন্তর, পতি পুত্রবতী নারীগণে বেষ্টিত হইয়া পতি
ভার্য্যার মস্তকের উপর দিয়া দুই হস্ত ঝুলাইয়া বিকু ছুর্গা
ত্রিকা সূর্য্যকে ধ্যান করিষা তিনটি কল তাহার অঞ্চলে প্রদান
করিবে।

ততঃ স্থিতিকৃতং ছদা প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ।
যদা প্রদোষ সময়ে গৌরীশঙ্কর পূজনাৎ ।
ভাস্কর্য্যার্থং প্রদানাক্ষ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ ॥

অনন্তর, স্থিতিকৃত হোম করিষা পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম
দ্বারা ছতি কার্য্য সমাপন করিবে। এবং প্রদোষ সময়ে
পার্ব্বতী সহ মহাদেবের পূজার ও সূর্য্যার্য্য প্রদান হেতুক
স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শুদ্ধি হয়।

ভার্ত্তবৎ মম্বিতং কর্ম্ম গত্ত্বাধান মথোশ্লু ।
তদ্রাশ্রয়ানা রাত্রে বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া ॥

পুংসবন ক্রিয়ায় হোম কর্ম্ম সমাপনান্তে ঋতু মন্থন গত্ত্বা-
ধান কর্ম্ম অর্থাৎ রৈত সেবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি প্রবণ
করক। ঐ দিবস রাত্রে অথবা অন্য কোন দিবস অবুধ্যা
রাত্রে ভার্য্যার সহিত পতি।

সদনাত্যন্তরং গদা ধ্যাৎবাদেবং প্রজাপতিং ।
স্পৃশেৎ পত্নীং পঠেৎততী মার্য্যবীজ পুরঃসরং ।
সুআবয়োঃ প্রজায়েৎ তং শব্যো শুভকরী ভব ॥

বাগ গৃহাভ্যন্তরে গমন করতঃ অধিষ্ঠাতা প্রজাপতিদেবকে
ধ্যান করণ পূর্বক শয্যা ও পড়ীকে স্পর্শ করিয়া মাস্তাবীজ
উচ্চারণ করতঃ এই মন্ত্র পাঠ করিবে, “আবয়োরিতি,”
আমাদিগের উত্তরের সুপ্রজা অর্থাৎ সুসন্তান প্রাপ্তির
নিমিত্তে শয্যা তুমি শুভকরী হও ।

আরুহ্য ভার্য্যা শয্যা প্রাণ্ডমুখোবা পাদং মুখঃ ।

উপবেশ্য স্মিয়ং স্পৃশ্যান হস্ত মাদায় মন্তকে ।

বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মনুং অপেং ॥

মন্ত্র পড়িয়া ভার্য্যার সহিত পূর্ব মুখে বা উত্তর মুখে উপ-
বিষ্ট হইবে, উপবেশনানন্তর পতি স্ত্রীর হস্ত লইয়া আপ-
নার মন্তকে রাখিয়া, পরে বাম হস্তে স্ত্রীকে আলিঙ্গন
করতঃ দক্ষিণ হস্ত স্পর্শন দ্বারা তাহার অঙ্গে স্থানে স্থানে
মন্ত্র জপ করিবে ।

শীর্ষেকাম শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্ভবং শতং ।

কণ্ঠেরমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বৈ শতং শতং ।

হৃদয়ে দশধামায়াং নাভীভাং পঞ্চবিংশতিং ।

জপ্ত্বা বোনৌ করংদ্বা কামেণ সহ বাগ্ভবং ।

শত মফৌস্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেপোবং সমাচরন্ ॥

পতি, ভার্য্যা মন্তকে একশতবার কামবীজ, চিবুকে একশত
বার সরস্বতীবীজ, কণ্ঠে বিংশতি বার লক্ষীবীজ, উত্তর স্তনে
শত শতবার লক্ষীবীজ, হৃদয়ে মাস্তাবীজ দশবার, নাভি-
দেশেও মাস্তাবীজ পঞ্চবিংশতি বার জপ করতঃ পরে বোন
দ্বারে হস্ত প্রদান পূর্বক কামবীজের সহিত সরস্বতীবীজ

অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে, অনন্তর স্বলিঙ্গেও অষ্টো-
ত্তর শতবার জপ করিতে হইবে ।

বিকাশা মায়য়াযোনিং স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ সূতাপ্তয়ে ।

রেতঃ সম্পাত সময়ে ধ্যান্তা বিশ্বকৃতং পতিঃ ।

নাভেরস্তাং চিৎকুণ্ডে বস্তিকায়ান্ প্রপাতয়েৎ ॥

অনন্তর, মায়্যাবীজ উচ্চারণপূর্বক যোনিদ্বার, বিকাশকরতঃ
পুণ্ড্র প্রাপ্তির নিমিত্তে পতি স্ত্রীতে উপগত হইবে, বীর্ঘ্যানিঃসা-
রণ সময়ে বিশ্বকর্তা অগন্ধাতা প্রজাপতিকে মনে স্মরণ করিয়া
নাভির অধঃবস্তিদেশে জ্ঞানকুণ্ডে রেত সম্পাতন করিবে ।

শুক্ৰ সেকান্তরং বিধানু ইমং মন্ত্র মুদীরয়েৎ ।

বীর্ঘ্যাদানানন্তর বিদ্বান পতি স্ত্রী মস্তকে এই মন্ত্র পাঠ
করিবে । যথা ।

যথাগ্নিনা সগত্তাভূর্দেী যথা বজ্রধারিণা ।

বায়ুনাদিগ্ গত্ত্ব বতী তথা গত্ত্ব বতী ভব ।।

যেমন অগ্নি কর্তৃক পৃথিবী গত্ত্ব ধারণ করেন, যেমন ইন্দ্র
কর্তৃক দ্যৌ স্বর্গভূমি গত্ত্ব বতী হন, দিক্ সূক্ষ্মরীগণ যেমন
বায়ু কর্তৃক গত্ত্ব বতী হরেন, সেই রূপ ভূমিও আমা কর্তৃক
গত্ত্ব বতী হও ।

এই পুংসবন কর্মে বাল্ল স্থাপন সকলেরই আছে, কেবল
সামবেদীয় ব্রাহ্মণের ছতিকার্য্য নাই, কিন্তু তান্ত্রিকী ক্রিয়া
সকলি করিতে হইবে, নতুবা সংস্কার ভ্রষ্ট হয়, ঋতু রক্ষা
বিষয়ে যে অনুর্ত্তান উক্ত হইল, ইহা অবশ্য কর্তব্য, নচেৎ
যোনি শুদ্ধ হয় না, অশুদ্ধ যোনিতে পবিত্র সন্তান কখনই

জন্মেনা, সুতরাং প্রকৃত সংস্কারাভাবেই একালে অপবিত্র
পুত্র সকল জন্মিয়া যথেষ্টাচারে রত হইতেছে, এবং সম্ভা-
নোৎপত্তি বিষয়ে বীৰ্য্যও মোঘ হইতেছে, বিচক্ষণ দিগের
সংস্কার ধৰ্ম্ম রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। ঐ সকল বিষয়ে উপ-
হাস করিলে, আপন আপন বংশকেই উপহাসের স্থল করা
হয়। সংস্কার হীনে উৎপন্ন সম্ভান ক্রিয়া হীন, ধৰ্ম্ম হীন,
আচার হীন, উদ্ধত উন্মত্তবৎস্র প্রায় পর্য্যটন মাত্রকরে,
তাহাদিগের ধৰ্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়েই আস্থা থাকেনা,
রাক্ষসানুর বৎ দেব ব্রাহ্মণ শাস্ত্র ছেদ নিরন্তরই করে, এবং
পিতা মাতারাও সেই সম্ভান হইতে কলঙ্কাক্ত হইয়েন,
কেবল তাহাও নহে, বরং তাহাদিগের দ্বারা অনবরত য-
জ্ঞণা জালে আবৃত হইয়া পরিতাপিত হইতে থাকেন। যত
অসৎ কর্ম্ম সংসারে আছে, অসংস্কৃত প্রজা হইতে তাহা
প্রায়ই হুসংপাদিত হয়, তবে যে সকল ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদেব বশতঃ অন্ধের লক্ষ ভেদন
ন্যায় সহস্রের মধ্যে এক জন হয়, তাহাও সম্যকরূপ সংস্কার
কৃত ফল নহে, কেবল বৈধ দিবসে বৈধ লগ্নে বৈধ তিথি
নক্ষত্রাশ্রিতে এবং তদ্বিনে পিতা মাতার মানসে অচিন্তিত
দৈব প্রভাবে যে সম্ভান উৎপন্ন হয় তাহারাই একালে
আর্য্য ধৰ্ম্মে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহা পক্ষপাত
শূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তির সন্দেহ
কি অসঙ্গত বোধ করিতে পারিবেন? এতদ্বোধ জন্মিলেই, আ-
মার এতৎ পরিশ্রমের চরিতার্থতা হয়। নচেৎ পক্ষপাতাধীন

হেতুবাদ প্রদর্শন করিলে কেহই কিছু নিশ্চয় করিতে পারিবেন না। আমি আশ্রুত] কণ্ঠে কহিতে পারি, যে একালে এমত লোক বিরল হইয়াছে, এ সকল বাক্যের প্রতি বিশ্বাস কদাচিৎ কোন ব্যক্তির জন্মিবে, এ সমস্ত বিশ্বাস করা থাকুক এতৎপত্রিকা পাঠ করিতে কেহই প্রায় সম্মত হইবে না, পাঠ করা ও রসাতলে যাউক একবার দেখিতেও কেহ উৎসুক হইবে না, বরং এতদুপলক্ষে আমাদিগকেও যথোচিত ইঙ্গিত করিতে পারেন? যাহারা অপবিত্র যোনিতে উৎপন্ন হয়, তাহারা কখনই পবিত্র কারণ কর্মের প্রতি প্রবৃত্ত হয় না, কদাচিৎ মনের প্রবৃত্তি জন্মিলেও কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, আকরের বিশেষ আকৃষ্টি আছে।

ইতি গর্ত্তাধান সংস্কার সমাপ্তঃ ।



জাতে গর্ত্তে ঋতৌতন্মিষ ন্যামিন্ বা মহেশ্বরি ।

তৃতীয়ে গর্ত্তে মাসেতু চরেৎ পুংসবনং গৃহী ॥

হে মহেশ্বরি! স্ত্রী ঋতুতে গর্ত্ত জন্মিলে পর গৃহিব্যক্তি গর্ত্তের তিন মাসে পুংসবন সংস্কার করিবেন ।

কৃত নিত্য ক্রিয়োভর্ত্তা পঞ্চদেবান সমর্চয়েৎ ।

গৌর্যাঙ্গি মাতৃকা ষৈবংসোদ্ধার প্রপাতনং ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃৎ পূর্বোক্ত বিধিনামুদীঃ ॥

সুবুদ্ধি ভর্ত্তা কৃত নিত্য ক্রিয় ও স্নানাত হইয়া, ঘট স্থাপন পূর্বক গণেশাদি পঞ্চ দেবতা ও গৌর্যাঙ্গি ষোড়শ মাতৃকা

পুজা করণানন্তর পূর্বোক্ত বিধান ক্রমে বন্ধুধারা সম্পত্তন।
যুষা জপ করিবেন এবং যথা বিधानে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও করিবেন।

ধারাহোমাস্ত মাপাদ্য কুর্থাৎ পুংসবন ক্রিয়াৎ।

প্রাজাপত্যচরু স্তত্র চক্ষনাগা হতাশনঃ ॥

ধারা হোমাস্তে অর্থাৎ যথা বেদোক্ত বিধি দ্বারা বহি
স্থাপন পূর্বক চন্দ্র নাম হতাশন প্রতিষ্ঠা করিয়া পুংসবন
চরু পাক করিবেন, অর্থাৎ প্রাজাপত্য চরু হোম করিবেন।

গব্যো দধি যবৈকৈকং ঘোমাষাবপি নিঃক্ৰিপেৎ।

পতিঃ পৃচ্ছেৎ জ্বিয়ং ভদ্রে কিং হংপিবসিজিঃ কৃতং।

দধি মধ্যে এক যব দুই মাষ নিঃক্ৰিপ করতঃ পতি পত্নী
হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, ভদ্রে ! তুমি কি পান ক-
রিবে ? এই রূপ তিনবার জিজ্ঞাসিবে।

ভতঃ সীমন্তিনী ক্রয়াৎ মাষং পুংসবনং জিহা।

প্রস্থতীং জীন পিবেমারী যব মাষ যুতং দিধি ॥

অনন্তর ঐ তিনবারই পতিকে সীমন্তিনী উত্তর দিবে, যে
মাষ পুংসবন পান করিতেছি, ইহা কহিয়া পতি দত্ত যব
মাষ সংযুক্ত তিন গণ্ডুয দধি পান করিবে।

জীবৎ সূতাভি বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ।

সংস্থাপ্য বাম ভাগেতাং চরু হোমং সমাচরেৎ ॥

অনন্তর যে জীব কখনই সন্তান মরেনাই এমন কতক গুলি
জীলোকের সহিত আপন পত্নীকে যাগ স্থানে আনয়ন .
করতঃ বাম ভাগে বণাইয়া চরু হোম করিবেন।

পূর্ব বচরু মাদায় মায়াং কুর্চং সমুচ্চরন্।

যে গত্র বিয়কর্তারো যেচ গত্র বিনাশকাঃ।

ভূতঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতলা বাল ঘাতকাঃ ।

তানু সর্কামাশয় বন্দুং গব্ধং রক্ষাং কুরুদিষ্ট ॥

পূর্ববৎ চক্ৰ লইয়া মায়া বীজ ও কুর্চ বীজ উচ্চারণ পূর্বক
যাহারা গব্ধ বিঘ্ন কর্তা, ও যাহারা গব্ধ বিনাশক, ভূত
প্রেত পিশাচ বেতাল এবং বাল ঘাতকগণ, তাহাদিগকে
নাশ কর নাশ কর, এই গব্ধ রক্ষা কর, রক্ষাকর বল্লভজাম্বন্ত
এই মন্ত্রে অধিতে চক্ৰ আভূতি দিবেন, অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা
রক্ষস্ব ভত্যাশনকে স্মরণ করিয়া, এবং রুদ্র ও প্রজাপতিকে
ধ্যান করতঃ ঐ চক্ৰ ছাদশবার আভূতি দিবেন ।

ততো মায়া চন্দ্রমসে স্বাহেত্যাহুতি পঞ্চকং ।

দদ্যা ভার্গ্যাং হৃদি স্পৃষ্ঠী মায়াং লক্ষ্মীং শতং জপেৎ ॥

অনন্তর মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্বক বল্লভজাম্বন্ত “চন্দ্রমসে,,
মন্ত্র দ্বারা পঞ্চাভূতি প্রদান করিবেন । পরে পত্নীর রুদয়
স্পর্শ করতঃ মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ এক শত বার জপ
করিবেন ।

ততঃ স্থিষ্টি কৃতং হৃদা প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ॥

তাহার পর স্থিষ্টি কৃত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোমাস্ত
পূর্ণাভূতি দিয়া বল্লি বিসর্জন করিবেন, এতাবৎ পুংসবন
স্বংস্কার সমাপন জানিবে ।

ততস্ত পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং ত্রিণৈ ।

শকরা মধুহুঙ্কর হৃতং দধি সমাংশকং ।

পঞ্চামৃত মিদং প্রোক্তং দেহ শুকৈ বিধিয়তে ॥

অনন্তর পঞ্চ মাস গব্ধ কালে ত্রীকে পঞ্চামৃত দিবে,
তাহার ক্রম চিনি, মধু, হৃত, চুখ, দধি এই পঞ্চামৃত উক্ত

সমান ভাগে লইয়া মন্ত্র পুত করতঃ দেহ শুদ্ধার্থে প্রাশন করাইবেন । এবং দধি দুগ্ধ মৃত গোমুত্র গোময় এই পঞ্চগব্য তাহার সঙ্গে মিশ্রিত করিবেন । যথা ।

বাগ্ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং কুর্চং পুরন্দরং ।

পঞ্চ গব্যো পরিশিবে শ্রজপা পঞ্চ পঞ্চধা ॥

পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্যোপরি সরস্বতী বীজ, কামবীজ, লক্ষী-বীজ মায়াবীজ, কুর্চবীজ, এবং ইন্দ্রবীজ, পাঁচ পাঁচ বার জপ করিবেন, অথবা বেদোক্ত মন্ত্রে অভির্মগ্নিত করিয়া লইবেন ।

একী কৃত্য মৃতান্যত্র প্রাশয়েদয়িতাং পতিঃ ॥

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত একত্র মিলিত করিয়া পতি ভার্যাকে পান করাইবেন । ইহা পান করিলে গর্ভস্থ সন্তানের শরীর পবিত্র হয়, যদিও ইহা দশ সংস্কারের মধ্যোদ্ধৃত না হউক, তথাপি ইহাকেও এক প্রধান সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করা যায় ।

ইতি পঞ্চামৃত প্রাশন বিধি ॥



পুষ্প মাহাত্ম্য ।

করবীরং জবাদেবি স্বয়ং কালী নচানাথ ।

ভার্যচ অপরাটৈব স্বয়ং ত্রিপুরাসুন্দরী । ইতি ।

পুরস্চরণ রসোজ্জ্বল ।

হে দেবি ! করবীর পুষ্প, আর জবা পুষ্প, সাক্ষাৎ কালী, তারা, অপরা, এবং ত্রিপুরাসুন্দরী রূপ হইয়া ইহার অন্যথা নাই ।

করবীর জবামূলে তুলস্যা নগনন্দিনি।

যদি প্রাণাং স্ত্রাজেন্দ্রেবি মাহাশ্মাং তস্য সুন্দরি ॥

হে দেবি! পৰ্বত রাজ পুঞ্জি! হে সুন্দরি! করবীর
ও জবা এবং তুলসী মূলে যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে
তাহার যে কি মাহাশ্মা সে কথা বলা যায় না।

বক্তৃকোট শতেনাপি জিহ্বাকোট শতেনচ।

বর্ণিতং তস্য মাহাশ্মাং নশকৌমি কদাচন ॥

যদি শত কোটি বদনে শত কোটি জিহ্বা হয়, তথাপি
আমি জবা তুলসী করবীর মূলে প্রাণ ত্যাগের মহিমা
কহিতে কদাচ শক্তি হই না।

শুক্লং কৃষ্ণং তথাপীতং হরিতং লোহিতং তথা।

করবীরং মহেশানি জবাপুষ্পং তথৈবচ।

স্বয়ং কালী মহামায়া স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী।

অনাদরং নকর্তব্যং কৃচ্ছাচ নরকং ব্রজেৎ ॥

শুক্ল, কৃষ্ণ, পীতবর্ণাদি এবং শ্যাম, বা লোহিত বর্ণ,
করবীর, ও জবা পুষ্প, স্বয়ং কালী ও মহামায়া ত্রিপুরা-
সুন্দরীর স্বরূপ হয়। অতএব ইহাকে অনাদর করা উচিত
নহে, বিশেষতঃ অনাদর করিলে মহা নরকে গমন হয়।

কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাৎ ভদ্রকালী নসংশয়ঃ।

করবীরঞ্চ ভুবনাজ্যোৎ ভুবন সুন্দরী।

জবা সাক্ষাৎগবতা সৰ্ব্ব বিদ্যা স্বরূপিনী ॥

কৃষ্ণা অপরাজিতাপুষ্প সাক্ষাৎ ভদ্রকালী কপ, মহামায়া
ভুবনেশ্বরী সাক্ষাৎ করবীর কপা, ত্রিপুরাসুন্দরী জ্যোৎস্নাপুষ্প
কপা এবং সৰ্ব্ব বিদ্যা স্বরূপা ভগবতী তারা সাক্ষাৎ জবা
পুষ্প রূপে আবিভূতা, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

নিত্যধৰ্ম্মনূৰাঞ্জিকা ।

২৬৩

যে সাধক। জগন্মাতা রচয়ন্তি শিবপ্রিয়াং ।

এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডি সশিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥

হে জগন্মাতা! চণ্ডিকে দেবি! যে সকল সাধক এই সব পুষ্প দ্বারা সদাশিব প্রিয়া ভগবতীকে নিম্নত অচ্চনা করেন, সেই সকল সাধক সাক্ষাৎ শিবরূপ হন, তাহাতে সংশয় নাই ।

কিংজপেঃ কিং তপোভিৰ্কা কিংদাতৈর্কা কিমধরৈঃ ।

যেনার্চিত! জগদ্ধাত্রী দ্রোণ কৃষ্ণাজবা দিভিঃ ।

রাজসুয়াশ্চ মেধাদৈৱ কাংজপেয়াগ্নিহোত্রকৈঃ ।

কলং যজ্জায়তে চণ্ডি তৎসৰ্বং কুসুমার্চনাং ॥

যে ব্যক্তি কর্তৃক এই সকল পুষ্প দ্বারা জগন্মাতা ভগবতী অর্চিতাহন, তাহার আর জপ, তপ, দান, ও যজ্ঞাদিতে কার্য্য কি? এবং দ্রোণপুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিতাপুষ্প, ও জবাদি পুষ্পদান করিলে, রাজসুয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় ও অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞের যে ফল, তাহা ঐ সকল পুষ্পে পরমেশ্বরীর অর্চনাতে লাভ হইয়া থাকে ।

জবাং দ্রোণং তথা কৃষ্ণা মাল্লুরং করবীরকং ।

সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ মহাদেবো নিবেদয়েৎ ।

জবাপুষ্প, ও কৃষ্ণা অপরাজিতা, ও বিল্বপত্র এবং করবীর পুষ্প সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ, অতএব ব্রহ্মরূপা মহাদেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক নিবেদন করিবে ।

শ্বেতচন্দন সংযুক্তং রক্তচন্দন লেপিতং ।

বাঁদদ্যাদিস্তুতি ভাবেন সবিশেষো ন সংশয়ঃ ॥

ঐ সকল পুষ্প শ্বেত চন্দনে যুক্ত এবং রক্তচন্দনে লিখিত
করিয়া যে ব্যক্তি জগদ্ধাত্রী মহামারাকে ভক্তি পূৰ্ব্বক প্রদান
ররে, সে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হয়, তাহাতে সংশয় নাই ।

অথ কাম্যপুষ্প দান ফল ।

করবীরসা মাখাস্ত্র সহস্রাণি দদাতি যঃ ।

সকামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ দেবীলোকে মহীয়তে ॥

যে ব্যক্তি সহস্র করবীর পুষ্প, সহস্র কুম্ভপুষ্প সঙ্কলন
করিয়া ভগবতীকে প্রদান করে, সে ব্যক্তি সঙ্কলিত অভীষ্ট
ফল সকল লাভ করিয়া পরকালে দেবী লোকে বাস করে ।

তত্রৈব করবীরেণ পদ্মানাং ষেসহস্রকে ।

সেইরূপ, পদ্মকরবীর সহস্ররস আর পদ্মপুষ্প সহস্র-
রসে, সৰ্ব্বাভীষ্ট লাভ করতঃ অসংখ্য কাল দেবীলোকে
অবস্থিত করে ।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন ধীমতা ।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাসী হইতে বক্সেন হয় ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ২৫৬ নং ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুৱঞ্ছিকা

একোবিষুন দ্বিতীয়ঃ স্বপাঃ

২ কণ্ঠ ১৮ খণ্ড।



সদ্বিচাৰ জুষাং নৃণাং জ্ঞাননন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুৱঞ্ছিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।

গোলকেশং সজ্জলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিৰুদিতং নন্দস্থলুংপৰেশং।

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭২ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ চৈত্র।

পুৰাবৃত্তান্ত সন্ধান।

বাছক ৰাজ্যৰ পত্নীদ্বয় ওৰ্সাজ্ঞমে অবস্থান করেন, কনিষ্ঠা মহিষী অন্তৰ্দ্ধত্নী হইয়াছেন ইহা জানিয়া ঈর্ষা প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা ৰাজ্ঞী জন্মের সহিত তাহাকে গৰভোজ্ঞন কৰাইলেন, কনিষ্ঠা পত্নী তৎকালে তাহা বিজ্ঞাত হইতে পাবেন নাই, পরে ৰত্নধনদারুণ বিষ আলায় তাহাকে ক্ৰমে অবশ করিতে

লাগিল, তখন বিষম বিষয়ালার দশদুঃখমানা হইয়া ঔর্ধ্বমুখ-
 ধানে গিয়া রোদন করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ !
 আমার শরীর কেন অবসন্ন হইতে লাগিল, আর সর্কাজ
 আমার বিষম আলা বিশিষ্ট হইতেছে, আমার বোধ হই-
 তেছে, যেন উদর মধ্যে প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় সর্ক
 শরীরকে দগ্ধ করিতেছে, হে প্রভো ! একি হইল ? আমার
 অঙ্গ বড় বিকল হইতেছে, আর প্রাণ রক্ষা হয় না, ঔর্ধ্বমুখি
 তদ্বিকলতাদর্শনে উদ্ভিগমনা হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত
 পূর্বক বিষপানে নর শরীরের যেকুপ অবস্থা হইয়া
 থাকে, তল্লক্ষণানুসারে আনুমানিক নিশ্চয় করিলেন,
 যে ঈর্ষা পূর্বক জ্যোতী রাজমহিষী ইহাকে বিষপান করাই-
 রাছেন, উপায় কি ? বাস্তবিক একেবারে হতবংশ হইবে ?
 ইতি চিন্তাকুল মহর্ষি, মহোষধী প্রাশন করাইয়া সুবর্চলাকে
 কহিলেন, মাতঃ ! ভয় নাই—এ বিষে তোমার কোন বিপত্তি
 হইবে না, দেবগুরু প্রসাদে তুমি জীবিতা থাকিয়া পুত্র প্রসব
 করিবে ? কোন চিন্তা করিহ না, এতদ্রূপ শাস্ত্র বাক্যে
 সাস্তুনা করিয়া, স্বাত্মমে সংস্থাপনা করিলেন । মুনিবর
 প্রসাদে তাহার কোন গর্তের বৈলক্ষণ্য জন্মিল না, সংপূর্ণ
 কালে গরের সহিত সুলক্ষণাক্রান্ত একপুত্র প্রসব করিলেন,
 গর সহিত জন্মিলেন, ইহা জানিয়া ঔর্ধ্ব মুখি তাঁহার নাম
 “সগর” রাখিলেন । সুলক্ষণে লক্ষিত পুত্রমুখ দর্শনে রাজী
 অত্যন্ত সন্তোষিতা হইয়া পতিও রাজ্যবিয়োগজনিত, শোককে
 একবারে বিস্মৃত হইলেন, সগর ঔর্ধ্বাত্মমে শুক্লপাকীর শশ-

ধর সদৃশ দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন । মহামুনি ঔর্ক তাঁহার জাত কর্ম্মাদি সংস্কার আপনি করিলেন ।

রাজপুত্র সগর মুনি বালকদিগের সহিত সর্বদা ক্রীড়া পরা-
রণ থাকেন । কখন কখন বন প্রদেশ হইতে বাহুবলে
সিংহ ভল্লুক বৃক শাব্দুল শরভ মহিষ গণ্ডারাদি ধৃত করিয়া
লতাপাশে বন্ধন করতঃ মুনির আশ্রমে লইয়া আইসেন ।
এবং সেই সকল বন্য হিংস্রক পশুগণ সহিত নানাবিধ ক্রীড়া
করিয়া থাকেন । তদ্রূপে ভার্গব ঔর্ক মুনি পরম প্রীতমনা
হইয়া প্রযত্ন সহকারে সগরের প্রতি পালন করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক সময়ে বিদ্যারম্ভ করাইয়া
শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন, তদনন্তর ধর্ম্মর্কেদ, আয়ুর্কেদ,
গান্ধর্ব্ববেদ, জ্যোতির্কেদ, এবং শিক্কা, শিল্পবিদ্যাদিতে
নিপুণ করিয়া মহামুনি সগরকে কৃতবিদ্য করিলেন, রাজ-
পুত্র সগর মহা সাহসী হইয়া উঠিলেন, মহাবল পরাক্রম,
বাহুবলে পর্কভাদিরও পরিচালন করিতে শক্ত হইলেন ।
একদা আপন মাতাকে পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে,
তন্মাতা তাঁহাকে তাঁহার পিতার বধাদি বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্তার
করিয়া কহাতে সগর জাতামর্ষী হইয়া মাতার অগ্রে ঔর্ক মুনির
নিকট পিতৃ শত্রু বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন । যথা

পিছুঃশাসন কর্ত্তারং পিতুর্কধ বিধায়কং ।

যো নহন্তি মহামুঢ়ো রৌরবঞ্চ ব্রজেদ্ধুবং ॥

হে মাতঃ ! অরণ করহ, পিতার শাসন কর্ত্তাকে, ও
পিতার বধ বিধান কর্ত্তাকে, যে ব্যক্তি বিনাশ না করে, সে
মহামুঢ়, সে ব্যক্তি রৌরবাখ্য নরকে গমন করে ।

অতএব, আমি অদ্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার পিতার শত্রু হৈ হই দেশীয় ক্ষত্রিয়াদি, এবং পৃথ্বী বংশীয় প্রাপ্ত যবনদি ক্ষত্রিয় সকলকে আমি এককালে সম্মুখে বিনাশ করিব, অর্থাৎ সেই সকল যবন বংশ যে যে স্থানে বাস করিয়াছে, সেই সকল স্থানকে আমি নির্মালুজ অরণ্য প্রায় করিব।—সগরের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে তন্মাতা ভীতা হইয়া উর্ক নিকটে কহিতে লাগিলেন। হে পিতঃ! বাল বুদ্ধিতে সগর নিদারুণ বলৎ যবন বধে প্রতিজ্ঞা করিলেন, অতএব আপনি তদুপযোগি সাংগ্রামিকোপকরণ উপদেশ করুন।

উর্ক মুনি ক্ষত্রিয় বীর্যের সাহসকে ধন্যবাদ করিয়া নানা প্রকার অস্ত্রগ্রাম শিক্ষা করাইয়া পরে নূতন এক বহ্নাস্ত্র সৃষ্টি করিলেন, তাহা অজেয়, তাহাকে পরাভূত করিতে কোন অস্ত্রেই পারে না, এবং দুর্গভেদন দেহভেদনাদি কৌশল, বারুণাস্ত্র, নাগাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, বৈক্যব পাশুপতাদি নামা অস্ত্রশিক্ষা করাইলেন, পরিণামে আত্ম বুদ্ধি কৃত শতগ্রী, তবকাদি আয়ুধ যস্ত্র এক্ষণে যাহাকে, (কামান ও কন্দুক) বলিয়া বিখ্যাত করা যায়। তদুপকরণ গুড়ক অর্থাৎ গুলি এবং উর্ক সৃষ্ট আয়ুধে দ্রব্য, বারুদ ইহার যুদ্ধক্রম শিক্ষা করাইয়া নিপুণ করিলেন।—এতদ্ভিন্ন জলযানাদি বুদ্ধোপযোগী উপকরণ সকল বিশিষ্ট রূপে পরিগ্রহণ করাইলেন। মহারাজা সগর কৃত বিদ্য হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ সৈন্য সহিত অযোধ্যা সম্মিহিত আগমন করতঃ শত্রু সৈন্য সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃরাজধানীকে জয় করিয়া পুনর্গ্রহণ

করেন। পরে প্রকৃত রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় সকল আসিয়া তাহার সৈন্য শ্রেণীতে ভুক্ত হইলে, অল্প দিবস মধ্যেই সগর মহাপ্রতাপযুক্ত রাজচক্রবর্তী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর স্ব প্রতিজ্ঞা প্রতি পালন জন্য যবন কুল বিনাশে মনোযোগী হইয়া প্রথমতঃ হৈহয় দেশজাত ক্ষত্রিয়াদি সকলকে স্বেচ্ছ সংসর্গাপরাধে অপরাধী করিয়া এককালীন বিনাশ করেন। পরে মিত্র দেশীয় তালজজ্ঞাখ্য যবন কুলের বিনাশে উদ্যত হইলে তাহারা অনেকেই পলায়ন পর হইয়া নিবিড়ারণ্য মধ্যে লুকায়িত হয়। তদনন্তর পৃথুকুলাধম তুরষ্ক-দেশীয়, এবং হিম প্রধান ঋষীকদেশীয় যবন সকলকে এক কালেই বিনাশ করেন, পরে সেই সকল স্থান অরণ্য প্রাপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ শুদ্ধ শরভ্যেই পরিপূর্ণ হইল, তৎপরে পারসীকদেশীয় যবন সকলকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করাতে তাহারা কতক গুলিন পলাইয়া হৈ হয় দেশে আসিয়া প্রচুর-রূপে থাকিল, এক্ষণে হৈ হয় দেশের নাম বোম্বাই, সেই যবন কুলের নাম পারসীক, প্রকৃত পারসীক দেশ অরণ্য প্রাপ্ত আধুনিক নাম “ইরান”, তুরষ্কের পূর্ব নাম “শকদেশ”, হিরাটের পূর্ব নাম “কেকর”, দেশ।—কাস্মীরের পূর্ব নাম, গান্ধারদেশ, তাতার দেশের পূর্বনাম মঙ্গদেশ।—পারদদেশ চীন, এতন্মধ্যে যে সকল পৃথিব্যবংশীয় যবন ছিল, তাহারদিগের প্রায় বিনাশ করেন, কেবল যাহারা যাহারা পলাইয়াছিল তৎকালে তাহারা তাহারাই প্রাণে রক্ষা পাইল।

অনন্তর, কিছুকাল পরে যখন পুনর্বার তাহাদিগের সকলকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন তাহারা অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্রাণ রক্ষার্থে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়, ওজ্জ্বল্য বশিষ্ঠ যবন বধে রাজাকে নিবৃত্ত করিলেন, রাজা তাঁহাকে কহেন, তবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় কি? বশিষ্ঠ কহিলেন, কেবল প্রাণনষ্ট করাই বধ নহে, অনেক প্রকার ক্রিয়াকে শাস্ত্রে বধ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্ম বর্জিত করাকেও বধ বলে, অতএব তুমি ইহাদিগকে বেদ ব্রাহ্মণ বর্জিত কর। যথা

সগরস্তু প্রতিজ্ঞাস্তু ঔরোক্ষাকাং নিশমাচ।

ধর্ম্মং জ্ঞানতেষাং বৈ বৈষম্যং চকারহ॥ ইতি

ব্রহ্মাণ্ডং ॥

মহারাজা সগর স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে তাহাদিগের ধর্ম্ম হানি করিলেন, এবং আর্য্যজ্ঞাতি বৈদিকদিগের সহিত বৈষম্যম্ব সম্বাদন করিলেন, অর্থাৎ পূর্বে তাহারা বেদ ব্রাহ্মণমতে যে কর্ম্ম করিত, তাহার অন্যথা করিলেন, ইহাই ধর্ম্ম হানি, নচেৎ তাহাদিগের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ছিল তাহা নষ্ট করিলেন, একপ অভিশ্রম নহে। অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্মনষ্ট করিয়া বিষম ধর্ম্মে সংস্থাপন করিলেন।

এবং তাহারা যে যবন বলিয়া পরিচিত হইবে, তন্নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ চিহ্ন করিয়া দিলেন। অর্থাৎ বেশ বিন্যাসাদি ব্যতিক্রমে দেশে প্রেরণ করিলেন, কারে বা গিরিকূটে, কাহাকে উপদ্বীপে, কাহাকে নিবিড়গহন বিপিনে, কাহারে বা দ্বীপান্তরে, কাহাকে মরুভূমি প্রদেশে, প্রেরণ

করেন । তৎকালে বেশ বৈপরীত্যে তাহারা চারিজাতি হইল, পরে তাহা হইতে অনেক জাতি উৎপন্ন হয় । আদৌচারি দেশে চারিজাতি রহিল । যবন, শক, পারদ, পল্লব, অর্থাৎ অপগণ, ইহাদিগেরই বেশপরিচ্ছদ ভিন্ন করিলেন । তালজঙ্ঘ যবন, শক তুরস্ক, হৈ হয় খশ, অর্থাৎ বর্কর, আরব, আফগান হইল, পারদ, অর্থাৎ চীনজাতি ।

যবনান্ মুণ্ডিতশিরসো যুগান্ শকান ।

প্রলম্বকেশান পারদান্ পল্লবান্শ্মশ্রু ধারিণঃ ॥

বৈকবে ।

যবন যাহারা শূদ্রদেশীয় অর্থাৎ মিশ্র দেশীয় তাহাদিগকে মুণ্ডিত শিরা করিলেন । অমুণ্ড অর্দ্ধ মুণ্ডিত শক অর্থাৎ তুরস্ক, যাহাদিগের কর্ণোপরি কিঞ্চিৎ কেশ রাখিয়া মধ্য-হীন করিলেন । পারদচীন, তাহারা মুক্তকেশ হটল, পল্লব কাছোজী অর্থাৎ আরবদেশীয়, তাহারা গোঁপদাতি বিশিষ্ট হইল ।

অনন্তর্যাসসঃ কাংশ্চিদবচি বাগসোহ পরান্ ।

চক্রেচ বিবিধান বৈশৈর্বৈজ্ঞানান্ বিধৈরপি ॥

এবং বিবিধ বেশভূষাদি ও নানাবিধ বস্ত্র করিয়া দিলেন, চেল খণ্ড বহু সংযোগে সূচী বিদ্ধরূপে মুক্তকচ্ছ হইল, কেহ বা অবহির্কাস অর্থাৎ কঞ্চুকবাতীত বাহিরে উত্তরীয়াদি বস্ত্র রহিত হইল ।—ক্রমে এই চারিজাতি যবনের পুঞ্জ পৌত্রাদি ক্রমে অনেক জাতি হইয়া অরণ্য প্রদেশ প্রায় পরি-পূর্ণ হইল ।—ইহারা দারা পত্ন্য সহিত ছৌপদীপান্তরে ধর্ম্ম বর্জিত রূপে পশুবৎ আত্মাদর পুরণ মাত্র কর্ষে নির্ভর

করিয়া বাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৈদিকদিগের ন্যায় কেবল সূর্য্যাদি গ্রহ ও অগ্নিকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা, কেহবা গন্ধাকেও পূজা করিতে, কেহ বা গো বৃষকে ধর্ম্মরূপ বলিয়া পূজা করিতে লাগিল, এইরূপে বহুকাল গত হইলে মরুত্ব রাজবংশে দম নামের কোন রাজা সমূলে তুচ্ছ, ও ঋষীক জাতীয় প্রভৃতি অনেক যবনকে বিনাশ করেন। তাহাদিগের বাসস্থান অরণ্য প্রায় হইয়া যায়, কেবল খশ দেশে কতক গুলিনকে রাখিলেন, অর্থাৎ যাহাকে পারসীক দেশ বলে, আর মিশ্রদেশে হুতাল জজের বংশকে, আর পারদদেশীয় কতকগুলি যবনকে রাখিয়াছিলেন এইমাত্র।

অনন্তর সগর এক সম্রাট হইয়া অনেক প্রকার কোশলে যত্নযুক্ত পতাকামালী বহুবিধ অর্ণব পোত সমুদ্র করিয়া সমস্ত সমুদ্র জল সমুদ্র দ্বারা দ্বীপদ্বীপান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কেবল ভ্রমণও নহে, সম্যক দ্বীপোপদ্বীপ দ্বীপান্তরকে অন্ন করিয়া আশ্রয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং কত কত প্রকার আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রকাশ করেন, সমুদ্রও সগরের বশীভূত হইয়াছিলেন, একারণ সমুদ্রের নাম সাগর হয়।—সমুদ্রীয় দ্বীপবাসী লোক সকল সগরকে সাম্রাজ্যিক দেবতা বলিয়া অর্চনা করিত। সগর হইতে নাবিক বিদ্যা অতিশয় রূপে উৎকল্য হয়, পূর্বসমুদ্র উপদ্বীপে সগরের এখনও অনেক কীর্ত্তি আছে, তৎকালে পশ্চিম সমুদ্রের উপদ্বীপে সামান্য লোকের বাস ছিল, একারণ পূর্বসমুদ্রে তাহার অধিকরূপ সমাগম হেতু তৎ সমুদ্র ভীরে চীন রাজ্যে “সাগরধাং” নামে এক নগ

র অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে, অনুমান হয় তাহার নাম “সাগরধাম” এবং চীনদেশকে সগর রাজাই অনেক প্রকারে শোভিত করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর সংক্রম স্থান ও চীন কি ব্রহ্মদেশে তাহার অনেক অর্গব যান অবস্থিত থাকিত।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাজ ও ব্রহ্মানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন! যদি অধ্যাত্ম ভক্তে কাশী ক্ষেত্রে যথার্থ শারীরিক ভাব সম্ভব হইল, তথাপি বিশ্বেশ্বর নামে লিঙ্গ রূপী শিবের অবিমুক্তেশ্বরত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! বিশ্বেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গবিশ্বপদে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যতা বিধানের নর দেহকে ব্রহ্মাণ্ড বলে, সেই মনুষ্য দেহের ঈশ্বর আত্মা, সুতরাং আত্মাই সকলের নিয়ন্তা হইলেন। সৰ্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রযুক্ত আত্মারূপে বিশ্বেশ্বর অবিমুক্তে অধিষ্ঠান করিতেছেন, ইহাতে যে সন্দেহ করা সে অজ্ঞের কার্য্য, যেখানে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে প্রজ্ঞা চক্ষু ভীম মূৰ্খ ব্যতীত প্রাজ্ঞের সংশয় কোন ক্রমেই হইতে পারে না। হায়? কি-কাল মাহাত্ম্য? মায়ামোহা-কুর্কজন সকলের চিত্ত দিন দিন কি ঘোরান্ধকারে নিবিষ্ট হইতেছে? শত শত শাস্ত্র স্বত্বেও আপন আপন কুযুক্তি দ্বারা ধৰ্ম্ম নষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না। যদিও হিতো-

পদেশক অনেক শাস্ত্র আছে বটে, কিন্তু অন্ধবৎ অজ্ঞের তা-
 হাতে কোন উপকার দর্শিতে পারে না । যেহেতু “যস্য নাস্তি
 স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্যাকরোতি কিং । লোচনাভ্যাং বিহী-
 নানাং দর্পণে কিং প্রয়োজনং ”, যাহার স্বয়ংপ্রজ্ঞা অর্থাৎ
 ধর্মোৎপাদিনী শোভনা বুদ্ধি না থাকে তাহার শুদ্ধ শাস্ত্রে
 কি করিতে পারে ? যেহেতু চক্ষু হীন ব্যক্তির দর্পণেতে কি
 প্রয়োজন ? এবং লোক চক্ষু বলিয়া সূর্য্যের যে নাম, সেই
 নাম শুনে তিনি জগৎকে প্রকাশ করেন, কিন্তু গাঢ় তিমিরা-
 ক্ষন্ন অন্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে সেই জগৎ প্রকাশক সূর্য্যের গৌরব
 কি ? অতএব মূঢ় ব্যক্তির শাস্ত্রে কি উপকার ? সুবুদ্ধি স্বত্বেই
 শাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি শাস্ত্রানু-
 গামিনী, শাস্ত্রও তাহার বুদ্ধির অনুগত হয় । যাহাদিগের
 শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, কেবল লৌকিক যুক্তির প্রতি নিতাস্ত
 নির্ভর, তাহাদিগের দ্বারা পরিশুদ্ধ শাস্ত্রের মর্ম্ম কদাপি
 উদ্ধাটিত হইতে পারে না । যাহারা শাস্ত্র সিদ্ধ পর-
 মেশ্বরের পরমতত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ না করে, শুদ্ধ যথৈ-
 ক্তাচার ও কদর্য্য ব্যবহারাদির ধর্ম্মতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস
 পায়, আর চিরপ্রণয়ধর্ম্মমুগ্ধের সংসর্গী হইতে বাসনা করে,
 সেই সকল বাচালপুরুষেরাই ধর্ম্ম সত্ত্বরতা প্রাপ্তে পরম
 ধর্ম্মের উন্মূলনে বহুবিধ শুষ্ঠ তর্কানুকূল ব্যর্থ বাচালতা দ্বারা
 পূর্ব্বতন শাস্ত্র বক্তা মহর্ষিগণের বাক্যের প্রতি উহ করিয়া
 থাকে । যদি ঐ সুবোধেরা আপন আপন বুদ্ধিবৃত্তির
 পরিচালন দ্বারা বিশিষ্ট রূপ শাস্ত্রার্থ স্বরূপতার আলো-

চনা করে, তবে কদাপি বৈদিক ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে অশিষ্ঠ বলিয়া আপনাদিগের শিষ্ঠতা সম্পাদনে সক্ষম হইতে পারে না। মোঢ়াস্বভাব প্রযুক্ত বল পূর্কক কেবল বাক্যে পারদর্শী হইতে এ সংসারে কে না সক্ষম হয়? তাহার নিয়ন্তা এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে হইতে পারে না।



গৃহস্থ ধর্ম্ম ।

সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার ।

সীমন্তোন্নয়নং কুর্ঘ্যাৎ মাসি ষষ্ঠেহষ্টম্যেপিবা ।

যাবন্ জায়তে ইপতাৎ তাবৎ সীমন্তন ক্রিয়া ॥

গত্রবতী নারীর ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে অর্থাৎ যাবৎ সন্তান না জন্মে তাবৎ সীমন্তোন্নয়ন ক্রিয়া করিতে পারে ।

পূর্কোক্ত ধারা হোমাস্তং কর্ম্মকৃত্তা ত্রিয়া সহ ।

উপবিশ্যামনে প্রাস্ত্র প্রদদ্যাদাহুতি ত্রয়ং ॥

পূর্কোক্ত বিধির অনুসারে গোর্ঘাদি মাতৃকা পূজা বন্ধু-ধারা, আন্নুযাজপ ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া বহ্নি স্থাপন পূর্কক স্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট হইবেন, এবং ধারা হোম সমাপনান্তে বুদ্ধিমান পুতি আসনে উপবেশন করতঃ, আহুতিত্রয় প্রদান করিবেন ।

বিকবে ভাস্করে ধাত্রে বহ্নি জায়ান্ত মুচ্চরন্ ।

ভতশ্চক্ষমসং ধ্যাস্তা শিব নাম্নি হুতাশনে ।

সপ্তধা হবনং কুর্ঘ্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ ॥

বিষ্ণু, ভাস্কর, ধাতা এই নামত্রয় চতুর্থান্ত অনল প্রিয়া-
বুজ উচ্চারণ করতঃ দেবত্রয়ের উদ্দেশে আভূতিত্রয় প্রদান
করণানন্তর শিব নামে অগ্নির আবাঁহনার্চন পূর্বক চন্দ্রকে
ধ্যান করিয়া চন্দ্রোদ্দেশে সপ্তাভূতি দিবেন ।

অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং তুর্গাং প্রজাপতিং ।

ধ্যাত্বা প্রত্যেকভো দদাদাহুতীঃ পঞ্চধাপতিঃ ।

অনন্তর পতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, তুর্গা,
এবং ব্রহ্মাকে মানসে ধ্যান করতঃ প্রত্যেক দেবোদ্দেশে
প্রণবান্বিত জায়ান্ত মন্ত্রে পঞ্চং আভূতি প্রদান করিবেন ।

স্বর্ণকক্কাতিকান্ তর্জী গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ।

সীমস্তাবন্ধ কেশান্তঃ কেশ পাশে নিবেশয়েৎ ॥

আভূতি প্রদানানন্তর তর্জী সুবর্ণ কক্কতী দক্ষিণ হস্তে
গ্রহণ করতঃ ভার্গ্যার সীমস্তাবন্ধি কবরী পর্য্যন্ত কেশ পাশে
প্রণিবেশ করাইবেন, অর্থাৎ কনকময়ী চিরণী দ্বারা পতি
স্বহস্তে পত্নীর কেশ সংশোধন করিবেন । তৎকালে এই মন্ত্র
পাঠ করিতে হইবে । যথা

শিবং বিষ্ণুং বিধিৎ ধায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্ ।

ভার্ঘ্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে ।

সুপ্রসূতা ভবপ্রীতা প্রসাদাদিস্ব কর্মণঃ ।

মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্বক শিব, বিষ্ণু, ও বিধাতাকে ধ্যান
করতঃ ভার্গ্যার মন্তকে হস্ত প্রদানপূর্বক কহিবেন, হে ভার্ঘ্যে !
হে কল্যাণি ! হে সুভগে ! হে সুব্রতে ! তুমি সুপ্রীতা হইয়া
জগৎ স্রষ্টা প্রজাপতির প্রসাদে দশম মাসে সুপ্রসূতা হও,
অর্থাৎ সুখে সন্তান প্রসব কর ।

আয়ুস্মতি কঙ্কতিকা বর্জস্বী তে শুভং কুরু।

ততঃ সমাপয়েৎ কৰ্ম্ম স্থিষ্টিকৃৎসনাদিভিঃ ॥

হে আয়ুস্মতি ! এই বর্জস্বী শুভ কঙ্কতিকা তোমার শুভ
সম্পাদন করুন, এতদ্বচনানন্তর স্থিষ্টিকৃৎ সাট্যান্ন হোমাদি
দ্বারা পূর্ণাছাত দিয়া সংস্কার কৰ্ম্ম সমাপন করিবেন।

ইতি সৌমন্তোন্নয়ন সংস্কার সমাপ্তঃ।

অপুষ্পমাহাত্ম্য।

মোহাঘোরে মহোৎপাতেমহাপদিচ সঙ্কটে।

মহা দুঃখে মহারোগে মহাশোকে মহাভয়ে।

পুজয়েৎ কালিকাং তারাং ভুবনাং বোড়শীং শিবাং।

বালাংছিন্নাঞ্চ বগলাং ধূমাং ভীমাং করালিনীং।

কমলা মমপূর্ণাঞ্চ দুর্গাং দুঃখবিনাশিনীং ॥

মহাঘোরতর উৎপাতে, মহা আপদে, মহাসঙ্কটে,
মহাদুঃখ সময়ে, মহারোগোপাশ্বিতে, মহাশোককালে, এবং
মহাভয়োৎপন্ন সময়ে, কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, বোড়শী,
রাজরাজেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, ভীমা, মাতঙ্গী,
করালিনী, ভৈরবী, কমলা, অম্বপূর্ণা, এবং সর্ব দুঃখ বিনা-
শিনী জয় দুর্গাকে সঙ্কল্প করিয়া পূর্বোক্ত করবীরাদি
পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবে।

সর্ব বিদ্যাং জবা স্রোণ করবীরে মনোহরেঃ।

মালুরপত্রৈঃ কৃকাভিঃ কৃষ্ণাং সংপূজ্য ভূতলে।

সাধকেচ্ছো মহেশানি ভবেম্মুক্তো ন জনয়ঃ ॥

হে মহেশ্বর! সংকল্পশূন্য মানসে অষ্টাদশ মহাবিদ্যা ও দশমহাবিদ্যাকে জবা, দ্রোণপুষ্প ও বিলুপত্র ও মনোহর করবীরপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিলে এবং কৃষ্ণাঅপরাজিতা-দ্বারা কৃষ্ণবর্ণা কালীকে অর্চনা করিলে, সাধকশ্রেষ্ঠ অনা-রাসে মুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

জবাপুষ্পে দ্রোণপুষ্পঃ করবীরে মনোহরৈঃ ।

কৃষ্ণাপরাজিতা পুষ্পে রক্তৈশ্চ মণি পুষ্পকৈঃ ।

পূজয়েৎ পরম। ভক্ত্যা চণ্ডিকাং পরমেশ্বরীং ॥ ইতি ।

মুণ্ডমালায়াং ।

জবাপুষ্প, দ্রোণপুষ্প, মনোহর করবীরপুষ্প, কৃষ্ণ-অপ-রাজিতাপুষ্প, আর পদ্ম ও বকপুষ্পাদিদ্বারা পরমাত্তি-সহযোগে পরমেশ্বরী চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিবে।

যেহর্চয়ন্তি ধনাধ্যক্ষং করবীরৈঃ নিত্যনিতৈঃ ।

চতুর্য়ুগানি দেবিনি শ্রীত। ভবতি মাধবঃ । ইতি ।

মৎস্ত সূক্তং ।

হে দেবেশি! যে সকল ব্যক্তি শ্বেত, রক্ত করবীরপুষ্প দ্বারা ধনপতি কুবেরের অর্চনা করে, চতুর্য়ুগাবচ্ছিন্ন তাঁহা-দিগের প্রতি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ শ্রীতিযুক্ত থাকেন।

বকপুষ্পং স্বজাতিস্ত তথা রক্তজটমাচ ।

বাজপেয়স্য যজ্ঞস্যফলং প্রাপ্নোতি নান্যথা ॥ ইতি ।

বোগিনী হৃদয়ং ।

শুদ্ধ শ্বেত বকপুষ্প, এবং বিলুপত্রদ্বারা উমা-মহেশ্বরের অর্চনাতে প্রতি পুষ্পে ও প্রতি পত্রে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় তাহাতে অন্যথা নাই।

সর্ব্বেষাশ্বেব পুষ্পাণাং প্রবরঃ নীলমূলপলং ।

নীলোৎপল সহস্রৈশ্বস্ত মালাং প্রযচ্ছতি ।

ছুর্গায়ৈ বিধিবদ্দেবি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥

হে দেবি ! যত পুষ্প আছে তন্মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ নীল-
পদ্ম, সেই নীলোৎপল সহস্রে গ্রথিত মালা যথাবিধি ভক্তি
পূর্ব্বক ছুর্গাদেবীকে প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য
ফল কহিতেছি তুমি শ্রবণ করহ ।

বর্ষকোটি সহস্রাণি বর্ষকোটি শতানি চ ।

দেব্যা অনুচরো ভূয়া রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥

নীলপদ্মপ্রদসাধক, দেবীদাসরূপে শতসহস্র কোটি কোটি
বৎসর পরিমাণে রুদ্রলোকে বাস করে, অস্তে মোক্ষ হয় ।

লক্ষাণাং মহিষৈর্মৈষ রজৈর্দানৈর্মৈথৈঃ শুভৈঃ ।

পূজিতাসা জগদ্ধাত্রীষদ্দেশাকুসুমোচ্চিতা ॥

ছাগ, মেঘ, মহিষাদি বলিপ্রদানে এবং শুভযজ্ঞানুষ্ঠান-
দ্বারা জগদ্ধাত্রী ছুর্গা পূজিতা হইলে যে ফল হয়, এই নীলপদ্ম
দ্বারা দেবী অর্চিতা হইলে সাধক সেই ফল লাভ করে ।

মাহাত্ম্যৈশ্বেব কৃকায়াঃ কৃক। জানাতি কুৎসনঃ ।

তদর্দ্ধকোপাহং দেবি তদর্দ্ধং শ্রীপতিঃ সদা ।

তদর্দ্ধং ব্রজ জন্মাতৈব তদর্দ্ধং বেদ সাধকঃ ॥

হে দেবি ! অপর কৃষ্ণাঅপরাজিতাপুষ্পে কালিকাপুজার
যে কি ফল ? তাহা সেই কৃষ্ণাই জানেন, অর্থাৎ তাহার মম্যক
ফল ঐ কালিকাই জানেন, তাহার অর্দ্ধেক ফলজাতা আমি,
তদর্দ্ধজাতা বিষ্ণু, তাহার অর্দ্ধজাতা বেদসাধক পদ্মজন্মা ব্রহ্মা,
আর অন্যে কেহই জানেন না ।

অন্য পুষ্পস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাচ্ছিন্নমকরিত্ব ।

পৃথিব্যামণ্ডলে স্বর্গে বৈকুণ্ঠে কালিকাপুরে ।

হে কল্যাণদায়িনি দুর্গে ! অনন্তর অন্যান্য পুষ্পমাহাত্ম্য
আমি সংক্ষেপে কহি শ্রবণ কর । পৃথিবী মণ্ডলে, ও স্বর্গ-
লোকে, কি বৈকুণ্ঠে, এবং কালিকাপুরে অর্থাৎ শিবলোকে
নিম্নোক্ত পুষ্প সমস্তদ্বারা দেবাদের পূজার যে কি কল,
তাহাই বা কে জানে ।

জবাদি করবীটের দলৈঃ কিং কিং কলং লভেৎ ।

ন জানাতি জগদ্ধাত্রী কোবেদ পার্শ্বতীং বিনা ॥

উপরি উক্ত স্থানে পূর্বোক্ত জবাদি পুষ্প এবং করবীর
পুষ্প, আর বিলু, তুলসী, আমলকীপ্রভৃতি দলে দেব দেবীর
পূজায় যে কি কি কললাভ হয়, হে জগন্মাতা ! তাহা
পার্শ্বতী বিনা আর কেহই জানেন না ।

করবীটৈঃ শ্বেতরক্তৈঃ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ ।

পূজয়েৎ স্নাতলে বস্ত্রসবিশেষো ভবেদ্ধুবৎ ॥

শ্বেত, রক্ত করবীর পুষ্প রক্তচন্দনে মিশ্রিত করিয়া পৃথিবী
তলে যে ব্যক্তি ভগবতীর পূজা করে, সে ব্যক্তি দেহাবসানে
নিশ্চিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হয় ।

কৃকাপরাজিতাপুষ্পৈঃ বস্ত্রদেবীং প্রপূজয়েৎ ।

সোহশ্বমেধসহস্রাণাং কলং প্রাপ্য শিবাং ব্রজেৎ ॥

যে ব্যক্তি এই কৃকাপরাজিতাপুষ্পদ্বারা পৃথিবীতে দেবী-
পূজা করে, সে ব্যক্তি সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের কল প্রাপ্ত হইয়া
অন্তে শিবশক্তিতে তন্ময় হইয়া যায় ।

মহাবিপত্তৌ যোদধ্যাৎ জবাং কৃকপরাঞ্জিতাং ।

দ্রোণংবা করবীরংবা সগচ্ছেৎ কালিকা পুরং ॥

মহাবিপৎকালে বিপৎ নিবারণার্থে যদি জবা, কি কৃক-
পরাঞ্জিতা, অথবা দ্রোণপুষ্প, কিম্বা করবীরপুষ্প সংকল্প
করিলে কালিকাকে প্রদান করে, তবে তাহার সর্ব বিপৎ
বিনাশ হয়, বিনা সংকল্পে দিলে কাজীগুরে গতি হয় ।

কিঞ্চ পাদৈঃ কিঞ্চ বাদৈর্দৈর্নৈবেদ্যৈঃ কিঞ্চ ধূজনৈঃ ।

মধুদানৈ মধুপর্কৈ কুন্তকৈ কিঞ্চরেচকৈঃ ॥

পাদাদিতে কি? বাদ্যেই বা কি? নৈবেদ্য পুজাদিতে
কি? মধুদান ও মধুপর্কদানেই বা কি হয়? এবং কুন্তক,
পুবক, রেচকরূপ প্রাণায়াম ও ধ্যানছাড়াই বা কি কল?

কিং জপৈঃ কিং তপোভির্জ্ঞানং সৎসোম্যাসংসম্ভ পঞ্চমৈঃ ।

কিং মন্ত্রৈঃ কিমনাষতন্ত্রৈঃ কিং তন্ত্রৈঃ কিঞ্চসাধনৈঃ ।

কিং বেদেদ রাসবৈঃ কিং বা শ্মশানৈ মন্ত্রসাধনৈঃ ।

কিং ধর্ম্মৈ মন্ত্রপুতৈ মন্ত্রাথে মন্ত্রজীবনৈঃ ।

কিং যোনিমুদ্রয়া কিং বা তীর্থৈঃ কিং ব্রহ্মসাধনৈঃ ॥

জপ, তপ, মৎস্যসাধন, মাংসসাধনপ্রভৃতি পঞ্চমকার,
মন্ত্রোচ্চারণ, অর্থাৎ উপনিষৎ পাঠ, অন্য যন্ত্র সাধন, ও তন্ত্র-
প্রয়োগ, বেদপ্রয়োগ, মদ্যসাধন অশানসাধন, যন্ত্রাদি কর্ম্ম,
মন্ত্রার্থ বিচার, মন্ত্রজীবিকা, অর্থাৎ মন্ত্রটোতনা, এবং যোনি
মুদ্রাবন্ধন, তীর্থপর্যটন, আর ব্রহ্মসাধন, ইত্যাদিতেই বা কি
কল?

কিং মাতৃকা ন্যাসগঠৈঃ কিং কট্টৈঃ কিং শট্টৈঃ পট্টৈঃ ।

কিং কাকচক্ষুভিঃ ষোড়শান্যাসৈঃ কিং ধৰ্ম্ম সাধনৈঃ ।

ষেনার্জিতা মহাদেবী করবীরৈর্জবাদিভিঃ ॥

মাতৃকান্যাস, প্রতিমার্জন, ঘটাকর্ন, পটাকর্ন, অণবাবলম্বন, ষোড়শান্যাস, নানামত ধর্ম্মযাজনাদি দ্বারা তাহার কি কল লাভ হয়? করবীর পুষ্প বা জবাপুষ্প দ্বারা যাহার দ্বারা মহাদেবী সমর্চিতা নহেন। অর্থাৎ করবীর জবাদি পুষ্পে দেবীর অর্চনা না করিলে উপরি উক্ত কর্ম্মের কিছুমাত্র কল নাই।

শ্রীমদানন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন ধীমত।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত। হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বন্টন হয় ।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

২৮৩.

নির্ঘণ্টপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
৬১ সংখ্যা।		
নববর্ষাগম	১	১
পুরাবৃত্তান্তসন্ধান	৩	১৫
দেবাসুরাদি সৃষ্টি বিষয়	৪	৪
ব্রহ্মপুত্রাদির সৃষ্টি	৭	১২
স্বায়ত্ত্ববস্তুবংশ	৮	১৭
দেব দৈত্যকুল বিস্তার	১০	১৪
বৃদ্ধ বধ প্রস্তাব	১১	২০
সন্দেহ নিরসন		
বিদ্যোৎপত্তি	১৪	৭
কালীমাহাত্ম্য	১৫	৩
গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন	১৯	৪
ভুলসীমাহাত্ম্য	২১	১০
পুরাবৃত্তান্তসন্ধান ৬২ সংখ্যা।		
অসুর কুল বৃত্তান্ত	২৫	১
হিরণ্যকশিপু বংশ বিস্তার	৩০	৩
ব্রহ্মর্ষি বংশ বিস্তার	৩৪	৬২
সন্দেহ নিরসন		
ভারামাহাত্ম্য	৩৬	১০
গৃহস্থধর্ম্ম		
সদাচার কথন	৪৩	৪

নিঘণ্টপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
	৬৩ সংখ্যা ।	

পুরাবৃত্তানুসন্ধান

প্রজোৎপত্তি ৪৯ ১
শ্রিয়ব্রত বংশ কথন জাতিধর্ম ও যুগ ধর্ম কথন	৫১ ১২
স্বন্দরী মাহাত্ম্য ৫৪ ১১
গৃহস্থধর্ম কথন		
সদাচার বর্ণন ৫৯ ১৪
ভুলসী মাহাত্ম্য ৬৭ ১৪

৬৪ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান

মনুবংশ বিস্তার

উত্তানপাদী ও পৈয়ব্রত প্রজা সর্জন

	৭৩ ১
বেণরাজ্য শাসন ৮০ ৩
সন্দেহ নিরসন		
পুরুষোত্তম মহিমা		
ও তাৎপর্য কথন ৮১ ১
ভুলসী মাহাত্ম্য ৯৪ ৫
ভুলসী স্তোত্র ৯৫ ৭

নির্ঘণ্টপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
	৬৫ সংখ্যা ।	

পুরাবৃত্তানুসন্ধান				
বেণরাজ্য শাসন	৯৭ ১
সন্দেহ নিরসন				
অগম্যার্থ মহিমা	২০৯ ৬
গৃহস্থধর্ম সঙ্গীত	১১৮ ৭

৬৬ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান				
মনুবংশ কথন	১২১ ১
সকরজাতি মালা	১২২ ১৮
সন্দেহ নিরসন				
সুন্দরী কল্প	১৩০ ১২
গৃহস্থধর্ম কথন				
সঙ্গীত লক্ষণ	১৩৩ ১
ভুলসী মাহাত্ম্য				
মালাধারণ বিধি	১৩৭ ১৭

৬৭ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান				
মনুবংশ বিস্তার	১৪৪ ১

নিষিষ্টপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গৃহস্থধর্মাস্তর্গত		
আশ্রমধর্ম কথন ১৫১ ১৯
সন্দেহ নিরসন		
জুদ্রী কল্প ১৫৬ ৫
হিম্মন্তীর মাহাত্ম্য ১৬১ ৭
পুণ্ডসী মাহাত্ম্য		
মালীমহিমা ১৬৬ ১
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ১৬৭ ৪

৬৮ সংখ্যা।

পুরাণভাস্করসঙ্কান			
মহাবংশ বিস্তার ১৬৯	১
আশ্রমধর্ম কথন ১৮৩	১
বিষ্ণু মাহাত্ম্য ১৮৬	১১

৬৯ সংখ্যা।

পুরাণভাস্করসঙ্কান			
মহাবংশ বিস্তার ১৯৩	১
গৃহস্থধর্ম ২০০	৪
বিষ্ণু মাহাত্ম্য ২০৯	১৮

৭০ সংখ্যা।

পুরাণভাস্করসঙ্কান			
ত্রৈলোক্য বর্ণন			
ইকাকু বংশ বিস্তার ২১৮	১৯

নিত্যধর্মাস্থরঞ্জিকা ।

২৮৭

নির্ঘণ্টপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সন্দেহ নিরঞ্জন		
কাশীমাহাত্ম্য	২২৭	১৩
গৃহস্থ ধর্ম কথন		
গর্ভাধান বিধি	২৩০	১৬
বিজ্ঞানমাহাত্ম্য	২৩৫	১

৭১ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান	২৪১	১
সন্দেহ নিরসন		
কাশীমাহাত্ম্য	২৪৯	৮
গৃহস্থধর্ম কথন	২৫৩	৮
পুংসবন	২৫৮	১৩
পঞ্চাশত	২৬০	২০
পুষ্পমাহাত্ম্য	২৬১	১৭

৭২ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান	২৬৫	১
সন্দেহ নিরসন		
কাশীমাহাত্ম্য	২৭৩	৫
গৃহস্থ ধর্ম কথন	২৭৫	৬
সৌমন্তোন্নয়ন সংস্কার		
পুষ্প মাহাত্ম্য	২৯৭	৭



